অরণ্যের অধিকার

মহাশ্বেতা দেবী

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮-এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
চন্দ্রশেখর চৌধুরী
লক্ষ্মী প্রেস
১২, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

পনের টাকা

মঞ্জু ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

৯ই জুন ১৯০০ সাল। রাঁচি জেল।

সকাল আটটার সময়ে বীরসা রক্তবমি করে অজ্ঞান হয়ে যায়। বীরসা মুণ্ডা, সুগানা মুণ্ডার ছেলে, বয়স পঁচিশ, বিচারাধীন বন্দী। তেসরা ফেব্রুআরি বীরসা ধরা পড়েছিল কিন্তু মে মাসের শেষ সপ্তাহ অবধি বীরসা আর অন্য মুণ্ডাদের বিরুদ্ধে কেস তৈরি করা যায়নি। তবে মুণ্ডাদের হয়ে লড়েছিলেন ব্যারিস্টার জেকব, তিনি এখনো লড়ছেন, বীরসা জানত জেকব ওদের হয়ে লড়বেন। বীরসা জানত জেকবকে ওর জন্যে লড়তে হবে না। ক্রিমিনাল পুলিস কোডের বহু ধারায় বীরসাকে বাঁধা হয়েছিল, কিন্তু বীরসা জানত ওর দণ্ড হবে না।

অজ্ঞান বীরসা অজ্ঞান, কিন্তু সব জানতে পারছে ও, সব দেখতে পাচ্ছে ছবির পর ছবি। মুণ্ডার জীবনে ভাত একটা স্বপ্ন হয়ে থাকে। ঘাটো একমাত্র খাদ্য যা মুণ্ডারা খেতে পায় তাই ভাত একটা স্বপ্ন কোন না কোন ভাবে ভাত বীরসার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বেশির ভাগ সময়েই বীরসার যে উদ্ধত ঘোষণা, "মুণ্ডা শুধু ঘাটো খাবে কেন? কেন সে দিকুদের মত ভাত খাবে না?" আর তেসরা ফেব্রুআরি বীরসা ধরা পড়েছিল ওরা ভাত রাঁধছিল বলে। বীরসা ঘুমোচ্ছিল, মেয়েটা ভাত রাঁধছিল, নীল আকাশে ধোঁয়া উঠছিল বীরসা ঘুমোচ্ছিল, সেই লোকগুলো ধোঁয়া দেখতে পায়।

তারপর বন্দগাঁও, তারপর খুনতি তারপর রাঁচি। হাতে হাতকড়া ছিল বীরসার, দুদিকে দুজন পুলিস। বীরসার মাথায় পাগড়ি ছিল, পরনে ধুতি। গায়ে কিছু ছিল না তাই বাতাস আর রোদ একই সঙ্গে বিঁধছিল চামড়া। পথের দুপাশে লোক ছিল। ওরা সবাই মুণ্ডা। ওরা সবাই কাঁদছিল। মেয়েরা বুক চাপড়াচ্ছিল, আকাশ

পানে হাত তুলছিল। পুরুষরা বলছিল, "যারা তোমাকে ধরা করাল তারা মাঘ মাস ফুরাতে দেখবে না। তারা যদি জাল পেতে থাকে, সে জালে ধরা বরা আর খরা তারা ঘরে নিবে না।"

কিন্তু বীরসা তাদের ওপর রাগ করেনি। ধরিয়ে দিয়েছে, ধরিয়ে দেবে না কেন? ডেপুটি কমিশনার তাদের গুনে গুনে পাঁচশো টাকা দেয়নি? পাঁচশো টাকা অনেক টাকা। কোন মুণ্ডার পাঁচশো টাকা থাকে না। মুণ্ডা যদি রাতে শু'য়ও স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নে সে বড় জোর মহারানীর ছাপ মারা দশটা টাকা দেখতে পারে। ওরা পাঁচশো টাকা পেল, বীরসাকে ধরাবে না কেন?

আসলে বীরসার নিজের ওপরে রাগ হচ্ছিল। ঘুম এল কেন? না ঘুমোলে ত ও জেগে থাকত। আগুন জ্বেলে ভাত রাঁধতে দিত না। তাহলে আগুন জ্বলত না, আকাশে ধোঁয়া উঠত না, কেউ দেখতে পেত না? পথ চলতে চলতে বীরসার মনে হচ্ছিল, এখন অচৈতন্য বীরসার মনে হল, সে আগুন ওরা নিভিয়ে দিয়েছিল ত? মুণ্ডাদের খেয়াল বড় কম। ধিকিধিকি আগুন থেকে জঙ্গল জ্বলে যায়, দাবানল লাগে, আর কয়েক বছর ধরে জঙ্গল বড় শুকনো, বড় খরা, তাই ত বীরসা উলগুলানে সব ভাল করে জ্বালাতে চেয়েছিল। উলগুলানের আগুনে জঙ্গল জ্বলে না, মানুষের হৃদয় আর রক্ত জ্বলে। সে আগুনে জঙ্গল জ্বলে না। জঙ্গল নতুন করে মুণ্ডা মায়ের মত, বীরসার মায়ের মত, জঙ্গলের সন্তানদের কোলে নিয়ে বসে।

তাই ত বীরসা অরণ্যের অধিকার চেয়েছিল।

অরণ্যকে ছিনিয়ে নেবে দিকুদের দখল থেকে। অরণ্য মুণ্ডাদের মা, আর দিকুরা মুণ্ডাদের জননীকে অপবিত্র করে রেখেছে। উলগুলানের আগুন জ্বেলে বীরসা জননীকে শুদ্ধ করতে চেয়েছিল। তারপর মুণ্ডা আর হো, কোল আর সাঁওতাল, ওঁরাও, অরণ্যের অধিকার, ছোটনাগপুরের অরণ্যের অধিকার, পালামৌ, সিংভূম, চক্রধরপুর, সকল অরণ্যের অধিকার যাদের, তারা জননীর কোলে ফিরে যেত।

বীরসা বুঝতে পারল ও কোথাও চলে যাচ্ছে। কেননা ভীষণ রক্তবমি করেছে ও আজই সকালে। নিজের রক্তের রং দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বীরসা অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে। রক্তের রং এত লাল। সকলের রক্তের রংই লাল হয়, কথাটা ওর কাছে খুব দরকারী এবং জরুরী বলে মনে হল। যেন কথাটা কাউকে জানানো দরকার ছিল। কাকে জানানো দরকার ছিল? কে জানে না। অমূল্য জানে, বীরসা জানে, মুণ্ডারা জানে। সায়েবরা জানে না। জেকব জানে। কিন্তু জেল সুপার, ডেপুটি কমিশনার, এরা জানে না। পুলিস সুপার জানে না। জানে না বলে ওরা সৈন্যবাহিনী আর বন্দুক আর কামান নিয়ে নেংটিপরা, তীর-বর্শা-বলোয়া-পাথরসম্বল মুণ্ডাদের মারতে এসেছিল। বীরসা যদি কথা বলতে পারত, বলে যেত, "সাহেবরা! রক্তে কোন ভেদ নাই। মারলে তোমাদের যত লাগে, মুণ্ডাদের তত লাগে। মুণ্ডাদের জীবনগুলা তোমরা জবরদখল করেছ। সে দখল ছাড়তে তোমাদের যত লাগে, জঙ্গল আবাদ করা জমি দিকুদের হাতে তুলে দিতে মুণ্ডাদের তত লাগে।"

কিন্তু কিছু বলতে পারবে না বীরসা। চোখ খুলতে পারছে না, ভেতরে কে যেন মহুয়া তেলের মশাল আর টেমি নিভিয়ে দিচ্ছে। কে যেন দোলাচ্ছে বীরস কে। বলছে, ঘুমাও, ঘুমাও, ঘুমা রে।

সকাল আটটার সময়ে বীরসা রক্তবমি করে অজ্ঞান হয়ে যায়। তখনি রাঁচি জেলের ঘরে-ঘরে কান্না শোনা গিয়েছিল, কিন্তু রাঁচি জেলের সুপার সাহেব তাতে কান দেননি। বোঝাই যাচ্ছে বীরসা মারা যাবে। লেফটেনান্ট গভর্নরকে কি খবর দেবেন ভাবছিলেন তিনি। ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছিলেন। আশ্চর্য সমর্থ লোকটার শরীর। মে-মাসের ত্রিশ তারিখ থেকে ভুগছে তো ভুগছেই। ফেব্রুআরি থেকে বিনাবিচারে আটক আছে একা একটা সেলে। ফেব্রুআরির আগে

কতদিন পাহাড়ে-জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে থাকছিল। খাওয়া-দাওয়া কি জুটেছে তা ওই জানে। শরীর ভাঙছে না, মরছে না। এখন ওর মরা দরকার। নইলে প্রমাণ হয়ে যাবে বীরসা সত্যিই ভগবান। ভগবান না হলে এতদিনে ও মরেই যেত।

বীরসা মারা গেল সকাল ন-টায়। জেল সুপার অ্যান্ডারসন ঘড়ি হাতে দাঁড়িয়েছিলেন, মাঝে-মাঝে নাড়ি দেখছিলেন। ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ নাড়ি। বীরসার চোখ বন্ধ। কপাল একটু কুঁচকে আছে। অ্যান্ডারসন কৌতূহলে নিচু হলেন।

এখন নিচু হওয়া যায়। যে সাদা হাত, সাদা চামড়াকে ও ঘৃণা করত, সেই হাতে ছোঁয়া যায় ওর চটচটে কপাল, গাল। ওর মুখ ছুঁতে আশ্চর্য অনুভূতি হল অ্যান্ডারসনের। এই না কি বীরসা, যার জন্যে দুটো জেলার পুলিস আর সৈন্য ছুটে এসেছিল? সুকুমার, সুন্দর চেহারা। কে বলবে মুণ্ডাদের ছেলে? এখন ওর মুখে মৃত্যুর ছায়া। ওর নাড়ি ধরলেন অ্যান্ডারসন। ন-টা নাগাদ নাড়ি ক্ষীণ হতে হতে থেমে গেল। সহসা শরীর এলিয়ে পড়ল। কপালের রেখা মিলিয়ে গেল। চেহারা প্রশান্ত, স্থির। মৃত্যু ছাড়া আর কেউ এমন প্রশান্তি এনে দিতে পারত না বীরসা মুণ্ডার শরীরে।

ন-টায় মারা গেল ও। তখনি ওর হাত পা থেকে শেকল খুলে নেওয়া হল। জীবিত অবস্থায়, এই নিঃসঙ্গ সেলে যখন ও অজানা, অচিকিৎস্য অসুখে ভুগছিল, তখনো শেকল খুলে নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিশ্বাস করা যায়নি ওকে। সাঁওতালদের 'হুল' নয়, সর্দারদের 'মুলকই লড়াই' নয়, বীরসা ডাক দিয়েছিল 'উলগুলান'-এর, এক মহা-বিদ্রোহের।

মরে গেল বীরসা। এখন ওর শরীর থেকে শেকল খোলা হল, মুখ থেকে রক্ত মোছা হল। বাইরে আনা হল। একে-একে ওদেরও বাইরে আনা হল, মুণ্ডা বন্দীদের। ভরমি, গয়া, সুখরাম, ডোন্‌কা, রামাই, গোপী, চারশো ষাট-সত্তর জন বন্দীর আসতে সময় লাগে,

কোমর-হাত-পায়ের শেকল টেনে হাঁটতে সময় লাগে, তা ছাড়া আকাশ এখনো জ্বলছে, জুন মাসের দুর্দান্ত গরমে শরীর, লোহার শেকলের ভারে অবনত কালো শরীর, শ্লথগতি।

তাই অনেক সময় লাগল ওদের আসতে, বীরসার শরীর বেড় দিয়ে হেঁটে চলে যেতে। অ্যান্‌ডারসনের ধৈর্য থাকছিল না। তিনিই জেল সুপার, আবার সরকারী ডাক্তারও বটেন। বীরসার শরীর কাটতে ছিঁড়তে হবে। তার আগে খশখশের পাখা-টানা ঘরে বসে ঠাণ্ডা হওয়া দরকার, ঠাণ্ডা বিআর খাওয়া আরো বেশি দরকার। রাঁচি জেলের দুরন্ত গরমে ওঁর কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু বড় অবাধ্য এই মুণ্ডারা। কিছুতেই চোখ তুলছে না। চোখ নিচু করে ওরা দেখে চলে যাচ্ছে ওদের ভগবানকে, মৃত ঈশ্বরের শরীর ঘিরে শেকল-বাঁধা কালো-নেংটি পরা বন্দীরা হেঁটে, বেড় দিয়ে চলে যাচ্ছে, চলে গেল, একজনও শনাক্ত করল না। বলল না, 'হ্যাঁ, এই আমাদের বীরসা, ভগবান।'

—'শনাক্ত করো। শনাক্ত করো' অ্যানডারসন চেঁচিয়ে উঠলেন।

হ্যাঁ, একজন দাঁড়িয়ে গেছে। কপালে বেয়নেটের ঘা আছে—তাই বুঝলেন, এ ভরমি মুণ্ডা। নইলে এদের প্রত্যেকের মুখ, কালো কালো মুখ, অ্যান্‌ডারসনের চোখে একরকম মনে হয়। ভরমি দাঁড়িয়ে আছে, দেখছে।

—'কে? কাকে দেখছ?'

ভরমি কথা বলল না দাঁড়িয়ে একটু দুলতে লাগল। তারপর, যেন ওর ভেতর থেকে গান উঠে এল। দুর্বোধ্য, মুণ্ডারী ভাষার গান, কান্নার মত সুর, মন্ত্রের মত গম্ভীর। ভরমি বলল,

"হে ওতে দিসুম সিরজাও
নি' আলিয়া আনাসি
আলেম আনচুলিয়া

আমা' রেগে ভরোসা
বিশ্বাস মেনা ॥"
(হে পৃথিবীর স্রষ্টা,
আমাদের প্রার্থনা ব্যর্থ ক'রনা
তোমাতে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস ॥)

ব্যর্থ আক্রোশে অ্যানডারসন চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হটাও, হটাও।' ওআর্ডার ভরমিকে ধাক্কা দিল। ওরা চলে গেল।

ন-ই জুন বীরসা মারা গেল সকাল ন-টায় কিন্তু বিকেল ৫-৩০ টার আগে সুপার ময়না করতে পারলেন না। ময়না করে লিখলেন, "পাকস্থলী জায়গায় জায়গায় কুঁচকে দলা পাকিয়ে গিয়েছে। ক্ষুদ্রান্ত্র সরু হয়ে গিয়েছে। ক্ষয় হতে-হতে। বহু পরীক্ষাতেও পাকস্থলীতে বিষ পাওয়া যায়নি।" এই পর্যন্ত লিখে উঠলেন, হাতে অডিকোলন লাগালেন। হাত শুঁকলেন। সুগন্ধি সাবানে স্নান করেও গা থেকে বীরসার গন্ধ যাচ্ছে না! আশ্চর্য! ফর্মালিন ও স্পিরিটে মোছা শরীর থেকে মৃদু পচা গন্ধ বেরোচ্ছিল। শরীরে পচ ধরতে শুরু করলে একেবারে গোড়ায় ও-রকম গন্ধই বেরোয় বটে।

লিখলেন সুপার, "রক্তামাশার পর কলেরার সংক্রমণের ফলে বৃহদন্ত্রের উপরিভাগ কুঁচকে জড়িয়ে যায়। পরিণামে হৃৎপিণ্ডের বাঁ-দিকে রক্তক্ষরণ হয় এবং ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে বীরসা প্রাণত্যাগ করে।" তারপর ভেবে দেখলেন, বীরসা কোনো সময়েই জেলের বাইরে একবিন্দু জলও খায় নি। কলেরার কথাটা লিখেছেন বলে মনের ভেতর খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। অবশেষে লিখলেন, "কিভাবে বন্দী কলেরায় আক্রান্ত হয়, তা জানা যায় নি।" লিখতে-লিখতে মুখ তুললেন, "কে?"

—'আমি' ময়না ঘরের ডোম এসে দাঁড়াল।

—'কি হয়েছে?'

—'বাবু বলছিল…'

—'কোন বাবু?'

—'ডিপ্‌টি বাবু।'

—'কি বলছিল?'

—'ওর কি হবে?'

—'কার?'

—'ভগবানের।'

—'ভগবানের? তোমার ভগবান না কি ও? তুমি কি মুণ্ডা?'

—'না।'

—'না, ভগবান বল না।'

—'না হুজুর, বলব না।'

—'কি বলছিলে?'

—'ভগবানের কি হবে?'

—'চুপ কর।'

—'হাঁ, হুজুর।'

—'ঠিক করে কথা বল।'

—'ভগবানের শরীরটা কি হবে?'

অ্যান্ডারসনের শরীর ও মন যেন পরাজয়ের গ্লানিতে অবসন্ন হয়ে পড়ল। যারা বন্দুক নিয়ে বীরসার সঙ্গে লড়েছিল, তাদের লড়াই শেষ হল। যারা বীরসাকে বেঁধে এনেছিল, তাদের লড়াই শেষ হল। বীরসা কেন তাঁর সঙ্গে লড়াই শেষ করছে না? কি করেছেন তিনি? ওকে সলিটারী সেলে রেখেছিলেন? ওর হাতে পায়ে কোমরে শেকল বেঁধে রেখেছিলেন? কি করেছিলেন? কি জন্যে এই লড়াই? কেন মুণ্ডারা বীরসাকে 'বীরসা' বলে শনাক্ত করল না? কেন তাঁর অধীনস্থ নগণ্য এই লাশঘরের ডোমটা বীরসাকে 'ভগবান' বলে চলেছে?

—'যাও, ডেপুটিবাবুকে পাঠিয়ে দাও।'

—'বাবু এসেছেন।'

—'ভেতরে আসতে বল।'

ডেপুটি সুপার অমূল্যবাবু ঢুকল। বয়স কম, দেখতে আরো কম দেখায়। ছেলেটির ব্যবহার কথাবার্তা সংযত, ভদ্র। সাহেবের সামনে ঠোঁট এঁটে থাকাই ওর অভ্যেস। তবু অ্যানডারসনের মনে হয় বীরসার বিদ্রোহের খবরগুলো কলকাতায় 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'দি বেঙ্গলী' ও 'দি হিন্দু পেট্রিঅট' কাগজে ওই পাঠায়। মনে হয়, প্রমাণ কিছু পাননি। মনে হয়, ও মুণ্ডা বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি-শীল। নইলে প্রত্যেকটি সেলে খাবার জলের ব্যবস্থা যাতে ঠিক-ঠিক থাকে সেজন্যে ও এত তৎপর কেন? কেন বন্দীদের স্নান করার জন্যে ও দু-ঘটির জায়গায় দশ ঘটি জলের ব্যবস্থা করল? কেন কথায়-কথায় 'জেল কোড'-বুক হাতে করে এসে বলে, 'সার, এতে লেখা আছে ওদের ভরপেট খাবার মত চাল দিতে হবে কিচেনে?'

মনে হয়, প্রমাণ কিছু পাননি। ডেপুটি সুপার, ক্রীশ্চান ছেলে। ভালো টাকা পায়। কিন্তু রাঁচি শহরে সবসময়ে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরবে, সকলের সঙ্গে মিশবে, সমাজসেবা করতে যাবে।

—'কি, অমূল্যবাবু?'

ছেলেটা এমন বেয়াড়া। শুধু 'বাবু' বললে রেগে ওঠে। একদিন ওঁকে বলেছিল, বেশ মিষ্টি হেসেই বলেছিল, 'রেগে ওঠা ঠিক নয়, তা আমি জানি। তবে ওই যে শুনেছিলাম, 'বাবু' কথাটা 'বেবুন' শব্দ মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে, সেই থেকে শুধু 'বাবু' শুনলে যেন কি রকম...'

বেশি কিছু বলতে পারেন না অ্যানডারসন। কেননা যদি চটে যায়, যদি সত্যিই খবর পাচার করতে শুরু করে কলকাতার ওই অখাদ্য কাগজগুলোতে, তাহলে মুশকিল হবে। দেশি কাগজগুলোকে তত ভয় নেই, ভয় ব্যারিস্টার জেকবকে। লোকটা ইংরেজ, কিন্তু মুণ্ডাদের হয়ে বিনা পয়সায় লড়ে। এবারও লড়তে আসছে ওদের কৌঁসুলি হয়ে। মুণ্ডারা তাঁরই অধীনে জেলহাজতে আছে। তাঁর বিরুদ্ধে যায়, এমন একটি খবর পেলেও জেকব তাঁকে ছাড়বে না।

অ্যান্ডারসন বললেন, 'কি অমূল্যবাবু ?'

—'মৃতের সংকার বিষয়ে নির্দেশ পাইনি।'

—'সো ?'

—'কি করা হবে ?'

—'কি করা হবে মানে ?'

—'কিভাবে সংকার হবে ? ওদের নিয়ম সমাধি দেওয়া'

—'জেলহাজতে বিনাবিচারে আটক কোনো বন্দী সহসা কলেরায় মারা গেলে যে-ভাবে সংকার করা হয়, তেমনি করেই সংকার হবে। নিশ্চয় রাজকীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা হবে না? এটা নিশ্চয় কোনো 'স্পেশাল' কেস নয় ?'

পরাজয়, পরাজয়। অ্যানডারসন কি আসলে কেসটা 'স্পেশাল' মনে করেন ? মনোভাব চাপা দিতে চান বলেই এত চেঁচাচ্ছেন ? অমূল্যবাবুর মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না।

—'অলরাইট সার।'

—'আর কি বলবে ?'

—'ওর ভাই কন্নু মুণ্ডা কি মুখাগ্নি করবে ?'

—'ওহ্, নো ! কখনোই না। কয়েকজন বীরসাইত যদি সংকার দেখে, তাহলে তখনি এসে গল্প ছড়াতে শুরু করবে। তারা বলবে ধুমধামে বীরসাকে পোড়ানো হয়েছে। তারপর নানা রকম অলৌকিক গল্প ফেঁদে বসবে। আমি, আমি বীরসার নামে কিংবদন্তী আর শুনতে পারছি না।'

অমূল্যবাবুর মুখ পাথর-পাথর। ভাবলেশহীন।

—'তোমারও সে-সব কথায় প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। তুমি শিক্ষিত, তুমি আমাদের ধর্মের লোক। দেখ, আমি আজ কয়েক বছর ধরে বীরসার নামে গল্প শুনতে-শুনতে···গল্প শুনতে-শুনতে···কিন্তু এবার, এর আগের বারও ও এই জেলেই ছিল। তুমিও দেখলে ও সাধারণ একটা মানুষ, একটা সাধারণ মুণ্ডা, কলেরায় মরে গেল তাতে ও কি···

—'আমরা কি সেলটা কার্বলিকে ধোব ?'

—'কার্বলিক! কেন? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?'

—'কিন্তু সার, কলেরা তো ছোঁয়াচে।'

—'কলেরা? কলেরা তুমি পাচ্ছ কোথায়?'

—'আপনিই বললেন বীরসা কলেরায় মারা গেছে।'

অ্যান্ডারসনের চোয়াল ওঠানামা করল কিছুক্ষণ। তারপর কাটা-কাটা কথায়, রুক্ষস্বরে বললেন, 'হ্যাঁ। আমি বলেছি বীরসা কলেরায় মারা গেছে। আমি বলছি কোত্থেকে কলেরা নিয়ে এল তা বোঝা যায় নি। আমি বলছি কার্বলিকে সেল ধোওয়ার দরকার নেই। আমি বলছি ওর সংকার জেলের মেথররা করবে। একজন বীরসাইতও যেন সংকার না দেখে, নোট কর, একজন বীরসাইতও যেন সংকার না দেখে। দেখলে ওরা ছড়াবে গল্প, আর জেকব বলবে হতভাগ্য মুণ্ডাদের সংকার দেখতে বাধ্য করে জেলকর্তৃপক্ষ মৃতদেহের অবমাননা করছে। এখন সব পরিষ্কার হল?'

—'সময়?'

—'পকেট ঘড়ি নেই?'

—'সংকারের সময়?'

—'আরো অন্ধকার হলে।'

—'আমি যাব কি?'

—'না। এটা আমার অর্ডার।'

—'রাইট্ সার।'

'তুমি বড় বেশি জড়িয়ে পড় কাজে। তুমি ছুটি নিয়ে বাড়ি ঘুরে এস না? ট্রায়াল শুরু হবে কবে তার ঠিক কি?'

—'আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই সার। আমি অরফানেজের ছেলে। রাঁচির অরফানেজের।'

—'যাও, যাও এখন।'

—'ইয়েস্ সার।'

অমূল্যবাবু তেমনিই ভাবলেশহীন মুখে বেরিয়ে এল। জেলের একদিকে ওর বাসা। ও সোজা বাসায় এল। শিবন মেথর ওর ঘরের মেঝে ঝাঁট দিচ্ছে। শিবনের দিকে না-চেয়েই অমূল্যবাবু বলল, 'আরো রাতে দাহ হবে। কবর হবে না। মেথররা দাহ করবে। যেতে হলে এখন থেকেই জেলে গিয়ে থাকা ভালো।'

—'হ্যাঁ সাব।'

—'আমি সাহেব নই।'

—'হ্যাঁ বাবু।'

শিবন বেরিয়ে গেল। অমূল্যবাবু একটি কাগজে লিখল, বীরসা মুণ্ডা প্রথম অসুস্থ হয় ৩০-৫-১৯০০ তারিখে। ২০-৫-১৯০০ তারিখে সিংভূমের একটি বিচারাধীন বন্দী রাঁচি জেলে কলেরায় মারা যায়। সে জেল থেকে কোর্টে যাবার পথে গার্ডের সহযোগিতায় বোনপোর দেওয়া প্রসাদ খেয়েছিল। বীরসার প্রসঙ্গে সরকারী বিবৃতি তৈরি হয়ে গেছে। তাতে বলা হয়েছে জেল থেকে কোর্টে যাবার পথে বীরসাও বাইরে কিছু খেয়েছিল। কিন্তু গার্ড ও অন্য বন্দীদের কড়া জেরা করলেই জানা যাবে বীরসা একদিন মাত্র কপাল ও ঘাড় ধুয়ে ফেলতে জল চেয়েছিল, জল নিয়েছিল হাবিলদারের ঘটি থেকে। সে জল বীরসা হাতে নিতে-না-নিতেই কোমরের শেকল টেনে গার্ড বলে, "সময় হয়ে গেছে।" অতএব সে-জল বীরসা ব্যবহারই করেনি।

আরেকটু ভেবে লিখল, ৩০শে মে থেকেই বীরসা অসুস্থ বোধ করে। অসুস্থ অবস্থায় তার চিকিৎসা ও পথ্য, সব কিছুরই তত্ত্বাবধান করেছিলেন স্বয়ং জেলসুপার।

কাগজটি খামে ভরল অমূল্যবাবু। ওপরে ব্যারিস্টার জেকবের নাম ও ঠিকানা লিখল। গতবার যখন বীরসা প্রথমবার বন্দী হয় তখনি ওঁর সঙ্গে অমূল্যবাবুর কলকাতায় আলাপ হয়। বীরসা যদি কিংবদন্তী হয়, জেকবও কম যান না। কতদিন ধরে যে উনি কোল, ওঁরাও, মুণ্ডাদের হয়ে লড়ছেন সে একা উনিই বলতে পারেন।

—'কেন তুমি আমাকে সাহায্য করছ বাবু?'

সকলেই অমূল্যবাবুকে 'বাবু' বলতে পারে, সকলকেই ও অধিকার দিয়েছে, শুধু অ্যানডারসনের বেলা ওর যত কড়াকড়ি। জেকবের কথার ও কোনো জবাব দেয় নি।

—'কেন সাহায্য করছ?'

—'আমার নাম বলবেন না।'

—'তুমি খুব দুঃসাহসের, নাকি গোঁয়ার্তুমির কাজ করছ?'

—'জানি না।'

—'পাগলামিও বলতে পার। এখন কি ডি এস হয়েছ, না পাকা হওনি?'

—'বোধহয় আমরা সকলেই একটু-আধটু পাগল। ডি এস-এর কাজ করছি, পাকা হব।'

—'তুমি রাঁচির ছেলে, তাই না?'

—'হ্যাঁ।'

—'স্কুলে-কলেজে ঐখানেই পড়েছ?'

অমূল্যবাবু একটু চুপ করে থেকে বলেছে, 'চাইবাসায় জার্মান মিশনের স্কুলে আমি বীরসার সহপাঠী ছিলাম।'

—'ও। কিন্তু তাতেও কেন তুমি মুণ্ডাদের সাহায্য করছ, তা বোঝা গেল না।'

—'বোঝার কিছু নেই।'

অমূল্যবাবু এখন বাইরের অন্ধকারের দিকে চাইল। চোদ্দ বছর, নাকি পনেরো বছরের কথা? বীরসা দাউদ বহু পথ হেঁটে-হেঁটে ক্ষতবিক্ষত পায়ে চাইবাসার স্কুলে গিয়েছিল।

অমূল্যবাবু একটু হাসল। জেলে দেখা হতে বীরসা ওকে ইচ্ছে করে চেনে নি। সেবার নয়, এবারও নয়।

রাত আটটা নাগাদ কাঠের খাটুলিতে বীরসার ময়না-করা, সেলাই-

করা শরীরটা নিয়ে মেথররা বেরোল। আজ রাতে মুণ্ডা বন্দীরা রাতের খাবার খায় নি। সেলে-সেলে গাদাগাদি অবস্থায়, দুরন্ত গরমে পচতে-পচতে ওরা গান করছে। যে-গানের সুর কান্নার মত, যে-গানের ভাষা দুর্বোধ্য—জঙ্গলের বুকে ঝড়ের ভাষার মতই আদিম, যে-গান মন্ত্রের মত গম্ভীর।

লাশঘরের সান্ত্রী, পুলিস, গার্ড, শববাহী মেথররা সকলে সে-গান শুনে এ-ওর দিকে তাকাল। অস্বস্তিতে গুমরে উঠল ওদের মন। আজকের রাতটার উত্তাপের মতই গুমরে উঠল চাপা ভয়, ক্ষোভ, দুঃখ। কেন ভয়, কেন ক্ষোভ, কেন দুঃখ? কি হয়েছে? একটি বিচারাধীন বন্দী মারা গেছে। কিন্তু মুণ্ডা বন্দীদের বিনাবিচারে জন্তুর মত আটক রাখা, সেই অবস্থায় তাদের মাঝে মাঝে মৃত্যু হওয়া, এ কি আগে হয়নি?

এ-রকম তো হয়েই থাকে। মাঝে-মাঝেই হয়। আজ না-হয় গরমটা খুব বেশি। খরা তো আজ দু-তিন বছর ধরে চলছেই। তার ওপর বীরসার 'উলগুলান'-এর আঁচেও তো সব শুকিয়ে উঠেছে। মন থেকে বিচারবিবেচনা সব জ্বলে গেছে 'উলগুলান'-এর তাপে। এমন খাক হয়ে জ্বলে গেছে যে কেমন করে মুণ্ডা বন্দীরা ছোট-ছোট সেলে গায়ে-গায়ে ঠেসে জন্তুর মত দেওয়ালের আংটায় শেকলবাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে তা ভেবে কেউ কষ্ট পায়নি। কেউ ভাবেনি শরীরে বুলেটের ঘা, ক্ষতের পচ আর জ্বর নিয়ে সুনারা মুণ্ডা কেমন করে বিনা চিকিৎসায় মরছে!

কিন্তু এখন। বীরসার শরীর তুলে নিতে, আগুনের মত গরম বাতাস ছিঁড়ে ফেলে-ফেলে জেল থেকে বেরুতে, সকলের যেন ভয়-ভয় করল। শিবন মেথর বলে ফেলল, 'এ কি রকম হয়ে গেল হে? জাতের মানুষ, ধর্মের মানুষ কাঁধ দিবে, কবর দিবে, না কি হয়ে গেল?'

—'চুপ কর্ শিবন।'

—'তুমি বল কি সিপাইসাহেব, এ পাপ হল না ?'

সিপাহী মুনেশ্বরপ্রসাদ বলল, 'পাপ হলে সাহেবের হবে, আমরা হুকুমের চাকর।'

—'বাপ আছে, মা আছে, বয়সের ছেলে তুই। কি জন্যে মরতে গেল বল দেখি ?'

—'বাবা ওর জংলা জাত, জঙ্গুলে বুদ্ধি। আমার দাদা আদালত হতে রায় পেয়ে জমি নিল। তো বলে, আমাদের উচ্ছেদ করলি কেন ? বলে, তোরাও দিকু। আইন বোঝে না, আদালত বোঝে না, জজ কি বলে তা বোঝে না। শুধু বলে কেন ? জমি ছাড়ব কেন ? জঙ্গল আমাদের নয় ? জমি আমাদের নয় ? নে শিবন, এই লণ্ঠনটা নে। চলে যা তোরা।'

—'তোমরা কেউ আসবে না ?'

—'না। হরমু নদী তো ওই হোথা, যা, চলে যা।'

—'বড় আঁধার গো।'

—'আঁধারে যা, চুপিসাড়ে যা। কেউ যেন জানে না কারে জ্বালাস, কোথা জ্বালাস।'

—'ওকে ওরা ভগবান বলেছিল।'

—'বড়সাহেব আরো বড় ভগবান, শিবন।'

—'হরমুতে জল নাই।'

—জলে কি করবি ? চিতা ধুবি ? আগুন জ্বেলে দিয়ে চলে আসিস না। শেষশেষ দেখে চলে আসিস।'

শিবনরা হঠাৎ দেখল শুধু ওরা আছে, সান্ত্রী, সিপাহী, গার্ড, সবাই ফিরে চলে যাচ্ছে। ওরা হাঁটতে লাগল। বড় তাপ মাটিতে বাতাসে, অন্ধকারে। ওদের কথাবার্তা, আপনা থেকে বন্ধ হয়ে এল। সন্তর্পণে চলতে-চলতে শিবনের মনে হল একটা নতুন কাপড়ও ওরা ভগবানকে দিল না।

চিতা সাজাতে খুব দেরি হল না। কাঠ নেই। শুধু শুকনো গোবরের ডেলা। ধরমু মাথা নেড়ে বলল, 'এটা অধর্ম। আমরা জাতের-জাতের মানুষ নই। বীরসার মুখে আগুন হল না, স্নান হল না, কবর হল না, পুরুত এল না। কাঠে পুড়বে, রাঁচিতে কি কাঠের আকাল আছে কিছু?'

—'নাও হে, তাড়াতাড়ি তুল। পচ ধরে গেল বুঝি?'

বীরসাকে চিতায় শোয়াতে-শোয়াতে ধরমু বলল, 'কেমন হায়জা হল, কেউ জানল না?'

—'নাও, আগুন দাও।'

ধরমু হাত জোড় করে বলল, 'বীরসা, তুমি দেখছ সব, জানছ সব। আমরা হুকুমের চাকর। হুকুমে কাজ করি। তুমি আমাদের দোষ নিও না।' ধরমু চিতায় আগুন দিল।

ওরা দূরে সরে এল। বীরসাকে ঘিরে আগুন উল্লাসে জ্বলে উঠল, আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল।

আগুনের দিকে চেয়ে ধরমু মেথর বলল, 'উলগুলানে, অনেক আগুন জ্বালিয়েছিল, আগুন ওরে চিনে। জ্বলছে কেমন দেখ।'

—'হা তোর 'উলগুলানের' হেথাই শেষ রে!'

ঠাট্টা করতে গেল ভিখন, ঠাট্টাটা মাঝপথে থেমে গেল। সকলে সভয়ে এ-ওর দিকে চাইল।

শিবন দেখতে লাগল চিতা জ্বলছে।

তারপর, চিতা জ্বলে-জ্বলে যখন শেষ হয়ে এল, তখন হাতের লাঠি দিয়ে আগুন খুঁচিয়ে শিবন বলল, 'তোমরা যাও। আমি চিতা ধুয়ে দিব।'

—'তুই একা?'

—'হ্যাঁ, একা।'

ওরা শিবনের দিকে চাইল, কি বলতে গিয়ে বলল না। চলে গেল।

ওরা চলে যাবার পর শিবন সামনের দিকে চাইল। চিতায় আগুন এখন গুমরে-গুমরে জ্বলছে। শিবন জানে এ-রকম আগুন অনেকক্ষণ জ্বলে। গুমরে, ধুঁইয়ে, বহুক্ষণ ধরে। হাজারিবাগে, ওর ছোটবেলা জঙ্গল থেকে ওরা বসন্তকালে বনকুলের শুকনো ঝোপ কুড়িয়ে এনে উঠোনের কোণে পাঁজা করে রাখত। শীত এলে সেই কাঠ জ্বালিয়ে হাত পা সেঁকত। কুলকাঠের আগুন অনেকক্ষণ জ্বলত। শিবনের মা বলত, 'আমার শীত লাগে না রে। আমার বুকে কুলকাঠের আংরা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে তোর বাপ, তোর দাদা, তোর ভাইটা।'

শরীরটা চিতায় ছাই হয়ে এল। শরীরে তো ছিল না কিছুই। যেন পাতার মত হয়ে গিয়েছিল। ওর ঘর সাফ করতে গিয়ে শিবন কতদিন দেখেছে শেকলের ভার টেনে-টেনে বীরসা ওই ছোট্ট ঘরে হেঁটে-হেটে বেড়াচ্ছে। সলিটারি সেল। কথা বলতে মানুষ নেই। ও একা-একা ভুরু কুঁচকে হেঁটে-হেঁটে বেড়াচ্ছে। বড় ছোট ছিল ঘরখানা। এদিক থেকে ওদিক হাঁটলে মাত্র চোদ্দ পা হাঁটা যেত। তারপরই দেওয়াল। উত্তরে-দক্ষিণে-পূবে-পশ্চিমে দেওয়াল, শুধু দেওয়াল। ভরমি, ধানী, সুখরাম, কনু, মুণ্ডারা কান পেতে ওর শেকল ঘষটাবার আওয়াজ শুনত।

কনু বলত, 'ছেলেবয়স হতে দাদারে কেউ ঘরে বাঁধতে পারে নাই। ওর মত এমন জঙ্গলে-পাহাড়ে কেউ হাঁটে নাই কোনদিন। এই 'উলগুলানের' কালো আঁধার রাতে পাহাড় ভেঙে দাদা কোথায়-কোথায় চলে যেত হেঁটে।'

কিন্তু তিরিশ তারিখ রাতে, যখন শেকলের আওয়াজ শোনা যায়নি তখন মুণ্ডারা এ-ওর দিকে তাকিয়েছিল সভয়ে। ধানী মুণ্ডা ফুকরে কেঁদে উঠেছিল, 'শিকল টান ভগবান, হেঁটে বেড়া টু'খানি। হা রে, ওই শিকলের আওয়াজ শুনে মোরা বেঁচে আছি যে।'

কিন্তু ভগবান আর ওঠেনি। আর কপালী, ভুরু-কুঁচকে হেঁটে

—'জঙ্গলে উড়ায়ে দিব।'

—'কেন?'

—'বলেছিল জঙ্গলে ছাই উড়ায়ে দিলে জঙ্গল জানবে বীরসা তারে ভোলেনি। ছাই মাটিতে পড়বে, মাটিতে গাছ জন্মাবে, সেই গাছ বড় হবে সালী।'

—'বলেছিল।'

—'হ্যাঁ।'

—'তুই চলে যাবি?'

—'হ্যা।'

—'মোরে বলে যা কিছু।'

—'বলব। শুন্।'

—'বল্।'

—'উলগুলানের শেষ নাই। ভগবানের মরণ নাই।'

—'মরণ নাই?'

—না।

—'তবে আমি কারে জ্বালালাম?'

—'ভগবানের মরণ নাই।'

সালী চলে গেল। নিমেষে মিলিয়ে গেল নিকষ কালো অন্ধকারে।

শিবনের রক্তে চিতার ফুলকি জ্বলে উঠল পরপর। একেকটি শব্দ একেকটি ফুলকি—উলগুলানের। শেষ। নাই। ভগবানের। মরণ। নাই।

শিবন সভয়ে, চমকে, আকাশের দিকে চাইল। ওর রক্ত বড প্রাচীন। বড় আদিম হয় কৃষ্ণাঙ্গ আদিবাসীর রক্ত। ওর রক্তে অনাহার, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা। রূপকথায়, কিংবদন্তীতে, অলৌকিকে, অসম্ভবে বিশ্বাস করে ওর রক্ত চিরকাল পালিয়ে বাঁচতে চায়। ছ-টি শব্দ ওর প্রাচীন রক্তে ছ-টি ফুলকি হয়ে জ্বলে উঠল।

শিবন কলসি আছড়ে ফেলে রেখে ছুটতে লাগল

জেলে ধানী মুণ্ডা বসেছিল। বসেছিল ভরমি, কনু, গোপী, রামাই, শত-শত মুণ্ডা শরীরে শেকল নিয়ে। শেকল নিয়ে শুয়ে থাকা বড় কষ্ট। একশো-দশ, একশো-পনেরো ডিগ্রি উত্তাপে রূপান্তরিত শিলার দেওয়াল বড় গরম হয়। সে গরমে চোখে ঘুম আসে না।

বুকের ভেতর ব্যর্থ 'উলগুলান'-এর উত্তাপ, বাইরে জ্যৈষ্ঠের গরম, আজ সে গরমে বীরসার চিতার আঁচ লেগেছে। মুণ্ডাদের চোখে ঘুম ছিল না। ওরা বসেছিল। শুয়েছিল শুধু সুনারা। কিশোর, আঠারো বছরের মুণ্ডা কিশোর সুনারা। ওর শরীর দুমড়ে পড়েছিল, ঠোঁটের কোল বেয়ে, কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল। আজ ক-দিন ধরেই গড়াচ্ছে। সেই বুকে পাথর বেজেছিল ডোমবারির যুদ্ধে। সেই থেকে।

আজ ও যেতে পারছিল না বীরসাকে শনাক্ত করতে। হাঁটার শক্তি ওর ছিল না।

—'তুই যাস না সুনারা,' ধানী বলেছিল।

—'মোকে তোলা নিয়ে চল্।'

—'যাস না তুই।'

—'মোকে নিয়ে চল্।'

—'মরবি যে!'

—'ভগবানকে তোরা দেখবি, আমি দেখব না?'

—'মরবি সুনারা।'

—'তোরা কি জানবি, ভগবান মোকে বলে নাই, যদি বাজ হয়ে ফিরে আসি, তোরা ডরাবি। যদি বাজ হয়ে ভেঙে পড়ি, তোরা ডরাবি। যদি বাঘ হয়ে ফিরে আসি, তোরা ডরাবি। যদি জানোয়ার হয়ে ফিরে আসি তোরা মোকে চিনবি না। তাই মানুষ হয়ে ফিরে

আসব হে আমি, নতুন ধরতি গড়ে নিব। বাস্তোন হয়ে এলে, গোঁসাই হয়ে এলে তোরা মোকে চিনধি না! আমি মুণ্ডা হয়ে ফিরে আসব রে, যে মুণ্ডাটা ফের 'উলগুলানে'র কথা বলবে, তারে আমি বলে চিনে নিবি।'

'বলেছিল, বলেছিল,' ভরমি হাহাকার করে উঠেছিল।

'কি বলেছিল?'

'ধানী, তুই বল।'

'আমি বলব?'

'তোর সাথে সকল কথা বলে গেছে সে।'

'তবে শুন্ তোরা। তারে যা বলেছি, সে যা বলেছে, সার কথা বলেছে ভরমিকে।'

'ভরমি, তুই বল।'

'ম মারে বলল, ভরমি. জেহেলে এই চারশো মুণ্ডারে বাঁচায়ে যাব। ম্যাজিস্ট্রেট যখন আদালতে আমাদেরকে উঠাবে তখন আমি বলব তোদের চিনি না। যা করেছি, অন্যদের নিয়া। তোরা তাতে ছিলি না। তোরাও বলবি আমাকে চিনিস না।'

'বলল?'

'বলল। বলল এরা আমারে জেহেল হতে বেরাতে দিবে না। আর এই মাটির শরীর না ছাডলে তোরা বাঁচবি না। আশা ছাড়িস না। ভাবিস না আমি তোদের ভাসায়ে গেলাম। সকল হাতিয়ার তোদের দিয়াছি, সব শিখায়েছি। তাই দিয়ে লড়ে বাঁচবি।'

'বলল?'

'আরো কত বলে গেল! আমি ফিরে আসব রে ভারমি। বুন্দু, তামার, কত জায়গায় হোলির আগুন জ্বালাব। সোনপুরে ধুলার আঁধি উড়াব। জানবি বানোর পাহাড়ে রেশম পোকা ডিম পেড়েছে। সে ডিম হতে যেমন অনেক রেশম পোকা বারায়, আমার কথা হতে নূতন কথা বারাবে।'

'চল্, সুনারাকে নিয়ে যাই।'

তখন সুনারাকে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। বীরসার শরীর ঘিরে হেঁটে ও ঘরে চলে আসে, সেই থেকে মাথা তুলতে পারেনি। এখন সবাই জানে ও মরছে। কিন্তু ও জানে কিনা, তা কেউ জানে না।

সকলের চেয়ে বয়সে ছোট ও। জমি ছিল না, গাইবলদ, ঘর, কিছুই ছিল না। চেন্দু গ্রামে সুরজ সিং দিনান্তে এক থাল' ঘাটো আর এক ডেলা নুন, বছরে তিনটে খাটো কাপড় দিযে ওর জীবন-মরণ কিনে নিয়েছিল।

নিজের বলতে ওর ছিল একটা কাঠের কাঁকই, একটা বাঁশি, একটা ধনুক। তাই নিযেই ও জঙ্গলে-জঙ্গলে সুরজ সিঙের গাই-ছাগল চরাত, নেকড়ে বা চিতাবাঘ তাডাত তীর ছুঁড়ে, নইলে টিন বাজিয়ে।

আর গান গাইত। বীরসা তখন আনন্দ পাঁড়ের ঘরে থাকে, ভগবানের গান গায়। সুনারা ওকে দূর থেকে দেখত। ওর গান শুনত।

বীরসা গান গেয়ে, শুধু গান গেয়ে, তখনো মানুষের রক্তে মাদল বাজিয়ে দিতে পারত। সুনারার রক্তে বাজনা বেজে উঠেছিল তখনি। তাই 'উলগুলান'-এর ডাকে ও সুরজ সিঙের গাই-ছাগল মাঠে ছেড়ে দিয়ে, সুরজের ঘরে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বেলে দিয়ে, চিনা ঘাসের দানা—যে-দানা সেদ্ধ করে ও ঘাটো রেঁধে নিত—সেই চিনা ঘাসের দানার বোরা আর এক ডেলা নুন লুটে নিয়ে চলে এসেছিল বীরসার কাছে। আর ফিরে যায়নি।

সেই সুনারা শুয়ে-শুয়ে মরছিল অন্য মুণ্ডারা বসেছিল। ওরা ভাবছিল দাহ শেষ হয়ে গেল শিবন ফিরছে না কেন?

এমন সময়ে পাগলাঘন্টি বাজল—ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং।

কেন ঘন্টি বাজছে? কে গারদ ভেঙে পালাল? কি হল সহসা? কেন করিডোরে বুটের শব্দ? কেন সান্ত্রীরা ছুটে যাচ্ছে? কে

চেঁচাচ্ছে? কে বলছে, 'সাহেবকে খবর দাও গো!' কে চেঁচাচ্ছে এমন করে?

'উলগুলানের শেষ নাই! ভগবানের মরণ নাই!'

মুণ্ডারা বিদ্যুতের চাবুকে চমকে মুখ তুলল। সবাই দরজার দিকে এগোতে চায়, মুখ বাড়িয়ে শুনতে চায়। শুধু ধানী, বৃদ্ধ ধানী সুনারাকে ধরে বসে রইল স্থির হয়ে। বহু, বহুদিন ধরে ও লড়ছে। সাঁওতালদের 'হুল'-এ তীর ছুঁড়েছে, সর্দারদের 'মুলকি লড়াই'-এ সামিল হয়েছে, বীরসার 'উলগুলান'-এ যোগ দিয়েছে।

একা ও জানে 'উলগুলান' শেষ হয় না, ভগবান মরে না। ভগবান আবার মুণ্ডা হয়ে মুণ্ডা মায়ের কোলে ফিরে আসে। ও কেন শুনতে যাবে? যারা অজ্ঞ, তারা শুনুক।

'উলগুলানের শেষ নাই! ভগবানের মরণ নাই!'

শিবনের গলা। শিবন চেঁচাচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে গলাটা এদিকে আসছে। কে যেন বলল, 'শিবন মেথর পাগল হয়ে গেছে গো।'

—'ধর, ওকে ধর।'

—'উলগুলানের শেষ নাই! ভগবানের মরণ নাই রে মুণ্ডারা, আমি জেনে এলাম! উলগুলানের, তোদের উলগুলানের শে—।'

শিবনের গলা হঠাৎ থেমে গেল।

সব কোলাহল নিশ্চুপ। চাবুকের ঘা, লাঠির ঘা, মানুষের শরীরে পড়ছে, তার শব্দ। ঝটাপটি চলছে, গোঙানির শব্দ। হেঁচড়ে মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বুটপরা পা, তার শব্দ।

সুনারা বলল, 'ধানী, আমার মুখ মুছা।'

ধানী ওর মুখ মোছাল।

—'ভগবান বলেছিল, সিংভূমের সকল জঙ্গল আর মাটি আমরা ফিরে পাব।'

—'চুপ যা।'

—'সকল জঙ্গল পাব। সেই যেদিন ধরতিটা ছোট মেয়ের মত কাঁচাটা ছিল। তেমনি ধরতি আবার হবে। সে ধরতিতে মহাজন নাই, দিকু নাই, সাহেব নাই। শুধু সব জঙ্গল আর পাহাড়'রে ধানী!

—'চুপ যা।'

—'তেমন ধরতি তোরা দেখবি, আমি দেখব না। মোর মুখ মুছা ধানী। ঠাকুর নাম শুনা, সে গান গা ধানী তোরা। সে 'বোলোপে' গান শুনা, আমি তোদের শুনাতাম।'

একটু ঘড়ঘড়-ঘড়ঘড় শব্দ হল। সুনারার গলা থেমে গেল।

—'সুনারা মরে গেল ধানী?'

ধানী জবাব দিল না। সুনারার মাথা কোলে নিয়ে দুলতে লাগল ও। তারপর গেয়ে উঠল—

'বোলোপে বেলোপে হেগা মিসি হোন্ কো
হোইও ডুডুগার হিজু তানা
বোলোপে···
ওতে রে ডুডুগার সিরমা রে কোআন্‌সি
দিস্নুম তাবু বুআল তানা
বোলোপে···
তাইওমু তে দো হোরা কাপে নামিয়া
দিস্নুম তাবু নুবা জানা!
বোলোপে···
(ও ভাই, ও বোন, ও ছেলেরা, ছুটে যা, প্রাণ বাঁচা
আঁধি উঠেছে
ও ভাই···
ঝড় মাটির বুকে, আকাশ ঢাকা কুয়াশায়
আমাদের দেশ দেখ্ ওই ছিনে নিয়ে গেল
ও ভাই···
পরে আর পথ পাবি না রে

সব যে আঁধারে আঁধার!

ও ভাই…।

ধানী থেমে গেল। সকল মুণ্ডাদের গলা থেকে, রক্ত থেকে, মন্ত্রের মত, যন্ত্রণার মত, গম্ভীর, আর্ত গান উঠে এল একসঙ্গে—

'বোলোপে—'

জেলে বসে ধানী মুণ্ডা, ভরমি মুণ্ডা, বীরসার কথা বলত।

অনেক, অনেক চাঁদ আগে বীরসার পরদাদার পরদাদা, বুঝি তাদেরও পরদাদা এসেছিল ঘর বাঁধবার ঠাঁই খুঁজে-খুঁজে। তখন জঙ্গল, পাহাড়, জমি পড়েই থাকত। জায়গা খুঁজে-খুঁজে এসে আচোটা জমিতে শাবল মেরে যে খুট গাড়ত, সেই খুটকাট্টি গ্রাম পত্তন করত।

ওরা এসেছিল দু-ভাই—চুটিয়া হরম আর নাগু। তখন শ্রাবণ মাস। ডোমডাগরা নদীতে বান ডেকেছিল দু কূল ছাপিয়ে। সেখানে, সেই নদীর ধারেই ওরা চুটিয়া গ্রাম পত্তন করে। ওদের দু-ভাইয়ের নাম থেকে ক্রমে অঞ্চলটির নাম হয় ছোটনাগপুর।

ওরা ছিল পূর্তি মুণ্ডা। যেখানে গ্রাম পত্তন করত, সেখানেই বসত করতে আসত মানুষ। আবার একদিন ওদের কেউ-কেউ চলেও যেত নতুন জায়গায়। কালো-কালো মেয়ে-পুরুষ গাই-ছাগল-মোষ, সংসারের জিনিস-পাতি, ঝুড়ি-কোদাল-শাবল-খন্তা-তীরধনুক। ওদের পায়ে-পায়ে গড়ে উঠল তিলমা, তামার, উলিহাতু, চালকাড়—গ্রামের পর গ্রাম।

তখনো সহজ ছিল সব। জঙ্গলে শিকার খেলত ওরা। জঙ্গলে গাই চরাত। জঙ্গলের পাতা-কাঠ আনত, জঙ্গল কেটে জমি আবাদ করে নিত। ওরা জানত সিংবোঙা সব দেবতার ওপরে। সকল বোঙার ওপরে তার রাজত্ব। পহান ছিল সেই সিংবোঙার পুরোহিত।

কিন্তু বীরসা কেন। বীরসা জন্মাবার অনেক আগে, বুঝি বীরসার ঠাকুরদাদা লকরা জন্মাবারও আগে বদলে গিয়েছিল সব। কেমন করে বদলে গিয়েছিল সে-কথা শুধু ধানী মুণ্ডা জানে। আর কেউ না। ধানী সে-কথা বন্দী মুণ্ডাদের বলত। ওর কথা শোনবার অনেক সময় ছিল মুণ্ডাদের, কেন না, ওদের জেলে রাখা হয়েছিল বটে, বিচারাধীন অবস্থায় একের পর এক বন্দী মারাও যাচ্ছিল, কিন্তু সরকার তখনো তদন্ত শেষ করতে পারে নি। আর তদন্ত শেষ না হলে কেস দাঁড করানো যায় না। মাঝে মাঝে কয়েকশো নিঃসম্বল মুণ্ডার অরণ্যের অধিকারের লড়াই এমন ভীষণ অপরাধ হতে পারে, যে ব্রিটিশ গভরমেণ্টের সমস্ত শাসনযন্ত্র কাজে লাগলেও কেস তৈরি করতে অনন্ত সময় লেগে যায়। মুণ্ডারা বিচারাধীন থাকে। কেস তৈরি হয় না।

—'ধানী, তুই কি করে জানলি?'

—'নয়তো কি তোরা জানবি? আমি কি আজকের মানুষ রে? সাঁওতালরা যখন হুল করে, আমি তখন পাঁচশো চাঁদ পার করে দিয়েছি। আমি দেখি নাই কাকে? সিধুকে দেখে এসেছি, কানুকে। ভাগনাদিহি যেয়ে তাদের হুলে সামিল হই নাই আমি? কুচফল হতে বিষ করতাম কুচিলা, সাপের বিষ বের করে নিতাম, আমার মত বিষ বানাতে কে জানত বল্?'

—'হা তুই হুল দেখেছিস?'

—'দেখি নাই? তখনি আমার বেটাগুলো জোয়ান। দুটার ঘরে আমার নাতি হয়ে যেয়েছিল।'

—'তারা কোথা?'

—'তাদেরকে আমি ছেড়ে এলাম।'

—'কেন?'

—'বলে দিলাম সাহেবের সামনে, ওরা কেউ নয় আমার, আমি কেউ নই ওদের, নইলে ওদেরও ঝুলাত ফাঁসে।'

—'ঝুলাত?'

'—হাঁ রে। তখনি দেখে নিলাম দিকুরা কেমন হয়, কেমন হয় সাহেব।'

—'তখন হতে জানলি?'

—'জানলাম। হা দেখ্, বীরসার বংশের আদিপুরুষ ছোটনাগপুর পত্তন করে। কিন্তু রাজা হল অন্যে। সে-হতে আমাদের মাটিতে-জঙ্গলে বাইরে হতে লোক এসে সব কেড়ে নিল। অন্য জাতের, অন্য দেশের মানুষ।'

চারদিক থেকে মানুষ এসেছিল। যারা এসেছিল, তারাই দিকু। ধানী জানত যারা এলে মুণ্ডাদের প্রাচীন খুটকাট্টি গ্রামব্যবস্থা ভেঙে গেল, যারা মুণ্ডাদের উচ্ছেদ করে জমি-জেরাত দখল করে নিল, তারাই দিকু। তারা 'বেঠবেগারী'র নিয়ম করল। বিনা মজুরিতে বেগার খাটতে হত। ধানী জানে, জীবনের সবচেয়ে যন্ত্রণার্ত মুহূর্তগুলো মুণ্ডারা গানে-গানে ধরে রাখে। সে-গান কে বাঁধে, কে সুর দেয়, কেউ জানে না।

সে-কথা মনে হতে ধানী বলল, 'হা দেখ্, দিকু ঘোড়া চায়, মুণ্ডা পয়সা দিবে। দিকু পালকি চায়, মুণ্ডা দাম দিবে, কাঁধে বইবে। দিকু যা চায় সব দিবে মুণ্ডা। দিকুর ঠিকাদারকে সাহেবের আদালতে জরিমানা করলে টাকা যোগাবে মুণ্ডারা। তা বাদে জোর করে টাকা ধার লিয়া করাবে মুণ্ডাকে। তা বাদে উচ্ছেদ করে দিবে। তখন আছে আড়কাঠি। তারা বোকা মুণ্ডাগুলোকে কুলি করে নিয়ে চলে যাবে সেই কোথা। আমার বোন-বোনাইটাকে নিয়ে গেল সেই কোথা। দেশ ছাড়লে মুণ্ডারা ফিরে না রে। তারা পথ চিনে না, বিদেশে মরে ভোখছানি লেগে। কোনো মুণ্ডাটা বিদেশে যেয়ে ভালো খায় নাই, থাকে নাই।'

এইরকমই ছিল ধানীদের জীবন। সে-জীবনে ঢুকে পড়েছিল মহাজন, জমিদার, মিশনারী জেলকাছারি, বাঁধানো রাস্তা, রেলগাড়ি, বেয়নেট, বন্দুক, খরা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, আড়কাঠি, বেঠবেগারী…

যৌবনে ধানীরা গান গাইত,

'বেঠবেগারী দিতে মোর কাঁধে ঝরে লো গো!
জমিদারের পেয়াদা ওই রাতে দিনে
তাড়ায় মোরে, কাঁদি আমি রাতে দিনে।
বেঠবেগারী দিয়ে মোর এই হাল গো—
ঘর নাই, সুখ মোরে কে দিবে গো।
কাঁদি আমি রাতে দিনে
চোখের জলের মতই লুনপারা মোর লো গো!

ধানীর যৌবনের জমি, জঙ্গল, পাহাড়, জন্মসূত্রে পাওয়া মুণ্ডারী হুনিয়া থেকে মুণ্ডারা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছিল।

তখন ধানীরা বুড়োদের কাছে শুনত, একদিন কালো-কালো মানুষদের ঘরেই জন্মাবে ওদের ত্রাতা। একদিন সে আসবে। আর সিংভূম-রাঁচির পলাশফোটা জঙ্গলে যেমন করে আগুন জ্বলে, তেমনি করে সে খবর জ্বলে উঠবে সারা মুণ্ডারী দুনিয়ার আসমান লাল করে। কালো মানুষের কোলে আসবে অনার্য কৃষ্ণ। তাই মুণ্ডাদের জীবনটা কংসের কারাগার হয়ে গেছে।

বুঝি সে এসেছে বলে বড় আশায় ১৮৫৫ সালে ছেচল্লিশ বছরের ধানী মুণ্ডা চলে গিয়েছিল বারহাইত হয়ে ভাগনাদিহির মাঠে, সিধু আর কানু সাঁওতালদের দলে যোগ দিতে। মুণ্ডাদের খুটকাট্টি ব্যবস্থায় সব ছেলেই চাঁদা দিয়ে জমিতে দখল বজায় রাখতে পারত। সাঁওতালরা জঙ্গল কেটে যে জমি হাসিল করত তার নাম 'দামিন-ই-কো'। সাঁওতালদের জীবনেও, ওদের দামিন-ই-কোর জীবনেও দিকু ঢুকে পড়েছিল।

—'তাই ওরা হুল করেছিল।'

—'তুই কি করেছিলি?'

—'ওদের বন্দুক, আমাদের তীর-ধনুক। তবুও দু-বছর চলল হুল।'

—'তুই কি করলি ?'

—'কুচিলা তৈরি করতাম। তীরের ফলায় মাখাতাম। বিষ-কণ্টিকারির ফল জলে সিজিয়ে কাথ করতাম। সে কাথে তীর ডুবাতাম। শুকাতাম। এই করতাম।'

—'কেন গিয়েছিলি ?'

—'শুনেছিলাম ভগবান এসে গেছে। এ ভগবান কোলে নিয়ে মানুষ ঘুলায় না, ভুলায় না। এর হাতে তীরধনুক আর বলোয়া।'

—'ভগবান এল না ?'

—'ভগবান এল না।'

—'তুই কি করলি ?'

—'বিশ বছর বোকাটা হয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম। মহাজনের খেত চষলাম. গাই চরালাম, পেটে ঘাটো খেলাম, গাযে কাপড় পরলাম। তা বাদে গঞ্জে ঘুরতাম। হাটে ঘুরতাম। কেউ বলে না হুল হবে। কিন্তু কান পেতে থাকতাম আমি, শুনে নিতাম সব। একদিন ওই ভরমিটা, এখন বসে বসে ভালমানুষটা সেজে আছে, ও বলল. 'চল ধানী, ভাগনাদিহি যাই।'

—'তা বাদে ?'

—'আমি বলি কেনে ? তা ও বলে, সেথা সিধু-কানুর গাঁয়ে সব সাঁওতালরা যাচ্ছে, পূজা দিচ্ছে। তা আমি বলি তবে বুঝি ভগবান এল, দাঁড়া, কুচিলা বের করে নিই পো খানি। তা ও আমাকে চড মারল। বলল, বোকাটা। আগে যেয়ে দেখি, তবে তো কুচিলা নিক্‌শাবি। কুঁচ ফল নাই কোথা ? তা চলে গেলাম। এবার ভিন পথে।'

—'রেলে চেপে ?'

—'না। হেঁটে গেলাম। তখন আমি আটশো চাঁদ পার করে প্রায় সত্তর বছরের বুড়াটা। ও জোয়ান। দুজনে জঙ্গলে-জঙ্গলে হেঁটে গেলাম। গিয়ে দেখি সাঁওতালরা নিজেদের পুরানা নাম নিয়েছে

খেরোয়ার। ঝগড়া খুব। খেরোয়ারদের তিনটা দল হয়েছে। হুলের পর সাঁওতাল পরগনা হয়াছিল। সে পরগনা হতে লড়াই হাজারিবাগে চলে এল।'

—'তুই কি করলি?'

—'কুচিলা তৈরি করলাম। তীরের ফলায় মাখালাম। বিষ-কন্টিকারির ফল জলে সিজিয়ে কাথ করলাম, সে কাথে তীর ডুবালাম। শুকালাম। এই করলাম।'

ভরমি মুণ্ডা বলল, 'তোর এই কাজ।'

—'এই কাজ! খেরোয়াররা বলল সেই অযুত-নিযুত চাঁদ আগে চম্পা দেশে থাকতাম আমরা, তখন আমরা খেরোয়ার। তখন আমরা কারেও খাজনা দিই নাই, এখনো দেব না। যুদ্ধ হল খুব। কিন্তু বন্দুকের মুখে ধনুকের লড়াই টিকল না।

—'টিকল না।'

—'তখন আমি সা-জোয়ান। সবে আড়াইশো চাঁদ পার করেছি। তোরা বছরের হিসাব বুঝিস। এক বছরে বারোটা চাঁদ হয়, তা দিয়ে বুঝ্। তখনো একবার পাঁচ পরগনা হতে উচ্ছেদ হয়ে যায় মুণ্ডারা। সে-বার ছোটনাগপুরের রাজার ভাইটা, সেই হরনাথ শাহী, আমাদের খুট কাট্টি গ্রামগুলা নিয়ে দিয়ে দিয়েছিল ভিনদেশী মহাজন-ঠিকাদারদের। আমার সেই কুচিলা তৈরিতে হাতেখড়ি পড়ল।'

—'কি হল?'

—'কতবার তো তোদের বলেছে বীরসা। মুণ্ডাদের হঠাৎ শয়ে-শয়ে গ্রাম ছেড়ে দিতে হল দিকুদের হাতে। মুণ্ডারা চলে গেল খুনটিতে, তামারে। শুরু হয়ে গেল লড়াই। তখনি আমি জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরতাম, কুচিলা তোরা সবাই তৈরি করিস, আমার মত কুচিলা বানাতে কেউ পারবি না, সেবারই আমার হাতে খড়ি দিল ওই ভরমির বাপের কাকা, পহান ছিল সে। বলে দিল, সবাই লাল কুঁচ

খুঁজে। তুই কালো কুঁচ থেকে বিষ তৈরি কর্। লাল কুঁচের বিচি শরীরে বিঁধলে মরণ ধিমা-ধিমা। কুচিলাতে কালো কুঁচের বিচির কাথ থাকলে মরণ হয় সরাসরা, নিমেষে। সেই শিখলাম আমি।'

—'তা বাদে?'

—'সেবারও ভগবান দেখি না। সিধু-কানুও দেখাল না। খেরোয়াররাও ভগবান দেখাল না। বুকে বড় দুঃখ হল। এদিকে মোর বয়স বেড়ে যায়। দিকুতে দিকুতে দেশ ছেয়ে গেল। খুঁজলে একটা মুণ্ডা মিলে না, যার ঘরে দশটা টাকা আছে। সব ভিখিরি হয়ে গেলাম। কতজনে যেয়ে মিশনে নাম লিখাল। আকালে-আকালে দেশ উজাড়। মহাজন কত সেবকপাট্টা লিখাল। মুণ্ডারা বুড়ো আঙুল সই দিল। আমিও দিলাম।'

—'কার কাছে?'

—'জগদীশ সাউ, খুন্‌টির বাজারে কখনো দেখিস নাই?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, গরুর গাড়িতে সেদিন লাশটা আনা করেছিল বটে।

—'ধুর! জগদীশ কবে মরাছে দেখেছিস তার বেটাকে।'

—'জগদীশ মরাছে?'

—মরবে না? খাটো দিত কম-কম, খাটাত দিনভোর। শেষে তীর খেয়ে মরল।'

—'তা বাদে?'

—'মেরে পালালাম। ফেলে দিয়েছিলাম জঙ্গলে। তা মরার দশ বছর বাদেও তারে সবে খুঁজত।'

—'তা বাদে?'

—'আমি যেয়ে চালকাড়ে উঠলাম।'

—'তা বাদে?'

—'ততদিনে সর্দাররা, মিশনের মুণ্ডারা বলছে মুল্‌কুই লড়াইয়ের কথা। দশ বছর ধরে ওরা মুল্‌কুই লড়াই চালাল। জেকব সাহেব ওদের হয়ে মিশনের সঙ্গে, সরকারের সঙ্গে কত লড়াই করল, জিতল

না। মুল্‌কুই লড়াই ধিমাধিমা চলতে থাকল। আমি তাদের কাছে থাকতাম।'

—'কাদের কাছে?'

—'সর্দারদের কাছে।'

—'কি করেছিস সেথা?'

—'কুচিলা তৈরি করেছি। কুচিলা তীরের মাথায় মাখিয়েছি, আর হেসেছি।'

—'কেন?'

—'বাঃ, হাসব না? ততদিনে তো সুগানা মুণ্ডার ঘরে এসে গেছে ভগবান। বীরসা তখন ছোট। আমি ওকে দেখতাম। দেখতাম আর বলতাম সর্দারদের, দুঃখ কিসের? বিশ বছর যেতে দাও, ভগবান পাবে। এ ভগবান মানুষকে ভুলায় না, কোলে দুলায় না, এর হাতে বলোয়া থাকবে, তীরধনুক থাকবে।'

—'সর্দাররা কি বলত?'

—'ওরা কি সে-কথা আমাকে বলেছে? তবে মুল্‌কুই লড়াই ওদের চলতে থাকল। চলতে থাকল ধিমায়-ধিমায়। যখন বীরসা উলগুলানে ডাক দিল, তখন সবাই চলে গেল।'

—'বীরসা নাই এখন কি হবে?'

'উলগুলানের শেষ নাই, ভগবানের মরণ নাই, শিবনের মুখে শুনিস নাই? নে, ঘুম যা আকাশ দেখ্ দুধবরণ হয়ে গেল। গির্জায় ঘণ্টা বাজে।'

—'চালকাড়ে তুই তখন ছিলি ধানী? বাম্‌বায় যখন ভগবান জন্মায়?'

—'ছিলাম।'

বীরসার বাপ সুগানা মুণ্ডার খুটকাট্টি গ্রাম উলিহাতু। কিন্তু উলিহাতুতে,

সেই খেরোয়ার লড়াইয়ের আগেই, আর থাকা যাচ্ছিল না। গয়া, ছাপরা, আরা, ভাগলপুর, তিরহুত, জায়গা-জায়গার মহাজনরা আইনের ভয় দেখিয়ে মুণ্ডাদের হাত থেকে খুটকাট্টি গ্রাম নিয়ে নিয়েছিল। যাদের গ্রাম, তাদের খেতমজুরের কাজেও রাখেনি। তাই অন্য অনেক মুণ্ডার মত সুগানাও আজ খেত-মজুরীর খোঁজে কুরুম্‌ব্‌দা, কাল গাইচরী কাজের খোঁজে বাম্‌বা ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

সম্বল একটা পোঁটলা, মাটির কড়াই, মাটির হাঁড়ি, ঘাসে-বোনা চাট্রি, এক খুঁচি চিনাঘাসের বীজ, এক ডেলা নুন।

নিজ বাসভূমেই সুগানাদের ঘর মিলছিল না। ঘর বাঁধবে জঙ্গলের কাঠে ও পাতায়, সে জমি মিলছিল না। ওরা আইন জানে না। নিজের ভিটা নিজের, একথা আদালতে হাকিমকে বোঝাতে পারে না। আদালতে গেলেই সবাই বেচান মুণ্ডা হয়ে যায়। বেচানের ঘরদোর সব যখন জগদীশ সাউ নিয়ে নেয় তখন বেচান এক উকিল খাড়া করেছিল।

হাকিম সায়েব। দোভাষী আর উকিল তাঁকে যা বোঝাল, তিনি তাই বুঝলেন। বেচানের কথা, কোনো মুণ্ডার কথাই তিনি বোঝেন না। ইংরিজী ছাড়া কিছুই বোঝেন না। অথচ বিচার করেন মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও, হো, কোলদের। উকিল যা বলে, দোভাষী যা বলে, তাই শুনে যায় লেখেন।

মকদ্দমায় বেচানের সব গেল—ছাগল-মোষ-লাঙলবেচা টাকা দিয়ে উকিল দিয়েছিল। হার হল।

জমি ফেরত পায় নি বেচান। জগদীশের জমিতে গাই চরাবার দোষে ওর জরিমানাও হয়েছিল।

তাই সুগানা মুণ্ডা ছোটনাগপুরের প্রতিষ্ঠাতার বংশধর হয়েও ভিখিরিটার মত ঘুরছিল, ঘুরে-ঘুরে মরছিল। আকালের দিনে মুণ্ডাদের মোষগুলো এমনি করেই বুঝি হাড়পাঁজরা বয়ে-বয়ে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে সবুজ ঘাস খোঁজে।

ঘুরতে-ঘুরতে ওর একটা ছেলে কোম্তা, দুটো মেয়ে দাস্কির, চম্পা জন্মাল। শেষে বাম্বা এসে ওর বউ কর্মি বলল, 'নূতন ঘর তোল একটা। ছেলেটা হোক। ততদিনে দিকু এসে তুলে দেয়, চলে যাব।'

সুগানা ঘর বাঁধল একখানা। সে ঘরে হল ছেলে। বিষ্যুৎবারে জন্ম। নাম হল বীরসা।

॥ ২ ॥

বড় জঙ্গলঘেঁষা ঘর, পাহাড়ের কোলে। পাশ্নার ছেলেটাকে বাঘে নিয়ে গেল। তারপর একদিন দিকু এসে পড়ল। ভোজপুরী মহাজন। আবার মুণ্ডারা উচ্ছেদ হল।

সুগানা বলল, 'আমার মায়ের গাঁ চালকাড়ে যাই চল্। সেথা বীরসিং মুণ্ডা আছে।'

—'সে কি করবে? গ্রাম-মান্কি করে দিবে তোমাকে?'

কর্মি কথাটা নিরুত্তাপেই বলল। নিরুত্তাপেই জীবনান্তিক-মরণান্তিক কথাগুলো বলে ওরা। ভাগ্যের প্রহারে-প্রহারে ওদের মধ্যে এই ঔদাসীন্য।

সুগানা শান্ত, বেদনার্ত চোখ দুটি তুলল, 'না, করে কখনো? থাকতে দিবে।'

—'বলেছিলে মিশনে যেয়ে কিরিশ্চান হবে?'

—'চল্ হইগা। বড় খরা। মিশনের সায়েবরা দেখে, চাল দেয়। ছেলেদের পড়ায়।'

—'পড়ে কী হবে?'

—'দুটো ছেলে আমার বড়, আরো হবে। লেখাপড়া জানলে ওরা কাছারির হাকিমের কথা বুঝবে।'

—'তুমি কি কাছারি-মামলা করবে?'

—'দরকার হলে করব। কত গ্রামে ঘর তুলব বল্, কত গ্রাম হতে দিকু তুলে দিবে? একটা তো জায়গা চাই আপন বলে। লইলে ছেলেরা যে-যার মত আড়কাঠির পিছনে চলে যাবে। আর তাদের মুখ দেখতে পাবি না।'

ওরা চালকাড়ে চলে এল। আসার আগে সুগানা, পাশ্‌না, কোম্‌তা, বীরসা, সবাই কিরিশ্চান হয়ে এল জার্মান মিশন থেকে। সুগানা হল কিরিশ্চান সুগানা মাশিদাস। বীরসা হল দাউদ মুণ্ডা, বা দাউদ বীরসা।

বীরসা জানত ওকে একদিন লেখাপড়া শিখতে হবে। মানুষ হতে হবে। দিকুদের ভাষা শিখলে তবে ও দিকুদের হাত থেকে জমি-বাড়ি বাঁচাতে পারবে। জানত সব। কিন্তু চালকাড়ের মুণ্ডা সুগানার ছেলে আর লেখাপড়া-জানা জীবন, দুটোর মধ্যে যে অনেক পাঁচিল—মহাজন, গ্রামপ্রধান, পুলিস, দারোগা, হাকিম, পাকা রাস্তা—অনেক অনেক পাঁচিল। সবগুলো পেরোয় ও কেমন করে? ও যে এখনো ছোট।

ছোট, কিন্তু কোনো মুণ্ডা ছেলেই আট বছরে পড়লে বসে থাকে না। বীরসাও থাকে নি। ছাগল চরিয়ে, বন থেকে কাঠ-পাতা-ফল-কন্দ-মধু এনে সংসারে সুসার করত। কর্‌মি, ওর মা বলত, 'সংসারটা হয়ে গেল ছেঁড়া কানির মত। এদিকে সিঁয়াই, ওদিকে ছেঁড়ে। সব ছেঁড়া কোনোদিন জুড়তে পারব না।'

বীরসা জানত মুণ্ডাদের সংসার অমনি ছেঁড়া কানির মতই হয়। তাতে ওর দুঃখ ছিল না। শুধু দিনান্তে ঘাটোর সঙ্গে নুন না পেলে ওর নিজেকে দুঃখী মনে হত।

দাদা কোম্‌তা বলত, বড় হলে ও নাকি হাট থেকে একেবারে

একবস্তা নুন নিয়ে আসবে। যার যত ইচ্ছে, হাত ডুবিয়ে তুলে নিয়ে ঘাটোয় মিশিয়ে খাবে।

বীরসা দাদার অসম্ভব কথা শুনে হাসত, বাঁশি নিয়ে বেরিয়ে যেত। লাউয়ের খোলে তৈরি 'টুইলা' আর বাঁশি, দুটোই ওর বাধ্য ছিল।

টুইলার ঝঙ্কার, বাঁশির সুর, ওর সঙ্গে-সঙ্গে ফিরত।

জঙ্গলে বসে ও আপনমনে বাঁশি বাজাত।

যখনি ও জঙ্গলে যেত, ধানী মুণ্ডা ওর সঙ্গে-সঙ্গে যেত।

—'হা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফির কেন?'

—'কেন ফিরব না? জঙ্গল তোর কিনা?'

—'কিনাই তো?'

ঘরে গিয়ে দেখে মা মহুয়াবিচি উদ্‌খলে কুটছে আর কুটছে। মা বিচি কুটবে, দিদিরা তা পিষবে। তবে তেল বেরুবে। ঘরে বাতি জ্বলবে। ওর বড় হয়ে যেতে ইচ্ছে করত। কোম্‌তার সঙ্গে গিয়ে হাট থেকে সবগুলো নুনের বোরা, তেলের জালা এনে কর্‌মিকে রানী করে দিতে সাধ যেত।

জঙ্গলে এলে সে-সব কথা ভুলে যেতে পারে ও। দিগন্তলীন নীল পাহাড়ের দিকে চেয়ে স্বপ্ন দেখতে পারে। স্বপ্নে ও শুধু ওর সেই আদি-পুরুষদের দেখতে পায়। দুই ভাই বন্যাপাগল নদী পেরিয়ে চলে আসছে। বিদ্যুৎচমকিত আলোয় উদ্ভাসিত এক কুমারী অরণ্যকার দিকে দিকে কালো-কালো হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলছে, 'এ-সব আমাদের।' তাদের মুখ বেয়ে বৃষ্টি গড়াচ্ছে। নদীর জল তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ছে। কুমারী অরণ্যকার প্রহরী এক সুবিশাল হাতি আকাশপানে শুঁড় তুলে চেঁচিয়ে তাদের স্বাগত জানাচ্ছে।

নিজের সঙ্গে একা-একা থাকতে পায় বলে ও নিজেকে ভুলে থাকতে পারে।

তাই রেগে ও ধানীকে বলেছিল, 'এ আমার বন।'

ধানী ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেছিল। তারপর হঠাৎ রুক্ষগলায় বলেছিল, 'মনে রাখিস, বলেছিস এ-সব তোর।'

চলে গিয়েছিল ধানী।

ঘরে ফিরে এসে বীরসা কেঁদগাছের নিচে বসে পাতার ঠোঙায় বিস্বাদ ঘাটো খেতে-খেতে দাদাকে বলে, 'ধানী মুণ্ডা কি? পাগল? না খেপা?'

—'লড়াই খেপা।'

—'কেমন?'

—'লড়াই যেথা, ও সেথা। ওর বয়স আটশো অষ্টাশি চাঁদ হল। এর মধ্যে ও সেই প্রথম মুণ্ডা লড়াই, হুল, খেরোয়ার লড়াই, সর্দারদের মুল্‌কি লড়াই, সব জায়গায় লড়ে এসেছে।'

—'ওই বুড়া?'

—'বুড়া হলে কি? তীর-ধনুকে ওর নিশানা পাকা। ওর মত দেশ-বিদেশ দেখেছে কে?'

—'আমাকে জ্বালাচ্ছিল।'

কর্‌মি উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে বলেছিল, 'ওর কথা শুনিস না বাপ। জীবনকালে দশটি ছেলেকে ও লড়াইয়ে নামায়েছে।'

—'আমাকে ও মারতে পারবে না।'

—'যা বীরসা! সাঁঝবেলা মরার কথা বলিস না।'

—'ওকে আমি মেরে দেব একদিন।'

—'তোর থেকে বড় না ধানী? বুড়াটা?'

—'আমারে খেপায় কেন?'

—'কি বলে?'

কর্‌মি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। কোম্‌তা নয়, মেয়ে দুটো নয়, এই ছেলেটার জন্যে কর্‌মির বুকের নিচে ভারি ভয়।

বীরসা লাউয়ের খোলে তার বেঁধে টুইলা বানাচ্ছিল। চোখ না তুলেই ও বলল, 'কত কথা!'

—'কি বলে ?'

—'বলে এই যত বন আছে যত পাহাড়, সব নাকি আমার।'

—'এই কথা বলে ?'

—'মা, তুই কাঁদিস ?'

বীরসা ওর আশ্চর্য নিষ্পাপ, স্বচ্ছ দুটি সুন্দর চোখ তুলে বলেছিল অবাক হয়ে।

—'বীরসা, তুই মোর বুক ছেঁড়া ধন, একটা কথা শুন্।'

—'বল ?'

—'ধানীর কথা কানে নিস না।'

—'কেন ?'

—'ও পাগল।'

—'কেন ?'

—'ও ভগবান খুঁজে রে বীরসা।'

—'ভগবান খুঁজে ?'

—'হ্যাঁ রে।'

—'সে কি কথা ?'

—'ওই কথা।'

'ভগবান কি হ:টে গ্রামে মিলে ?'

—'ও জানি কোন ভগবান খুঁজে। সে ভগবান না কি মুণ্ডা হয়ে জন্ম নিবে। সে সকল মুণ্ডাদের তরে খুটকাট্টি গ্রাম দিবে। সে এলে দিকু থাকবে না। সে এলে সকল মুণ্ডাদের গায়ে কাপড়, হাঁড়িতে ঘাটো, খুচিতে লবণ থাকবে। ভাঁড়ে থাকবে মোয়ার কড়ুয়া তেল। তখন মুণ্ডারা রাজা হবে।'

—'ধুর্! এত পাগলের কথা।'

—'হ্যাঁ বাবা। ওর কথা তুমি শুন না।'

—'শুনব কেন ?'

—'ও পাগল, মুণ্ডা ছেলেদের খেপা করে।'

—'মা, ওর কথা রাখ্। একটা মজা দেখবি ?'

—'কি মজা বাপ ?'

—'ও—ই পাখিটারে নামায়ে আনব গাছ হতে, দেখবি ?'

—'ওরে মেরে না বাপ ও কারো ক্ষতি করে না। ওরে তীর মেরে না বাপ আমার।'

—'ধু—র। তীর মারব কেন ?'

—'তবে ?'

—দেখ্ তবে।'

কোম্‌তা বলল, 'তোমার ছেলের গুণ জান না। ও বাঁশি বাজায়ে হরিণ বুলায়, শশাঙ্ বুলায়। বনের পশুপাখি ওর বশ।'

কর্‌মি বলল, 'যাঃ।'

বীরসা বলল, 'দেখ্ তবে।'

বীরসা টুইলা বাজাতে থাকল টুং টাং টুং টাং। খুব ছোট ছোট আলতো টোকা মেরে বাজাতে থাকল ও। সন্ধ্যার বাতাসে সে টুং টাং টুং টাং মিশে গেল, যেন সন্ধ্যার সঙ্গে এক হয়ে গেল। তারপর সোনালী সুরের মত ভেসে নেমে এল হলুদরঙা বেনেবউ পাখি। বীরসার মাথার ওপর দিয়ে পাখা সাপটে উড়ে আবার চলে গেল কোথায়।

কর্‌মি বলল, 'হাঁ বীরসা, তোর হাতে কি আছে ?'

বীরসা বলল, 'জাদু আছে।'

—'কে শিখাল ?'

—'জঙ্গলে যাস, জঙ্গলে বাজনা বাজে শুনিস না মা ? পাতায় পাতায় বাজনা বাজে। শুনে শিখেছি।'

—'জঙ্গলে একা যেয়ে না, অ বাপ আমার।'

—'একদিন টুইলা বাজায়ে তোরে সেই নীল পাখি ধরে দিব। তুই যে বলিস সে পাখি ঘরে থাকলে স—ব ভাল হয় ?'

কোম্‌তা বলল, 'যাঃ, কত বললাম তিতির কাছে বুলা, মাংস খাই, তা শুনলি না।'

'শুনব কেন? তিতির মারবি, জাল ফেল্‌গা, তীর মার গা। আমি ধরে দিব কেন?'

করমি বলল, 'যা, ঘুমাগে তোরা। আঁধার হল, ঘরে যা।'

করমি রাতে সুগানাকে বলল, 'বীরসারে কোথা কাজে ভিড়াও।'

—'কেন?'

—'আমার ভয় করে।'

—'কিসের ভয়?'

—'জানি না। পেটের ছেলা। তবু ওরে মনে হয় অচিনা।'

—'কেন?'

—'ও কোম্‌তার মত নয়, কোন মুণ্ডারী ছেলার মত নয়, ও কেমন ছেলা?'

—'নে, এ সকল কথা ভাবিস না।'

কিন্তু সুগানা মুণ্ডাও বুঝত ওর ছেলে বীরসা মুণ্ডারী ছেলে, তবু ও যেন অন্য জাতের ছেলে। সকলের মত দেখতে নয় ও, মুখ চোখ অন্যরকম। সব মুণ্ডারী ছেলেই বাঁশি বাজায়, টুইলা বাজায়, বীরসাও বাজায়।

কিন্তু বীরসা বাঁশি বাজায় কি সুরে? কেমন সুরে? সুগানা যখন ছোট ছিল, তখন মুণ্ডারীদের আদি দেবতা হরম্ আসুলের পুজোয় জোয়ার উৎসবে খুব ধুমধাম হত। গ্রামপহান্ বলত, হরম্ আসুল না কি বাঁশি শুনতে ভালবাসেন। তাই কোন কোন ছেলের আঙুলে আর ঠোঁটে তাঁর আশীর্বাদ দিয়ে দেন জন্মকালে।

বীরসাকে সে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন কি? নইলে হাতে টুইলা আর কোমরে কসিতে গোঁজা বাঁশি নিয়ে বীরসা যখন মুণ্ডারী ছেলে-মেয়েদের বারোয়ারি নাচের মণ্ডপ আখারায় যায়, তখন কেন সুগানার বয়সী, ওর মা-বাপের বয়সী চালকাড়ের সকল মুণ্ডা গিয়ে দু-দণ্ড দাঁড়ায়? বীরসার বাঁশি শোনে কেন?

সুগানার দাদা বড়া কানু পলুস, সে ত সেই কবে থেকেই

ক্রীশ্চান! সুগানার সঙ্গে তার দেখাই হয় না বলতে গেলে। সেও কেন সেবার বলে গেল, 'তোর এ ছেলেটা খুব শাহান্‌দার রে সুগানা। ওর বাঁশি শুনে গেলাম, এমন জিনিস শুনি নাই।'

আখারায় বীরসা গেছে জানলে বীরসার বয়সী সবাই গিয়ে জোটে। কর্‌মিকে মুণ্ডারী মায়েরা বলে, 'হা রে কর্‌মি, ওই দিকু নন্দ গোলাদার যে ঠাকুর পুজে, সেই কিষ্ণর মত তোর ছেলা বাঁশি বাজায় যে? ছেলা বাঁশি বাজায় সকল মুণ্ডার ঘরে। সে বাঁশি শুনে ছুটান্ত খরা, ছুরান্ত বরা, বনের হরিণ, স—ব শান্ত হয়ে ছু দণ্ড দাঁড়ায় এ কে কোথা দেখেছে কবে?

সুগানার ছেলে কেন এমন হল, তার কথা সকলের মুখে মুখে ফেরে?

বীরসা রে, তুই সকলের মত হ!

আমি সুগানা মুণ্ডাটা, আমার মনে থাকে না কবে আমার পূর্বপুরুষ চুট্ট আর নাগু এসে আচোটা জমিতে চোট মেরে, কুমারী অরণ্যকার কৌমার্য ঘুচিয়ে মুণ্ডারীদের পত্তন আবাদ করেছিল সেই কবে! কবে তাদের নামে এই বাঘ-বরা-ভালুক অধ্যুষিত শাল-গজাড়-পলাশ-কুসুম-পিয়াল-পিয়াসাল-সিধা-শিশম্‌ গাছের জঙ্গল আর কিশোরী ধরিত্রীর উদ্বেল কুসুমিত বুকের মত নাতিউচ্চ পাহাড় দিয়ে ঢাকা যে অপরূপ, অপরূপ দেশ, তার নাম দিয়েছিল ছোটনাগপুর।

ছোটনাগপুর নাম যাদের নামে, তাদের বংশের মানুষ হয়ে আমি —সুগানা মুণ্ডাটা ভিখারীর অধম, পেটে ঘাটো থাকে না, পরনে কাপড় কষে বাঁধলে ছিঁড়ে। কতবার ভেবেছি এ হতে পাখপাখালী হলে খেতের দানা কুড়িয়ে খেয়ে প্রাণে বাঁচতাম।

কিন্তু সে কথা আমার মনে থাকে না। সকল মুণ্ডা আমারি মত বাঁচে, মরে মরে বাঁচে। হা রে, আমার কপালে সেই সেংগেল-দার আগুন জ্বলে। সেই আদি যুগে সেংগেল-দার আগুনে পৃথিবী জ্বলে ছাই হয়েছিল। সিং-বোঙা আকাশ থেকে আগুন ফেলেছিল। তাতে

সকল মানুষ জ্বলে মরে যায়। এক কাঁকড়ার গর্তে ছিল ঠাণ্ডা জল। মাটির বুকের ঠাণ্ডা জল। একটি ছেলে একটি মেয়ে—মুণ্ডারী তারা, শালবনের ছায়ায় ছেলেটি টুইলা বাজাচ্ছিল, মেয়েটি নাচছিল, তারা আগুন দেখে থমকে দাঁড়াল।

সিংবোঙা আকাশ থেকে মুখ নামিয়ে বললেন,—'আরে, তোরা পালা! তোদের হাতে জনম মরণের ভার। তোরা হতে আবার জগৎ সির্জাব যে!'

তারা বলল, 'কোথা পালাব?'

—'ও—ই দেখ্!'

আগুনরঙা সাপ, তিনি নাগদেবতা নাগীরা, তিনি ফণায় ঢেকে ছেলেটিকে আর মেয়েটিকে নিয়ে গেলেন সেই কাঁকড়ার গর্তে। শীতল জলে তারা ডুবে থাকল। কতদিন নিদ্রায় গেল তারা জানে না। তারপর তারা সিংবোঙার ডাকে উঠে পড়ল।

বাইরে এসে দেখে কবে থেকে বৃষ্টি নেমেছে কে জানে। সিংবোঙা যেমন আগুন ঢেলেছিলেন, তেমনি বৃষ্টি নামিয়ে বিশ্বভুবন ঠাণ্ডা করেছেন। কতদিন ধরে কে জানে, অরণ্য, নদী, পাহাড়, পশু, পাখি, ফুল, ফল, কীট, পতঙ্গ, স—ব সৃষ্টি করেছেন।

সিংবোঙা মেঘ থেকে মাথা নামিয়ে হেঁকে বললেন, 'যা! জগতে সব আছে, মানুষ নাই। তোরা সির্জা। শুন্, মানুষে মানুষে—মুণ্ডারী মানুষে ভুবন ভরে দে।'

সেই ছেলে, সেই মেয়ে থেকে সকল মুণ্ডারীর, মুণ্ডারী জগতের শুরু।

কিন্তু সুগানার কপালে ত সেংগেল-দার আগুন। কপালে আগুন, পেটে আগুন, মনে আগুন।

সকল আগুন সে মেনে নিয়েছে। তার মধ্যে কোন প্রতিবাদ নেই। অত আগুন কি একেবারে নেভে? মুণ্ডা জাতির জীবনে আগুন জ্বলে আর জ্বলে।

তাতেও তো সুগানার মনে কোন দুঃখ নেই। ভরপেট খেলে, আস্ত কাপড় পরলে, অটুট ঘরে ঘুমোলে কেমন লাগে তা ও জানে না। তাই কম খেয়ে—না খেয়ে, ছেঁড়া কাপড় পরে, ভাঙা ঘরে ঘুমিয়ে ওর দুঃখ নেই।

বরঞ্চ সুগানা আর করমি কপালকে ধন্যবাদ দেয়। অনেকের চেয়ে ওরা ভাল আছে। সেবকপাট্টা লিখে দিয়ে জন্মদাস হয়নি, কোন দিকুর কাছে বেঠবেগারী দেবার শাসন নেই, অনেক ভাল আছে ওরা।

কোম্তা, বীরসা, কোলের ছেলে কমু, তিনটে কাছে আছে। মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়েছে।

আড়কাঠি ত বছর বছর এসে চা-বাগানে কুলি কাজ করলে অনেক টাকা বলে লোভ দেখিয়ে মুণ্ডাদের নিয়ে যায়।

ওরা ত যায়নি। ভালই আছে।

এই ধার-কর্জ-অভাব-অনাহার এই সুগানার ধারণায় ওর পাওনা এ জগতে। এই জগৎ ছেড়ে ও অন্যরকম হতে চায় না।

বীরসা কেন অন্যরকম? বোহোন্দার জঙ্গলে ত সকল মুণ্ডা ছেলে গাইছাগল চরাই করতে যায়। একা বীরসা কেমন করে জঙ্গলের সকল রহস্য জেনে আসে?

কোথায় কন্দ, কোথায় কুণ্ডীতে মাছ, কোথায় সুমিষ্ট কুল আর অম্ল-কষায় আমলকী, বনকচু আর মাংসল খরা, শজাক—সব কথা ও একা জানে কি করে? যেন অরণ্য সব রহস্য ওকে জানায় একা। একা বীরসার হাতে তুলে দেয় সব লুকানো ঐশ্বর্যের সঞ্চয়। কেন এমন হয়?

বীরসা তুই সবার মত হ। যে সবার মত হয়, সে ছেলেটা বাপের মায়ের কোল জুড়ে থাকে। রোগাভোগা, এ বছর আকাল হলে ক্রীশ্চান হয় মিশনে গিয়ে। আবার ফসল হলে পরে স্বধর্মে ফিরে আসে।

তুই তাদের মত হ বীরসা।

সুগানা ঠিক করল প্রথম সুযোগেই বীরসাকে কোথাও গাইচরী কাজে ভিড়িয়ে দেবে।

॥ ৩ ॥

সুযোগ এসেও গেল। সুগানা মুণ্ডাদের জীবনে ছোটছেলেকে গাইচরী কাজে ভিড়িয়ে দেবার সুযোগ খুব ছোট্ট কারণে, সংসারের নিত্যবৃত্তের কোন ঘটনায় চলে আসতে পারে।

দুটো মেয়ের বিয়ে হতে সুগানার ধারকর্জ হয়ে গেল অনেক। সে প্রায় চোদ্দ পনেরো টাকা। বীরসার পরের ভাই কমুটাও হামা টেনে ঘাটো খাবার মত বড় হয়ে গেল।

হঠাৎ যেন টান পড়ে গেল সংসারে। হঠাৎ কর্মির জ্যাঠার ছেলে, ওর দাদা চলে এল একদিন চালকাড়ে। বলল, 'বউটা ভাল নয়, বুঝলি কর্মি! দুটো টাকা পেলাম কাওন বেচে। বলি মদ আনি, ফুর্তি করি, মুরগি কাটি দুটা, তা কেড়ে নিল। বলে চাল কিনব। থুঃ!'

মাটিতে থুথু ফেলল নিবাই মুণ্ডা। বলল, 'চাল কিনব! তা কিনল চাল। আমিও অমন এক খুঁচি চাল বোরা হতে নিয়ে চলে এলাম। যা, ভাত রাঁধগা। আজ খুব খাব।'

কর্মি জাল পেতে খরগোশ ধরেছিল। মাংস আর ভাত খাওয়া হল সবাই মিলে। তারপর নিবাই বলল, 'চল্, ছেলে দুটাকে দে। নিয়ে যাই। তোদের আনবার মুখ নাই, খাবার মুখ বড় বড়।'

'ছেলেদের কোথা নিয়ে দিবে?'

'তোর বাপের ঘর নাই? দিবাই মুণ্ডা, তোর বাপ, আমার কাকা। তার ঘর নাই? সেথা আমরা নাই?'

'সেথা গেলেও ত তোদের ঘরে খাবার মুখ বেড়ে যাবে, না কি বল্ ?'

'কোম্‌তাটা দেখি কাজের হয়াছে। ওরে নিয়ে যাই কুণ্ডী বরতোলি। সেথা ভুরা মুণ্ডা আছে।'

'কোন্ ভুরা ? সেই চিক্‌নি ভুরা ?'

'হাঁ রে। সেই চিক্‌নি ভুরা।'

'তার কাছে কেন ?'

'আ রে! সে যে তিন কুড়া ভুঁই আবাদ করে এখন উঠানে গোলা দিয়াছে। ছেলা নাই, চারটে মেয়া। হোথা কোম্‌তা গাই-চরাই করলে জীবন কেটে যাবে। ভাত খায় ওরা। আর লবণ কত! দেখে এলাম ডোল ভরা লবণ।'

'কোম্‌তাটা দশ বছর পার করাছে। বীরসাটা যে আরো ছোট।'

'আবা রে আবা! ছোট কি ? ওর বয়সে তোর বাপ আমার পিঠে লাঠি পিটাছে। গাইচরী করেছি না আমি ?'

'তোর মত কি সবাই ?'

'তোর বোনটা, জোনীটা ওরে ভালবাসে খুব। এখন হোথা থাকুক গা।'

'তাতে কি ওর জীবন যাবে ?'

'সাল্‌গাতে জয়পাল নাগ আছে না ? তার কাছে গাইচরী কাজে দিব পরে। হাঁ দেখ্, জয়পাল নাগ পাঠশালা খুলাছে। সেথা পড়বেও বটে।'

'পড়ে কি হবে ?'

'আবা রে আবা! থাকিস চালকাড়ে, বাতাস বুঝিস না। এখন শুধা ক্রীশ্চান হয়ে লাভ নাই। লেখাপড়া শিখলে মিশনে যাবে, প্রচারক হবে, মাথায় পগ বেঁধে হাটে হাটে ঘুরে যিশুর কথা বলবে।'

'সে মোর কপালে নাই দাদা। নিয়ে যাবি, নিয়ে যা! আমি ভাবতে পারি না আর। তিনটা ছেলা আর ছেলার বাপকে কি

খাওয়াই, কি করে বাঁচায়ে রাখি ভেবে ভেবে পাগল পাগল লাগে।
—কি রে বীরসা, যাবি মামার সাথে?'

—'যাব।'

—'বড় হয়াছ বাপ। খেতে দিতে পারি না, বড় কষ্ট বুকে—তাই যেতে বলি। নয়তো তোরে আমি কাছছাড়া করি না।'

—'তোমার এক কথা! আট বছর হয়া গেল, এখন কি বসে খায় এত বড় ছেলা?'

—'কত বড়, বাপ?'

—'অনে—ক বড়।'

—'অনে—ক বড়?'

—'অনে—ক।'

কর্‌মির মায়ের মন বলল, আট বছরের ছেলেকে আঁচলচাপা দিয়ে রাখে। কিন্তু ও তো শুধু 'মা' নয়, মুণ্ডারী মা! মুণ্ডারী মা জানে, আট বছরের ছেলে গাইচরী করে হোক, বা কোন দিকুর খামারে ঝাঁটপাট দেবার কাজ করে হোক, পেটের ঘাটো যোগাড় করে নেয়।

কর্‌মির বাপ দিবাই মুণ্ডা ছিল জ্ঞানীগুণী মানুষ। তার কাছে কর্‌মি শুনেছে এক সময়ে সকল জঙ্গল আর পাহাড় ছিল মুণ্ডা, ওঁরাও হো, কোল, সাঁওতালদের। তখন মুণ্ডারী মা, মুণ্ডারী ছেলেকে দিকুদের ঘরের ছেলেদের মত অনেক দিন ছায়ায় মায়ায় কাছে রাখত, রাখতে পারত।

সে অযুত নিযুত চাঁদ আগেকার কথা। তখন পৃথিবী এত কঠিন হয়নি। সব কিছু ছিল হরম্ আম্নুলের সরাসরি শাসনে। যখন সেই ছেলেটা আর মেয়েটা কাঁকড়ার গর্তে ঘুমোচ্ছে, তখনি হরম্ আম্নুল জল ঢেলে পৃথিবীর আগুন নেভালেন।

আগে সৃষ্টি করলেন জলের জীব। মাছদের ডেকে বললেন, 'সাগরের নিচ থেকে মাটি আন্। ডাঙার জীব সির্জাব।'

সাগর মাটি দেবে কেন? মাছেরা মুখে করে মাটি নিয়ে ভেসে ওঠে, সাগরের ঢেউ মাটি ভাসিয়ে নেয়। এদিকে হরম্ আস্থুল সিংভূমের চেয়েও বড় আর চ্যাটাল হাতখানা বাড়িয়েই আছেন। মাটি পেলে তবে মাটির জীব গড়বেন।

শেষে কেঁচো উঠে এল। পেটের মাটি মলের সঙ্গে বের করে দিল।

সেই মাটিটুকুই পেলেন বলে হরম্ আস্থুল স—ব গড়লেন।

সে ছিল সুখ শান্তির সরল, সরল দিন।

সেই যে ছেলে আর মেয়ে হল, তাদের হল এক ছেলে। ছেলে ত অসুখে মর মর। সেই আদি মুণ্ডা নরনারী ভেবে কূল পায় না, সন্তান মরে গেলে তারা হরম্ আস্থুলের মুণ্ডারী পৃথিবী, সিংবোঙার মুণ্ডারী ধরিত্রী কাল কাল মানুষে ছেয়ে দেবে কি করে।

'হেই আবা হরম্ আস্থুল!' বলে সেই আদি জননী কেঁদেছিল খুব। কাল গ্র্যানাইটে গড়া মুখ বেয়ে হীরের মত উজ্জ্বল অশ্রু পড়েছিল কত।

হরম্ আস্থুল বললেন, 'বাবা! ভুবন সির্জে একটু ঘুম লেগেছে চোখে, অমুনি ডাকলে?'

সেই জনক জননী বলল, 'ছেলা যে মরে যায় ঠাকুর! তুমি ছাড়া কারে ডাকব?'

'কেন দরজা ঘিরে, চৌকাঠ জুড়ে কয়লা দিয়ে ছবি. আঁক্। দেখে অসুখ পালাবে। মোর পূজা দে। সাদা মুরগি বলি দিয়ে পূজা দে।'

সেই পুজো দিতে তবে ছেলের অসুখ সারল।

কেমন ছিল সে সব দিন! কত সহজে দেবতা খুশি হত। এখনো কর্মিরা ক্রীশ্চান হয়, আবার বোঙাবুঙিও পুজো করে। কিন্তু রক্ষয়িতা দেবতা আর মুণ্ডাদের মাঝামাঝি এখন মৃত মুণ্ডার সমাধি-পাথর শ্মশানভিরির মত বড় বড় বাধা। বৈষ্ণব ধর্ম, সন্ন্যাসী ধর্ম, গোঁসাই ধর্ম, ক্রীশ্চান ধর্ম, সদান্ ধর্ম, দিকু-কোর্ট-কাছারী-আদালত-

মহাজন-সুদ-বেঠবেগারী-সেবকপাট্টা-দাসখত—শত শত বাধা। এত বাধা, যে দেবতারা আর মুণ্ডাদের ভাল করতে পারে না।

করমি নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তাই হক। আমি আর ভাবতে পারি না। উপাসে উপাসে মাথা ঘুরে, চোখের সামনে হলুদের গুঁড়া ওড়ে, মাথা ঝিমঝিমায়।'

॥ ৪ ॥

তাই হল।

নিবাইয়ের সঙ্গে গেল কোমতা আর বীরসা। কোমতা চলে গেল কুণ্ডী বরতোলি। সেখানে ও ভুরা মুণ্ডার খামারে কাজ করবে, গাইচরী কাজ করবে।

করমির বোন জোনী বলল, 'তুই এখানেই থাক্ বীরসা। আন দেশ যাবি কেন?'

বীরসা মাথা ঝেঁকে বলল, 'মাকে বলা এসেছি বড় হয়া গেছি আমি। আমি বড় হব।'

জোনী হেসে মুখে আঁচলচাপা দিল। বলল, 'পাগল তুই! খেপাটা! বড় হবি, কি করবি বড় হয়ে?'

'মারে বোরা ভরা লবণ এনে দিব, খুচি ভরা চাল আর দানা।'

'তুই কি ডাকাত হবি?'

'প্রচারক হব।'

'কেমন করে?'

'পাঠশালে পড়ে?'

'আর কি করবি?'

'তোর গাই চরায়ে দিব, বেড়া বেঁধে দিব, কাঠ এনে দিব।'

'পাঠশাল কত দূর, তা জানিস?'

'জানি।'

'জয়পাল নাগের রাগ খুব।'

'কি করে, মারে ?'

'না না, মারে না। তবে খিঁচায় খুব।'

'আমারে খিঁচাবে না।'

'তবে এই ডুংরিটা পর। তোর কাপড় সাজিমাটিতে কেচে দিই।'

জোনী বীরসার কাপড় কেচে দিল। ফর্সা কাপড় পরে, কাঠের ফলক, কাঠকয়লা আর স্যাতাজুব্ড়ি নিয়ে বীরসা জয়পাল নাগের পাঠশালায় গেল। বলল, 'মোরে নাও তোমার পাঠশালে।'

'আরে, কে রে তুই ?'

'দিবাই পহানের নাতি গো, কর্মি আমার মা। আমারে পাঠশালে নাও।'

'তোদের ঘর চালকাড়ে, তাই নয় ?'

'চালকাড হতে সালগা কেউ আসতে পারে ? আমি এসেছি আয়ুভাতু। সেথা হতে আসব।'

'ভোর ভোর পাঠশাল। সাবধানে এস বাপ! পথে বন, বাঘের ভয়।'

'বাঘ আমি অনেক দেখি।'

'ডরাস না ?'

'ডরাই না।'

কিছুতেই ভয় পেল না ছোট্ট বীরসা। বড় ও হবেই, অনেক বড়। খুট খুট করে বনের পথে হেঁটে হেঁটে এল আর গেল সাল্‌গা থেকে আয়ুভাতু।

একদিন বীরসা চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ি ফিরল। জোনী কুলোয় যব ঝাড়ছিল।

জোনী বলল, 'কি হল ?'

বীরসা বীরদর্পে উঠোন ঘিরে নেচে বেড়াল কিছুক্ষণ।

তারপর ফলকটা তুলে বলল, 'কি দেখিস?'

—'কি এটা?'

'এটা 'ক', এটা 'খ', এটা 'গ'—সব শিখে নিয়াছি আমি!'

জোনী হেসে কেঁদে সারা হল। বীরসাকে বলল, 'তুই এত সব শিখে ফেললি?'

'শিখে ফেলালাম।'

'আয় খেতে দিই।'

জইভাজা, তিতিরের মাংস আর বনধুঁধুলের তরকারি। মাসির কাছে খেয়ে মেখে বড় সুখ। শুধু ঘাটো ধরে দেয় না মাসি। বনের কচু আর কন্দ, পাখি, খরা, শজারুর মাংস, খেয়ে খেয়ে বীরসার মনে হয় এ পৃথিবীতে এত খাদ্য আছে। তবে তার মা করমি কেন ঘাটোর সঙ্গে নুন পায় না?

বড় সুখ মাসির বাড়ি। বড় ওম্ মাসির ঘরে। বড় উজ্জ্বল মাসির ঘরখানি কড়ুয়া তেলের ধোঁয়া ওঠা দেল্‌কোয়।

কিন্তু পাখির বাসা হাওয়ায় নড়ে। জোনীর একদিন বিয়ে হল।

'মাসি গো!' বলে বীরসা কেঁদে আকুল হল। জোনী হলুদ-ছোপানো হাতে বারসাকে টেনে নিয়ে বলল, 'তুই ত মোর সাথে খাটাংগা যাবি। কাঁদিস কেনে?'

'তারা থাকতে দিবে না।'

'চুপ রে চুপ! সেথা গাইচরী করাবি বেনাদের ঘরে। মোর কাছে থাকবি?'

'তাই থাকব।'

জোনী বীরসার চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'বড় হয়াছি, বড় হব। অত বড় হসনাই রে তুই।'

—'কেন?'

—'আমারে ছেড়ে থাকতে পারিস না ?'

—'তুই চলে গেলে মোরে খেতে দিবে কে ?'

—'তাও ত বটে।'

কিন্তু বীরসার মামী, নিবাই মুণ্ডার বউ বলল, 'যাইস না বীরসা তোর বাঁশি শুনতে পাব না, টুইলা বাজায়ে নাচবি না তুই, আযুভাতু কানা হয়া যাবে।'

জয়পাল নাগ বলল, 'যাইস না বীরসা। তোর মত ছেলা পাঠশালে আসে নাই আর। আমি যা জানি, যত জানি, তোরে সব শিখাব।'

গ্রামের ছেলেরা বলল, 'যাইস না বীরসা। তুই চলে গেলে আথারা কানা।'

বীরসা বলল, 'অনেক বড় হতে হবে না আমাকে ? হেথা থাকলে আমি বড় হব ?'

বীরসা জানেনি, জোনী জানেনি, জয়পাল নাগ জানেনি, গ্রামের ছেলেরা জানেনি, বীরসাকে মুণ্ডারী জগৎ আর জীবন থেকে কে টানছিল বাইরের টানে।

ভীষণ, দুর্বার, প্রবল আকর্ষণে।

মুণ্ডারী জীবন মানে হাজার হাজার অনুশাসন আর রক্তে রক্তে বিশ্বাস। আজ তুমি মুণ্ডারী, কাল তুমি ক্রীশ্চান, আবার তুমি মুণ্ডারী আবার তুমি ক্রীশ্চান। কিন্তু তোমার নাম আজ সুগানা-কোমৃতা-ডোন্‌কা-ভরমি-ধানী—কাল পলুস-দাউদ-মথি-য়োহান-আব্রাহাম—যাই হ'ক না কেন, রক্তে থাকে সিংবোঙার শাসন, হর্‌মি আসুলের ভ্রূকুটি।

তাই ত যে জঙ্গল-পাহাড়-ঝর্ণা তোমার মা—তাকেও তুমি ভয় পাও কত। সব সময়ে মনে হয় আবা রে আবা ! সিংবোঙা যখন অসুরদের পুড়িয়ে মারল, অসুরদের বউরা সিংবোঙার কাছে গিয়ে দরবার করেছিল।

আর সিংবোঙা অসুরদের বউদের চুলের মুঠি ধরে শূন্য থেকে নিচে ফেলে দিলেন পাহাড়ে জঙ্গলে। সেই থেকে ওরা পাহাড়ে জঙ্গলে বনে দুষ্ট আত্মা হয়ে বাস করছে।

যত রাগ ওদের, স—ব মানুষের ওপর। কখনো অপরূপা মুণ্ডারী যুবতী, কখনো চকিতনয়না হরিণী, কখনো মুখে আগুন বের করা শেয়াল সেজে ওরা মুণ্ডা পুরুষদের ভুলিয়ে জঙ্গলের গহীনে নিয়ে যায়।

নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে।

বীরসা সেই বিশ্বাসেই বড় হয়েছে। ও জানে মুণ্ডা হয়ে কয়েক লক্ষ মুণ্ডা যেমন জীবন কাটায়, তার বাইরে অন্য জীবনের কথা ভাবাও মহাপাপ।

কিন্তু বীরসা সেই মহাপাপ করছিল। ওর রক্তে, ওর অজান্তে কোথায় জমছিল প্রতিবাদ?

খাটাংগাতে জোনীর বর বলল, 'ছেলাটাকে তুই ভালবাসিস। তা ওরে আর কার কাছে দিব কেন? ও আমাদের গাইচরী করুক গা।'

জোনীরও তাই ইচ্ছে ছিল। বরের তিনটে গরু আর সাতটা ছাগল আছে সে ত জেনেই এসেছে ও। তা ছাড়া জমিজমাও হাসিল করেছে বর।

জোনী বীরসাকে বলল, 'এ কেমন ভাল হল, তাই বল্? মোর কাছে থাকবি ছেলার মতন?'

মেসো বলল, 'একটা কথা! লিখিপড়ি মুণ্ডা দেখতে পারি না আমি। গাইচরাই কর্, পেটভরে খা, আখারা যেয়ে নাচ-গান কর্। মুণ্ডা যখন লিখিপড়ি করে দিকু হতে যায় তখন মরে। মুণ্ডা হয়া জন্মাব, আবার লিখিপড়ি করব, উ সব চালকাড়ের চাল।'

কয়েকদিনেই বীরসা বুঝল, মেসো মানুষ খারাপ নয়, তবে বেদম খিটখিটে। খাটাংগা গ্রামে এমন লোক নেই, যার সঙ্গে ওর বিবাদ হয়নি। লোকটার খিচকা স্বভাবের কথা রটে গেছে খুব। সেইজন্যেই

এগার মাইল দূরে আয়ুভাতু থেকে বউ আনতে হল। কাছেপিঠে কোন মুণ্ডা ওর হাতে মেয়ে দেয়নি।

সবচেয়ে বেশি ঝগড়া ওর ঘাসি মুণ্ডার সঙ্গে। ঘাসি মুণ্ডা আর ওর জমি পাশাপাশি। দুজনের জমির মধ্যে শেয়ালকাঁটার বেড়া। কিন্তু মেসোর বিশ্বাস বেড়া সরিয়ে ঘাসি ওর জমি বেশ খানিকটা বেদখল করেছে।

শেয়ালকাঁটার বেড়া যে সরানো যায় না, তা ওকে কেউ বোঝাতে পারেনি। এমন কি গ্রাম-পহানও নয়। বললেই ও বলে, 'কে বললে? চোখে দেখেছে কেউ?'

মানুষ ওকে বেশি ঘাঁটাতেও ভয় পায়। লোকটা রাগী হোক, যা হোক, ওষুধবিষুধ জানে খুব।

সবাই জানে বীরসার মেসোর সঙ্গে দুষ্ট আত্মা, নাসান্‌বোঙাদের কথাচালাচালি আছে। ওরা আরো জানে, ঝর্ণা-নালা-দহ-বিলের বোঙা নাগ্‌-ইরা থাকে, সে জলে স্নান করলে বেরেল-সুদ্‌, বোর-সুদ্‌, পুঁড়ি সুদ্‌—কোন না কোন জাতের কুষ্ঠ হবেই।

কোন জলে নাগ্‌-ইরা এখন আছে, এখন নেই, তা বলতে পারে একা বীরসার মেসো।

পহান্‌ও ওকে খাতির করে সে জন্যে।

• দুর্ভিক্ষ-অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি-দাবানল-গো-মড়ক-বসন্ত-কলেরা—কোনটা কোন্ নাসান্‌বোঙার অভিশাপে হচ্ছে তাও বীরসার মেসো বলতে পারে।

ডাইন্ ধরতেও পারে ও। ডাইন্‌রা কখন কালো বেড়াল, কখন বুড়োআঙুলে মানুষ হয়ে মুণ্ডাদের ঘরে ঢুকে পড়ে ঘুমন্ত মানুষের থুথু চেটে দেয়। তেমন মানুষ মরবেই মরবে।

কে যে ডাইন্, কে যে এমনি করে অন্যের আয়ু চুরি করে নিজের আয়ু বাড়াচ্ছে, তা বীরসার মেসো বলতে পারে।

অমন মানুষকে ঘাসি মুণ্ডাও চটায় না। বীরসা মেসোর কোন

কথারই প্রতিবাদ করল না। ওর মনে হল মামা কি রকম মানুষ? জোনীর মত মেয়ের জন্যে একটা জোয়ান বর জোটাল না? বেশ একটা দলমলে মুণ্ডা? যে টুইলা বাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে নেচে গেয়ে গ্রামটা মাতিয়ে দিতে পারে?

কিন্তু ক দিনে বীরসাও বুঝল, রোজ ভরপেট খেতে পাওয়া, গায়ে মাথায় তেল মাখতে পাওয়া, কাপড় গামছা আস্ত আস্ত পরতে পাওয়া, এর একটা অন্য সুখ আছে। সে সুখ মানুষকে ভিতু আর কমজোরী করে দেয়। এ ভারি মজা! খেতে না পেলে, পরতে না পেলে মানুষ বীরসার বাপের মত কমজোরী আর ভিতু হয়ে যায়। তখন সব সময়ে মনে হয় আই আবা! জোরে কথা বলব না, যদি কেউ রেগে যায়?

আবার খেতে-পরতে-মাখতে পেলে মানুষ জোনী মাসির মত কমজোরী আর ভিতু হয়ে যায়। তখন মনে হয়, আই আবা! চড়া কথা বলব না, যদি এ সুখটুকু ঘুচে যায়?

জোনী খুব বদলে গেল। করম পরবের নাচ থেকে ও মাথার ফুল ফেলে দিয়ে চলে এসেছিল, কে ওর পা মাড়িয়ে দিয়েছিল বলে।

সেই জোনী মেসোর হাতে মারধোর খেয়েও মেনে নিল সব।

বীরসার মনে করুণা হল।

একদিন জোনী বীরসাকে বলল, 'রাগী মানুষ, কিন্তু ক্ষমতা খুব রে! কত জানে, দেখিস না? ওরে ধরে থাক্‌। তোরে সব শিখায়ে দিবে। তখন তুই একটা গুণী বলে মান পাবি। তোরও গরু-মোষ-ছাগল থাকবে গোহালে, উঠোনে গোলা।'

বীরসা কিছুই বলল না। ও বলতে পারত, মাসি, আমার বাবা মিশনে যেয়ে নাম লিখাছে। সে ক্রীশ্চান, আমিও এখন বীরসা দাউদ। আমাদের জ্ঞাতগুষ্টির, জানাপছানা কতজন মিশনে যায় আসে, আসে-যায়। মিশনে নাম লিখানো কত মুণ্ডা প্রচারকদের দেখি আমরা। মিশনে বলে, নাসান্‌বোঙা, নাগ-ইরা সব মিছা। সিংবোঙা,

হয়ম্ আস্থুল মিছা। কুষ্ঠ হয় ছোঁয়া হতে, রক্ত-মিশাল হতে। কলেরা হয় পচা-গলা খাবার জল হতে, বসন্তের বীজ বায়ে-বাতাসে উড়ে। সে সকল কথার সকল সত্যি কি না জানি না। তবে তোমাদের মত গুনিন্-ওঝা-জাদু-মন্ত্র—এ সবেও যেন ভয় কমে যায়।'

জোনী বলল, 'কিছু বলিস না ?'

'ভাবি।'

'কি ভাবিস ?'

'আমি বললে হবে ? মা নাই, বাপ নাই ?'

'আমি বললেও হবে না ?'

জোনী যেন আঘাত পেল খুব। বলল, 'তুই আগে, আমার পেটে যেটা আছে, সেটা তোর পরে। আমি বললেও হবে না ?'

বীরসা হঠাৎ বড় হয়ে গেল যেন। জোনীর বাবা দিবাই মুণ্ডা বেঁচে থাকলে যে গলায় সান্ত্বনা দিত, সেই গলায় সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তার কথা আর মোর কথা নয় রে! মেসো খুশি থাকে, তবেই ত!'

'খুশিই ত থাকে।'

'বড় খিচায়।'

'অমুনি মানুষ।'

জোনী নিশ্বাস ফেলল। বলল, 'তুই না থাকলে আমি মরে যেতাম! এখন নিচু হয়া উঠান ঝাঁটতে নিকাতে, ঝর্ণা হতে জল আনতে শরীর আলায়।'

বীরসা উঠোন ঝাঁট দিল, মুরগিগুলো ঘরে তুলল, গোয়ালে সাঁজাল দিয়ে গোয়াল বন্ধ করল। তারপর কলসি নিয়ে ঝর্ণায় গেল।

কলকল-ছলছল—ঝর্ণার জল বয়ে যায়, বয়ে যায়। বীরসা কলসি ভরল, ভরা কলসি পাথরে রেখে দাঁড়াল।

সন্ধ্যা নামছে, বিষণ্ণ, আতুর, ওর মা কর্মির মত শীর্ণ ও ক্লিষ্ট সন্ধ্যা। সন্ধ্যাতারার চাহনি ওর মায়ের চোখদুটির চাহনির মত।

লুকাস এসেছিল, লুকাস প্রচারক। মিশনের কাজে এসেছিল। বীরসার মেসো তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

লুকাস বীরসাকে বলেছে, 'গাইচরী করে জীবন কাটাবি? চলে আয়, লেখাপড়া শেখ্, কত কাজ করতে পারবি।'

বীরসা লেখাপড়া শিখতে চায়। সে কেন এত গরিব বাপের ছেলে হল? বাপ খেতে দিতে পারে না, মাসির কাছে। মাসির বিয়ে হল, মাসির সঙ্গে এইখানে। এখানে জীবন মানে গাইচরাও, পেট ভরে ঘাটো খাও, খুশি থাক।

কিন্তু বীরসা জানে বীরসা খুশিতে নেই।

নিশ্বাস ফেলল ও, কলসি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। চারদিকে উন্মুক্ত বনাঞ্চল আর পাহাড়। চোখ বাধে না কিছুতে। কিন্তু তবু যেন মনে হয় জীবন বড় আবদ্ধ হয়ে গেল। খাটাংগা এত বিচ্ছিন্ন, এত একটেরে গ্রাম! চালকাড়ে সবই ছিল—দুঃখ, দারিদ্র্য, অনাহার। কিন্তু তবু যেন বহতা জীবনের স্রোত চালকাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত।

হাট থেকে আসতে-যেতে মানুষ চালকাড় দিয়ে যেত। মিশন থেকে লোক আসত। ধানীর মত বেদে মানুষ আসত, রাঁচি, খুনটি, তামার, বন্দগাঁও, সব জায়গার খবরাখবর আসত।

খাটাংগা সব কিছু থেকে এত দূর! এমন আবদ্ধ আর বন্দী বন্দী লাগে নিজেকে।

গ্রীষ্মে বনের সব জলের ঝর্ণা, কুণ্ডী, নদী শুকিয়ে যায়। কোথায় কোথায় তবু জল থাকে তা জীবজন্তুরা জানে আর জানে বীরসা।

সেবার সেই গোপন, মানুষের অজানা কুণ্ডী আর দহও শুকিয়ে গিয়েছিল। ঝর্ণা আর নদীর বালির বুক ধরে গর্তের গা চুঁয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল জমত সেই উনুইতে। ভোর হতে না হতে মেয়েরা সে জল নিয়ে আসত। কেননা সূর্য উঠত সেই সেংগেল-দার আগুন ঢালতে ঢালতে। তাঁর রোদ লাগলেই জলটুকু উপে যেত।

সেই সময়ে বীরসা গিয়েছিল জঙ্গলের পেটের ভেতর, গভীর গহনে। সেখানে একটা কুণ্ডীর জল শুকিয়ে মাঝখানে এতটুকু জল, আর আশে পাশে বেজায় কাদা।

ও দেখেছিল একটা মস্ত সম্বর হরিণ সেই কাদায় আটকে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের অনেকখানি কাদায় ডুবে গেছে। বোধহয় কাদা থেকে পা টেনে তুলতে চেষ্টা করেছে আর সেই নড়াচড়ার ফলে পা আরো গভীর থেকে গভীরে গেঁথেই গেছে ক্রমশ।

তারপর হরিণটা বুঝেছে সামনের ওই জলটার নাগাল ও পাবে না, কাদা থেকে পা ও তুলতে পারবে না, সামনে জল রেখে পিপাসায় ও মরবে। চারপাশে বনভূমি থাকতেও ও মুক্ত জীবনে যেতে পারবে না। ভীষণ ও নির্মম মৃত্যু সামনে ওর। ভীষণ ও নির্মম মৃত্যু সামনে এ-কথা জানার ফলে ওর দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা নিঃশেষিত, পরাজিত আত্মসমর্পণ ছিল।

বীরসা কি সেই সম্বরটা এখন? চারপাশে মুক্ত ও বৃহত্তর জীবন তবু সে এখানে আবদ্ধ থাকবে? ভাবলেও ভয় করে।

সম্বরটার গলা পচা শব বহুদিন, বর্ষা না আসা অব্দি সেখানেই দাঁড়িয়েছিল।

বীরসা জলের কলসি নিয়ে বাড়ির দিকে চলল। আজকাল এই সব কথা ভাবে ও দিনরাত। যখনি ভাবে তখনি কোথায় আছে, চারপাশে কি ঘটছে সব ভুলে যায় ও। মনে থাকে না কিছুই।

মানুষ পশু নয়, তাই ভয়ংকর আবদ্ধতা থেকে অতর্কিতে মুক্তি পেতে পারে।

বীরসা পেল।

মেসোর গাই-ছাগল নিয়ে ও চরাতে গিয়েছিল। এখন ফাল্গুনের শেষ। খেতে রবিশস্যের ফলন্ত গাছ।

একটা সিধা গাছের নিচে বসে বীরসা আপনমনে কি ভাবছিল

আর ভাবছিল। তারপর ঠাণ্ডা ছায়ায়, বাতাসের আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। মেসোর লাঠি গায়ে না পড়া অব্দি ওর ঘুম ভাঙেনি।

ওর মেসোর অভিধানে যে সব অপরাধের ক্ষমা হয় না, তার প্রত্যেকটি করেছিল বীরসা।

গাইচরী করতে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

গরু-ছাগল ঘাসি মুণ্ডার খেতে ঢুকে রবি খেয়ে দিয়েছে। ঘাসি লাঠি ছুঁড়ে মেরেছে। ফলে একটা পাঁঠার ঠ্যাং ভেঙেছে। সে পাঁঠাটা এখন কেটে খেতে হবে।

ঘাসি চিরকাল ছিল অপরাধী, মেসো ছিল নিরপরাধ। এখন ওকে কথা শোনাবার মত ভাল ছুতো পেয়ে গেল। ওর খেত একেবারে তছনছ হয়ে গেছে।

মেসো বীরসাকে বেধড়ক ঠ্যাঙাল। একটা কথা বলল না বীরসা, মুখটি বুজে মার খেল।

জোনীর মন থেকেও যেন ভয়ের আড়াল সরে গেল। ও তেল গরম করে বীরসার গায়ে মালিশ করল। তারপর স্বামীকে গালি দিতে বসল।

'হতভাগা! বুড়ো ভাম যেন! জানে ছেলাটা মোর ছেলার মত। •তার গায়ে হাত তুলল। পেটের ছেলা আমি ওকে দিব না। নিয়ে দাদার কাছে চলে যাব.

'উনি আবার গুনিন্! কত না কি জানে শোনে। এত জানে যদি তবে ঘরের কাছে বউ মিলে না কেন? ওই রাগের কারণে! থাকুক নিজের রাগ নিয়া। উয়ার ভাত খাব না আমি! দাদার কাছে চলে যাব।'

গায়ে পায়ে খুবই ব্যথা। তবু বীরসার হাসি পেল। ও বুঝল অসম্ভব আঘাত পেয়েছে জোনী স্বামীর আচরণে। রাগে আর দুঃখে সব ভয়ভীতি ভুলে এত কথা বলার সাহস পেয়েছে। আরো অবাক

কাণ্ড কি, মেসো সব চুপ করে শুনল বসে বসে। জোনী আগে গাল দিল, তারপর কাঁদতে বসল পা ছড়িয়ে।

তখন মেসো বলল, 'আরে আয়ুভাতুর মেয়াকে দাদা কিছু শিখায় নি?'

'কি শিখায়নি?' জোনী ফোঁস করে উঠল।

'পোয়াতি মেয়া সাঁঝের বেলা কানলে পরে ডাইন বায়েবাতাসে পেটের ভিতর ঢুকে যেয়ে ছেলার ক্ষতি করে। নে, উঠ, মুখে চোখে জল দে। মোরে খেতে দে, বীরসাকে দে, নিজে খা। গাল ত অনেক দিচ্ছিস, আরে! যা করাছি রাগের বশে। নইলে মুখে খিচাই, হাতে মেরাছি কোনদিন? রাগ আমার বিস্তর! কি করব বল্?'

এ একরকম হারমানা, বলতেই হবে। শত্রু পরাজয় স্বীকার করলে তার সঙ্গে আর লড়াই চলে না। জোনী উঠল। মুখ চোখ ধুয়ে, আঁচল গুছিয়ে স্বামীকে খেতে দিল, বীরসাকে, নিজেও নিল।

পরদিন সকালে বীরসা হাড়ভাঙা লতা নিয়ে এল। যে পাঁঠাটার পা ভেঙে গিয়ে চামড়া ফুঁড়ে হাড় বেরিয়ে গেছে, সেটার পা টান করে হাড়ের জোড়ে হাড় বসাল। কত জায়গায় হাড়ভাঙা লতা বেটে প্রলেপ দিল। সে প্রলেপের ওপর রেড়িপাতা জড়িয়ে একটা পাতলা কাঠ দিয়ে ঠ্যাংটা কাঠের সঙ্গে বাঁধল। তারপর একটু জায়গা আগড় দিয়ে ঘিরে তারমধ্যে পাঁঠাটাকে রাখল।

মেসো সব দেখছিল। বলল, 'হাঁ রে, কাজ হবে, পা ঠিক হবে আবার?'

'দিকুদের টাট্টু ঘোড়ার পা ভাঙলে এইভাবেই জুড়ে। এ লতা খুব ভাল।'

মেসো বোধহয় খুবই খুশি হল। কেননা সেদিনই কিছুক্ষণ বাদে ও একখানা পেতলের আরশি বের করে বীরসাকে দিল। বলল, 'আমি মুখ দেখি না, বয়স গিয়াছে। তুই মুখ দেখিস, কাছে রাখ।'

জোনীকে বলল, 'না রে, রাগের বশে মেরাছি। তবে যেমন নড়ছিল চড়ছিল, তাকায়ে দেখলাম তেমন চোট লাগে নাই কোন।'

বীরসা বিকেল না হতে সংসারের হাজার কাজ করল। ঝর্ণার জল এনে এনে ডোল ভরে ফেলল। উঠোন ঝাঁট দিল। শুকনো কাঠ জড়ো করে লতা দিয়ে বেঁধে বোঝার পর বোঝা টেনে এনে এনে জ্বালানির স্তূপ করল উঠোনের কোণে। গোয়ালটা নিকিয়ে তকতকে করল।

জোনী হেসে বলল, 'পাগল খেপে কেন? কুটুম আসবে না কি ঘরে?'

বীরসা বলল, 'বাইরে বাইরে ঘুরি, এ কাজ করতে তোর যত কষ্ট।'

রাতে রোজকার মতই ঘুমোতে গেল বীরসা। কিন্তু ভোর হবার আগেই ও উঠে পড়ল। চুপিসাড়ে বেরিয়ে এল, বাড়ি থেকে বেরোল, তারপর ভুল্‌কো তারা দেখে পথ ঠিক করে চলতে থাকল। ও যাবে কুণ্ডী বরতোলি। সেখানে ভুরা মুণ্ডার বাড়িতে কোম্‌তা কাজ করছে। কোম্‌তা গাইচরী কাজ করছে বটে, কিন্তু সবাই জানে ও বাড়িতে ওর জায়গা বেশ উঁচুতে। কেননা অচিরে ও ভুরার জামাই হবে। কোম্‌তার কাছে গিয়ে বীরসা খুলে বলবে সব।

জোনীর কষ্ট হবে খুব। কি করবে বীরসা? কষ্ট ত তারও হবে। এতদিন সুখে দুঃখে জড়িয়ে জড়িয়ে থাকা! কিন্তু সেদিন মেসো ওকে মেরে খুব ভাল কাজ করেছে। এ ঘটনাটা না ঘটলে বীরসা খাটাংগা থেকে বেরোতে পারত না।

আর বীরসা ভাল করেই বোঝে, জোনী ওর ওপর ভরসা করে এ কথা যেমন ঠিক, আবার ওরই কারণে জোনীর অনেক অসুবিধে, তাও সত্যি। ও না থাকলে ওকে নিয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হবে না আর। মেসো মনে ভাববে মেসো মেরেছে বলে বীরসা রাগ করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু বীরসা, দারিদ্র্যের যুক্তিবাদিতা দিয়ে

বোঝে ও রাগ করতে পারে না, কেননা মেসো কোন অন্যায় করেনি। জ্ঞাতিশত্রুর খেত খাইয়ে দিতে ঝগড়াবিবাদের পথ খুলে গেল। একটা পশু জখম হল, ঠ্যাং সারলেও সারতে পারে অবশ্য। বীরসার ওপর মেসো খুশি হতে যাবে কেন ?

॥ ৫ ॥

বিকেল নাগাদ কুণ্ডী বরতোলি পৌঁছে গেল বীরসা। কোম্‌তা ওকে দেখতে পায়নি। কোম্‌তা আখারায় গিয়েছিল। ভুরা মুণ্ডার বউ ওকে যথেষ্ট খাতির করল। গমের আধভাঙা দানা সেদ্ধ করা জাউ খেতে দিল সঙ্গে সঙ্গে। সীসের বাটিতে তেল দিয়ে গেল পায়ে ডলতে। কোম্‌তা বাড়ি ফিরতে ভুরা বলল, 'ভাইটা এসেছে তোর। বলিস না কিছু। ছেলাটা জিদা আর গোঁয়ার বটে। নয়ত অত পথ হেঁটে চলে আসে ?'

রাতে দাদার পাশে শুয়ে বীরসা বলল, 'তুই হেথা আরান্দি করবি ?'

'হ্যাঁ রে।'

'মেয়াগুলা দেখতে কেমন ?'

'ভাল না। গিমা গিমা কথা বলে, ধিমা ধিমা কাজ করে, নিমা নিমা হাঁটে।'

'তবে কেন আরান্দি করবি ?'

'ভুরার শ্বশুরের খুটকাট্টি জমি আছে, তিনটা মোষ। তার ছেলা নাই। ভুরার বউ এক সন্তান। বলে, বড় নাতনীর আরান্দি হয়াছে জানলে সব নাতজামাইরে দিবে।'

'ভুরা কি বলে ?'

'বলে সব লয়ে হেথা বাস কর্‌। তোর বাবা-মারে লয়ে আয়।'

'বাবা আসবে ?'

'এলে ত ভাল রে বীরসা। মোদের সংসারটায় বান্ধ্ আসে।' কোম্‌তা উঠে বসল। বীরসা আর ওর দাদার মধ্যে আশৈশব রক্তে রক্তে জানাজানি আছে। বীরসা যদি দেখে ওর তের বছরের দাদা ভুরা মুণ্ডার রুগ্ন ও কুৎসিত মেয়েকে বিয়ে করছে—কোম্‌তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না কিছুই। বীরসা জানবে কোম্‌তা এ কাজ করছে, সংসারটাকে বাঁধবার জন্যে।

গরীব বাপের মায়ালী ছেলে কোম্‌তা। ওর মাথায় এক চিন্তা, কেমন করে তিন ভাই বাপ-মা এক ছাউনির নিচে দুটো খেয়ে পরে থাকা যায়। বাপ অক্ষম, তাই কোম্‌তাও ভাবে নিজের ভালমন্দ লাগা-না-লাগা বিসর্জন দিয়ে সংসারে বাঁধ্ আনি।

কোম্‌তার স্বভাবে আরেকটা দিক আছে। ও জানে বীরসা ওর চেয়ে অন্য রকম। ভাইয়ের স্বাতন্ত্র্যকে ও শ্রদ্ধা করে। তাই ও বীরসাকে বলল, 'তুই কি করবি?'

'তুই কি বলিস?'

'আমার কথা ছাড়্।'

'আমার ত ইচ্ছা লিখাইপড়াই করি।'

কোম্‌তা বয়স্ক হয়ে গেছে দারিদ্র্যের জাঁতাকলে। একটু ভেবে বলল, 'খারাপ'নয় সে বীরসা।'

'কি?'

'এই লিখাইপড়াই।'

কোম্‌তা একটু অসহায় ও করুণ হাসি হাসল। বলল, 'আমাকে দিয়া ত হল না।'

'তোরে দিয়া চেষ্টা করল কে? চেষ্টা করলে পারতিস নাই, তবে বলতিস 'হল না'—এখন বলিস কেন?'

'কে চেষ্টা করে বীরসা? আবা আর মা কষ্ট করাছে খুব। ধরা আকালেও মোদের বাঁচায়ে রেখেছে। প্রাণে বাঁচায়ে রাখতে দুজনে মরাছে। পড়াত কেমন করে?'

'জানি।'

'তোর হবে। কেন জানিস? তোর দিমাক বেশি। তা বাদে, সংসারের ভার আমি নিতেছি। তোর উপর ভার নাই, তুই পডতে পারিস।'

'তুই বলিস, আমি পড়ব?'

'হ্যাঁ রে। পড়লে প্রচারক হবি। একটা ছেলা মিশনে থাকলে আবার, আমার বল-ভরসা বেড়ে যায়।'

'তাহলে কোথা যাব?'

'কেন? লুকাস প্রচারক থাটাংগা গিয়াছিল না? সে হেথা আছে। তোরে নিয়া যাবে বুরজুতে, জার্মান মিশনে।'

বীরসা বুঝল, ভাগ্য ওকে বাইরে টানছে। মুণ্ডারী ধারণার সংকীর্ণ জগতের বাইরে।

লুকাস প্রচারক ওকে নিয়ে গেল বুরজুর জার্মান মিশনে। রেভারেণ্ড পুট্‌স্‌কিং বললেন, 'ভর্তি করে নেব। তবে এক কথা। লোয়ার প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়ে বেরোতে হবে। মুণ্ডা ছেলেদের বুদ্ধিও থাকে, পড়ার ইচ্ছেও থাকে। তবে বাড়ির চাপে তাদের লেখাপডা হয় না। তারা পড়া ছেড়ে চলে যায়।'

বীরসা বলল, 'আমি যাব না।'

বুরজুর জার্মান মিশন নিরালা, জনবসতি থেকে অনেক দূরে। সেখানে বীরসার নতুন জীবন শুরু হল। মিশনের পরিচ্ছন্ন, নিয়মবাঁধা সুন্দর জীবন বীরসার জানা ও চেনা জীবন থেকে একেবারে অন্য রকম। সে জীবনে ডুবে গেল বীরসা।

লেখাপডার জগৎ একটা অন্যজগৎ। একেকটি অক্ষর, একেকটি শব্দ পড়তে পারা, আশ্চর্য জয়ের বোধ—উল্লাস রক্তে রক্তে—তীরে লক্ষ বিঁধবার উল্লাস। বোকা শেয়াল আর টক আঙুর ফলের গল্প যেদিন পড়তে পারল ও, বুঝতে পারল ইংরিজী পড়ে, সেদিন বীরসা কেঁদে ফেলল। পেরেছে ও, পেরেছে পড়তে, বুঝতে পেরেছে। এ

এক বিরাট জয়। বীরসার ভাগ্য ওকে অন্য জীবনে বেঁধে দিয়েছিল। সে অনুশাসন তুচ্ছ করে বীরসা অন্য জীবনে জন্ম নিয়েছে। প্রমাণ করেছে ও পুরুষ, নিয়তির নির্দেশকে অমোঘ এবং শেষ বলে মনে করে না।

'ওআন্ ডে এ ফক্স্'···বীরসা আবার পড়ল। ক্লাসে রেভারেণ্ড বললেন, 'তুমি পারবে।'

লোয়ার প্রাইমারী পরীক্ষা বীরসা দু-বছরে পাস করে ফেলল। রেভারেণ্ড বললেন, 'আমাদের এখানে আর পড়ার ব্যবস্থা নেই। তুমি চাইবাসা যাও। পড়া ছেড় না তুমি। তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।' এগারো বছরে বীরসা একদিন চালকাড়ে ফিরে এল। সুগানাকে বলল, 'আবা! আমি চাইবাসা যাব। আরো পড়ব।'

—'চাইবাসা যাবি!'

সুগানা ওর মমতামাখা, শান্ত চোখ দুটি মেলে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মিশনের সাহেবেরা ক্রীশ্চান ছেলেদের পড়াতে বলে। পড়তে গেলে, সে জয়পাল নাগের পাঠশালা, বুরজুর মিশন ইস্কুল, যেখানে হোক, সেখানে পড়তে গেলে তবে জানা যায় পৃথিবীটা অনেক বড়। সে পৃথিবীর চেহারা অন্যরকম। করমির সঙ্গে সুগানার যখন আরান্দি হয়, সে বিয়ের উৎসবে সুগানার মা রঙ গুলে আলপনা এঁকেছিল।

সুগানাদের আরান্দিতে পৃথিবীর ছবি তেকোনা। কিন্তু এখন ছেলের চোখের দিকে চেয়ে সুগানা বুঝল আরেক রকম পৃথিবী আছে, যে পৃথিবীর সীমানা নেই, সেই বিশাল, অজানা পৃথিবীর ডাক ছেলে শুনেছে।

ভীরু হাসল সুগানা। ওর পৃথিবী এই চালকাড় থেকে বাম্বা, বাম্বা থেকে কুকম্বদা। বেনেদের হাতে বেহাত হয়ে যাওয়া খুটকাট্টি গ্রাম থেকে খুটকাট্টি গ্রাম।

ওর পৃথিবী সীমায়-সীমায় বাঁধা। সে পৃথিবীতে দু-বেলা দু-থালা

ঘাটো, বছরে চারখানা গড়া-কাপড়, শীতে তুষের বস্তার ওম, মহাজনের হাতে রেহাই, আলো জ্বালাতে মহুয়া তেল, ঘাটো খেতে কালো নুন, বনের শেকড় ও মধু, বনের হরিণ-খরগোশ-পাখির মাংস, এইসব পেলেই রাজা হওয়া যায়।

সুগানা বলল, 'অনেক পড়লি বাপ আমার। এত পড়া চালকাড়ের কোনো ছেলেটা পড়ে নাই। এখন হাত-পা ধরলে মিশনের সাহেবরা তোকে বাগানে কাজ দিবে। সাহেবের মালী হলে দু-বেলা ভাত খেতে পাবি। আরান্দিতে, পূজায় যেমন ভাত খাস, তেমনি ভাত।'

—'আবা, আমি চাইবাসা যাব, পড়ব।'

—'আর পড়ে কি করবি বাপ? পড়লে পরে এ ঘরে এ সংসারে তোর মন উঠবে না। মুণ্ডা ছেলেদের মনে হবে লেংটাপারা, অসভ্যাটা। যত পড়বি বাপ, তত দুঃখ। আমার দুঃখ নাই, আমি উপাসে-উপাসে ভিখমাঙাটা হয়ে গিয়েছি। তুই শুধামুধা দুঃখ পাবি। অনেক পড়লেও কেউ বাবু বলবে না তোকে, কোনো গ্রামে মান্‌কি করে দিবে না। শেষে খেতনের ছেলেদের মত কয়লাখাদে কুলি হবি, আড়কাঠির সঙ্গে চা-বাগানে চলে যাবি। ঘরে থাক তুই। এবার ধারকর্জ করে আরেকটা গাই কিনব, চরাবি।'

বীরসা শান্ত চোখে বাবার দিকে চাইল, 'আবা! পড়লে পরে আমি সাহেবদের সমান হব, সাহেব বলাছে।'

সুগানা নিশ্বাস ফেলল। বলল, 'তবে হাট হতে সাজিমাটি আনি। কাপড় কেচে নে। সুঁই মেঙে আন খেতনের ঘর হতে। মা কাপড় সিঁয়ায়ে দিক।'

—'আরো তিনটা ছেলে যাবে। লান্দিরুলির অভিরাম, কুন্‌দারির ইশাক আর বাম্‌বা।'

দূরত্ব ব্যাপারটা নির্ভর করে মনের ওপর। কোন কোন সময়ে

স্বল্প দূরত্ব আসলে ভীষণ দূর হতে পারে। আবার দীর্ঘ দূরত্ব কম দূর হতে পারে।

চালকাড় থেকে চাইবাসা নিশ্চয় দূর। ১৮৮৬ সালে চারটি ছেলে চাইবাসা গিয়েছিল সুগানা মুণ্ডার সঙ্গে। লান্দিরুলির য়োহানার ছেলে অভিরাম, মাশিদাসের ছেলে বাম্‌বা, কুন্দারির প্রচারক দাউদের ছেলে ইসাক, এরা শুধু পথের দূরত্বটুকু হেঁটেছিল।

বীরসা জানত না, ও হেঁটেছিল এক জন্ম, এক জীবন থেকে আরেক জীবনের দিকে।

ওর মুখের আড়ে আড়ে তাকাচ্ছিল সুগানা। খুব অপরিচিত লাগছিল ছেলেকে। তার ছেলে লোয়ার প্রাইমারী পাস করল বুরজু মিশন থেকে। এই ত অনেক পড়া হয়ে গেল। আর কেন পড়তে চায় ও, কেন চেনাজানা জগৎ ছেড়ে বাইরে বেরোতে চায়?

সুগানা বোঝে জমিজমা, চাষবাস, থিতু হয়ে থাকা। সুগানার ছোট ভাই পাসানা ত বামবাতেই থেকে গেল। বীরসা তখন ছোট, কনুটা হয়নি। পাসানার ছেলেটাকে চিতাবাঘে নিয়ে গেল। বীরসা তখন ছোট। এখন মনে হয় বীরসা যেন কোনদিন ছোট ছিল না। চিরকাল ওই রকম বিজ্ঞ বিজ্ঞ, প্রবীণ প্রবীণ। যেন কোনদিন ন্যাংটা শিশু, উঠোনে হামা টানেনি। এক বছরেরটি, 'আবা!' বলে সুগানার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েনি।

কোম্‌তা সুগানার মত, ঘরসংসার বোঝে। বীরসা সংসারের কাজ যত পারে, কোম্‌তা তা পারে না। কিন্তু বীরসার মধ্যে কোন আসক্তি নেই।

সুগানার মন বলল, 'অ বীরসা, আবা মোর! চাইবাসা যাইন না বাপ! ঘরে ফিরে যাই চল্! করম পরবে এবার নতুন ধুতি কিনা দিব, কুসুম দিয়ে রাঙায়ে দিব। চুলে গুঞ্জাফলের মালা পরে নাচবে তুমি, আবা মোর! চালকাড়ে ফিরা চল।'

বীরসা বলল, ওই, ওই যে! মিশনের বাড়ি দেখা যায়, দেখ আবা!'

সুগানা আস্তে বলল, 'দেখেছি যাদু!' ওর গলা অবোধ্য আবেগে বন্ধ হয়ে আসছিল।

বীরসা বলল, 'কত বড় বাড়িটা! ব্বাবা রে! কত ইট পুড়ায়েছে বল দেখি? তবে না অমন খিলান উঠায়েছে!'

সুগানা বলল, 'অনে—ক ইট!'

—'এই হেথা আমি পড়ব!'

—'হ্যাঁ যাদু।'

—'দাদাটা——!'

—'কি বলিস?'

—'চিরকাল সংসার লয়ে থাকল। না শিখল লেখাপড়া, না জানল কিছু!'

—'সকলের কি সব হয় রে!'

—'দাদাটা——!'

—'নে বীরসা, এসে গেলাম।'

॥ ৬ ॥

চালকাড় থেকে চাইবাসা হেঁটে-হেঁটে ওরা যখন পৌঁছল, তখন সন্ধ্যে। কাপড়ের খোঁট গায়ে দিয়ে, পায়ের ব্যথায় বীরসা বসে পড়ল মাটিতে। রেভারেন্ড সাহেব বলল, 'ভর্তি হবার টাইম চলে গেছে। তোমরা ফিরে যাও।'

—'দক্ষিণ তামার, সব জায়গা হতে ছেলেরা তো এখানেই আসে, আমরাও এসেছি।'

—'জায়গা নেই।'

—'জায়গা নেই?' অভিরাম, ইশাক, বীরসার বাবা মুখ চাওয়া-

চাওয়ি করল। জায়গা নেই কি। এত বড় পাকা দালান, এত ঘর, জায়গা নেই?

বীরসা বলল, 'আমি ফিরে যাব না। আমার পায়ে পাথর বেজে ঘা হয়াছে। আমি হাঁটতে পারব না।'

—'ঘা সারবে, ওষুধ দিচ্ছি।'

—'না। আমাকে বুরজু হতে সাহেব চিঠি করে দিয়াছে।'

—'সেখানে পড়ো গিয়ে।'

—'সেখানে পড়া শেষ করে দিয়াছি। পাস করে নিয়াছি।'

—'আচ্ছা, কাল এসো, ভর্তি করে নেব।'

ওরা মিশনের সামনে পাকুড় গাছের ছায়ায় শুয়ে রইল রাতে। সকালে সাহেব বীরসাকে ভর্তি করে নিল। বাম্‌বা, অভিরাম আর ইশাককে ফিরিয়ে দিল।

মিশনে বীরসাকে ওরা সাবান দিল দু-খানা, জামা দুটো, প্যান্ট দুটো, একটা গামছা। একটা ছেলেকে বলল, 'ওকে দেখিয়ে দাও কেমন করে সাবান মেখে স্নান করতে হয়।'

ছেলেটার নাম অমূল্য। একহারা, শান্ত চেহারা। বীরসার চেয়ে ও বড়ই হবে।

ইঁদারার পাড়ে গিয়ে ও বীরসাকে স্নান করতে শেখাল সাবান মেখে। একটা দড়ি দিয়ে বলল, 'প্যান্টের কোমরে বেঁধে নাও। শার্টটা গুঁজে নাও এমনি করে।'

—'তোর নাম কি?'

—'অমূল্য।'

—'তুই কি বাবু?'

—'হ্যাঁ। আমি বাঙালী।'

—'তবে মুণ্ডারী বলছিস?'

—'আমি অরকানেজের ছেলে। মুণ্ডারী জানি।'

—'তুই আমার সঙ্গে থাকবি?'

—'থাকব। শোনো, কাউকে 'তুই' বল না। 'তুমি' বলবে। তাহলে দেখবে সাহেবরা খুব অবাক হবে। ওরা প্রথমেই মুণ্ডা ছেলেদের বলে 'তুই' বলতে হয় না।'

বীরসা একটু ভেবে বলল, 'তুমি কি বড় হলে দিকু হয়ে যাবে? বাবুরা তো দিকু হয়ে যায়।'

—'অন্য বাবুরা হয়ত দিকু হয়। আমি হব না।'

—'কি হবে?'

—'ডাক্তার হব। চাকরি করব।'

—'হোঃ!'

—'কেন?'

—'চাকরি করলে দিকু হয়।'

—'তুমি কি হবে?'

—'লেখাপড়া শিখব। অনে—ক লেখাপড়া। তা বাদে কাছারি করে বাবার খুটকাটি গ্রামের জমি ফিরাব।'

—'তারপর?'

—'প্রচারক হব। সবেকে যিশুর কথা বলব।'

—'তারপর?'

—'তখন দেখা যাবে।'

খুব ভাল হয়ে রইল বীরসা। যত গান ও মিশনে শিখল, সব গানের সুরে বাঁশি বাজাতে পারে ও। অমূল্য ওকে শেখায় ম্যাপ আঁকতে, অঙ্ক কষতে, বই পড়তে। ইস্কুলের পড়া হয়ে গেলে অমূল্য ওকে শেখায়।

বীরসা ওকে দেশের, গ্রামের, বনের গল্প বলে।

একদিন ওরা সাহেবকে বলে কয়ে শহরে বেড়াতে গেল। অমূল্য বৃত্তি পায়, চার আনা ওর কাছে ছিল। ওরা আখ কিনল, তিলুয়া কিনল গরম-গরম।

বীরসা বলল, 'দোকানে কত নুন দেখেছ?'

—'নুন তো দোকানেই থাকে।'

—'মাটির তেলই বা কত।'

—'দোকানে তেল থাকবে না?'

—'বড় হলে আমি মাকে বোরা-বোরা নুন কিনে দেব। ওই তেল নিয়ে যাব গ্রামে। মা বাতি জ্বালবে।'

—'বোরা-বোরা নুন?'—অমূল্য অবাক হয়ে গেল।

—'হ্যাঁ। নুন দিলে ঘাটোর স্বাদ হয় কত! মা সবটুকু নুন আমাদের দেয়। নিজে আলুনী ঘাটো খায়। তাতেই তো মার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে।'

—'বীরসা, ওই বুড়োটা তোমায় ডাকছে।'

পেছন ফিরে বীরসা থমকে থেমে গেল। ধানী মুণ্ডাটা! সঙ্গে একটা বুড়ী।

—'তুই এখানেও এসেছিস?'

—'আসব না? চাইবাসা কি তোর কিনা?'

পুরনো কথা মনে পড়তেই বীরসা হাসল। হেসেই বলল, 'হ্যাঁ। আমার কিনাই তো?'

—'দেখা যাবে।'

—'কি দেখবি?'

—'তোকে দেখব রে! ধানীর সঙ্গের বুড়ীটা এগিয়ে এসেছিল। বলেছিল, 'তোর কপালটা যেন কেমন, হাত-পা কেমন, তুই কে রে?'

—'আমি বীরসা।'

—'তবে যা না, চলে যা।'

—'কোথা যাব?'

—'তোকে খুঁজছে যে।'

—'কে খুঁজছে?'

—'আমার ভাই এই ধানীটা, সর্দাররা।'

—'সর্দাররা।'

—'মুলুকুই লড়াই জানিস না? সর্দারদের কথা জানিস না? তুই কেমন মুণ্ডা রে!'

বীরসা ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। তাকে, সুগানা মুণ্ডার ষোল বছরের ছেলেকে খুঁজছে? কারা? কেন?

আশ্চর্য, মিশনেই সব কথা ক্রমে শোনা যেতে লাগল।

মিশনে আছেন ডাক্তার এ. নট্রট। একদিন তাঁর কাছেই চলে এল জার্মান লুথেরান চার্চে যারা ক্রীশ্চান হয়েছিল, সেই মুণ্ডারা।

—'আর্জি আছে।'

—'কি আর্জি?'

—'ছোটনাগপুরে টেনিওর আইনে বলছে যার জমি সে রাখতে পারবে। তুমি সাহেব। আমাদের খুটকাট্টি গ্রামগুলা ফিরিয়ে দাও।'

—'খুটকাট্টি গ্রাম বলে আছে নাকি কিছু?'

—'নাই।'

—'তবে? যা নাই, তা কি ফেরত হয়?'

—'নাই কেন? দিকুরা নিয়ে নিয়েছে বলে।'

—'আমি কি করব?'

—'তুমি সাহেব। দেশের সরকারও সায়েব। সায়েব-সরকারকে বলে দাও। ব্যবস্থা কর।'

—'মিশনের সাহেব আমি, সরকার আমার কথা শুনবে না।'

—'তবে মরগা। তোমার মিশনে রইব না হে আমরা। যাব তোরপা মিশনে। ক্যাথলিক মিশন অনেক ভাল। মুণ্ডাদের দুঃখ তোরপা মিশনের লীয়েভেন্‌স্ সায়েব বুঝে।'

দলে-দলে ওরা জার্মান মিশন ছেড়ে চলে গেল তোরপায়। লীয়েভেন্‌স্ সাহেবের কাছে ক্যাথলিক হল। বীরসা শুনল লীয়েভেন্‌স্ সাহেব বলে দিয়েছেন, 'যারা অত্যাচারী, তাদের সঙ্গে লড় গিয়ে। লড়লে পরে ওরা ঠাণ্ডা হবে।'

শুনল, সরকার সৈন্য পাঠিয়ে সর্দারদের ধরেছে। বদলি করে

দিয়েছে লীয়েভেন্‌সকে। সর্দাররা ধরা পড়তে লাগল। কেস উঠল চল্লিশজনের নামে। কিন্তু আদালতে কাঠগড়ায় পৌঁছবার আগে রাঁচি জেলেই মরে গেল আটজন।

শুনল, সর্দাররা যে উকিলদের ঠিক করেছিল, তারা কিছুই করেনি। মুণ্ডাদের হয়ে লড়েছে শুধু ব্যারিস্টার জেকব। কলকাতা থেকে এসে কেস লড়েছে।

বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি গেল বীরসা। রোকোম্‌বা থেকে ধানী মুণ্ডা ওর সঙ্গ নিল। ধানীর বয়স এখন অনেক।

ধানী সক্ষোভে বলল, 'নশো-ষাটটা চাঁদ পার করে দিলাম, একটা ভগবান এলনা রে!'

—'ভগবান তো একটাই। সায়েবরা বলে।'

—'ওদের কথা রেখে দে।'

—'কোন্ ভগবান?'

—'যে ভগবানটা মুণ্ডা হয়ে আসবে, মুলকুই লড়াইয়ের ধিমাধিমা আগুনে জ্বালিয়ে দিবে সব।'

—'তারপর?'

'সায়েব-দিকু সবাইকে তাড়াবে। খুটকাট্টি গ্রামকে গ্রাম বসত করায়ে দিবে মুণ্ডাদের?'

—'আমাকে বলিস কেন?'

—'তুই পারতিস বীরসা। ছোটনাগপুর তোর আদিপুরুষের তৈরি। তুই পারতিস ভগবান হতে।'

—'ঘরে যা ধানী।'

—'কেন?'

—'নয়, বনে যা, তামারে চলে যা বনে। শুনে এলাম ঘোড়া চেপে পুলিস আসবে এ তল্লাটে তোদের খোঁজে।'

—'তাই নাকি?'

—'হ্যাঁ। আঁধারে আঁধারে চলে আসবে।'

—'এখন হতে সর্দাররা সায়েবদের সঙ্গে লড়বে, জমিদার, মহাজনের সঙ্গেও লড়বে।'

—'ধিমাধিমা লড়বে ?'

—'দেখবি তখন। পুরনো সর্দারদের দিয়ে কাজ হবে না।'

—'তবে ?'

—'মানুষ চাই।'

বীরসা ধীরে বলল, 'বনে চলে যা। তোদের ধরালে এখন পাঁচ পাঁচ টাকা বখশিশ।'

—'ও মিশন ছেড়ে দে তুই। সায়েব বলে কি, মুণ্ডারা জংলী, লেংটা থাকে। সকল মুণ্ডাই চোর আর ডাকাত। ও মিশন ছেড়ে দে।'

—'চলে যা, ধানী !'

ছুটির পর মিশনে ফিরে এল বীরসা। মনে বড় অস্থিরতা ওর। মুণ্ডাদের মধ্যে যারা ক্রীশ্চান হয়েছিল, সেই জার্মান লুথেরান চার্চের ক্রীশ্চানরা, রোমান ক্যাথলিক চার্চের ক্রীশ্চানরা আবার সর্দারদের মুলকুই লড়াইয়ে সামিল হয়েছে। বীরসা শুনে এসেছে, তারা বলছে, 'মিশনের সাহেব আর সাহেব সরকার সব এক। সাহেবরা হতে মুণ্ডাদের কোন মঙ্গল নাই।' তাদের কথা মুণ্ডাদের মুখে মুখে ফিরছে।

মিশনে বীরসার জন্যে উদ্‌গ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা করছিল অন্য মুণ্ডা ছেলেরা। এলিয়াজের, গিডিয়ুন, য়োহানা, মাইকা, টেংগা, ভুট্‌কা, সবাই ঘিরে ধরল ওকে।

—'বল্ বীরসা, কি শুনে এলি ?'

—'সর্দারদের লড়াই শুরু হয়াছে।'

—'আমরা কি করব ?'

—'সাহেব কি বলে ? ফাদার নট্রট ?'

—'ফাদার বলে, তোমাদের সঙ্গে কথা নাই। বীরসা আসলে পরে তারে বলব।'

—'তাই বলুক।'

—'তোর আবা কি বলে ?'

—'আবা তুই বায়ে-বাতাসে হিলে ছুলে। একবার বলে, সর্দাররা যা বলে শুন্। মিশন ছেড়ে আয়। একবার বলে অমন কাজ করে না বাপ মোর। মিশন ধরে থাক্।'

'ফাদার তোরে কি বলে শুন্।'

'তুই যা বলবি, মোরা শুনব।'

'তুই মোদের পহান্।'

বীরসা বলল, 'চুপ চুপ, পহান্ কি ? মিশনে ও সব কথা বলতে নাই। খেদায়ে দিবে।'

মুণ্ডা ছেলেরা বলল, 'অমূল্যটার সঙ্গে মিশিস কেন তুই ? ও বাবু, ও দিকু হবে, ও মুণ্ডাদের দুশমন।'

—'কে বলাছে ?'

—'এ আমাদের কথা। কোন বাবু ছেলা কোনদিন মুণ্ডা ছেলার বন্ধু হয় নাই, হতে পারে না।'

বীরসার চোখ লাল্‌চে হয়ে উঠল। ও বলল, 'পড়া শিখ, লিখা শিখ, মুণ্ডা মুণ্ডাই রয়ে যায়। অমূল্য আমার বন্ধু। আমি ওরে ফেলাব না। তাতে তোরা মোরে ছাড়লে ছাড়তে পারিস।'

মুণ্ডা ছেলেরা এ-ওর দিকে চাইল। তারপর টেংগা বলল, 'শুধামুধা চোখ লাল করিস কেন ? তুই মোদের সেরা। তুই যদি চাস্, ওরে বন্ধু রাখবি।'

ফাদার নট্রট বুঝতে পারছিলেন, মুণ্ডারী ছেলেদের মনে বাইরের বাতাস লেগেছে। বীরসাকে ডাকলেন উনি। বললেন, 'তুমি আমাদের বিশ্বাসী। বিশ্বাস কর, সর্দাররা যে কথা বলছে, তা শুনলে মুণ্ডা ছেলেদের ভাল হবে না। মিশন ছেড়ে গেলে লাভ আছে কিছু ?'

—'জানি না, বুঝতে পারি না।'

—'দেখ, মিশনে থাকলে সব দিকে ভাল হবে। আমার কথা শুনে চললে তোমাদের ওপর সরকার খুশি থাকবে। ভাল হবে খুব।'

—'জমি ফিরে পাব?'

—'নিশ্চয়।'

—'সকল মুণ্ডা জমি পাবে?'

—'মিশনের মুণ্ডারা পাবে।'

—'ছেলেদের এ কথা বললে ভাল হয়।'

—'দেখ সর্দাররা কেস করতে গেল। কেস দাঁড়াল কি? আইনের কাছে তাদের কথা খাটল?'

বীরসা চুপ করে রইল। সাহেবকে সব কথা বলা চলে না। সাহেব বোঝে না।

অমূল্য বোঝে। অমূল্য বলল, 'এ ত জানা কথা বীরসা। মুণ্ডারা উকিল খাড়া করে। উকিল মুণ্ডাদের টাকা খায়। হাকিমকে বোঝায় উলটোপালটা।'

—'মুণ্ডাদের দেখলে সবাই দিকু হয়।'

—'তাই মনে হয়।'

—'সেই জন্যে বিশ্বাস আসে না। বুঝেছ?'

—'বুঝি, বীরসা।'

—'তুমি আজ ভাল আছ। যখন মিশন হতে বারাবে? 'যখন ডাক্তার হবে? তখন কি ভাল থাকবে? আমার সঙ্গে কথা বলতে লাজ লাগবে—'

—'কখনো না।'

—'কখনো না?'

—'কখনো নয়।'

—'দেখা যাবে।'

—'দেখো।'

—'দেখব ত।' বীরসার চোখ হেসে উঠল।

—'ফাদার বলল কিছু ?'

—'বলছে ত অনেক কথা।'

—'কথা থেকে কাজ হবে কিছু ?'

অমূল্য জানত না, বীরসাও সম্পূর্ণ জানত না, অনেক কিছু কাজ হবার নয়।

১৮৭৯ সালে মুণ্ডারা সরকারকে আর্জি লিখে জানিয়েছিল ছোটনাগপুর তাদের মালিকানা দেশ। সে দেশে তাদের অধিকার কায়েম করা হোক।

মুণ্ডারা দেখতে পাচ্ছিল না। সব যেন ধুলোর আঁধিতে আচ্ছন্ন, সব যেন কুয়াশায় আবিল। তারা আছে, ছোটনাগপুরের মাটিতেই আছে, কিন্তু নেই, ছোটনাগপুরে নেই, কেননা সে জমিতে তাদের দখল নেই। তাদের সঙ্গে তাদের মাতৃভূমির মাঝখানে শত শত প্রাচীর। মিশন আর মিশনের সাহেবরা একটা মস্ত প্রাচীর। তারা আছে বলে সিংবোঙার সর্বশক্তিমানতার কাছে আত্মসমর্পণ করা যায় না। তাই সিংবোঙাও মুণ্ডাদের তেমন করে আগলে রাখেন না। বুঝি সেই প্রাচীন দিনই ভাল ছিল। সিংবোঙা ছাড়া মুণ্ডারা জানত না কিছু। তাই সেংগেল্‌দার আগুন বৃষ্টির সময়ে সিংবোঙা মুণ্ডাদের ভবিষ্যৎ বাপ্‌-মাকে কাঁকড়ার গর্তে লুকিয়ে রেখে বাঁচিয়েছিলেন।

১৮৭৯ সালের আর্জিতে লাভ হয়নি কোন। ১৮৮১-তে একদল সর্দার মুণ্ডা মিশন ভেঙে বেরিয়েছিল। তারা বলেছিল,'মোরা মেয়েলের চিল্‌রেন বটি। আমাদের নেতা এক মুণ্ডা জন দি ব্যাপ্‌টিস্ট। ছোটনাগপুরের রাজাদের আদিম ঠাঁই দোয়েসা যেয়ে রাজ বসাব।'

কিন্তু তাদের আস্ফালন টেকে নি। তারা ধরা পড়ে জেলে যায়। আবার তারা নট্রটের কাছে এসে জেদ ধরেছিল, ছোটনাগপুর ভূমিস্বত্ব আইন মতে সব জমি ওদের ফিরে দিতে হবে। তারপরই ওরা চলে যায় ফাদার লীয়েভেন্‌সের কাছে।

এই সব কিছুই ঘটে গেছে। মুণ্ডারা আর মিশনে বিশ্বাস রাখতে

পারছে না। সর্দারদের আন্দোলনে সামিল হচ্ছে সবাই। সবাই মিশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। প্রবীণ সর্দাররা বলছে, 'সিংবোঙা মন্দ ছিল কি? তখন মুণ্ডাদের জীবনে বাতি জ্বলত। যেদিন হতে দিকু এল, সেদিন হতে জীবনে আন্ধার। আর মিশনে এসে বা কি লাভ হল? জীবনে আন্ধার বেড়ে গেল বই ত নয়?'

চাইবাসা মিশনের সুন্দর শান্ত পরিবেশে সর্দারদের হাজারটা কথাবার্তার আগুন থেকে আঁচ আসছিল। মিশনের 'পরে মুণ্ডাদের বিশ্বাসের অঙ্কুরগুলো শুকিয়ে যাচ্ছিল সে আঁচে।

ফাদার নট্রট ভয় পাচ্ছিলেন। ওদিকে ত চাকা গড়াতে শুরু করেছে, আইনের চাকা। লীয়েভেন্‌সের কাছে যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে চল্লিশজন ধরা পড়ে। বিচারাধীন অবস্থায় মারা যায় আট নয় জন।

মুণ্ডারা এখন আর মিশনের ওপর ভরসা রাখে না। ওদের সব ভরসা কলকাতার ব্যারিস্টার জেকবের 'পরে। জেকব ইংরেজদের কলঙ্ক। সরকার আর মিশনারীরা মুণ্ডাদের থামিয়ে রাখতে চান। জেকব তাদের শেখান অধিকারের জন্যে আইনের সাহায্যে লড়াই করতে।

ফাদার নট্রট ভয় পাচ্ছিলেন।

তিনি সব ছেলেদের ডেকে ভরসা দিলেন, 'তোমরা কিংডাম অফ হেভ্‌নে বিশ্বাস হারিও না। মিশনের ওপর ভরসা রাখো। সব জমি তোমরা ফিরে পাবে।'

অমূল্য বীরসাকে বলল, 'ফাদার নিশ্চয় বেজায় ঘাবড়ে গেছে। নইলে এমন সব কথা ডেকে হেঁকে বলে?'

কিন্তু সময় বীরসাকে অন্য জীবনে টানছিল। ১৮৮৭-৮৮ সালের মধ্যে সর্দারদের সঙ্গে মিশনের কাটাকাটি হয়ে গেল।

তারপর একদিন ফাদার নট্রট বললেন, 'সর্দাররা জোচ্চোর, তারা ঠক।'

বীরসা মনে প্রচণ্ড ঘা খেল। সে তো বিশ্বাস করতে চেয়েছে কিংডাম অক্‌ হেভ্‌নে? সে ত বিশ্বাস করতে চেয়েছে যে ফাদার নট্রটের জামা যেমন শুভ্র, অন্তরও তেমনি শুভ্র? সে তো বিশ্বাস করতে চেয়েছে প্রকৃত ক্রীশ্চান কারোর মধ্যে মন্দ দেখে না? সে তো ভালবেসেছে এই সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর প্রার্থনা সভা, গীর্জার গান? সে তো কৃতজ্ঞ হয়েছে ফাদারদের কাছে? তাঁরা ওকে পড়তে শিখিয়েছেন, আলোকিত, জ্যোতির্ময় জগতের দরজা দেখিয়ে দিয়েছেন?

কিন্তু সর্দাররা মুণ্ডা। তারা মুণ্ডাদের ভাল চেয়েছে। নইলে কয়েদ হয় কেউ? জেলে গিয়ে অমন করে মরে? সর্দারদের জোচ্চোর আর ঠক বললে বীরসার ভেতরের মুণ্ডারী রক্তে আগুন লেগে যায়। মুণ্ডা শরীরের এক ফোঁটা রক্ত মানে সমগ্র কৃষ্ণভারত। সে ভারত সেংগেল্‌দার আগুন অতি সহজে জ্বলতে পারে, অতি সহজে। কেননা সে ভারতে দাহভূমি, শুকনো, দাবানলের প্রত্যাশী।

বীরসা মুণ্ডা ছেলেদের বলল, 'ফাদাররা বদমাশ। তারা সর্দারদের এখন জোচ্চোর বলছে। সর্দাররা মিশন ছেড়ে গেছে বলে সাহেবদের রাগ হয়েছে।'

ফাদার নট্রট বীরসাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'বীরসা দাঊদ! তুমি মিশনের নামে নিন্দে করছ কেন?'

—'আপনারা সর্দারদের জোচ্চোর বলছেন কেন? কেন তাদের নামে গাল দিচ্ছেন?'

—'তারা জোচ্চোর।'

—'না।'

বীরসা হঠাৎ ভীষণ ক্রোধে বলল। নট্রট অবাক হয়ে গেলেন। বীরসা এত রাগতে পারে তা তিনি জানতেন না।

—'বীরসা! তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ। গলা নামিয়ে কথা বল।'

—'না!'

বীরসা চেঁচিয়ে উঠল। বলল, 'কি জোচ্চোরি করেছে সর্দাররা? তারা মুণ্ডাদের হকের জন্যে লড়েছে, কয়েদ হয়াছে, জান দিয়াছে। জোচ্চোর তারা? না—না—না!'

ফাদার নট্রট রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'মুণ্ডা মুণ্ডা এক সমান। মিশনের কাছে আসে ভিখারীর মত। ভিতর ভিতর সর্দারদের কথা মানে। সকল মুণ্ডা বেইমান।'

—'না! তোমার কথা ফিরায়ে নাও। বেইমানী জানে না হে মুণ্ডা। জানলে পরে তারা মিশন কে মিশন উড়ায়ে দিত।'

—'তুমি চলে যাও! এ মিশনে তোমার আর জায়গা হবে না।'

—'যাব।'

বীরসার চোখ জ্বলতে লাগল। রাগে পাথর হয়ে বীরসা বলল, 'সাহেব সাহেব এক টোপি। সরকার যা, মিশন তা, সব এক সমান।'

বীরসা চলে যাবে মিশন থেকে, অমূল্য ছুটে এল। বলল, 'যেও না বীরসা, একবার মাপ চাও সাহেবের কাছে। মাপ চেয়ে নাও।'

—'না।'

—'তোমার লেখাপড়া? তোমার ভবিষ্যৎ?'

—'মুণ্ডার লেখাপডা? মুণ্ডার ভবিষ্যৎ? মুণ্ডা কি বাবু? মুণ্ডা কি দিকু? ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পড়ে পড়ে লাথ খাবে?'

—'বীরসা, আমার কথা শোনো।'

—'না।'

অমূল্য ওর হাত ধরল। হেসে বলল, 'হাত ধরলে হাত ছাড়াতে পার তুমি? আমি তোমার বন্ধু। তুমি মাপ চেয়ে নাও বীরসা। মিশনে থেকে লেখাপড়ায় অনেক বড় হও। মুণ্ডাদের অনেক বেশি উপকার তাতে করতে পারবে।'

—'হাত ছাড়ো।'

—'যদি না ছাড়ি?'

বীরসা জোরে ঝটকা মারল। অমূল্য হাত ছাড়ল না। বীরসা আরো জোরে ঝটকা মারল। অমূল্য ছেড়ে দিল হাত। বীরসার হাতটা বাজল দরজার কড়ায়। হাত কেটে রক্ত পড়তে লাগল।

বীরসা চাইবাসা মিশন ছেড়ে চলে গেল চালকাড়। সুগানা ওর কাছে সব শুনে অবাক হয়ে গেল।

সুগানা বলল, 'গাল দিলি কেন?'

—'সর্দারদের চোট্টা বলল কেন?'

—'তুই তো সর্দার নোস।'

—'সর্দাররা মুণ্ডা, আমিও মুণ্ডা।'

—'তা বাদে?'

—'আবা! সায়েব-সায়েব এক টোপি হ্যায়, এ-কথা বলে চলে এসেছি। সব সায়েব এক কাট্টা, তা জানতাম না।'

—'এখন?'

—'মিশন ছেড়ে দি আমরা। সর্দাররা তুটা মিশন ছেড়ে সব যে-যার মত নিজের ধর্মে ফিরে গেছে।'

—'নয় ছেড়ে দিলাম। তবে কি ফের সিংবোঙাকে পুজব? না কি সদান (হিন্দু) মত হয়ে যাব? না কি মহাপ্রভুর পথ নিব, না সন্ন্যাসীদের পথ নিব?'

—'সে দেখা যাবে। চল মিশন তো ছাড়ি।'

—'হা তোর হাতে কাটল কিসে?'

—'একটা বাবু ছেলে হাত ধরেছিল। নাম তার অ-মূ-ল্য। ওর হাত ছাড়াতে গিয়ে কেটে গেল। ছেলেটা কাঁদছিল আমার লেগে। বলে এলাম, যদি দেখি দিকু হোস নাই, তবে কথা বলব। নয়তো বলব না।'

—'চল, কালই নামকাটা করে আসি।'

॥ ৭ ॥

কিন্তু ধানী ওর সঙ্গ ছাড়ল না। একদিন চলে এল। বলল,

—'সর্দারদের মুল্‌কি লড়াই থেমে যায় যে বীরসা। মিশন ছাড়লি, তুই হোথা যা। নাকি তুই মুণ্ডাটা নোস?'

—'ধানী, তুই স্বপ্ন দেখ্‌গা।'

—'কেন?'

—'তুই 'যা' বললে আমি যাব?'

—'তবে?'

—'আমি বুঝি না রে! মন বড় অস্থির অস্থির করে।'

—'বনে ঘুরিস কেন পাগলটার মত?'

—'কে বলে?'

—'আমি জানি।'

—'জানি না। কত কথা মনে উঠে। কোথা হতে এলাম আমি? কি জন্যে এলাম? কি করে এলাম?'

—'তুই সেংগেল-দা-র গল্প শুনিস নাই?'

—'শুনেছি।'

—'তবে তো জানিস সব। সিংবোঙা একবার দেখল ধরতি-ভরা শুধু মুণ্ডা আর মুণ্ডা। এত মুণ্ডা যে গায়ে-গায়ে ঠেলা লেগে সব সাগরে পড়ে কি নদীতে। খেতে যত ধান উঠে, পেটে খেতে কুলায় না। বনে যত জানোয়ার থাকে, মাংস খেতে কুলায় না। সব অকুলান হয়ে গেল। রেগে সিংবোঙা সেংগেল-দা নামাল। সে কি আগুনের বৃষ্টি রে বীরসা। এক মুণ্ডা পুরুষ এক মুণ্ডা মেয়ে যেয়ে কাঁকড়ার গর্তে সাঁধাল। পরে তারা বেরিয়ে এল। তারা হতে আমরা হলাম।'

—'এ গল্পে আমার মনে উঠে না।'

—'তবে কি করবি ?'

—'জানতে যাব। দেখি কেউ জানে নাকি।'

—'কোথা ?'

—'বন্দ্গাঁওএর জমিদার জগমোহন সিং। তার মুন্শি আনন্দ পাঁড়ে নাকি সব জানে। সে শিখাবে বলেছে।'

—'কি শিখাবে ?'

—'ঠাকুর ভগবানের কথা।'

—'বললাম, তুই আয়, ভগবান হ। মুণ্ডাদের ঘরে জন্মেছিস, মুণ্ডাদের দেখ্। তবে যা, দিকুদের মত জনেও নিয়ে পূজা করগা।'

—'করলে করব। তুই যা ধানী, আমাকে জ্বালাস না।'

—'যাব না তো কি ?'

রেগে ধানী চলে গেল। বীরসা চলে গেল বন্দ্গাঁও, আনন্দ পাঁড়ের কাছে। পইতে নিল, চন্দন মাখল, তুলসী পুজো করল। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ সব শুনল, পড়ল কিছু কিছু।

কিন্তু মন যেন ভরে না। বড় অস্থির বড় অশান্ত বীরসা। চেহারা হয়ে উঠল খুব সুন্দর। মুণ্ডাদের ঘরে অত লম্বা, সুগঠিত শরীর, অমন নাক, অমন চোখের চাহনি দেখা যায় না।

আনন্দ, ওর ভাই সুখনাথ পাঁড়ে, বলল, 'কোথা-কোথা চলে যাস তুই বীরসা ?'

—'ঘুরে বেড়াই।'

—'কেন ?'

—'বড় অস্থির-অস্থির করে রক্তটা।'

—'করবে, বয়সের ছেলা।'

—'ছোঃ!

—'কেন ?'

—'বুঝ নাই কিছু।'

—'কি বুঝি নাই রে ? তোর বাঁশি শুনে সবাই বুঝে।'

—'কিছু বুঝে না।'

—'শান্ত হ। জপ-পূজা কর্। তুলসীমালা আঙ্গুলে ফিরা।'

—'তাতে তোমাদের শান্তি হয়, মুণ্ডাদের হবে?'

—'সবার হবে।'

—'আমাদের আলাদা ভগবান যে! আমরা সিংবোঙার প্রজা। হর্‌ম্‌বোরা আমাদের আদিপুরুষ।'

—'ভগবান এক রে, কৃষ্ণ ভগবান।'

বড় অস্থির-অস্থির করে মন। তাইতো বীরসা সন্ধ্যে হলে পুকুরের ধারে বসে বাঁশি বাজাত। তাই সেখানে ছুটে এসেছিল গুঞ্জা আর রাতা দুই মুণ্ডা মেয়ে। বলেছিল, 'তুই আমাদের নিয়ে চল বীরসা। গ্রামে নিয়ে চল্।'

—'কেন?'

—'তোরে আরান্দি করব।' গুঞ্জা বলত।

রাতা কিছুই বলত না। শুধু বলত, 'তোর বাঁশিতে-কি আছে বীরসা? কেন আমার শরীর এমন করে?'

বীরসা বাঁশি থামাত। আস্তে বলত, 'তোরা ঘর যা। সাঁঝ হয়া গেছে। শীতের সাঁঝ। বুঝি হুড়ার বেরায় পথে।'

রাতা একদিন ওকে বলেছিল. 'আমার বাবা মান্‌কি বটে গ্রামে। বাবা বলেছে যে মোরে আরান্দি করবে, তারে গাই-গরু-জমিজেরাত দিয়ে বসত করিয়ে দিবে।'

বীরসা বলেছিল, 'ঘর যা রাতা।'

—'তুই কি গান বাজাস?'

—'গান জানি না, সুর জানি।'

গানটা দূরে-দূরে, পাহাড়ে ও বনে সর্দারেরা গাইত। গানটার সুর বড় সুন্দর, কথা বীরসা জানত না।

সুনারা মুণ্ডা, কিশোর একটি ক্রীতদাস, ওকে গানটা শোনায়। সবাই ভয় করত বীরসাকে। কে এমন মুণ্ডা ছেলে? মিশনে সাহেবের

মুখে মুখে ঝগড়া করে মিশন ছেড়ে দেয়? ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়া গলায় সুতো নেয়? সব সময় অস্থির, অশান্ত, চঞ্চল? কেন কিছুতে সুখ নেই ওর?

কেউ কাছে ঘেঁষত না। কিন্তু সুনারা একদিন ওকে শুনিয়ে ওর বাঁশির সুরের গানটা গেয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল।

"বোলোপে বোলোপে হেগা
মিঁসি হোন্ কো
হোইও ডুডুগর হিজু তানা
বোলোপে···"

ছুটে চলে গিয়ে পাথরের আড়াল থেকে সুনারা বলেছিল, 'গানটা আমি সবটা জানি।'

—'তবে সবটা গা।'

সুনারা সব গেয়েছিল। বীরসা ওকে কাছে ডেকেছিল। কাছে বসিয়ে গান শিখে নিয়েছিল।

—'এ গান কিসের গান রে সুনারা?'

—'জানি না।'

—'তবে গাস কেন?'

—'এ গান যে গায়, যারা শুনে, সবাই ভাই হয়।'

বীরসা ওকে চলে যেতে বলেছিল।

কিন্তু সুগানা যেদিন ওর কাছে ভরমি, দাসো আর মাতারিকে পাঠাল, সেদিন আর বীরসা তাদের চলে যেতে বলতে পারেনি।

ভরমিরা এসেছিল সিগ্রিড়া গ্রাম থেকে। বলেছিল, 'বাইরে আয় বীরসা। মুণ্ডাদের জীবন চলে যায়, সব জেহেল করে দিল সরকার। তুলসী পুজে কি হবে, বল্?'

—'কি হয়েছে?'

—'জঙ্গল হতে উৎখাত করে দিল মোদের।'

—'কে?'

—'সরকার! তোর সাহেব-সরকার!'

—'আমার সাহেব-সরকার!'

হঠাৎ হাতের উলটো চেটো দিয়ে ভরমিকে মুখে মেরেছিল বীরসা। বলেছিল, 'আমার সাহেব-সরকার? আমার? আমার? আবার বল্।'

ভরমি মুখ মুছে ফেলেছিল। বলেছিল, 'কি করিস? হাত দিয়ে লোহা ডলিস?'

—'বল্ কি বলবি।'

—'জংলা কানুন এখন চালু করেছে।'

—'কোথা?'

—'পালমৌ, মানভূম, সিংভূমে।'

'সিংভূমে কি করল? কানুন ত ১৮৭৮ সালের।'

—'কানুন ছিল, চালু করে নাই। এখন ঢোল দিয়া দিয়াছে সকল গ্রামে, সকল খাস জমি জঙ্গলের আপিস নিয়ে নিল। জঙ্গলে আমরা লাখো-লাখো চাঁদ ধরে গাইছাগল চরায়েছি, কাঠ জঙ্গল হতে। হা বীরসা! জঙ্গল তো নিয়াই নিয়াছে। এখন হতে কেউ গাইছাগল চরাতে পারবে না জঙ্গলে। জঙ্গল হতে কাঠ-পাতা-মধু আনতে পারবে না। শিকার খেলতে পারবে না। জঙ্গলের ভিতর যত গ্রাম আছে, সব উচ্ছেদ করে দিল।'

—'না!'

বীরসা চেঁচিয়ে উঠেছিল। ওর রক্তে বসে চুটিয়া আর নাগু চেঁচিয়ে উঠেছিল। অরণ্যের অধিকার কৃষ্ণ-ভারতের আদি অধিকার। যখন সাদা মানুষের দেশ সমুদ্রের অতলে ঘুমোচ্ছিল, তখন থেকেই কৃষ্ণ-ভারতের কালো মানুষরা জঙ্গলকে মা বলে জানে।

বীরসা বলেছিল 'না'! ও বলেনি, ওর রক্ত ওকে দিয়ে কথাটা বলিয়েছিল। ও বলে নি, সমস্ত কৃষ্ণ-ভারত আর সকল কালো মানুষ ওকে দিয়ে কথাটা বলিয়েছিল।

আর ঘরে ফেরেনি বীরসা। সেখান থেকেই ওদের নিয়ে চলে গিয়েছিল চাইবাসা। আর্জি লিখে জঙ্গল আপিসে দিয়ে এসেছিল।

জঙ্গল আপিসের সামনে মুণ্ডাদের হাট বসে গিয়েছিল। সবাই এসেছিল আর্জি নিয়ে।

আর্জি দেখে আপিসের বাবুরা হোহো করে হেসেছিল। বলেছিল 'কি করবি ?'

—'জঙ্গলে অধিকার দিতে হবে ?'

—'কে দিবে ?'

—'সরকার।'

—'বিলাত চলে যা সাগর সাঁতরে। সেথা মহারাণী বসে আছে। সে মুণ্ডাদের ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপে।'

—'আর্জি ফাইল কর।'

—'ফাইল বলে যে! লেখাপড়া শিখেছিস বুঝি ?'

—'তুই' 'তুই' বলছ কেন ? মুণ্ডারা মানুষ নয় ? সাহেব দেখলে 'আপনি' বল, বেনে দেখলে, 'তুমি' বল, মুণ্ডা দেখলে 'তুই' বল ?'

—'চুপ কর্।'

—'এই দিকু! আমার নাম বীরসা। আমি সাহেব ডরাই না। ঠিকভাবে কথা বল্।'

—'এই!'

—'নইলে কুচিলা বাণ ফুঁড়ে দিব।'

ফুঁসতে-ফুঁসতে বেরিয়ে এসেছিল বীরসা। ভরমিদের বলেছিল, 'আর্জি! আর্জিতে সরকার শুনে? দেখে এলাম রোগোতা, গুডরি, ছুরকারপির, সব জায়গায় আপিসের বাবুরা আর্জি ফেলে রেখেছে।'

—'তবে কি হবে বীরসা ?'

—'সরকার শহরে থাকে। সেথা বসে কানুন বানায়। যারা কানুন বানায় তারা মুণ্ডা-কোল-ওরাওঁদের কথা ভাবে না।'

—'তবে ?'

—'তবে কি হবে নিজেরা ভাবগা। কেউ ভাববি না। সব সময়ে আরেকজন ভেবে দিবে। তোরা যেয়ে তার কাছে সামিল হবি, সে সরে গেলে জেহেলে পচবি। এই যে নিজেদের কথা নিজেরা ভাবিস না, তাতেই তোরা মরিস আর মরিস মৌয়া আর হাঁড়িয়াতে। কি মদ খাওয়া শিখেছিস! নিজেদের জীবনে আগুন লেগে যায়! জঙ্গলে যাবার হক চলে যায়! তোরা চেতে উঠিস, জ্বলে উঠিস, আবার একটু বাদে মদ খেয়ে সব ভুলে যাস!'

—'তুই কি করবি ?'

—'দেখি, কি করি ?'

—'তোর বাপ-মা ভুখে মরে কিন্তু।'

—'মরবে তো! জঙ্গল হতেই তো বেঁচে ছিল।'

—'জঙ্গলে গাছের ছায়ে যে চিনাঘাস হত, তার দানা কত মোটা রে বীরসা, ঘাটো হত কত।'

—'জানি।'

ক্ষোভে, অস্থিরতায় বীরসা বন্দ্‌গাঁওয়ে ফিরে এল। কিন্তু আনন্দ পাঁড়ে বলল, 'তোর ঠাঁই নাই।'

—'কেন ?'

'সরকারের নামে আর্জি করিস, সর্দারদের কথায় খেপিস, তোরে রাখলে জমিদার রেগে যাবে।'

বীরসা চোখ কুঁচকে চেয়ে ছিল। যে কুঁচ থেকে কুচিলা হয়, তারই মত লাল হয়ে উঠেছিল ওর চোখ। ও বলেছিল, 'যাব হে আমি! কিন্তু একটি কথা বল তুমি।'

—'কি ?'

—'মুণ্ডা না হলে কি তাড়ায়ে দিতে পারতে ?'

—'তার মানে ?'

—'মানে হল, মুণ্ডাটা, বোকাটা, জানোয়ারটা ছিল, তাই গাই

চরিয়ে নিয়াছি। কাঠ কাড়িয়ে নিয়াছি অনেক। আজ মুণ্ডাটা গোল করছে তাই দে তারে তাড়ায়ে, এইতো?'

—'যা, তুই পাগল।'

—'তোমার ভগবান তোমায় এই শিখায়? এমন ভগবানে কাজ নাই আমার।'

—'সিংবোঙা পুজ্‌গা যা!'

—'সিংবোঙা পুজব না, তোমার ঠাকুরও পুজব না। তোমার নুন খেয়েছি তাই বেঁচে গেলে।'

—'নইলে?'

—'তোমারে আমি পাথর মেরে গুঁড়া করে দিতাম।'

॥ ৮ ॥

বীরসা চলে গিয়েছিল চালকাড়। ভীষণ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ওর মন, ওর বুদ্ধি। কিছু দেখতে পাচ্ছিল না ও। এ যেন সেই সিংবোঙার অগ্নিবৃষ্টির পরেকার অন্ধকার অবস্থা।

চালকাড়ে তখন সুগানা আর করমি উপোসে মরছে। করমি কেঁদে বলেছিল, 'হা বীরসা! কোথা তুই বোরা ভরে নুন, টিন ভরে মাটির তেল আনবি! গাইবলদ-জমিজেরাত করবি! বাপরে দেখবি, মারে দেখবি! হা রে, তুই হতে ভিনগাঁয়ের মানুষ মোর ঘরের আকাশে তিনটে তারা জ্বলতে-নিবতে দেখেছিল। জঙ্গলের বুক থেকে কে ডেকে বলেছিল, এতদিনে ধর্তি-আবা জন্ম নিল। উ তোর কি চেহারা রে! ভিখমাঙাট রও অধম। তোর কথায় মিশন ছেড়ে এ কি হল বল্? সাহেবরাও তো ভিখ দেবে না?'

বীরসা কোনো কথা বলেনি। ভেতরটা জ্বলছিল-নিবছিল ওর। কেবলি মনে হচ্ছিল এবার ও হয় মরবে, নয় বাঁচবে।

কিন্তু বড় খিদে। জঙ্গলে ঢোকা যায় না। মান্‌কিরা এখন জঙ্গল আপিসে রিপোর্ট করে দেয়। রিপোর্ট দিলেই হাতে-হাতে টাকা। রিপোর্ট দিলেই মুণ্ডাদের জরিমানা। আপিস থেকে ইলাকাদার হুকুম পাবে। ইলাকাদারের কাছ থেকে চৌকিদার হুকুম পাবে।

তারপর জরিমানা হাজত। তারপর, পরপর তিনবার জংলা আইন অমান্য করলে ঘরের কোল ঘেঁষে জমিটুকুও হঠাৎ জঙ্গল মহল বলে নিয়ে নেবে জঙ্গল আপিস।

বীরসা বাপকে বলল, 'নদীতে মাছ মিলে না?'

—'কোথা মাছ। জঙ্গলে এখন পাহারাদার তাঁবু ফেলেছে। ওরা পাথর ফেলে জল আটকে মাছ তুলে নেয়।'

—'রাতে গেলে জঙ্গলে বনকচু মিলে না? মেটে আলু?'

—'নাই রে।'

—'তেঁতুলপাতা সিজিয়ে খেয়ে দেখেছ?'

—'বমি হয়ে যায়।'

বীরসার মনে হল অদ্ভুত, অদেখা সব শক্তি ওকে হারিয়ে দিচ্ছে। প্রাচীন বিশ্বাসে ও ফিরে আসতে পারছে না মন থেকে। তাই বোঙারা অন্ধকারের শক্তির মত ওকে হারিয়ে দিচ্ছে।

তাই হবে। এ নিশ্চয় বোঙাদের প্রতিশোধ। কেন বীরসার মন আশ্রয় পায় না আদি দেবতায়? কেন বীরসা একবার হবে ক্রীশ্চান, একবার যাবে আনন্দ পাঁড়ের কাছে? কেন বীরসার মনে হবে ওর প্রাচীন ধর্ম আর ওকে ধারণ করতে পারছে না? তাই ক্রুদ্ধ বোঙারা এখন শোধ নিচ্ছে।

ও গ্রামের বাইরে চলে গিয়েছিল। যেখানে শ্মশান, যেখানে চাল্‌কি মুণ্ডানীকে ওরা পুঁতে গেছে, সেখানে বসেছিল পাথরে। সন্তান হতে গিয়ে মরেছিল চাল্‌কি। চাল্‌কি আর ওর সন্তানের আত্মা, 'রোয়া' পরলোকে কি বেচে খাবে ভেবে মুণ্ডারা চাল্‌কির গা থেকে

রুপোর আংটি খুলে নেয়নি। চাল্‌কির বর আটআনা পয়সাও সঙ্গে গোর দিয়েছিল।

শ্মশানরক্ষক বোঙাকে তুচ্ছ করে বীরসা কবর খুঁড়ে চাল্‌কিকে টেনে বের করেছিল। টেনে বের করার সময়ে ও মনে মনে বলছিল, ভয় করি না। ভয় সত্যিই করেনি। চাল্‌কির মড়াটা অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে বীরসা আরেকটা কথা বুঝল। খিদে, পেটের খিদের শক্তি সবচেয়ে দুরারোধ্য। খিদে বোঙাদের শাসন তুচ্ছ করার সাহস জোগায় মনে। আংটি আর পয়সা নিয়ে রাতভিতে পালিয়ে গিয়েছিল বড়াবাঁকির বাজারের দিকে।

সেখানে শনিবারের হাটে ও রুপোর আংটি বেচে, সেই আট আনা পয়সার চাল কিনেছিল। চাল রেঁধে ভাত সুগানা বা কর্‌মি কখনো নিয়মিত খায় না।

সেখানেই ওকে দেখেছিল ওর দাদা কোম্‌তার জ্ঞাতি শালা। তখনি ও সে কথা চাল্‌কাড়ে রাষ্ট্র করে দেয়।

কর্‌মি রাগে ও দুঃখে কেঁদে কেটে পড়েছিল। চাল ফেলে দিয়েছিল পা দিয়ে। ছুটে গিয়ে বলেছিল, 'তোকে একঘরা করায়ে দেব রে বীরসা। তুই পিশাচ হয়ে গিয়াছিস। আর মানুষ নাই।'

তখন ভীষণ গরম, জ্যৈষ্ঠ মাস। বীরসার মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিল। মাকে শাপ দিয়েছিল ও। চেঁচিয়ে বলেছিল, 'চাল্‌কির রোয়া বলে কিছু নাই। রোয়া মানুষ নয়। রোয়ার খিদে নাই। মানুষের খিদে থাকে। রোয়া হতে তোর পেটে ভাত পড়লে সে অনেক ভাল। চাল ফেলে দিলি লাথ মেরে? চাল ফেলে দিলি লাথ মেরে মা? এ তুই কি করলি?' চেঁচিয়ে বুক চাপড়ে চলে গিয়েছিল বনে।

বনে গেলেই ও চিরকাল শান্তি পায়, এখন পাচ্ছিল না। 'সব আমার হে, আমাকে কোনো কানুন আটকাতে পারে না।' বলে-বলে ও জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল। কর্‌মির আর্ত চিৎকার, 'তোরে জেহেল খাটাবে রে বীরসা!' ওর কানে পৌঁছয়নি।

ও শুধু বলছিল, 'ধানী বলাছে রে সব আমার। কারেও দিব না আমি। হা জঙ্গল! তুমি বল না কেনে, তোমার দয়া কেড়ে নিবার হক, কারো নাই?' জঙ্গলের পেট ফুটো করে ও গহন হতে গহনে ঢুকছিল। জঙ্গল ত সকল মুণ্ডার মা। কিন্তু বীরসা বুঝতে পারছিল ওর অরণ্যজননী কাঁদছে। অরণ্য ধর্ষিতা, দিকুদের হাতে, আইনের হাতে বন্দিনী। জননী অরণ্য বলছিল, 'মোরে বাঁচা বীরসা! আমি শুদ্ধ শুচি নিষ্কলঙ্ক হব।'

মাটিতে মুখ ঘষছিল বীরসা, গাছের গায়ে গা ঘষছিল। শিশুর মত দুঃসাহসে অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল অরণ্যকে, 'দিব, দিব তোমারে শুদ্ধ করে, হা তুমি মোর মা বট, সকল মুণ্ডার মা বট তুমি. তোমা হতে ঘরের চাল, ঘরের দেওয়াল, ক্ষুধায় কন্দ-ফল-মূল-খরাবরা শজারু-হরিণপাখির মাংস মা গো!'

কথাগুলি বলেই ও সতর্ক ও ক্ষিপ্র পাখির মত নিজের কাঁধে মাথা কাত করে রাখছিল কেন না ওর রক্তে বসে অরণ্য কথা বলছিল। অভিমানে অবুঝ, দরিদ্র, নিঃস্ব, শুষ্কস্তনা মুণ্ডা জননীর মত কাঁদছিল অরণ্য, বীরসা শুনছিল।

—'হা আমি অশুচ রে!'

—'শুচ করে দিব মা গো!'

—'হা দেখ্ দিকুতে সাহেবে মিলে মোরে বারবার অশুচ করে।'

—'শুচ করে দিব তোকে।'

—'আমার ছেলাদের ঘরছাড়া করে দিয়াছে।'

—'তাদেরকে ফিরায়ে আনব।'

—'মুণ্ডা-কোল-উরাও-হো-সাঁওতাল সকলে আড়িয়াকাঠির ডাকে চলে যায়।'

—'যেতে দিব না।'

—'মোর কান্না কেও শুনে না।'

—'আমি শুনাছি।'

—'মোরে চেয়ে দেখে না কেও।'

—'কোথা তুমি মা গো ?'

—'তোর বুকে, তোর রক্তে।'

—'মোর বুকে, মোর রক্তে ?'

—'আর কোথা রব আবা মোর, বাপ মোর ?'

—'কোথা ?'

—'চেয়ে দেখ্।'

বীরসা রক্তের দিকে চেয়েছিল। আহা, তার শরীরটা ছোটনাগপুরের পৃথিবী—তার রক্ত নদীর ধারা—সেই নদীর তীরে মা, তার মা, তার অরণ্যকা মা—নগ্নদেহ যুবতী মুণ্ডারী মেয়ে যেন—কিন্তু এ নগ্নতা দেখে লোভ জাগে না—লালসা জাগে না—বুকের নিচে দুঃখে আগুন ধরে যায়।

—'কে তোমারে লেংটা করেছে মা ?'

—'যারা অশুচ করাছে।'

—'আমি তোমারে রক্ত দিব।'

—'দে বাপ মোর।'

—'তোমার লাজ ঢেকে দিব।'

—'দে বাপ মোর! ওরাও মোরে লেংটা বেবস্ত করে আকাশের নিচে ছেড়ে দিয়াছে। তুই মোর লাজ ঢেকে দে!'

—'দিব গো, দিব!'

—'বড় কষ্ট পাবি বাপ।'

—'কেনে ?'

—'তোরে বড় কষ্ট দিবে।'

—'কেনে ?'

—'তা হলে তোমারে যে ভগবান হতে হবে বাপ মোর।'

—'ভ—গ—বা—ন ?'

—'হাঁ বাপ, ধরতি আবা হতে হবে। ধরতির বাপ না হলে ধরতিরে লাজ ঢেকে দিতে পারে কেও?'

—'তোর আবা হব তবে।'

—'তোরে বাঁচতে দিবে না।'

—'ভগবান হলে তারে মারে গো মা! যীশুরে মেরেছিল মিশনে জেনাছি। কিষ্ণরে মেরেছিল পায়ে বাণ মেরে।'

—'কষ্ট পাবি, সুখ দিবি।'

—'সুখ দিব?'

—'তো' হতে সকল মুণ্ডা সুখ পাবে।'

বীরসা চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'দিব সকলেরে সুখ, হাঁ আমি ভগবান হব, বীরসা ভগবান! ধরতি আবা হয়া যাব তবে! হাঁ আমি সেই চুটু আর নাগুর রক্তের রক্ত বটি! আমা হতে মুণ্ডারা বাঁচবে, মোর বুকে চোট মেরে, হাঁ আমি রক্তে জানছি গো!'

ভীষণ শব্দে বাজ পড়েছিল, বিদ্যুৎ ঝলসে দিয়েছিল আকাশ। হাতি বৃংহন করেছিল কোথায়, বাঘ গর্জন করেছিল। বীরসা আকাশ পানে মুখ তুলে বৃষ্টির জলে মুখ প্লাবিত করতে করতে বলেছিল, 'সব আমার! এই সকল জঙ্গল আমার! আমি ধরতির আবা বটি।'

ওদিকে চালকাড়ে কারো চোখে ঘুম ছিল না।

সবাই জেনেছিল সুগানা মুণ্ডার ছেলে বীরসা মুণ্ডা পাগল হয়ে গেছে, বুঝি পাগল হয়ে গেছে। করমি বলছিল, 'না—না—না।'

সবাই বলছিল, 'কেন মিশনে যেয়ে সাহেবের সঙ্গে বিবাদ করল?'

—'জেদীটা চিরকাল।'

—'কেনে জনেও নিল, আনন্দ পাঁড়ের কাছে যেয়ে রইল?'

—'বড় ছটফটা চিরকাল।'

—'কেনে চাল্‌কির মড়া খুঁড়ে উঠাল।'

—'মোরে চাল এনে দিবে বলে।'

—'কেনে জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরে?'

—'মোর উপর রাগ করা চলে গেল।'

—'হা তোর ছেলা পাগল।'

কর্‌মি মাথায় ঘা মেরে উঠোনে বসে রইল। সুগানা বলল, 'যা কপালে আছে তাই ত হবে? যা কপালে লিখা নাই তা কখনো হয়?'

—'এই ঝড় চলেছে চারদিন, আকাশটা খেপা হাতি হয়্যা জল ঢালছে মেঘের শুঁড়ে, নদীতে বান, বাজ হাঁকছে, জঙ্গলে ও একা একা ফিরে কেন? কি করে?'

—'কেমন করে বলব?'

—'তুমি ওর বাপ!'

—'তাতে কি?'

—'হাত-পা কোলে নিয়ে বসে থাকবে?'

সুগানা ধীরে বলল, 'মোর কথা ও শুনবে? কোনোদিন শুনেছে? কোনো দিন চড়া কথা বলে নাই, চেতে উঠে নাই, যা বলেছি সব শুনে গেছে। কিন্তু যখন কাজ করার কথা, ওর যা মন নেয়, তাই করেছে। ও আমার ছেলে, কিন্তুক ওরে আমি চিনি না। তুইও চিনিস না। মুণ্ডার ঘরে এমন ছেলে হয় নাই।'

—'হা, তুমিও এমন কথা বল!'

—'বলি।'

—'বল না। এ-কথা শুনলে আমার ভয় করে, আমি ডর খাই। এমন ছেলে, এমন ছেলে, কেমন ছেলে? ও সকল ছেলের সমান হলে আমি ডর খেতাম না। ও যেন কেমন। কি হবে ওর? মায়ের মন বলে ওর জানি কি সর্বনাশ হবে।'

—'হলেও সে সর্বনাশ তুই আমি রুখতে নারব। সকল সর্দাররা ওর দিকে চেয়ে আছে।'

—'জানি।'

কর্‌মি অঝোরে কেঁদেছিল।

বলেছিল, 'এত ছেলা থাকতে আমার ছেলার দিকে তারা চায় কেন ? কেন বীরসা জন্মাতে আকাশে তিন তারা দেখা গেল ? কেন সকলে বলল, তোর ঘরে ধরতি-আবা জন্ম নিল ? হা রে! আমি ধরতি-আবা চাইনা রে! আমি আমার ছেলারে বুকের ভিতর চাই। আমি আমার ছেলা চাই!' করমি কপাল চাপড়ে হা হা করে কেঁদেছিল। বলেছিল, 'মায়ের বেথা কেও বুঝেনা রে!'

তারপর বজ্র-বিদ্যুৎ-শিলাবৃষ্টির ভেতরে, বাতাসের চাবুকে শাল-মহুয়া-পলাশ-সেগুন-কেঁদ গাছের হাহাকারের মধ্যে, ওর দরজার সামনে হঠাৎ নাগর বেজে উঠেছিল।

এ নাগর পহানের ঘরে থাকে। ভীষণ বিপদে, দাবানলে, বানে, পুলিসের অত্যাচারে, এ নাগর বের করে দেয় পহান। এ নাগরের আওয়াজ অতি ভীষণ, গম্ভীর, রক্ত-কাঁপানো। ভূমিকম্প হলে পৃথিবীর পেট থেকে এর আওয়াজের মত গম্ভীর সাবধান-হুঙ্কার ফেটে বেরোয়। দরজা খুলে দিয়েছিল সুগানা।

—'কি হয়াছে ?'

মানুষ, গ্রামের সকল মানুষকে বজ্র-বিদ্যুতের নীল আলোয় দেখা যাচ্ছে কালো চামড়ায় বৃষ্টির জল চমকাচ্ছে, গড়াচ্ছে।

সকলে বলেছিল, 'চেয়ে দেখ্। ধরতি-আবারে ·চেয়ে দেখ্।' সবাই একসঙ্গে মাথা হেলিয়ে দিয়েছিল।

সে এক অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। সে দৃশ্য ভাবলে পরে বুক কেঁপে যায়। নাগর বাজছে গম্ভীরে, জঙ্গল ঝড়ের চাবুকে আর্তনাদ করছে, আকাশ বজ্রবিদ্যুতে হাসছে আর জল ঢালছে। আর আকাশপানে দু হাত তুলে বীরসা আসছে। বীরসার চোখেমুখে বৃষ্টির জল, দৃষ্টি উজ্জ্বল, ভীষণ, ভবিষ্যতের মত, মুণ্ডাদের ভবিষ্যতের মত ভীষণ।

এগিয়ে আসছিল বীরসা। মাথা উঁচু করে, দু-হাত তুলে। সুগানা আর করমির মুখে কথা সরেনি।

—'বীরসা!' করমির মুখে অবিশ্বাস।

—'বীরসা বলিস না মা! আমি ভগবান। আমিই ভগবান। আমি মুণ্ডাদের ছেলে ভুলাব না, কোলে তুলাব না। আমি সকলের জন্য এই জঙ্গল-পাহাড়-মাটি সব জিনে এনে দিব। এরা ভগবান চেয়েছিল মা, আমি ভগবান হয়ে ফিরে এলাম।'

—'আমার বুকে আয়।'

কর্‌মির শীর্ণ, কুঞ্চিত বুকে বীরসা কপাল ঠেকিয়েছিল। কর্‌মির হাতদুটি নিজের হাতে তুলে ধরে বলেছিল, 'আমি ভগবান, মা গো! আর তোর কোলে মোরে ধরবে না। আঁটবে না। আমি এই ধরতি-আবা!'

কর্‌মির আর্ত, বুকফাটা হাহাকার সকল মুণ্ডার জয়োল্লাসে চাপা পড়ে গিয়েছিল, ডুবে গিয়েছিল নাগরার ডুমডুমডুম্ গম্ভীর ঘোষণার ঢেউয়ের নিচে।

মুণ্ডরা চেচাচ্ছিল, 'ভগবান হয়াছে গো বীরসা। সকল রুগা-ভুগা বাঁচবে, মরাকে জীয়াবে, ভুখাকে ভাত দিবে।'

নাগরায় ঘা পড়ছিল।

—'সকল জমি ফিরা দিবে, জঙ্গল ফিরা দিবে, দিকুদের খেদা করা দিবে।'

নাগরায়.ঘা পড়ছিল।

সুগানা কানে হাতচাপা দিল। বলল, 'কর্‌মি! তোরে বলি নাই এই ছেলে তোরে হাসাবে যত, কাঁদাবে তত?'

—'হাঁ, কি হবে?'

—'ভগবানের বাপ আমি, মা তুই! যেমন হাসাবে-কাঁদাবে, তেমনি হাসব-কাঁদব।'

সুগানা গভীর, অবোধ্য দুঃখে, ভয়ে বারবার মাথা নেড়েছিল।

॥ ৯ ॥

ক-দিনেই সুগানার ঘর তীর্থ হয়ে উঠল।

বীরসিং মুণ্ডা, যে ওদের এ গ্রামে বসত করায়, সে সর্দারদের দলে অনেক দিন আছে। সে সব সর্দারদের খবর দিল।

শিমুলগাছের ফল ফেটে তুলোর আঁশ দিকে-দিকে উড়ে যায়। বীরসার খবরও চলে গেল দূর হতে দূরে। লোঙ্গা, কুরিয়া, নারাঙ্গা, তুবিল, মুচিয়া, বনপিরি, বারতোয়া, গোপালা, বীরবাঁকি, বোন্দো, বাম্বা…দূর দূর থেকে লোক আসতেই থাকল।

মুণ্ডাদের সকল প্রত্যাশা পূর্ণ করে ভগবান মানুষ হয়ে জন্মেছে। দলে-দলে সবাই ভগবানকে দেখতে আসে। সে কিশোর গায়ক সুনারা মনিবের ছাগল বনে ছেড়ে দিয়ে একটা বুরুর ওপর একানে পিয়াসাল গাছটার ডগায় উঠল। বসে-বসে দেখতে লাগল সবাই, মুণ্ডারা সব, সারি বেঁধে গান গেয়ে-গেয়ে চলেছে, চালকাড়ের দিকে। ওপর থেকে ওদের মনে হচ্ছে মানুষ-পিঁপড়ের ঝাঁক। সুনারা ভুরু কুঁচকে গালে হাত দিল। ভাবল, কিসের বান আসছে? কোন. আশ্রয়ের খোঁজে ওরা বীরসার কাছে চলেছে?

সুনারা বীরসাকে সেই 'বোলোপে বোলোপে' গান শুনিয়েছিল। এরা কি গান গাইছে এখন?

নে মুলুক দিসুমরে, ধরতিআবায় হাইজি লেখায়ে ভাদ্রমাসে,
মানোয়া হোন্‌কো রসিকাতানারে ভাদ্রমাসে……'
'এই দেশেতে ধরতিআবা জন্মাল গো ভাদ্রমাসে
মানুষ আনন্দ করে ভাদ্রমাসে
প্রার্থনা জানায় মানুষ সার বেঁধে এসে
চলে যায় দল বেঁধে
… … … … … … … … …

চল যাই, আনন্দ করি, ধরতিআবাকে প্রণাম করি
সে আমাদের দুশমনদের বন্দী করবে ভাদ্রমাসে।'

সুনারা অবাক হয়ে গেল।

কাল সুনারা হাটে গিয়েছিল মনিবের সঙ্গে। হাট থেকে ও কত নতুন নতুন কথা শুনে এল।

শুনল, বীরসা যে ধরতিআবা—সে খবর এমনকি পালামৌ অবধি চলে গেছে। আর কোন জাত-পাঁতের বাধা নেই, বীরসার নাম এখন প্রবল জলোচ্ছ্বাস। বড় বড় পাথরের বাধা সে জলোচ্ছ্বাসের মুখে ভেসে চলে গেছে। পাথুরে জমির বুকে বয়ে চলে তাজ্‌নে নদী, কান্‌চা নদী। সে নদীতে বান ডাকলে পাথর ভেসে চলে যায়।

বীরসা এখন ধরতিআবা। কতদিন ধরে আদিবাসীরা বীরসার মত কারোকে চাইছিল কে জানে! সিংবোঙার সঙ্গে, মিশনের ধর্মের সঙ্গে একই সাথে যে নামতে পারে যুদ্ধে—সেই ধরতিআবাকে চাইছিল। ওঁরাও, কোল, খারিয়াদের আর রক্ষা করতে পারছিল না সিংবোঙা। তারা ভরসা পাচ্ছিল না যিশুর শরণে। নতুন ভগবান চাইছিল ওরা! যে ভগবান শুধু জাদু আর অপদেবতা আর অভিশাপ দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখে না। যে দেবতা কিংডাম অফ হেভ্‌নের কথা বলে না উপোসী মানুষদের।

যে দেবতা বলে অপদেবতা নয়, দিকু আর সরকারকে খতম কর। নিজেদের হক্ নিজেরা কেড়ে নাও।

যে দেবতা বলে, দরকার হলে মরো, মরার জন্যে তৈরি থাক।

সেই দেবতার কথা পৌঁছে গিয়েছিল দূরে দূরান্তে। পালামৌ কোথায়, কোথায় ছোটনাগপুর! পালামৌয়ের বারোয়ারী আর চেচারি অবধি চলে গিয়েছিল খবর। অধিকাংশ ওঁরাও আর মুণ্ডা হয়ে গিয়েছিল বীরসাইত।

না, জাত-পাঁতের বাধা থাকছিল না। হিন্দু-বেনে-মুসলিম—সবাই চলেছিল চালকাড়ে।

বীরসাকে দেখবে তারা।

মুণ্ডারা গান গাইছিল, গান গাইছিল গিন্দু সদানরা—

পায়ে পড়ি বলো কতদূর চালকাড় ?

আমি ধীরে যাব

কে বলে পুবে, কে বলে দক্ষিণে

আমি ধীরে যাব

জঙ্গলে গর্জায় চিতাবাঘ, ডাকে ভালুক

ওগো, ধীরে যাব ? যাব দল বেঁধে ?

বীরসার কথায় নাকি আলো ঝরে ?

আমি ধীরে যাব, শুনব তার বাণী ॥

সুগানা হাটে শুনে এসেছে, সরকারের কাছে খবর চলে গেছে। তাতে লেখা হয়েছে, রুগ্ন, খঞ্জ, অন্ধ—সবাই চলেছে চালকাডে। কত দূরে চালকাড়, কত দুর্গম জঙ্গলে। সেখানে থাকার জায়গা নেই কোন। তবু এই ঘনঘোর বর্ষায়, দুর্গম জঙ্গলে, চাল্কাড় ঘিরে ভক্তদের মেলা বসেছে।

সুনারাকে গোতং মুণ্ডা বলেছে, 'আমিও গিছলাম।'

'দেখলি ?'

'দেখলাম।'

'কি রকম দেখলি ?'

'ভ—গ—বা—ন !'

'ভগবান !'

'হ্যাঁ রে ! আগে দেখাছি কত, তুইও দেখেছিস। এখন দেখলে সে বীরসা বলে চিনবি না। সে কি বিষ্টি রে সুনারা ! আকাশ হতে জল ঝুঁঝায়। মোরা মাথার 'পর বাঁশের ছাতা ধরে বসে রইলাম। ছাতু আর লবণ নিয়ে গিছলাম অ্যা—ত ! যদ্দিন ছাতু থাকল, দুটি দুটি খেয়ে বসে থাকলাম। খাবার ফুরাতে তবে ফিরেছি। আমরা এতজনে গিছলাম, কি বলি !'

'কি দেখলি ?'

'যত কানা-খোঁড়া-রুগা-ভুগা সবে গিয়ে বসে আছে। খুব গান বেঁধাছে রালুডুর গোমী মুণ্ডা।'

'কি গান ?'

'চল্, তোরে শুনাই।'

'যাব কোথা ?'

'তবে শুন্—

চল হে মিতা চালকাড়ে যাই, বনের বুকে চালকাড়ে যাই

তারে দেখতে চল যাই

সবাই যায় মোরাও চল তারে দেখতে যাই

আকাশ হ'তে সূতার ভরে নেমে এসেছে সে

নূতন কথা গলায় নিয়ে নেমে এসেছে সে

লাউয়ের খোলে জল বহে মোরা যাব গো

মনের আশা পুরাব গো

ও যে সুরজ পারা উদেছে, পূর্ণ চাঁদের মত—

নিতি নিতি আসবে না সে

হঠাৎ কবে মিলাবে যে

চল মোরা যাই তারে দেখি

চলে গেলে আর ত পাব না দেখা

নিতি নিতি আসবে না সে

কবে দেশ ত্যেজে চলে যাবে, মিলাবে আঁধারে গো ॥'

সুনারা শুনেছে, গোতং বলেছে ওকে—

বীরসা নাকি বলেছে, সাদা হল সাহেবদের রং। সাদা মুরগি, সাদা শুওর, সব অশুচি। তাই মুণ্ডারা সাদা মুরগি, সাদা শুওর কেটে কেটে খেয়ে নিচ্ছে।

বীরসা না কি আকাশ-বাতাস-জঙ্গল-মাটির গতিক দেখে বলেছে, ভীষণ আকাল হবে ১৮৯৫-৯৬ সালে। পাপে ভরে গিয়েছে সব।

সেংগেলদার আগুনের চেয়েও বড় সর্বনাশ নেমে আসবে আকাশ থেকে।

সব অবিশ্বাসীরা মরবে।

বাঁচবে শুধু বীরসায় বিশ্বাসীরা।

তারপরে আসবে সুখের দিন।

সেই সুখে আদিবাসীরা চাষবাস—কাজকর্ম ছেড়ে দিচ্ছে। আসুক অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করতে প্রলয়। পাপের রাজ্য ধ্বংস হোক। চাষ করে—কাজ করে—বেঠবেগারী দিয়ে—সেবকপাট্টা মত খেটে দিকু-মহাজন-বেনের পেট মোটা করে কি হবে?

নতুন দিন এনে দেবে বীরসা। নতুন দিনে, মুণ্ডাদের সুখের জন্যে খাটা যাবে। এখন কাজ বন্ধ।

সর্দাররা বলে বেড়াচ্ছে, 'ভগবান বলছে মহা সর্বনাশ আসছে। দশটা সেংগেল-দা-র চেয়েও ভারি সর্বনাশ। কেউ চাষ-বাস ক'র না, খাজনা দিও না. যে-যার খেতের ফসল খেয়ে ফেল গা।'

তা শুনে মুণ্ডারা আনন্দে, ভয়ে ক্ষেপে গেছে। এগুলো ভগবানের কথা না সর্দারদের কথা, তা কেউ ভেবে দেখছে না। গাই বাছুর ছেড়ে দিয়েছে খেতে। আমনের কচি চারা সব নির্মূল। যে-যার মুরগি কেটে খেয়ে নিচ্ছে। সব বেচে দিয়ে নতুন কাপড় কিনছে হাট থেকে। নতুন কাপড় পরে গান গেয়ে-গেয়ে সব ভগবানকে দেখতে যাচ্ছে। বেনেরা কাপড় বেচে লাল হয়ে গেল।

সুনারা মাথা নাড়ল। বোঝা যাচ্ছে না কিছু। কাটুই গ্রামে কলেরা লাগল। খবর পেয়ে ভগবান আপনা হতে দৌড়ে গেল। বলল, 'রোগীকে আলাদা রাখ, লবণ সিজিয়ে জল খাওয়াও। ওর কাপড় ইঁদারার পাড়ে, ঝর্ণায় কেচ না। সবাই জল সিজিয়ে খাও। এই তোমরা করগা। ভাত-পান্তা ঘাটো, আমানি, যে যা খাও, ঢেকে রাখ গা। বাসি-পচা খেও না।'

—'ভগবান, পূজা করব না তোমাকে?'

—'ওতেই আমার পূজা হে।'

—'তা মন্ত্র বলে দিবে না?'

—'দিব।'

ভগবান ধুরা নদীর ধারে গেল। বলল, 'পাথর দিয়ে জল ঘেরেছে কে? জল বন্ধ হয়ে সবুজ হয়ে উঠেছে?'

—'মোরা করেছি।'

ভগবান পাথরগুলো ফেলে দিল। হাত জোড় করে চোখ বুজে বলল, 'এদের জ্ঞান দাও হে, বুদ্ধি দাও হে, মোর ভিতরের ভগবান। মুণ্ডারা হাজার মরণে মরে।'

বলল, 'এই বহতা স্রোতের জল খেও। মন্ত্র পড়ে দিলাম। আর হায়জা হবে না। আপাং গাছ সবাই চিন। তার শিকড় বেটে খেতে ভুলো না।'

সত্যিই হায়জা হয়নি কারো। সর্দাররা বলছে, 'দেখলি তোরা? হায়জা বুড়ি ভগবানের মন্ত্র শুনে কেমন পাখিপারা ডানা সাপুটে উড়ে চলে গেল?'

সুনারা মাথা নাড়ল। বীরসা যদি ভগবান হয়ে যায়, মুণ্ডাদের ভগবান, তবে সুনারা তার চেলা হবে। যদি সেংগেল-দা নেমে আসে, তবে সে কেন মনিবের ঘরে পড়ে থাকে বান্দা হয়ে? মনিব, তার জ্ঞাত-গুষ্টি বেনে-মহাজন, মনিবের মনিব জমিদার, জমিদারের মনিব রাজা, সবাই ক্ষেপে গেছে।

—'পাগল একটা, খেপাটা! বয়সের ছেলে, ধাত বিগড়ে যা-নয় তাই বলে ভূতগুলোকে খেপাচ্ছে।

এ-কথা মনিবে-মহাজনে হয়েছে। মহাজন বলেছে, 'এবার আকাশের গতিক দেখেছ? বীরসাকে জঙ্গলে নিয়ে ভগবান করবে বলে 'ক-দিন ঝড়বিষ্টি হয়েছিল। তারপর থেকে আকাশ কেমন বিগড়েছে দেখেছ? জলের নাম নাই?'

—'না। আকাশের গতিক বুঝে বেটা বলছে এবার সৃষ্টি জ্বলে যাবে। সব খাক হয়ে যাবে।'

—'সর্দারগুলা কম বদমাস? তারা বলছে এ বাদে শুকনা খেতে আগুন দিব। মুণ্ডারা জানবে ভগবান সাঁচাই বলেছিল।'

—'কিন্তু গতিক বড় মন্দ হে।'

—'কেন?'

—'আকাল আসে। মুণ্ডারা আসে। সেবকপাট্টা লিখাই, ওদের কিনে রাখি। তা বাদে সুখ কত। খেতে খাটে, ঘরে খাটে, পালকি টানে, বেটারা অবুঝ বোকা। খেত পাহারা দিবে তা চুরি করে না এক দানা। ঘরে ঠাকুর পেতে পুজাপাট দেখলে ছুনো ডর খায়।'

—'অবুঝ বোকা।'

—'এবার কোনো লোকটা আসে না বিক্রি হতে? সর্দাররা কথা উঠায়ে দিয়াছে মানুষ কিনা-বিচা বে-আইন। আরে বে-আইন সে তো আমরাও জানি; পাট্টা তো ওদের ডর খাওয়াবার লেগে।'

—'হ্যাঁ। কথাটা আমিও শুনেছি বটে। এবার তো সবাই জ্বলে যাবে, তবে আর ডর কিসের? দেখ, যারা চিরকাল ভয়ে জুজু হয়ে থাকে, তারা যখন ভয় ভুলে যায়, যখন মুণ্ডারা হাসতে হাসতে নিজেদের খেত নষ্ট করে, তখন লক্ষণ খুব খারাপ। এই বীরসা হতে আমাদের ক্ষতি হবে খুব। এতকাল মুণ্ডারা কি করেছে বল দেখি? ডর খায় নাই?'

—'এতকাল ডর খেয়েছে।'

—'বীরসা ওদের বুঝিয়ে দিচ্ছে মরবি যখন, ডরবি কেন?'

—'আমরা তো আমরা। মিশনে সাহেবরা ডর খাচ্ছে কত? কেও ক্রীশ্চান রইতে চায় না। সবাই মিশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওরা বলছে মোদের কাছে চার বছর থেকে বীরসা যা-যা শিখল, তাই ভাঙিয়ে বেটা মুণ্ডাদের ভুলাচ্ছে।'

—'এতে ডরের কি? আকাল হয়, চাল পায়, যেয়ে ক্রীশ্চান হয়।

একেকবার বোকার মত খেপে সরকারের সঙ্গে লড়তে যায়। মার খায়, জেহেল-ফাঁস-কয়েদ-কোড়ার ভয়ে যেয়ে ক্রীশ্চান হয়। দু-বছর ফসল পায়, পেটে খায়, মিশন ছেড়ে দেয়। সাহেবদের ডরের কি?'

—'বীরসাকে ডর। ও কি করছে বুঝা যাচ্ছে না কিছু।'

—'বুঝলে ডর থাকে না। না বুঝলে ডর বড়।'

সব মনে হচ্ছিল সুনারার। ও দেখছিল মানুষ চালকাড়ার দিকে চলেছে।

বীরসার কথা বলে যত কথা শোনা যাচ্ছিল সব বীরসার নিজের কথা কিনা কেউ জানে না।

বীরসা কর্‌মির রান্না খাচ্ছিল। কর্‌মির ঘরেই ঘুমোচ্ছিল কিন্তু কর্‌মি জানছিল ওর ছেলেকে আর ওর কোলে ধরবে না। ধরতি-আবা ও। ওই হল মাটির পৃথিবীর মূর্ত রূপ। করমির সাধ্য কি ছেলেকে বলে, 'তোরে দেখে মোর ডর হয় বীরসা, তোর তরে ডর হয়। এত মানুষ পুজে যারে, তার ডর বড়। মানুষ বড় ভুলে যায় বীরসা, আজ মাথায় তুলে, কাল মাটিতে ছেঁচড়ায়।'

ভয় পাচ্ছিল হরমু ওঝা। চিরকাল মুণ্ডাদের ভূতে ধরেছে, ডাইনী নজর দিয়েছে, শত্রু বাণ মেরেছে। চিরকাল ওরা হরমু ওঝার কাছে এসেছে। হরমু ওঝা চাল, মুরগি, খাসি নিয়েছে। তুকতাক—যাগযজ্ঞ করেছে। সবাই ওর কথা মেনে নিয়েছে।

এখন বীরসা যদি সিংবোঙা হয়ে ওঠে, তারই মত শক্তিমান, মুণ্ডারা হরমুকে মানবে কেন? বীরসা বলছে, 'মন্ত্রতন্ত্র বিশ্বাস ক'র না মনের আঁধার কাটাও, সামনে বড় দুর্দিন।'

তাই, গ্রামে যখন বসন্ত লাগল, হরমু বলল, 'বীরসার পাপে গাঁয়ে চেচক লেগেছে।'

বীরসা বলল, 'আমি চলে গেলে চেচক চলে যাবে?'

—'যাবে।'

চালকাড়ের সীমানা ছেড়ে চলে গেল বীরসা। কিন্তু মড়ক কমল না। ঘরে ঘরে মানুষ মরতে লাগল।

মুণ্ডারা বলল, 'হরমু ওঝা! তোরে মোরা মেরে লাহাশ করে বনে ফেলে দিব। ভগবানকে তুই খেদা করলি। সেই পাপে চেচক ঢুকে গেল গাঁয়ে।'

হরমু ওঝার ভয় ধরে গেল। সে-ও গিয়ে বীরসাকে বলল, 'তখন বুঝি নাই বীরসা। তুই ধরতি-আবা বটিস। তোর জীবন থাকতে আর বোঙা-বুঙি পুজবার দরকার নাই। এখন তুই চল্। চেচক খেদা কর্। নইলে ওরা মোরে মেরে লাহাশ করে বনে ফেলে দিবে।'

বীরসা ফিরে এল। সকলকে ডাকল। বাড়ির সামনে কাঠের মাচা। তাতে উঠে দাঁড়াল। হলুদ-ছোপানো নতুন ধুতি পরনে, গলায় পইতে, কপালে চন্দন। আকাশের দিকে হাত তুলে অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইল। তারপর বলল, 'সবে শুনহে!'

—'বলহে ভগবান!'

—'যাদের চেচক ধরে নাই, সকল লোকে নিমপাতা সিজে জল খাও। নিমপাতা জলে সিজে সে জলে গা মুছ। যার গায়ে চেচক ধরেছে, কিন্তু গুটি বারায়নি, সাদা তুলসীপাতার রস, আদার রসে মিশিয়ে তারে খাওয়াও, গুটি বারাবে। তা বাদে সকল চেচক-রোগীরে করলা পাতা আর হলুদের রস মিশায়ে খাওয়াবে।'

—'আরো বল!'

—'রোগীকে গা মুছাবে যে, খেতে দিবে যে, সে একোজনা। অন্যরা যেয়ে যে-ঘরে চেচক নাই সে-ঘরে পড়োশির সঙ্গে থাকগা। যা বলি শুন।'

—'মোর ছেলে যে কচি ভগবান! হাঁটে, হাঁটেও না। তার চেচক হল যে?'

—'আমি তারে দেখব। আর দেখ, যেটা মরবে সেটার কাপড়ের

মায়া ক'র না। অমনি কাপড় পুড়াবে। কেচে পরবে না। যে ঘাসের চাট্টিতে শুয়েছে, সে চাট্টিও পুড়াবে।'

—'তা বাদে ?'

—'তোমরা যাও। আমি চন্দন বেটে লয়ে যাচ্ছি। চন্দন লেপে দিব ঘায়ে।'

বীরসা ঘরে ঘরে ঘুরতে লাগল। মুণ্ডারা হায়জা-চেচক-সাপকাটা-বাঘ-ধরা এ মরণ ভাগ্যের লেখা বলে জানত। বীরসা ওদের শেখাতে লাগল চেচক-হায়জার সঙ্গেও যুদ্ধ করা যায়। জ্যান্ত ভগবান সঙ্গে থাকলে হায়জা-বুড়ি, চেচক বুড়ো আপনা হতে পালায়।

গ্রাম থেকে বসন্তের মহামারী চলে গেল। তারপর করমি বলল, 'বীরসা! তুই কি সাঁচাই ভগবান হছিস বাপ ? চেচক হয় কিন্তুক বিশ-পঞ্চাশটা মুণ্ডা মরে না, এ তো আমার জীবনকালে দেখি নাই ?'

বীরসা বলল, 'এত মানুষের মাঝে আমি তোর বীরসা নই রে মা। আমি ধরতি-আবা।'

—'ধরতি-আবাই হছিস্।'

—'ভগবান হয়ে এসেছি। তোরাদের পথ দিশাব। তা বাদে চলে যাব! দিকুরা আমার ক্ষমতা দেখে বশ না মানলে মুণ্ডারা বাঁচবে না, মনে জানলাম।'

॥ ১০ ॥

বীরসা বুঝতে পারছিল, নতুন ধর্মের প্রচার—মড়ক রোখবার উপায় নির্দেশ—শুধু এতে ধরতিআবা হওয়া যাবে না। এ পর্যন্ত ও যা যা করেছে, তার পেছনে আছে ওর মিশন-জীবনের শিক্ষা—হয়তো বা বৈষ্ণব ধর্মের কিছু শিক্ষাও। পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত স্নান করা, শুদ্ধশুচি দেহেমনে প্রার্থনা করা—এর পেছনে আছে ওর জীবনের গত ছয়-সাত বছরের অভিজ্ঞতার ইতিহাস।

কিন্তু ওকে অন্য ভূমিকায় নামতে হবে।

অন্তরের অন্তরে ও অরণ্য জননীর কান্না শুনতে পাচ্ছিল।

শুদ্ধশুচি হব আমি!

অন্তরের অন্তরে—ওর রক্তের নদীকূলে ও সেই জননীকে দেখতে পাচ্ছিল। নগ্নিকা মুণ্ডারী যুবতীর মত তার কৃষ্ণা জননী—আদিম অরণ্যকা কাঁদছিল আর বলছিল, বেবস্ত ররনা আমি। ওরা আমার লাজলজ্জা কেড়ে লয়ে লেংটা করে আকাশের নিচে দাঁড় করায়ে দিয়েছে।

কাঁদছিল ওর অন্তরের একাকীত্বে, ওর অন্তরের অন্ধকার একাকীত্বে নির্বাসিতা জননী কৃষ্ণা ভারত। বলছিল, মোর বুকে আজো ক্ষীর আছে, তবু মোর সন্তানদের বেবাগী করে রেখে দিল ওরা, এমন কপাল!

অস্থির হয়ে উঠছিল বীরসা।

ওর অস্থিরতা জেনে কর্‌মি একদিন উঠে এসেছিল রাতে।

কর্‌মি বলেছিল, 'ধরতিআবা হলি, তবু তোর ছটফটা ঘুচে না কেনে বাপ মোর? ফাঁদে পড়া বাঘ যেমন ঘুরে ঘুরে ফিরে, তেমুনি ফিরিস রাতভোর? হা বীরসা, কি চাস তুই?'

'মা, তুই কি রাতে ঘুমাস না?'

'না বাপ! যেদিন হতে তুমি ধরতিআবা হয়াছ, মোর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়াছ।'

'কেন মা, কেন?'

'বাপ! তুমি ত আর মোর বুকের বেথা বুঝবে না। তুমি যে এখন সকলের বেথা বুঝ। কেও জানত না, চিনত না মোরে—এখন মোরে দিশলে পহান-বেনে উঠে দাঁড়ায়। বলে, ববাপো য়ে ববাপো! তোমার ছেলা ভগবান, তোমার সামনে মোরা বসতে পারি?'

'তাতে তোর দুখ, না সুখ?'

'সুখ যত, দুখ তত বীরসা। কোম্‌তা কম্বর মত হতে তুমি, বউ আনতে ঘরে, ছেলামেয়া হত, দুখ রত না কিছু। কেন তুই ভগবান হলি বীরসা? এত বড় কেন হলি, যে মোর কোলে তোরে আর ধরল না, মোর বুকে তোরে আর আঁটল না? কেন তুই বলিস, চলে যাব? কোথা যাবি ও আমার বাপ, মোর আবা? কেন তুই হতে মোর ঘরের আকাশে মানুষ তিন তারা দেখল? কেন ধানীর বোন তোরে চাইবাসায় দেখে এসে সকলেরে প্রচার দিল, করমির পেটে ভগবান জন্ম নিয়াছে? কেন, কেন, কেন রে?'

'চল্‌, ঘুমাবি চল্‌।'

'সকলে ঘুমায়, ভগবানের আশ্রয়ে আছে, নিশ্চিন্তে ঘুমায়। মোর চোখে ঘুম নাই। ভগবানের মা আমি, ভগবানের কি হবে সেই ডরে আমি জেগে জেগে কাঁদি।'

'চল্‌ মা, তোরে পাশে নিয়ে শুব।'

'কবে মোর কোল ঘেঁষা ঘুমাতি, কবে তোরে ক্ষিধায় খেতে দিয়াছি, কবে তোর বেথা লাগলে কোলে লয়ে কান্না ভুলায়েছি, সব মনে ছেঁয়ার মত আঁধার আঁধার লাগে রে বীরসা।'

'চল্‌ মা।'

'শুনাছি। কোন মুণ্ডা মায়ের ছেলাকে আইড়কাঠি লয়ে গিয়াছিল। কোন পথে ছেলে ফিরবে সেই পথ চেয়ে নদীর ধারে বসে কান্‌তে কান্‌তে—কান্‌তে কান্‌তে—কান্‌তে কান্‌তে সে মা পাথর হয়ে যেয়েছিল। তুই মোরে যত কাঁদাবি বীরসা, সে ত মনে জেনাছি। আমিও পাথর হয়া রব বুঝি!'

'না মা! ডরিস্‌ না।'

'আয়, মোর কাছে আয়।'

বীরসা কাছে এল। করমি ওর শুকনো, শীর্ণ বুকে ছেলের মাথা টেনে নিল। মাথা শুঁকে বলল, 'তোর গা-মাথা হতেও সে চিনা-জানা গন্ধ চলে গিয়াছে রে।'

'শো' দেখি মা। মাথায় হাত বুলাই।'

'বুলা। তুই কাছে আছিস, আজ মোর চোখ ঢেলে ঘুম নামে।'

'সারাদিন খাটিস কেন?'

'ব্বাপো রে। এখন আমি ভগবানের সংসার দেখি। আমি না খাটলে এত এত মানুষ ভাত-জল পায়? না ঘর লেপাপুঁছা রয়?'

'ঘুমা।'

কর্‌মি ঘুমিয়ে পড়ল। বীরসা ভুরু কুঁচকে সরদারদের ভূমিকার কথা ভাবতে লাগল।

মাঝিয়া মুণ্ডা, বুধু মুণ্ডা, পরান পহান, ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ যারা, তারা বলেছে, 'ভগবান, সরদাররা তোমার কাঁধে কুড়াল রেখে শালগাছ কাটতে চায়।'

জানে বীরসা, জানে সে কথা।

সরদারদের আন্দোলন মানে আর্জিকরার আন্দোলন। সে আন্দোলনে কোনদিন এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি যে আন্দোলনটা সরকারের বিরুদ্ধে, সরকারের মতই মিশনারীরাও আসলে মুণ্ডা স্বার্থের বিরোধী। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করাই যে একমাত্র পন্থা, তাও বোধহয় সরদাররা মানেনি। সরদাররা মুণ্ডাদের স্বার্থের জন্যেই আন্দোলন চালিয়েছে। কিন্তু সে যেন শুধু ছোটনাগপুর টেনিওর অ্যাক্ট কার্যকরী করার আন্দোলন। এবারই ওরা মিশনের সংস্রব ছাড়ল। এবারই দেখা গেল, ওরা যেন উদ্দেশ্যে খানিকটা স্থির, পন্থায় খানিকটা মরিয়া।

সরদাররা সবাই এসে তার কাছে সামিল হচ্ছে। কিন্তু তার পেছনে নানা উদ্দেশ্য কাজ করছে।

এই ত, বীরসিং মুণ্ডা—যে ওদের চালকাড়ে বসত করিয়েছে, তার কথাই ধরা যাক। বীরসিং মুণ্ডা প্রবীণ সরদার। ১৮৩১-'৩২ সালের কোল বিদ্রোহে যোগ দেবার কারণে ওর ঠাকুরদা চালকাড়

সমেত বাইশটা গ্রামের মান্‌কিদারী হারায়। বীরসিং চাইছে বীরসা আন্দোলন করুক। সে আন্দোলনে সামিল হলে ও মান্‌কি হবে আবার।

মাংগা মুণ্ডা, জন মুণ্ডা, মার্টিন মুণ্ডার মত সরদাররা এসেছে তার কাছে। তার কারণ, তারা জানে সরদারদের আন্দোলন দুর্বল।

তারা জানে, বীরসার ওপর মুণ্ডাদের অসীম আস্থা। ওরা বীরসাকে কাজে লাগাতে চায়। তাহলে ওদের আন্দোলন সফল হয়।

সরদাররা বীরসার অলৌকিক ক্ষমতার কথা ছড়াচ্ছে। গিডিয়ুন, ইলায়াজার, প্রভুদয়ালের মত বিশিষ্ট সরদাররা আসছে বীরসার কাছে।

ভাল, খুব ভাল।

তার আন্দোলনে সরদারদের আন্দোলন মিশে যাক। কিন্তু বীরসা সরদারদের হাতের পুতুল হবে না। সেই হবে নেতা।

তবে কি মুণ্ডা রাজের ডাক দেবে বীরসা? যে রাজে সব বিদেশী হবে বিতাড়িত। যে রাজের প্রধান হবে বীরসা নিজে?

বীরসা বুঝল, শুধু এক ঈশ্বরের ধর্ম, নতুন রীতির উপাসনার কথা বলতে ও ধরতিআবা হয়নি। তার মা, সেই কৃষ্ণা অরণ্যকার দুঃখ ও লজ্জা তাতে ঘুচবে না। অন্য কথা বলতে হবে তাকে।

বীরসা ঠিক করল, এখন থেকে মুণ্ডা ছাড়া কারো সঙ্গে কথা কইবে না ও। বেনে ও মহাজন, দিকুদের আসতে দেবে না তার সভায়। জমিদার মহাজন ও বেনে যে মুণ্ডাদের শত্রু, এ কথা বলবে ও মুণ্ডাদের।

কিন্তু বীরসার নামে ভয় পাচ্ছিল দিকুরা। বীরসা জানত না সর্দাররা সবাই ওর দলে ভিড়ছে বলে মিশনের সাহেবদের কাছে সরকারী

দপ্তর থেকে খবর চলে এসেছে। সাহেবরা রিপোর্ট তৈরি করেছে। চাইবাসা ও রাঁচিতে পুলিস তৎপর হয়ে উঠেছে। মুণ্ডারা একটি নামের পাশে গিয়ে জুটছে, খরা-আকাল, সরকারী পুলিস সকলের ভয় ভুলে যাচ্ছে, সাহেব-সরকার ভয় পাচ্ছে।

বীরসা জানত না ওর নামে বড়-বড় রিপোর্ট যাচ্ছে। মিশনের সাহেবরা লিখছে, বীরসা আমাদের কাছে যা-যা শিখেছে, সেই সব বাইবেলের গল্প বলে মুণ্ডাদের ভোলাচ্ছে। আমাদের যে-ভাবে মড়কের সময়ে সেবাশুশ্রূষা করতে দেখেছে, সেইভাবে সেবা করে মুণ্ডাদের ভোলাচ্ছে। লোকটা অশিক্ষিত, বদমাস, বোকা, ঠগবাজ।

সরকারী চিঠি এল, 'তাই যদি হবে, তা হলে তামার থেকে মুণ্ডারা ওর কাছে চলে যাচ্ছে কেন? ও-ই বা কেন মিশনের প্রচারকদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ঘুরছে? বীরসা কিসের পুনর্জন্ম চাইছে? এক আদিম ধর্মবিশ্বাসের, না বিদ্রোহের? মনে রাখতে হবে, ১৮৩১-৩২ সালে ও তামার বিদ্রোহে জ্বলে উঠেছিল। মনে রাখতে হবে, সর্দারদের বিদ্রোহে সাহেব-সরকারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ গোড়ার দিকে ছিল না। সর্দাররা লড়েছিল দিকুদের বিরুদ্ধে। সাহেব-সরকার যে শত্রু, এ বিশ্বাসটা ওদের মনে পরে এসেছিল। কিন্তু এখন সর্দাররা জানে সাহেব-সরকার ওদের শত্রু।'

উত্তর গেল, 'বীরসা যাই বলুক, মুখে যতই ধর্মের কথা বলুক, ওর ভক্তরা কিন্তু হাতিয়ার জোগাড় করছে। বীরসার ধর্ম কি তা বোঝা যাচ্ছে না। এবার ঘোর আকাল। তবু মুণ্ডারা মিশনে এসে লঙ্গরখানা খুলতে বলছে না। বীরসার প্রভাব এমন বেড়ে চলেছে যে সর্দাররা নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। ও একবার ডাক দিলে সবাই, সব মুণ্ডারা বিদ্রোহ করবে।'

সাহেবদের কথা না জেনেই বীরসা মুণ্ডাদের আহ্বান জানিয়েছিল, 'নানাভাবে তোমরা দেখলে হে আমিই ভগবান।'

—'দেখলাম।'

—'এখন শোনো। মুণ্ডারা বড় বাঁধা পড়ে গিয়েছে হে। দিকুরা মুণ্ডাদের ধারে-কর্জে-কয়লাখাদে-রেলে-জেহেলে-আদালতে হাজার পাকে বেঁধেছে। এখন মোদের সবরকমে আজাদ হতে হবে। সকল বিদেশীকে তাড়াব। কারেও কোনো খাজনা দিব না। সকল বন নিয়ে নিব। যেমন আগে নিয়েছি, তেমন করে নিব।'

—'কবে?'

—'আমি বলে দিব। আজ হতে আমি কোনো কটা মানুষ, সাদা মানুষের সঙ্গে কথা বলব না। মোরে কেও "বাবু" বলবে না।'

—'বলব না। মান করে বলতাম।'

—' "বাবু" ডাকে মোরে মান দিয়া হয় না।'

—'বলব না।'

—'কবে লড়াই শুরু হবে বলে দিব। এখন হতে গ্রামে গ্রামে তীর পাঠাও হে সবে। পাতা পাঠালে জেনেছ ধর্মের কথা শুনতে ডাকছি। তীর ভেঙ্গলে জানবে লড়তে ডাকছি হে আমি।'

—'দিব। দিব রে, তীর ভেজে দিব! কুচিলাতীর!' আনন্দে ধানীমুণ্ডা লাফ মেরে উঠেছিল। সাদা চুল কাঁপিয়ে, কালো গ্রন্থিল হাত আকাশ পানে তুলে চেঁচিয়েছিল, 'নিয়ে যা তোরা! আজ পাঁচ বছর ধরে আমি অনে—ক তীর তৈয়ার করছি রে। আমি জানতাম বীরসা একদিন তীর ভেজা দিবে!'

॥ ১১ ॥

ধানীর তৈরি তীর সবগুলো গ্রামে গ্রামে পৌঁছতেও পায়নি, তার আগেই সরকারী চাকা নড়তে শুরু করল।

মুণ্ডারা চাষ করছে না, টাকা ধার নিচ্ছে না।

খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল জমিদার জগমোহন সিং, মহাজন সুরজ সিং, পাটোয়ারী বনরাম সাউ, আড়কাঠি শিউলালের মত লোকেরা। খাজনা হবে না, সুদ হবে না, ধান-গম ধার নেবে না কেউ জমি বাঁধা রেখে। কুলি হতে যাবে না কেউ চা-বাগানে।

ভয় পেয়েছিল মিশনের সাহেবরা। ক্রীশ্চান হতে চাইছে না কেউ। চলে যাচ্ছে মিশন ছেড়ে।

সরকারের টনক নড়ল। এ যদি বিদ্রোহের প্রস্তুতি না হয়, তবে এ কিসের ইঙ্গিত? কোন্ ভরসায় ওরা চাষবাস ছেড়ে দিচ্ছে? চাষ করলে, সারা বছর আকাশপানে মুখ তুলে আকাশের দয়ার দিকে চেয়ে চাষ করলে, তবু যাদের দু-পেটা ঘাটো জোটে না, তাদের বুকে এমন সাহস জোগাল কে?

ডেপুটি কমিশনার খবর পাঠালেন তামারের দারোগার কাছে। ১৮৯৫ সালের ৬ই আগস্ট খবর এল তামারে—বীরসা বলেছে, 'সরকার "উৎগেজে", খতম হয়ে গেছে। মুণ্ডারীরাজ এবার কায়েম হবে।' তখনি হেড কনেস্টবলকে আরো দু-জন কনস্টবল দিয়ে পাঠিয়ে দিল দারোগা।

চালকাড়ে পৌঁছল ওরা অনেক রাতে। সুগানার ঘরের আশপাশ দিয়ে ঘরের পর ঘর তুলেছে বীরসাইতরা। একটি ঘরে বসে রইল পুলিস। বীরসাইতরা গ্রামে-গ্রামে তীর বিলি করতে বেরিয়ে পড়েছিল। অন্ধকার রাত। বৃষ্টি পড়ছিল।

সকালে দু-জন কনস্টেবল বীরসার ঘরে গিয়ে হাজির হল। বলল, 'তোরে গেরেফতার করলাম বীরসা।'

কিন্তু বীরসাকে গ্রেপ্তার করা গেল না। সুগানা ও অন্য বীরসাইতরা কনস্টেবলদের বলল, 'চলে যা।'

বীরসা বলে, 'ও ঘরে জিরাও গা। এত জলে তামারে ফিরে যেও না।'

হেড কনস্টেবল বলল, 'সুকা চৌকিদার! তুমি চলে যাও কোচাঙ্। পলুস প্রচারককে নিয়ে এস।'

পলুস প্রচারক আর ইউসুফ খাঁ কনস্টেবল দুশো মুণ্ডা, মাহাতো ও পহান নিয়ে চলে এল। আবার ওরা বীরসার ঘরের সামনে এল।

বীরসা হেসে বলল, 'সরকারের নিমক খাও, ধরতে এসেছ বুঝলাম। কেন আমায় ধরবে, কারণ বল?'

সমবেত মুণ্ডারা বলল, 'জবাব দাও হে।'

—'তুমি মুণ্ডাদের খেপাচ্ছ।'

—'আমি ধর্মের কথা বলি।'

—'মুণ্ডারা আসে কেন?'

—'ওদের শুধাও।'

—'খাজনা দেয় না কেন?'

—'ওদের শুধাও।'

—'চাষ করে না কেন?'

—'ওদের শুধাও।'

—'তুই বল্। সরকার তোরে ধরতে বলেছে। তুই এদের কাজে বাধা দিছিস।'

বীরসা আস্তে বলল, 'পলুস, তুমি ওই পুলিসদেরকে শুধায়ে দেখ, এরা ন-তারিখ রাত হতে ওই ঘরে আছে আমরা জানি। আমি ওদের মারতে পারতাম, খেদাতে পারতাম। কিছুই করি নাই। জলঝড়ে বের করে দিই নাই, দোষ হয়াছে। কিসের অসুবিধা

শুধায়েছি। দোষ হয়াছে। ওদের কেউ চাল বেচতে চায় নাই। আমি বলেছি তবে ওদের চাল-ডাল-লবণ বেচেছে। সেও আমার দোষ হয়াছে। এখন বল দেখি, তুমি মুণ্ডা হয়ে মোরে ধরছ কেন?'

—'তুমি সরকারের দুশমন।'

—'আমি ভগবান। মুণ্ডাদের ভগবান। হ্যাঁ, আমি তবে সরকারের দুশমন যদি সরকার মুণ্ডাদের সঙ্গে দুশমনি করে থাকে। আজ তুমি প্রচারক হয়াছ। সরকার মুণ্ডাদের বন থেকে খেদা করে, জমিদার-মহাজন এ অন্ধদের আইনের ভয় দেখিয়ে উচ্ছেদ করে, তুমি মুণ্ডা নাই আর, তাই মুণ্ডাদের দুঃখ তোমার বুকে বাজে না। তুমিও দুশমন।'

—'কার?'

—'মুণ্ডাদের। মিশনে মোরে 'তুই' ছাড়া 'তুমি' বলত না কেউ। কেন? আমি মুণ্ডা। এরা তো মোরে ধরবেই পলুস, এরা নাম সহি জানলেও সরকার চাকরি দিবে। মুণ্ডা যত লেখাপড়া শিখুক, চাকরি দিবে না সরকার। এরা তো মোরে ধরবেই পলুস, এদের জ্ঞাতস্বজন মুণ্ডাদের জমি-ঘর-আবাদী বন দখল করে বসেছে। কিন্তু তুমি কেমন মুণ্ডা হে পলুস প্রচারক?'

—'বীরসা, খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।'

—'কেন, এমন কথা শুন নাই? শুন পলুস, আমি মড়া তুলে মড়ার পয়সা চুরি করেছিলাম। মা আমারে খেদা করতে বনে চলে যাই। পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তা বাদে যখন আকাশে বাজ হাঁকড়ায়, বিজলী চিকুর দেয়, তখন আমার মধ্যে যেন সব শা-—স্ত হয়ে এল। সব যেন ভোম্ মেরে নিশ্চুপ হয়ে গেল। আমার মনে তখনি জানলাম, হ্যাঁ, আমি ভগবান। আমি, বীরসা, আমি ভগবান। সিংবোঙা হতে, মিশনে যে ভগবানের কথা বলে, সে হতে, সবা হতে মোর শক্তি বেশি।'

পলুস ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। চাইতে লাগল হেড কনস্টেবলের

দিকে। হেড কনস্টেবলের চোখে আতঙ্ক। মুণ্ডারা ঘিরে ফেলল ওদের। কালো-কালো মুখে কি দুঃসাহসের দীপ্তি।

—'আমারে ধরবে সরকার? ধরে রাখতে পারবে না। মারবে? মারতে পারবে না। যতদিন একোজন মুণ্ডা একোটা ধানগাছ রুইবে, একটা গাছ কাটিবে, একটা ঘর বাঁধবে, তার মধ্যে আমি রইব হে পলুস। আমি ধরতি-আবা। আমার বিনাশ নাই। তোমাদের হাতে বিনাশ নাই।'

পলুস যে মুণ্ডাদের এনেছিল, তারা বীরসার সামনে লাঠি নামিয়ে রাখল। বলল, 'মহাপাপ করতে এসেছিলাম গো। মোদের মাপ করো ভগবান।'

বীরসা চেঁচিয়ে উঠল, 'খেদা কর ওদের। বের করে দাও। তাড়ায়ে দাও ওদের।'

মুণ্ডারা কনস্টেবলদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। ওদের হাতের বর্শা পুলিসদের পিঠে ঠেকিয়ে রাখল। মুণ্ডা মেয়েরা পেছনে পেতলের ঝাঁঝর বাজাল, গাল দিল। পালাতে পালাতে পলুস ভাবল কেমন করে এই গণ্ডগোলে ও গা-ঢাকা দেবে।

এবার এলেন রাঁচির পুলিসের ডেপুটি সুপার মীআর্স। সঙ্গে এল মুরহু মিশনের রেভারেন্ড লাস্টি, বন্দগাঁওয়ের জমিদার জগমোহন সিং। সঙ্গে এল বন্দুকধারী বিশাল পুলিসবাহিনী।

চালকাড় গ্রাম ঘিরে পুলিস বেয়নেট উঁচিয়ে এগিয়ে এল। প্রতি বাড়ির সামনে পুলিস, হাতে বন্দুক। বীরসা তখন ঘুমোচ্ছিল। পুলিস সহজেই তাকে ধরল। বেরিয়ে এসে বীরসা মুণ্ডাদের বলল, 'তোমরা ভেব না। আমি ফিরে আসব। ভেব না।'

তারপর ও মুণ্ডারীতে সুগানাকে কি যেন বলল। মীআর্স ভুরু তুললেন। রেভারেন্ড লাস্টি বললেন, 'বীরসা বলছে কোনো মুণ্ডা যেন বাধা না দেয়।'

—'ধানী, ধানী, কি বলল ?'

—'কি যেন বলল, ধানীর তীর এখনো মজুত আছে, এখনো সময় আছে। ও নির্দেশ না দিলে কেউ যেন লড়তে না যায়।'

—'ভগবানকে ধরলাম, ভগবান কিছু করতে পারল না। সেটা কিভাবে ব্যাখ্যা করল ?'

—'ধূর্ত শয়তান! বলল এই বন্দী করা, নিয়ে যাওয়া, এটা ওর ঈশ্বরত্বের পরীক্ষা।'

—'শেষে হেসে কি বলল ?'

—'প্রলাপ।'

—'তবু শুনি ?'

—'কালো কুঁচ গাছ খুঁজতে বলল।'

—'কুঁচ গাছ ?'

—'হাঁ, হাঁ, কুঁচ তেল ওরা মাথায় মাখে।'

॥ ১২ ॥

কিন্তু চালকাড় থেকে রাঁচি অবধি খুন্‌টি, তামার, বন্দ্‌গাঁও, কোচাং জ্বলতে লাগল ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে। মুরহুতে লাস্‌টিকে, বন্দ্‌গাঁওয়ের জগমোহনকে পুলিস পাহারা দিতে হল।

প্রদেশ সরকার বললেন, 'একটা খ্যাপা বিশ বছরের মুণ্ডা ছেলেকে বড় বেশি ভয় পাচ্ছে রাঁচির কর্তৃপক্ষ। বাড়াবাড়ি করে ফেলছে খানিকটা। মীআর্স অত কায়দা না করলেও পারত। অত ভয়ের কি আছে ?'

রাঁচি থেকে রিপোর্ট গেল—চালকাড় ও অন্যান্য বিরলবসতি, গরীব মুণ্ডা গ্রামে অসম্ভব বিক্ষোভ জমে উঠেছে মানুষের মনে।

মুণ্ডারা কোনো কথাই বলছে না, কিন্তু জমিদার বা মহাজনের কথাও মানছে না। খেতমজুর মিলছে না, বেঠবেগারী দিচ্ছে না কেউ। না-খেয়ে মরবি, এ-কথা বললে মুণ্ডারা বলে বেড়াচ্ছে, আমরা কি দিকু, যে উপোস-অনাহারে ভয় পাব?

প্রদেশ সরকার জানতে চাইলেন, 'দুর্ভিক্ষ তো দেখা দিল প্রায়। মুণ্ডারা কি খাচ্ছে?'

উত্তর গেল, ঘাসের দানার ঘাটো। যখন মিলছে, খাচ্ছে। যখন মিলছে না, খাচ্ছে না।'

সহসা বিপন্ন বোধ করলেন লেফটেনাণ্ট গভর্নর। কি বিপদ! জমিদার-মহাজনরা ক্ষুব্ধ। মুণ্ডারা চাষ করছে না, ধার নিচ্ছে না, ভিক্ষে চাইছে না। ঘাসের দানা খাচ্ছে! ঘাসের দানা তো সরকারের খাজনা-আদায়ী শস্যের মধ্যে পড়ে না। যত সামান্য মনে হয়েছিল, ঘটনাটা তত সামান্য নয়।

বড়লাট তখন সিমলায়। লেফটেনাণ্ট গভর্নর সিমলায় জানালেন, 'সরকার কিন্তু এ-কথা মনে রাখবেন, সরকার বারুদের পিপের ওপর বসে আছেন।'

সে-কথা সিমলায় জানাজানি হতে শৈলাবাসে হাসির ধুম পড়ে গেল। বারুদের পিপে! কেন, মুণ্ডারা কি জীবন্ত বারুদ নাকি? ওই তো দেশ। পাথর, পাহাড়, জঙ্গল আর আফলা মাটি। ফসল ফলে শুধু মুণ্ডাদের হাসিল করা অরণ্যভূমিতে। প্রয়োজনের তুলনায় তাও অপ্রতুল।

কি একটা সুজলা-সুফলা দেশ! কি তাদের অধিবাসীরা! প্রায় নগ্ন, গায়ের রং কয়লার চেয়েও কালো, একবেলা ঘাসদানা সেদ্ধ করে খায়, শরীরে বল নেই, ভীতুর বেহদ্দ। তাদেরই ভয় করছে প্রদেশ সরকার?

বড়লাট কথাটা উড়িয়ে দিলেন। লেফটেনাণ্ট গভর্নর কিন্তু মীআর্স-এর রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন।

মীআর্স জানালেন, প্রথমত, তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে বীরসার আন্দোলন ও সর্দারদের 'মুল্‌কি লড়াই' এক এবং অভিন্ন। দ্বিতীয়ত, প্রথমবার যে হেড কনস্টেবল বীরসাকে ধরতে যায় সে ঠিকই বলেছে। মুণ্ডা জনসাধারণকে দিয়ে বীরসা-বিরোধী কোনো কাজ করানো যাবে না। তাদের বিশ্বাস বীরসা মূর্ত ভগবান। তৃতীয়ত, চার্চের মিশনারীরাই বলেছে, বীরসাকে ছেড়ে দিলে পরে রাঁচি ও চাইবাসা জেলা জুড়ে বিক্ষোভ ফেটে পড়বে। বীরসা একবার বললে মুণ্ডারা মৃত্যু তুচ্ছ করে লড়াইয়ে নামবে।

লেফটেনান্ট গভর্নর জানতে চাইলেন, বীরসা সম্পর্কে মুণ্ডাদের মনে অবিশ্বাস ও সংশয় জাগানোর উপায় কি ?

মীআর্স জানালেন, ডাক্তার দিয়ে বীরসাকে পাগল বলে প্রতিপন্ন করাতে হবে।

ডক্টর রজার্সকে ডেকে পাঠালেন রাঁচির কমিশনার।

রজার্স বললেন, 'আপনি যা বলছেন, সে মর্মে সার্টিফিকেট আমি লিখতে পারি না।'

—'কেন ?'

—'বীরসা পাগল নয়।'

—'কি ?'

—'পাগল নয় বীরসা।'

—'কিন্তু ও বলছে ও ভগবান।'

রজার্স বিরক্ত হলেন। শুকনো গলায় বললেন, 'এটা ইউরোপ নয়। প্রাচ্য দেশ। যিশুও প্রাচ্যের লোক। তিনিও নিজেকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী মনে করতেন।'

—'যিশুকে বীরসার সঙ্গে তুলনা করছেন ?'

—'না। আমি বলতে চাইছি যিশুকে কেউ পাগল মনে করে নি। কোনো মানুষের পক্ষে নিজেকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী মনে করার মানে এই নয়, যে লোকটি পাগল। তা ছাড়া কথা বলে

দেখেছি ও অত্যন্ত স্বাভাবিক, বুদ্ধি আছে ওর। মুণ্ডাদের প্রতি ওর ভালবাসা সত্যিই আন্তরিক।'

—'তা হলে ও সরকারের বিরুদ্ধে মুণ্ডাদের খেপাচ্ছে কেন? ও কি জানে না তার ফলে মুণ্ডারা বিপদে পড়বে?'

রজার্স ধীরে বললেন, 'কমিশনার, আমি বা আপনি মুণ্ডা নই বীরসা বোধহয় এইভাবে ভাবছে, মুণ্ডাদের আর কি বিপদ হতে পারে। তারা জমি-ঘর-বাড়ি-গাইবলদ সব একে-একে হারাচ্ছে। তাদের দেশে অন্যেরা এসে জুড়ে বসেছে। আমাদেরই তৈরি আইনের সাহায্যে।'

—'আইন মুণ্ডা বা অন্য লোকে প্রভেদ করে না।'

—'সে তো বইয়ের কথা। কাজে তা হয় না তা আপনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। মুণ্ডারা বাংলা, হিন্দি, ইংরিজী জানে না, বোঝে না। বিচারক কোনোদিন মুণ্ডারী শিখে মুণ্ডাদের বিচার করেন না। কোর্টে কেস উঠলে, আসামী কি বলছে, বিচারক তা বোঝেন না। দোভাষী যথেচ্ছ মিথ্যে কথা বলে বিচারককে বুঝিয়ে দেয়। ফলে কি হয় আপনি জানেন। এক আনার মূল্যে অপরের খেত থেকে তোলার অপরাধে মুণ্ডার এক বছরের জেল হয়. হরদম হয়।'

—'গড্!'

—'বীরসার যদি মনে হয় মুণ্ডারা এখন, এই ব্রিটিশ শাসনে যত বিপন্ন, এমন বিপন্ন তারা কোনোদিন হয়নি, তাহলে আমি তাকে দোষ দিতে পারি না।'

—'হোয়াট আর ইউ টকিং?'

—'ইংরেজ হিসেবে, ক্রাউনের এক বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসেবে আমি তার মনোভাব সমর্থন করতে না পারি, তবু তাকে দোষ দিতে পারি না। বীরসা তার ভক্তদের মনে একটা আত্মবিশ্বাস জাগাতে পেরেছে। এই প্রথম দেখা যাচ্ছে, মুণ্ডা, মুণ্ডা হয়ে জন্মেছে বলে গর্ববোধ করছে। এতদিন মুণ্ডাজন্মের জন্য মুণ্ডা নিজেকে দোষ দিত, দুঃখ করত।'

—'আপনাকেও কি বীরসা ভজিয়ে ফেলল?'

—'ওর সঙ্গে, আমার মত দিনের পর দিন কথা বললে আপনিও হয়তো ভজে যেতেন।'

—'অথচ আপনি ম্যান অফ সায়েন্স?'

—'সেইজন্তেই তো ওকে পাগল বলতে পারছি না।'

—'তবে ওকে সাধারণ অপরাধীর মত বিচার করতে হবে। বীরসার ওপর মুণ্ডাদের বিশ্বাস ভাঙতেই হবে।'

—'সে আপনার বিচার্য। তবে—'

—'কি?'

—'বিচার করতে দেরি করবেন না। সম্ভব হলে মুণ্ডারী জানে, অথচ মুণ্ডাদের জানোয়ার মনে করে না এমন কোনো লোককে দিয়ে বিচার করাবেন।'

রজার্স বিদায় নিলেন। কমিশনার তখনই ঠিক করলেন। রজার্সকে অবিলম্বে বদলি করতে হবে।

কমিশনার খবর নিলেন জেল কর্মচারীদের মধ্যে কে ভালো মুণ্ডারী জানে। শুনলেন, মেডিকাল অ্যাসিস্টান্ট অমূল্যবাবু জানে। মেডিক্যাল স্কুলের ছেলে, তরুণ বাঙালী ডাক্তার অমূল্যবাবু।

তাকে নিয়ে বীরসার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন কমিশনার। বীরসার ঘরে চেয়ার নিয়ে বসলেন। বীরসা অমূল্যবাবুর দিকে চাইল। ওর ঠোঁটে ফুটে উঠল মৃদু হাসি।

কমিশনার বললেন, 'জিজ্ঞেস কর, কেন ও মুণ্ডাদের উত্তেজিত করছে।'

অমূল্যবাবু কিছু বলার আগেই বীরসা বলল, 'আমি মুণ্ডাদের উত্তেজিত করিনি।'

—'সে কি! তুমি ইংরাজী জান?'

—'আমার ফাইলে সে কথা লেখা নেই বুঝি?'

—'লেখা আছে সামান্যই জানো।'

—'ঠিকই লেখা আছে।'

—'তবে কেন ডাক্তারসাহেবকে বলেছ, না না, উনি নিজেই কেন বললেন, মুণ্ডারী জানে এমন বিচারক চাই।'

—'কেন বলবেন না?'

—'তুমি তো ইংরিজী বুঝবে।'

—'আমার একার বিচার হবে বুঝি?'

কমিশনার চুপ করে গেলেন। কতটুকু জানে বীরসা? কতটুকু জানে না? অন্য কথা পাড়লেন।

—'চালকাড়ে তুমি কি করছিলে?'

—'কি করছিলাম?'

—'মুণ্ডাদের খেপাচ্ছিলে।'

—'ধর্মের কথা বলছিলাম।'

—'তুমি ধর্মের কথা বলবার কে?'

—'আমি যে ওদের ভগবান।'

—'তুমি নিজেই জানো এ কথা সত্যি নয়।'

—'তবে কোন্ কথা সত্যি?'

—'তুমি ভগবান নও। তুমি ওদের ধর্মের কথা বলনি। ওদের বিদ্রোহের প্ররোচনা দিচ্ছিলে।'

—'আমি ভগবান। আমি ওদের ধর্মের কথা বলেছি।'

—'তাহলে এখানে বন্দী হয়ে আছ কেন?'

—'বন্দী হলে কি ভগবান হয় না কেউ?'

—'না।'

—'যিশু বন্দী হননি? তাঁর বিচার হয়নি? তিনি মৃত্যুদণ্ড পাননি?'

—'তুমি উন্মাদ, প্রতারক, মূর্খ।'

—'এ তো আমার কথার উত্তর হল না।'

—'উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।'

—'তবে আমরা কথা বলছি কেন?'

—'আমি প্রশ্ন করব, তুমি উত্তর দাও।'

—'আমি তো উত্তর দিতে বাধ্য নই।'

—'তুমি জঙ্গলে মুণ্ডাদের অধিকার নিয়ে, খাজনা বন্ধ করার ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন করেছ।'

—'আমি উত্তর দিতে বাধ্য নই।'

কমিশনার কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন,—'তোমার বিচার হবে। সকলের সামনে। সেখানেই প্রমাণ হয়ে যাবে। মুণ্ডারা জানবে তুমি প্রতারক।'

—'বেশ।'

—'তুমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাও উকিল পাবে।'

—'উকিল?'

—'হ্যাঁ, উকিল। ব্রিটিশ-বিচার অত্যন্ত ধর্ম ও ন্যায়সংগত। বাদী ও ফরিয়াদী, দু-পক্ষই উকিল পায়।'

—'আমি উকিল চাই না।'

—'কেন?'

—'উকিল দিলেও মুণ্ডাদের জেল হয়, আজীবন দেখেছি। উকিল না দিয়ে কি হয় দেখি। ফল তো একই হবে, তবে কেন উকিলকে আসতে দেব?'

কমিশনার বেরিয়ে গেলেন। অমূল্যবাবু মাথা নাড়ল, বেরিয়ে গেল।

কমিশনার বললেন, 'লুক আফটার হিম্, বাবু।'

—'ইয়েস সার।'

—'উদ্ধত, অসভ্য! আমি ওকে কাঠগড়ায় তুলব, দেখিয়ে দেব ও প্রতারক। দেখো যেন অসুস্থ না হয়।'

—'ইয়েস সার।'

—'কি বেপরোয়া সাহস! কি ঔদ্ধত্য!'

অমূল্যবাবু কিছু বলল না। পরে, রাতে ও আবার বীরসার ঘরে গেল।

—'কেন এসেছ?'

—'তোমাকে দেখতে।'

—'কেন?'

—'তুমি যাতে অসুস্থ না হও, তা দেখা আমার স্পেশাল ডিউটি। তাই এসেছি।'

অমূল্যবাবু বীরসার হাত ধরতে গেল। বীরসা নিচু গলায় বলল, 'আমাকে ছুঁয়ো না তুমি। তুমি দিকু।'

—'না বীরসা, না।'

—'তুমি দিকু।'

—'বীরসা আমি—'

—'কিসের জন্যে দিকু হলে বলতে পার? খাবে বলে, পরবে বলে, পালকি চড়বে, টমটম হাঁকাবে, রায়সাহেব হবে, বড়লোক হবে বলে?'

—'না—।'

—'আমার সঙ্গে তুমি আর কথা বলবে না। আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না। তুমি যারে জানতে সে বীরসা নাই। আমি যারে জানতাম সে অমূল্যও নাই।'

—'না বীরসা। তুমি তেমনিই আছ। তুমি যে একদিন মস্ত বড় হবে আমি তখনি জানতাম।'

—'একটা উপকার করতে পার।'

—'তোমার? বল বীরসা, কি উপকার?'

—'সরকার কি কি বেবস্থা নিয়াছে, আমাকে বলতে পার। আমি জানি, সরকার বেবস্থা নিবে, জানি পোয়ালে আগুন ধরেছে তা সরকার জানে। ধুঁয়া দেখে সরকার ডর খাবে।'

—'বলে যাব। দু চারদিন সময় নিব।'

—'তা নাও। এ এখন অনেকদিন চলল।'

—'শুনছি তাড়াতাড়ি বিচার হবে?'

—'না।'

বীরসা আস্তে বলল, মাথা নাড়ল, কম্বলটা টেনে কাত হয়ে শুয়ে এক হাতের কনুই মাটিতে ঠেকিয়ে চেটোর ওপর মাথা রাখল। ওর প্রতিটি ভঙ্গী, মাথা হেলানো, চাওয়া, আঙুল নাড়া, সব কিছুর মধ্যে অসম্ভব আত্মবিশ্বাস, স্থিরতা, ব্যক্তিত্ব, আর—আর—আর একটা জ্ঞান—ও জানে ও কত ক্ষমতা ধরে, সেই জ্ঞান।

অমূল্যবাবু মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, অভিভূত হয়ে পড়ছে। কেন অভিভূত হচ্ছে? এ ত বীরসা, বীরসা দাউদ! হতভাগা গরিব সুগানা মুণ্ডার ছেলেটা। পড়ব বলে চাইবাসা মিশনে গিয়েছিল। থাবায় থাবায় গরাসে গরাসে ভাত খেত, ইজের প্যান্ট কি ভাবে পরতে হয় জানত না, অমূল্যবাবু ওকে পাখিপড়া করে শেখাত।

কত পথ হেঁটেছে বীরসা মিশন ছাড়ার পর থেকে? কেমন করে ও মুণ্ডারীদের ভরসা দিচ্ছে, সূর্যটা ধরার জন্যে আকাশপানে তারাও লাফ মারতে পারে?

বীরসা আবার বলল, 'তাড়াতাড়ি বিচার হবে না। করে কখনো? করে না; করে নাই, করবে না।'

—'তুমি জান, বিচার করতে দেরি করবে? বীরসা, বীরসা, তুমি কি সত্যিই প্রফেট?'

বীরসা চোখের ওপর হাত চাপা দিল। বলল, 'মুণ্ডাদের, কোলদের, ওঁরাওদের, সর্দারদের বিচার তাড়াতাড়ি হয় কবে? হাজতে রেখে দেয়, প্রমাণ মিলে না, কেস তৈরি করতে দেরি হয়, কয়েদী হাল্লাক-পরেশান হয়, এ ত জানা কথা। জানি বলেই বললাম, আমার বিচার করতেও দেরি হবে। বললাম বল্লে যদি প্রফেট হই, তবে প্রফেট। কিন্তু……'

—'কি?'

'আমি মুণ্ডাদের ভবিষ্যৎ জানি, মনে রেখ। আমি জানি, আর কেউ জানে না।'

অমূল্যবাবু বুঝল না বীরসা কি বলতে চায়। যাদের বর্তমান নেই, আছে শুধু অতীত, তাদের ভবিষ্যৎ কেমন করে থাকতে পারে? অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ পরস্পরের ওপর নির্ভর করে থাকে না?

বীরসা বলল, 'আমাকে বলে যেও।'

বীরসাকে প্রথমবার ধরতে গিয়ে যখন পুলিস ফিরে আসে, তখন থেকেই অশান্তি আর বিক্ষোভ ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছিল। কুল কাঠে আগুন দিলে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে সে আগুন জ্বলে আর অনুকূল বাতাস পেলে যে কোন আগুন থেকে দাবানল জ্বলতে পারে।

সেই সময় থেকেই মুণ্ডাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে চলছিল জোর আলোচনা, বাতাস গরম ছিল খুব, খুব গরম, মীআর্স বা লাস্‌টি সে কথা সবটুকু জানতেন না।

যারা খেরোয়ার আর সর্দার লড়াই লড়েছে, সেই সব প্রবীণ মুণ্ডারা বলছিল, 'কোনদিন মুণ্ডারা সুবিচার পায় নাই, সুবিচার হয় নাই হে। দেখ, বীরসা ভগবান যত কথা বলেছে, তাহাতে বলে নাই এ কথা?'

—'কি কথা?'

—'রাজা, জমিদার, দিকু, রাজপুত, আহীর, ব্রাহ্মণ, গোঁসাই, সকলে সরকারের সাথে সামিল থাকে?'

—'হঁ্যা, এ কথা বলাছে ভগবান!'

—'মুণ্ডাদের লয়ে যত কথা হয়, সবেতে সরকার মদত দিয়া করে মিশনারী রাজা-জমিদারকে।'

—'হক কথা।'

—'মুণ্ডাদের খাজনা বাড়ে।'

—'হক কথা।'

—'আদালতও উয়াদের দলে হে। বহু আর্জি জানালে সাহেব আসে মুণ্ডা দেশে। এসে খানা-পিনা-শিকার করে চলা যায়।'

—'চলা যায়।'

—'বিচার করে দিকুয়া, বাবুয়া।'

—'বাবুয়া।'

—'তারা জমিদারের টালে ধান উঠে খাতে, সেই বিচার করে হে, সেই বিচার করে।'

—'সেই বিচার করে।'

—'দারোগা কি পট্টিতে আসে না? আসে। আসে মান্‌কিদের ভরসাতে আর পয়সা পিটতে।'

—'হক কথা।'

—'ভগবান বলাছে, এমন করে চলতে পারে না।'

—'পারে না।'

—'আঁধি উঠবে, সে আঁধি সরকারকে উড়ায়ে নিয়ে চলে যাবে, ভগবানের কথা।'

—'হক কথা।'

বীরসা জানত না, ওকে ধরতে গিয়ে প্রথমবার যখন পুলিস ফিরে আসে, তখন হতেই এই সব কথা হচ্ছিল পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে। "ভগবান বলাছে" বলে এই সব কথা বলছিল যারা, তারা বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ, প্রবীণ, ক্ষতবিক্ষত যোদ্ধা। বীরসা একেবারে জানত না বলা ঠিক হবে না। কিছু কিছু ওর কানেও এসেছিল, কিন্তু বনে ঝড় উঠলে সব গাছের পাতা একসঙ্গে মিশে বা'-বাতাসের মুখে ঘূর্ণিপাক খেয়ে উড়তে থাকে। সে ঘূর্ণি থেকে শাল-পিয়াসাল তফাত করা কঠিন। মুণ্ডাদের জীবনে যে আঁধি উঠেছে, সে আঁধির মুখে মুণ্ডা জীবনের বঞ্চনার লক্ষ হাজার কথা উড়ছিল।

কোনটা বীরসার কথা, কোনটা সর্দারদের, তা তফাত করা বড় কঠিন। আর, সময় বুঝে, প্রহর বুঝে, কথা দিয়ে আগুন জ্বালাবার কাজে সর্দাররা প্রবীণ ও অভিজ্ঞ। বীরসা তরুণ। আর, বলবার কথা বীরসার অনেক আছে। তার কেনে কথা বানাবার দরকার পড়েনি।

এ সব আগে ঘটে গেছে। তারপর বীরসা গ্রেপ্তার হয়। এখন অমূল্যবাবু খবর আনল, খুন্‌টি আর তামার থানায় বাড়তি কনস্টেব্‌ল মোতায়েন করা হয়েছে। জগমোহন সিং আর কোচাং-এর বাসিন্দাদের পাহারা দেবার জন্যে, কি ঘটছে না ঘটছে দেখার জন্যে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ ফোর্সের চল্লিশজন সেপাই চলে গেছে বন্দগাঁও।

রেন্তারেগু লাস্‌টিকে পাহারা দেবার জন্যে একটি সৈন্য ডিটাচমেণ্ট চলে গেছে মুরহু। রাঁচির ডেহটি-কমিশনার সেনাবাহিনীর একটি কম্পানী চেয়েছিলেন। তাঁর ভয়, বিক্ষুব্ধ মুণ্ডারা সিংভূমের অন্যত্র আগুন ছড়াবে।

রাঁচির কমিশনার সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন, 'চালকাড় ও অন্যান্য গ্রামে পাঁচ মাস ধরে স্পেশাল ফোর্স রাখলে পরে অশান্তি বাড়বে। গ্রামগুলো বড় ছাড়া-ছাড়া। গ্রামবাসীরা হত-দরিদ্র। স্পেশাল ফোর্সকে পোষা তাদের সাধ্যি নয়। আর, কোন-না-কোন ভাবে তাদের ওপর চাপ পড়লে সর্বনাশ হতে পারে।'

তবে, মুণ্ডাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ যে "বিদ্রোহ" তাতে কমিশনারের সন্দেহ নেই। মুণ্ডাদের জমায়েতী ও উত্তেজক আলোচনা উনি বন্ধ করতে চান। দশজন মুণ্ডা একত্র হলেই এক কথাই হবে। বীরসার ভক্তরা জমায়েতী ডাকতে চাইবে। তরাই পট্টির মানকি, সরুজুমড়ির ঠাকুর, আর চারপাশের জমিদারদের বলা হয়েছে কোন কোল বা মুণ্ডা জমায়েতীতে যায় না, তা দেখা তাদের কাজ। খরসোয়ানের ঠাকুর আর সিংভূমের ডেপুটি-কমিশনারকেও অনুরূপ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।

অমূল্যবাবু আরো বলল, 'বীরসা, যত কথা তোমাকে বললাম, তাতে আমার চাকরি চলে যেতে পারে। কিন্তু তোমাকে বলা আমার কর্তব্য।'

—'কেন ?'

—'জানি না। মনে হয়।'

—'আর কিছু জানলে ?'

—'ছোটলাটের কাছে খবর চলে গেছে সব।'

—'তাও জান ?'

—'হ্যাঁ। তুমি ত জান, ছোটলাট সব নয় ?'

—'তার উপরে আরো আছে ?'

—'হ্যাঁ। বড়লাট।'

—'বড়লাট সবার উপরে ?'

—'ভারতে সবার উপরে।'

—'সে কি বলে ?'

বড়লাট, সেকেণ্ড লর্ড এলগিনের কাছে ছোটলাট, লেফটেনান্ট গভর্নরের উদ্বেগ বড অবাস্তব. বড় অপ্রয়োজনীয়, বড় বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল।

বড় দূর সিমলা আর দিল্লী, বড দূর খুন্‌টি তামার রাঁচি থেকে। সিমলা ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। সেখানে লাটপ্রাসাদের বিশাল, ইন্দ্রপুরী সদৃশ বাড়িতে যত আলো জ্বলে, টেবিলে যত খাবার ও মদ সাজানো হয়, বাগানে ফুল ফোটাতে যত আয়োজন হয়, তার খরচে সব মুণ্ডাদের সব খুটকাট্টি গ্রাম ফিরে দেওয়া যায়। সেখানে বসে থাকলে অবাস্তব মনে হয় জঙ্গল—কালো, উলঙ্গ প্রায় মানুষ—তাদের খিদে—তাদের ঘাটোর থালা—তাদের লবণের স্বপ্ন—তাদের নিষ্প্রদীপ পাতার কুটীর। না। সেকেণ্ড লড এলগিন বুঝতে পারছিলেন না একটা বিশ বছরের অর্ধোন্মাদ মুণ্ডারী যুবককে নিয়ে এত কেন চিন্তিত হচ্ছেন ছোটলাট? কি বিদ্‌ঘুটে নাম! বীরসা মুণ্ডা! কোথায় থাকে এ রকম সব নামের মানুষ? কেন এইসব বর্বর, অসভ্য নাম সরকারী রিপোর্টে জায়গা পায়? কেন এ রকম ঘটে?

অমূল্যবাবুর কাছে সব শুনল বীরসা। ওর চোখের দৃষ্টি গাঢ় হয়ে এল, স্বপ্নগভীর।

বীরসা বলল, 'আর নয়। আর কথা বোল না আমার সঙ্গে।'

'কেন বীরসা, কেন?'

'তোমার পথ, তোমার জীবন—আমার পথ, আমার জীবন হতে আলাদা।'

'জানি।'

'তাড়াতাড়ি বিচার করব, এ কমিশনারের দম্ভের কথা।'

'কি জানি।'

বীরসা কি ভাবতে ভাবতে বলল, 'যা লিখেছি, সব ভুলে যেতে হবে। মুণ্ডার অধিক মুণ্ডা হতে হবে আমাকে। তোমার পথ আলাদা।'

অমূল্যবাবু বেরিয়ে গেল।

কমিশনার যা চেয়েছিলেন, তা হল না। আগস্টে বীরসাকে ধরে আনা হয়। কেস শুরু হতে অক্টোবর কাবার হয়ে এল। অবশেষে একদিন মুণ্ডাদের জানিয়ে দেওয়া হল, মুণ্ডাদের সামনে বীরসার বিচার হবে। প্রমাণ হয়ে যাবে বীরসা কত বড় প্রতারক। প্রমাণ হয়ে যাবে বীরসা ঈশ্বর ত নয়ই, এমন কি অসাধারণ মানুষও নয়। বীরসা এক অশিক্ষিত, সামান্য মুণ্ডা।

॥ ১৩ ॥

তামারের হেড কনেস্টবল আর কোচাং-এর বুড়া মুণ্ডা বীরসা আর বীরসাইতদের নামে নালিশ দাখিল করে। বন্দগাঁওয়ে বসে মীআর্স সেই অভিযোগের তদন্ত করলেন। তাঁর তদন্তের ভিত্তিতেই কেস দাঁড় করানো হল।

মীআর্স ডেপুটি কমিশনারকে জানালেন, বীরসার আন্দোলন আর সর্দারদের আন্দোলন এক এবং অভিন্ন। মুণ্ডা সরদার আর

বিক্ষোভকারীরা বীরসার আন্দোলনে সামিল হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হেড কনেস্টব্‌লকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে, তাতে কোচাং আর অন্যান্য জায়গার মুণ্ডাদের খুবই সমর্থন ছিল। সব মুণ্ডারাই বীরসার দলে ভিড়েছিল। কোচাং-এর বুড়া মুণ্ডা যায়নি। ফলে তাকে মেরে ফেলা হবে বলে শাসানি দেওয়া হয়েছে।

লিখতে লিখতে মীআর্স ভাবলেন, বুড়া মুণ্ডা বলেছে, 'ধানীটা আমার দিকে অপলক চেয়ে দেখে, আমার উপর নজর রাখে। ওরে সবাই ডরায় সাহেব। ওর কুচিলা বাণ বড় ভয়ানক।'

মীআর্স লিখলেন, 'দেওকী পাঁড়ে আর সাউ মুণ্ডারী বলছে, বীরসা মুণ্ডাদের খেপায়নি। শুধু বলেছে বোঙা-বুঙি পুজো না, ভাল হয়ে থাক। আমি মনে করি ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টাণ্ট, দুটো মিশনের লোকরা যা বলছেন তাই ঠিক। বীরসা এখানে ফিরে এলে সর্বনাশ হবে। এখন অবস্থা আয়ত্তে এসেছে বটে, কিন্তু সামান্যতম উশ্‌কানি পেলেই দলে দলে মুণ্ডা গিয়ে বীরসার সঙ্গে সামিল হবে।'

ডেপুটি কমিশনার রিপোর্টটি সত্যি বলে মেনে নিলেন। যে সব অপরাধের ভিত্তিতে বীরসার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জাহির করা হয়, সেই একই ভিত্তিতে বিচারের ব্যবস্থা করা হল। একবার ভাবলেন, বীরসা ও বীরসাইতরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে বলে জনসাধারণ অভিযোগ জানাচ্ছে—এই ভিত্তিতে বিচার করা হবে। তারপর ভাবলেন, না—সে কেস দাঁড় করানো যাবে না।

তবে বিচারের জায়গা রাঁচি থেকে খুনটিতে সরিয়ে আনা হল। বীরসার বিচার হবে খুনটিতে, মুণ্ডাদের সামনে। মুণ্ডারা বীরসার প্রবঞ্চনায় ভুলেছে। বীরসা ওদের ত্রাতা-পাতা-ঈশ্বর—এই মোহে মুণ্ডারা ভুলে আছে। এখন খুব সাধারণ লোকের মত ওর বিচার করে জনসাধারণকে দেখিয়ে দেওয়া যাবে বীরসা নগণ্য, সাধারণ, লোভী প্রবঞ্চক।

২৪শে বিচার হবে। ২৩শে রাতে কর্নেল গর্ডন দেখলেন, দূরে-দূরে, পাহাড়ের গা দিয়ে, কোল ঘেঁষে, নদীর তীর ধরে, বনের পথ দিয়ে সারি-সারি আলোর মিছিল আসছে। দেখে দারোগাকে জিগ্যেস করলেন, 'ও কি?'

—'হুজুর, মুণ্ডারা আসছে।'

—'মুণ্ডারা!'

—'হ্যাঁ হুজুর। কমিশনার সাহেব তো সেইরকমই বলেছিলেন। মুণ্ডারা আসুক, বীরসার বিচার দেখুক।'

—'এত মুণ্ডা।'

—'এখনো সবাই খবর পায়নি হুজুর। খবর পেলে এদিক-ওদিক একশো মাইল থেকে চলে আসবে।'

—'খবর পেল কি করে?'

—'আমরা এ কথা, হুকুম মত ক-টা গাঁয়ের মান্‌কিকে বলেছিলাম। ওদের তো আর টেলিগ্রাফ লাগে না হুজুর। পাহাড়ের উপরে উঠে আগুন লাগিয়ে দেয়, দেখে সবে জেনে যায়।'

—'আসতে হবে তা জানায় কেমন করে?'

—'ওদের সব জানা আছে। লেখাপড়া জানে না, জংলী তো! তা কখন তিনোটা পাঁজায় আগুন দেয়, কখন দুটায়, কখন চারটায়। দেখেই ওরা বুঝে নয় রাঁচি যাবে, না তামার, না রোগোতা।'

—'এত মুণ্ডা আসছে।'

—'এ আর কি দেখছেন হুজুর। কাল দেখবেন কত আসে। বীরসাকে দেখবে জানলে সবাই আসবে। যারা আসছে, তারা দু-পাশে গাছের ডাল ভাঙতে-ভাঙতে আসছে। নিমেষে অন্যরা জেনে যাবে পথের সুলুক।'

—'হাতিয়ার নিয়ে-টিয়ে আসছে না কি?'

—'হাতিয়ার তো ওদের সঙ্গের সাথী হুজুর। বনে যায়, বনের মধ্যে বাস করে, বলোয়া থাকে সঙ্গে। ওদের মেয়েরাও বলোয়া

চালায় হুজুর। ধানী মুণ্ডার বোন এখন চাইবাসায় ভিখ মাঙে। সেবার ওর নাতিকে সাপে কাটল এমন সাঁঝে। ওঝার ঘর দু-খানা জঙ্গল পেরিয়ে। তা ছেলেটাকে পিঠে বেঁধে বলোয়া হাতে চলে গেল বুড়ি। আমরা পারি না হুজুর। বাঘ-ভালুকের ডর আছে, জিন বলুন, পরী বলুন, কি নেই জঙ্গলে?'

কর্নেল গর্ডন প্রমাদ গণলেন। 'বড় বিপদ হল তো?'

—'না হুজুর। বীরসাকে দেখতে আসছে বই তো নয়।'

—'এখানে ওকে না আনলেই ভাল হত।'

—'আমরা সে-কথা বলেছিলাম হুজুর। এমনিতে ও-জাত মুখে রক্ত তুলে খাটবে, কথা বলবে না। আমরা ওদের সামনে ভাত খাব, ওরা ঘাটো খাবে। একটা ছোটছেলেও ভিখ মাঙবে না একমুঠো ভাত। কিন্তু খেপে গেলে—'

—'খেপে গেলে কি করবে?'

—'তখন মনিবকে কেটে ফেলতে ওদের বাধবে না। বন্দুক মারব, দুটা-তিনটার লাশ ফেলে দেব। তবু ওরা আগাতেই থাকবে। মুখে কথাটি বলবে না। খালি আগাবে আর আগাবে। সে দেখলে আমাদের ভয় ধরে যায় হুজুর।'

—'হাতিয়ার নিয়ে আসছে, যদি খেপে যায়?'

—'না হুজুর। ওদের জমি নিয়ে চাষবাস করেছি আমি। হেথা জীবন কেটে গেল, ওদের ধাত জানি আমি। মুণ্ডার মুখ পাথরপারা থাকে। যদি ফাঁসিতে চড়ে. তবু মুণ্ডা কাঁদে না। সে মুখ দেখলে আপনারা বুঝবেন না। আমরা ঠিক জেনে যাব মুণ্ডা কি ভাবছে। আমি জানি ওরা এখন ভগবানকে দেখতে আসছে। ভগবান গেরেফতার হয়েছে থেকে গোটা মুণ্ডা জাতটা অশুচ পালন করছে। অশুচ অবস্থায় ওরা কারুকে মারবে না। আমি জানি।'

—'তুমি ওদের বেশ বোঝ?'

—'হ্যাঁ হুজুর। থানায় জীবন কেটে গেল। বাপ হেথা কাজ

করে গিয়েছে, তা বাদে আমি ঢুকেছি কাজে। আমি ওদের জানব না? আগে ওরা আমাদের ছটে, দশেরায়, হোলিতে কত এসেছে। এই জগমোহন সিং, সুরজ সিং, এদের মতো লোকেরা ওদের ভিত-মাটি কেড়ে, বেঠবেগারী আদায় করে, সুদের টাকার জন্যে কথায়-কথায় ওদের ধানখেতে হাতি নামিয়ে দিয়ে, ওদের বিগড়ে দিল।'

—'পাজি বলেই বিগড়ে গেল।'

—'না হুজুর। তেমন ছিল না। থাকলে পরে কি, দেখুন না, ওরা হেথা কত-কত, ভদ্দরলোক কত কম এ অঞ্চলে। মুণ্ডারা পাজি হলে, মারদাঙ্গা করলে ভদ্দরলোক টিকত একটা?'

—'তবু সাবধানে থেকো।'

—'হ্যাঁ হুজুর।'

সকালে দেখা গেল খুনটি থানা-হাজত-আদালত ঘিরে বসে আছে শত শত মুণ্ডা। মেয়ে-বুড়ো-ছেলে-শিশু-কানা-খোঁড়া কেউ বাদ নেই।

তিরিশ জন মুণ্ডা পুরুষ এগিয়ে এল। পরনে সাদা ধুতি। হাতে কোনো অস্ত্র নেই, মাথা উঁচু, মুখের ভাব ব্যঞ্জনাহীন।

—'আর্জি আছে।'

কর্নেল গর্ডন, ডেপুটি কমিশনার, এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন। রুক্ষ গলায় বললেন, 'কিসের আর্জি?'

—'আমরা ধরতি-আবাকে দেখতে চাই।'

—'কে ধরতি-আবা?'

—'যাকে তোমরা ধরে রেখেছ।'

—'কেন দেখতে চাও?'

—'পূজা দিব, ফুল দিব, বহু, বহুকাল মোরা অশুচ হয়ে আছি হে। তারে দেখব।'

গর্ডন দেখলেন মেয়েদের হাতে পাতার ঠোঙায় ফুল। তখনি

তাঁর মনে হল একটা বিশাল দেওয়াল উঠে যাচ্ছে সামনে। কিছুতে তিনি সে দেওয়াল টপকে ওদের কাছে পৌঁছতে পারছেন না। এখনি দেওয়ালটা ভেঙে দেওয়া দরকার। মনে-মনে গাল দিলেন কমিশনারকে। বীরসার ওপর ওদের অন্ধ ভক্তি, অচল বিশ্বাস ভাঙতে হবে! কেমন করে ভাঙা যাবে?

তিনি হাত তুললেন।—'শোনো। এখন বিচার চলছে। কাছারি ভাঙলে ওকে যখন হাজতে আনা হবে, তখন ওকে দেখো।'

—'আমরা ভগবানকে দেখব।'

—'ভগবান নয়, তোমাদের মতই সাধারণ মানুষ বীরসা। ভগবান বলছ কেন? বল বীরসাকে দেখব।'

তিরিশ জন মুণ্ডা পেছন ফিরে চাইল। একশো জন মুণ্ডা ভিড় থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল। বলল, 'কি বললে সাহেব?'

—'বীরসা ভগবান নয়।'

—'বীরসা ভগবান নয়!'

—'না।'

ভরমি মুণ্ডাকে চিরদিন সবাই বিপদে-আপদে হাঁক দিতে ডাকে। ভরমির গলা বাজের মত। ভরমি হেঁকে বলল, 'আবার বল।'

—'বীরসা ভগবান নয়।'

—'কে বলে সে ভগবান নয়?'

—'তবে তার বিচার হচ্ছে কেন?'

—'সে মোদের গুরু ভগবান, সর্দার! তুমি কি জানবে সাহেব, সে কয়েদ হয়েছে হতে মোরা অশুচ হয়ে আছি। কেও তেল ছুঁই না, শিকার করি না, মেয়ে-পুরুষে হাত ধরি না। সে মোদের ভগবান। মোদের সাথে-সঙ্গে জীইবে-মরবে। কেমন করে বল ভগবান নয়? হা ধানী, তুই কথা বল্ না কেন? তুই বল্? তুই সবার চেয়ে বুড়া, তুই বল্।'

—'আমি আর কি বলব রে ভরমি, সাহেবের কথা কিছু বুঝি না

যে! আমি বোকা মুণ্ডাটা সাহেব, আমি শুধাই, যদি বিচার করবে তবে তোমরা সরকার, বিচার কর না কেন? কেন তারে তিন মাস হাজতে রেখে দিয়েছ?'

সাহেব চোখ কুঁচকে ওদের দিকে চাইলেন। তারপর দারোগাকে ডাকলেন। বললেন, 'ওদের বুঝিয়ে বল।'

—'কে বুঝাবে? ওই ভরত দারোগা? ও কি বুঝাবে আমাদের?'

জনতার মধ্যে চাপা কিন্তু বেপরোয়া, উদ্ধত, ব্যঙ্গের হাসি শোনা গেল। দারোগা গলা সাফ করে বলল, 'তোমরা ঘরে চলে যাও হে, নয়তো ঠাণ্ডা মেরে বস।'

—'তুমি বসগা!'

—'নয়তো ঘরে যাও। কাছারি ভাঙবে তিনটায়, তখন দেখা পাবে।'

—'কেন?'

—'বিচার হচ্ছে যে?'

—'বিচার এখন-এখন খতম কর। আমরা ভগবানকে দেখব। নয়তো মসিদাসকে জান, ও বড় রোখা ছেলে।'

—'মসিদাস, তুই ওদের বুঝা।'

মসিদাস বলল, 'আমি নিজে বুঝলাম না, আমি বুঝাব। দেখ দারোগা, ভগবানরে না দেখাও যদি, আমি সরে রয়ে থাকব না। মোকে তুমি জান।'

—'হেই! হেই! কাছে আগাস কেন? মারবি?'

—'মারব কেন? আমার হাতে কি আছে?'

—'কাছে আগাস কেন মাতাল হয়েছিস?'

—'মাতাল তোর বাপে হয়েছে! মুণ্ডা আমি, বীরসাইত হয়ে মদ খেয়ে ভগবান দেখতে এসেছি?'

—'ধানী, তুই মসিদাসরে ডাক্।'

—'ডাকব কেন? এখন বিচার কর্। বিচার করে মোদের ভগবানরে ফিরাযে দে। না হলে মোর গলাটা কাট। নে। কাট। মুণ্ডার গায়ে মারতে তো তোর হাত খুব উঠে।'

—'হুজুর! এরা কথে গেল যে!'

মসিদাস চেঁচিয়ে বলল, 'আরে, ওধারে চোরের মত চায় কে? জগমোহন সিংরে এনেছ কেন? সাক্ষী দিয়া করাবে? রাজসাক্ষী করাছ?'

ধানী মাটিতে থুথু ফেলে বলল, 'বাবু জগমোহন সিং! বাবুরে 'বাবু' না বললে বাবুর গরম কত হয়! তখন বাবু হাতি চেপে বসে আর এ—ই লম্বা হাতির সুঁড়পারা চাবুক নিয়ে মুণ্ডাদের কি মারে! 'বাবু' বল্, কি মসিদাস।'

মসিদাস সত্যি রোখা ছেলে। বলল, 'দিকুরে আমি 'বাবু' বলি না।'

পাএরা মুণ্ডা, ভরমি মুণ্ডা চেঁচিযে বলল, 'বিচার হবে না। বিচার বন্ধ কর।'

ভীষণ গোলমাল শুরু হয়ে গেল। মুণ্ডারা সবাই চেঁচাচ্ছে, কথা বলছে। ভরমি বলল, 'আমার সাথে-সঙ্গে চেঁচা তোরা। ভগবান জানুক মোরা এসেছি।'

ভরমি আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিযে উঠল, 'ভগবান!'

মুণ্ডারা চেঁচাল 'ভগবান।'

—'মোরা এসেছি ধরতি-আবা।'

—'মোরা এসেছি।'

—'তুমি হাজতী হতে মোরা অশুচ হয়ে আছি।'

—'অশুচ হয়ে আছি গো!'

—'তুমি এলে মোরা স্নান করব।'

—'তুমি এলে!'

গর্ডন ঘোড়া ছুটিযে কাছারি চলে গেলেন। বিচার বন্ধ হয়ে

গেল। একদল পুলিস কোড়া হাতে, হাতকড়া হাতে এগিয়ে এল। একজন পুলিস ঘোড়া নিয়ে রাঁচি চলে গেল।

পুলিসের হাতে হাতকড়া। এদিকে-ওদিকে চেয়ে পাত্রা ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'মোর হাতে কড়া দাও, আমি ভগবানের সঙ্গে জেহেলে থাকব।'

—'মোর হাতে কড়া দাও।'

—'জেহেলে থাকব। আমারে ধর।'

পুলিস হাতকড়া পরাতে লাগল। ধরা দেবার জন্যে কালো-কালো শরীরে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মাঝে-মাঝে কোড়ার শব্দ শোনা যেতে লাগল।

রাঁচি থেকে সৈন্য এল। বীরসাকে নিয়ে চলে গেল রাঁচিতে।

রাঁচিতে মুণ্ডারী-নবিশ ডেপুটিবাবু কালীকৃষ্ণ মুখার্জীর এজলাসে বিচার হল। যারা গ্রেপ্তার হল, সকলের। কালীকৃষ্ণ মুখার্জী সকলকে বেকসুর খালাস দিলেন। রায়ে লিখলেন, 'মুণ্ডাদের গণ্ডগোল বাধাবার কোনো অভিসন্ধি ছিল না। তাদের কথাবার্তা ডেপুটি কমিশনার বোঝেন নি। আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

কমিশনার, ডেপুটি কমিশনারকে বদলি করে দিলেন। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার যে অভিযোগ আনলেন, তা নাকচ করলেন না। কালীকৃষ্ণ মুখার্জীর রায়টি, স্বীয় ক্ষমতাবলে খারিজ করে দিলেন। আবার মুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করা হল।

নতুন ডেপুটি কমিশনারের এজলাসে বিচার হল। রায়ে বিচারক বললেন, সর্দার-আন্দোলনে ও বীরসার আন্দোলনে যোগ আছে। মুণ্ডা জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ, সে বিক্ষোভে প্ররোচনা জুগিয়েছে বীরসা। বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই দরকার ছিল। তাহলে তারা ভণ্ড ঈশ্বরবেশী, হৃদয়হীন প্ররোচক, এদের আর অনুসরণ করত না। বড় দুঃখের কথা, সে শাস্তি দেওয়া যাচ্ছে না। বীরসা প্ররোচক,

বিক্ষোভের স্রষ্টা। সে মুণ্ডাদের মনের ভেতর, ব্রিটিশ সরকারের ওপর অনাস্থা ঢুকিয়ে দিয়েছে। ফলে আজ হাটে-বাজারে মুণ্ডারা বলে বেড়ায় সরকার খতম হয়ে গেছে। এখন মুণ্ডাদের বিদ্রোহে প্ররোচনা দেবার জন্য সবচেয়ে বেশি যে দণ্ড আইনমত দেওয়া চলে, তাই দেওয়া হোক।

১৮৯৫ সালের ১৯শে নভেম্বর বীরসাকে দু-বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল। অন্য মুণ্ডাদের বিশ টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হল।

বীরসাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বলা হল। বীরসা মাথা নাড়ল।

রায় শুনে ভরমি বলল, 'এ কি হল ভগবান ?'

বীরসা বলল, 'দু-বছর সময় কি অনন্তকাল ভরমি ?'

—'সরকার জুলুম করবে খুব।'

—'করতে দাও। কবে করে নাই ?'

আবার মুণ্ডারা ক্রীশ্চান হতে গেল দলে দলে। ধানী বলল, 'হবে না কেন ? দু-বছর তো বাঁচুক। তা বাদে দেখা যাবে।'

তবু অনেকে গেল না। হফম্যান মাথা নাড়লেন। চার্চের দরজা সদাই খোলা থাকে। সাহেবদের ভগবান শরণাগতকে ফেরান না।

ব্যাপটিজ্‌মের পবিত্র জল ছেটাতে ছেটাতে পলুস প্রচারক বলল, 'কেন আসছিস বাপু সকল ? ফের তো যেয়ে ভগবানের চেলা হবি।' জান্‌কি মুণ্ডানী ধমক দিয়ে বলল, 'তোর তাতে কি রে পলুস ? তুই চাকর, জল ছিটাতে বলেছে, ছিটা। অত কথা কিসের ?'

—'জল ছিটাব কোথায় ? মাথা হুড়া করে গির্জা এসেছিস, গায়ে খড়ি উড়ছে।'

—'কোনো মুণ্ডার ঘরে তেল নাই।'

—'জঙ্গলে কুসুম বীজ নাই ?'

—'আছে। মোরা তেল বানাতে বিস্মরণ হয়ে গিয়াছি।'

পলুস মাথা নাড়ল। বলল, 'তোমরা বড় চালাক হে। বীরসা হাজতে তাই অশুচ হয়ে আছ।'

—'ধুর বেটা! তুই ছিটাচ্ছিস, জল ছিটা না?'

—'সালী আসে নাই?'

—'না।'

—'কেন?'

—'তোরে বলবে কেন আসেনি। যা, যেয়ে সুধা।'

—'নে, জল নে।'

॥ ১৪ ॥

সালীর কথা জানতে চেয়েছিল পলুস প্রচারক। সালী ক্রীশ্চান হতে যায়নি। এখন শীতকাল। জঙ্গলে পাতা ঝরছে তো ঝরছেই। সারাদিন ঝরঝর-সরসর শব্দ শোনা যায়। জঙ্গলে বুনোকুল পেকেছে। কুল, পাকা আমলকী করঞ্জা খেতে ভালুক আসে, হরিণ আসে। প্রাণ হাতে করে সালী কুল কুড়োচ্ছিল। এক ঝুড়ি কুল কুড়োলে দু-দিন খেয়ে বাঁচবে।

ভরত দারোগা একটু দূরে বসেছিল। সালীর ওপর নজর রেখে ও আজ ক'দিন ধরে সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে। সালীর ওপর নজর রাখলে ধানীর খোঁজ মিলতে পারে। রাঁচি থেকে পালিয়ে এসে ধানী সালীর ঘরেই উঠেছিল। জেল খাটছিল। কয়েদীদের দিয়ে পাথর কেটে রাস্তা বানাবার কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিল জেল দারোগা। ধানী সেখান থেকে পালায়।

ভরত বলল, 'ধানীকে ধরা করালে তোর বিশ-পঁচিশ টাকা মিলত রে। ভুল করে বসলি।'

সালী সোজা হয়ে দাঁড়াল। পেটে সন্তানের ভার, শরীর শ্রান্ত,

অবসন্ন। অবসন্ন গলায় বলল, কতবার বলেছি হে, কে, কি, কিছু জানি নাই। আমি কি জানি ও বীরসাত হয়াছে? বুড়াটা! জল চাইল, জল দিলাম। থালভরা! ছাগল-ঘিরা মাচানের উপর শুয়ে রইল। বিহানে পলাল। তা বাদে শুনি বুড়া ছিল বীরসাইতটা। জানলে তারে ঘরে ঢুকাই? পঁচিশ টাকা কি হে, এখন পঁচিশটা ঢেবু পয়সা পেলে আমি বাঁচি। ধানীরে দেখলে আমি ওর পা ভেঙে দিব। তা বাদে তোমারে খবর দিব।'

—'বীরসাইতদের উপর রাগ কেন রে, তোর মরদ ডোনকাটাও তো যেয়ে বীরসাইত হয়াছিল!'

—'হয় নাই আবার! ধান বিচে বীরসাইতদের খাওয়াছিল কত। কাপড় ফর্সা চাই, গায়ে হলুদ চাই, সে কত বাহানা। তা বাদে দেখ, মোর কোলে একটা পেটে একটা। তুই বুড়াটা জেহেলে গেলি। এখন আমার হাল কি বল? তোমরাও বা মানলে কই, মোর মরাই ভেঙে সমান করে দিলে! আমার কি দোষ্ বল?'

—'তারে সামাল করিস নাই কেন?'

—'করলে সে শুনত! মুণ্ডা পুরুষদের জিদ কত, জান না? বলে কি ভগবান তোরে সব দিবে। এই যে সব দিয়াছে ভগবান। ঝুড়িটা দিয়াছে, কুল টোকাই। বলোয়া দিয়াছে, ভালুক খেদা করি।'

—'কি শরীরটা কি হল তোর! তোর পারা রূপ কার আছে বল।'

—'কপাল পুড়া যে, শরীর থাকে?'

—'তাই তো বলি।'

—'কপাল পুড়া না হলে বাপ ডোনকারে মান্‌কি দেখে বিয়া করাল? সে ছিল বুড়া, আমি তার নাতিনটার মত, না কি বল?'

—'তোরে কি বিয়া করবে বলেছিল বীরসা?'

—'না গো না! সে শঙ্করা গাঁয়ের পরমী। ধুরাই মুণ্ডার বোন। ধুরাই খুব বীরসাইত হয়াছিল। বীরসা বলেছিল বোনেরে বিয়া

করবে। বিয়া অমন নামে-নামে। স্ত্রী-পুরুষ হবে না উরা। দুজনে ভগবানের কাজ করবে।'

—'আরে! পরমীটা তো ঘুরে কন্নুর সাথে।'

—'কোন কন্নুর কথা বল?'

—'বীরসার ভাই কন্নু নয় রে। এ সেই কন্নু পহান! কন্নু আর পরমী সর্বদাই সাথে-সঙ্গে ফিরে।'

—'কন্নুরে পরমীর সেই কবে মনে ধরছে। যখন এতটুকা, তখনি বলত আমি কন্নুরে আরান্দি করব।'

—'বীরসা সব জেনাশুনা সেই মেয়েরে চাইল?'

—'তুমি বুঝবে না গো! বীরসা বলাছিল ধ্রাই, তোর বোনরে আরান্দি করতে পারি যদি তোর বোন মোরে পুরুষ বলে না চায়। আমার কাজ করে।'

—'ওঃ, কি আমার শেঠ-মহাজন রে! ভিখারী মুণ্ডা। তার মুখে যত বড় বড় কথা!'

—'আমিও ত তাই বলি গো দারোগা! তুই ভিখারীটা, তুই মুণ্ডাটা, তোর মুখে বড় বড় কথা কেন?'

—'মেয়াটা কি বলল?'

—'বলে দিল, যা যা, আমি কন্নুরে বিনা কারেও চাই না। কন্নু আমার মনের মানুষ।"

—'বলল?'

ভরত দারোগা মাথা নাড়ল বারবার। বলল, 'তোরা ত ভাল কথা শুনবি না। দেখ, মুণ্ডাদের মরণ কিসে!'

—'কিসে? আমি বলি পরমী-কন্নু-বীরসার আরান্দির কথা। ই-তে মরণের কথা কোথা হতে পেলে?'

—'বাবা, গাছের ভিতর ফলের কথা। ফলের ভিতর গাছের কথা, মোরে বলতে দিবি ত?'

—'বল। দারোগা তুমি। ব্বাপো রে। কত ক্ষমতা তোমার। তোমার মুখের কথা শুনলেও লাভ আছে।'

—'শোন্—মুণ্ডাদের মরণ কিসে, পুরুষগুলা হট্টাকট্টা, নরম কথা বুঝে না বলে না। আজ বলে খাজনা দিব না, কাল বলে বেঠবেগারী দিব না পরশু বলে মহাজনকে মানি না, বাপুরে। অমন হাঁকডাক হাতির সাজে পিঁপড়ায় সাজে কি?'

সালী মাথা নাড়ল। এ ওর মনের মত কথা। বলল, 'মুণ্ডা মরদগুলা অমুনি বটে। কথা নয় ত সিঁয়াকুলের কাঁটা যেন।'

—'তা দেখ, পুরুষ হল শিবের অংশ। তারা রুঠাসুঠা হলেও হতে পারে। এই আমিই ত বউকে পিটাই কত। কিন্তু বউ একটা কথা বলে না। মুণ্ডা মেয়েগুলাও যেন কেমন। এই যে কথাটা বললি তুই? ই কি মেয়াছেলার কথা? এরে আরান্দি করব, এরে মনে ধরেছে, ওরে মনে ধরে নাই—লাজসরম নাই তোদের? কাপড় পরবি উঁচা করে, চলবি বেটাছেলের মত—মেয়েছেলা যখন মেয়েমরদ হয়, তখন জেতের মরণ।'

—'তা যা বলেছ।'

—'হা রে, তুই যে বনে বনে ফিরিস, তোর ছেলেটা কোথা থাকে? কার কাছে?'

—'মার কাছে রেখে আসি।'

—'দিন ভোর?'

—'কোথা থুব? সাথে লয়ে বনে বনে ঘুরব? মোরে ত কোন্‌দিন বাঘে খাবে। ওরেও মারব?'

—'ইস্‌স্‌স্। কি কষ্ট রে তোর। আহা, তোর ঘরে ছিল ধানের গোলা, দেখেছি ত আগে আগে।'

—'স—ব গিয়াছে।'

—'যাবে না? বীরসাইত হলি কেন?'

—'আমি?'

সালী রেগে আগুন হয়ে গেল। বলল, 'আমি হব বীরসাইত? আমার সোনার সংসারে আগুন লাগায়ে দিয়াছে বীরসা। আমার মরদটা বোকাটা—সে যেয়ে বীরসার নামে নেচে উঠল। কোথা হতে আকালের পোকপতঙের মত মুণ্ডা ধরে ধরে আনে। বলে, সালী! ই-রা সব বীরসাইত। লেঃ, ভাত রাঁধ্, সবে খাবে।'

—'বলিস কি?'

—'আর কি বলি! মোর ছিল ধানের গোলা। আকালে-অজন্মায় খরায় আমি মুণ্ডাদের ধান দিয়াছি কত! করম পরবে নাচতে যাব, ত সকল মেয়ে আমার ঘরে আসবে। আমি সকলেরে মাথায় দিব তেল-কাঁকই, হাতে দিব গালার চুড়ি। কোনদিন ঘাটো খাই নাই, বনের পথে হাঁটি নাই, ছিঁড়া বস্ত্র পরি নাই, রুক্ষ চুলে থাকি নাই।'

—'আর আজ?'

—'আজ সকল কষ্ট ওই বীরসা হতে। ওই বীরসা হতে মুণ্ডাদের যত কষ্ট।'

—'ভগবান তোদের! ধরতিআবা! তারে বীরসা বলিস?'

—'সুগানার ছেলা বীরসা ভগবান! তাহলে ত পিঁপড়াও হাতি, বুরুডিও রাঁচি শহর।'

সালী কুলের ঝুড়ি তুলে নিয়ে বুরুডির পথ ধরল। ভরত ভাবল, ভরা পোয়াতি—তবু হাঁটে কি দুলে দুলে, শরীরের গড়ন কি ভরা-ভরন্ত! সাধে কি থানায় সবাই বলে, মুণ্ডা মেয়েগুলো কালো আগুন! দেখলেও শরীরের রক্ত জ্বলে ওঠে। কিন্তু এমন বেয়াড়া বদজাত, মেয়েদের হাত ধরলে বলোয়া দিয়ে কাঁধ থেকে মাথা নামিয়ে দেবে।

ভরত পেছন পেছন যেতে যেতে বলল, 'অ সালী! একটা কথা শুন্।'

—'বল না গো!'

—'আজকের রাতটা তোর গোহালে থাকতে দিবি?'

—'কেন ?'

—'এত রাতে ফিরব ? ভয় লাগে।'

—'দিব।'

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ হাঁটল।

হঠাৎ হাত থেকে ঝুড়ি নামাল সালী। পেট খামচে ধরে বসে পড়ল।

—'কি হল রে সালী ?'

—'ও রে ব্বাপোরে! মা রে!'

—'হল কি ?'

সালী শুয়ে পড়ল কাত হয়ে। বলল, 'পেটে দরদ উঠল গো দারোগা, বুঝি কি হয়া পড়ে!'

—'বলিস কি ?'

—'তুমি যাও, তুমি যাও গো।'

—'তোরে ফেলে থুয়ে যাব ?'

—'ই সময়ে পুরুষ ছেলা কাছে রয় না, রইতে নাই। তোমার বউ নাই ঘরে ? তুমি জান না ?'

—'তুই একা যে!'

—'শোন দারোগা—হো—ই গ্রাম দেখা যায়। তুমি যেয়ে মানী পহানীরে ডাক। আর কেও যেন না শুনে, পহানীরে ডাক।'

—'তুই একা যে!'

—'পহানী ওষুধ জানে, আরাম করবে, ছেলা হলে খালাস করবে। আর এক কথা।'

—'কি ?'

—'বুরুডিতে থেক না। বুরুডিতে মানুষ নাই কেউ। বীরসার কারণে পুলিস এসে সব খেদা করাছে। যারা আছে, তারা জানোয়ার হয়া গিছে। পুলিসের নামে খ্যাপাখিপ্ত। রাতেভিতে গ্রাম লুঠে, পুলিস মারে। তুমি রইলে তোমারে ত মারবেই, মোরেও মারবে।'

—'বলিস কি? মারবে?'

—'হাঁ গো। দেখ, এখনো আকাশ রাঙা, আলো মরে নাই। লাতু গ্রামে চলে যাও। সেথা কোনো ভয়ভিত নাই।'

ছুটতে ছুটতে চলে গেল ভরত দারোগা।

ও চলে গেলে চুল, কাপড়, গা থেকে ধুলো ঝেড়ে উঠে বসল সালী। পেটকাপড় খুলে এক বোঝা তীরের ফলা নামাল মাটিতে। ধারালো ইস্পাতের, লোহার ফলা কুচিলার কালো বিষে ইস্পাতের সূচীমুখ মুণ্ডারী যুবতীর মত কালো। মুণ্ডারী যুবতীদের মতই লোভনীয়, মোহনীয়, উদ্ধত।

কুলের ঝুড়ি উপুড় করে ঢালল মাটিতে। তারপর ঝুড়িতে ফলাগুলো রেখে, ওপর দিয়ে কুল রাখল। তারপর কুল গেতে লাগল।

মানি পাহানী ছুটতে ছুটতে এল।

সালী বলল, 'এত দেরি করে? আমার বলে ব্যথা উঠেছিল, জানিস না?'

—'ব্যথা ত উঠল, ছেলা কোথা?'

—'ওই ঝুড়িতে।'

—'তুই কোথা যাস?'

—'আরো তীর আনি।'

—'আবার যাবি?'

—'যাব না? কালও ও ভরত আসবে। ওরে পেট দেখাতে হবে না? ও পাছু ছাড়বে?'

—'কেন পাছু ধরে আছে বল্ ত?'

—'কেন যাব! যারা পলায়ে গেছে, তাদের ভাত-জল দিবে মেয়েরা, রাখবে, তা ত জানে। ওর আশা, পাছে পাছে ফিরলে তারাদের সন্ধান পাবে।'

—'এই আঁধারে আরো যাবি?'

—'থানী বসে থাকবে।'

—'তবে যা।'

—'ভরত চলা গিছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'ডরায়েছে খুব।'

—'আমিও ভয় ধরায়ে দিয়াছি। বলাছি আকালে সব খেপা হয়া আছে। দারোগা দেখলে মারবে নিশ্চয়। মোরা কজনা মেয়াছেলা আছি। তোমারে ঘর দিয়াছি জানলে মোদের মারবে। তা ডর খেয়ে ছুটে পলাল।'

—'পলাক। লাতু গ্রামে কেও ওরে থাকতে দিবে না। আঁধারে পলাক ভাতুকাড়ু।'

—'পথে বাঘে খাবে।'

—'বাঘ দারোগা খায়? দারোগাদের সবাই ডরায়। বনের পশুর প্রাণে ডর নাই?'

—'হা তোর প্রাণে ডর নাই? এই আঁধারে আবার যাবি, আবার আসবি? বীরসার তরে তোর এত—'

—'চুপ কর্।'

—'তুই মোরে বল্ সালী। এই নিমাগিমা আঁধার, কেও কারো মুখ দেখে না, তুই মোরে বল্? আমি ত বুড়াটা, মরা গাছের গুঁড়ির মত শরীর, মোর পেটের কথা পেটে থাকে, কাকপক্ষী জানে না।'

—'কি কব?'

'বীরসারে শুধু ভগবান বলে এমন করিস? সি দলমলা ছেলা, তু দলমলা মেয়া—

—'চুপ কর্।'

—'সালী ধমক দিল। বলল, 'অমুন কথা কারো ভাবতে নাই মানী, মোরও ভাবতে নাই। ভাবলে পরে মহাপাপ।'

—'কিসে? ভগবানের সব ভাল। শুধা ই-গুলান্ আমি ভাল দেখি না।'

—'কি ?'

—'এই লাচ-গান-মৌয়া-তাড়ি-ফুলের সাজ-স্তি পুরুষে ভাব-ভালবাসা—সব নিষেধ করা দিল।'

—'পুরানা পথ না ছাড়লে তার পথ ধরবি কি করা? ই ফাগুনেও শাল ফুলের গন্ধে মন মৌয়া মেতে যেয়েছিল। বনে কত ফুল রে মানী! একটি তুলি নাই। চুলে পরি নাই। করমের দিনে লাচি নাই একা বনে।'

—'ই বড় কষ্ট। মোর পায়ে বল নাই। তবু লাচতে বল, লাচব খুব।'

—'তুমি বুড়ো তবে যুবা কে ?'

মানী হাসল, ঝুড়ি মাথায় তুলল। সগর্বে বলল, 'পহান যতদিন ছিল। তারে কাঠ কাটতে দিই নাই। এখনো কুড়াল দিয়ে একোটা গাছ ফালা করে ফেলে দিতে পারি। তোরা পারবি না।'

—'এখন যা মানী, আঁধার হয়।'

—'তুই যাবি না ?'

—'এই ত যাই।'

বাতাস চমকে, বাতাস বিঁধে যেমন তীর ছুটে যায়, তেমনি করে সহসা যেন উড়ে আঁধারের বুকে মিলিয়ে গেল সালী। অন্ধকার অরণ্যের আত্মার মত সহজে ছুটে চলল। এ জঙ্গল, এ পথ, সব ওর চেনা। নিজের শরীরের মত চেনা। জঙ্গলের বুকে নির্জন কুণ্ডীর জলে ও যখন স্নান করে, তখন স্নান করার আগে নিজের নগ্ন শরীরের ছায়া দেখে নেয় জলে। সেই নিথর প্রতিবিম্বের প্রতিটি রেখা ও ভাঁজে, উঁচু-নিচু রেখাগুলি ওর চেনা, আর তেমনি চেনা এ অরণ্য। পথ ছেড়ে জঙ্গলের গহীনে ঢুকল। পাহাড়ের ঢাল ধরে নামল। ঢালের নিচে নদী—এখন শুকনো বুক তার, শুধু ক্ষীণে বয় রুপোলি জল। নদীর কিনারে কিনারে পাহাড়ের ঢালে গুহা। গুহায় ঢুকে গেল ও কাঁটাঝোপের ঝাঁপ সারিয়ে।

—'কে এলি, সালী?'

—'হ্যাঁ খুব কষ্ট করে এসেছি। ভরত পাছু নিয়েছিল গো! ছাড়তে চায় না মোটে। কত ভুজুংভাজুং দিয়া তবে আসতে পারলাম। ঐ শালাকে আমি একদিন বলোয়া ভুঁকে দিব।'

—'ভুলায়ে ভালায়ে হেথা লয়ে আয়।'

—'না না। দারোগা মারলে গ্রাম-কে গ্রাম জ্বালায়ে দিবে।'

—'তাও ত সত্যি।'

—'তীরের ফলা?'

—'এই যে!'

—'দাও। বেঁধে রেখাছ?'

—'হ্যা।'

ধালীর হাতে বলোয়া সুন্দর চলে। বলোয়া আর চকমকি থাকলে ধালীর আর কিছু দরকার হয় না। বর্ষাকাল হলে ধালী জঙ্গলের ঝোপ কাটতে কাটতে ঢুকে যাবে। বলোয়া দিয়ে গাছের ডাল ছুঁচলো করে তাই ছুঁড়ে শুয়োর বা হরিণ গেঁথে ফেলবে। সেবার মুল্‌কি লড়াইয়ে জোতদারের ঘর-খামার-মরাই জ্বালিয়ে দিয়ে ও যখন জঙ্গলে পালায়, তখন বলোয়া দিয়ে ডালপালা কেটে গাছের মগডালের কাছাকাছি সুন্দর মাচা বেঁধে ফেলেছিল একটা। বেশ কিছুদিন ছিল সেখানে।

বলোয়া দিয়ে ডাল কেটে, তীরের ফলার আকারে কেটে ও সুন্দর ফলা বানিয়েছে। সালীকে দিল সেগুলো।

সালী বলল, 'আজ কি খেয়েছ?'

—খরা মারছিলাম একটা। খাবি? নিয়ে যাবি একটু?'

—'না। আমার উঠানেই মরে, ধরি ফাঁদ পেতে।'

—'ঘর যা।'

—'হ্যাঁ, যাই। ছেলেটা আছে।'

—'কাল লবণ আনিস।'

—'আনব।'

—'হাঁসুটা আনিস।'

—'আনব।'

—'আঁধার হয়ে গেল যে?'

—'ভগবানের নাম কেড়ে চলে যাব।'

অন্ধকারে মিশে ফিরে চলল সালী। এখন অন্ধকারে ভয় করে না। কোনো কিছুতে ভয় করে না। আগে করত। এখন শুধু মনে হয়, এও দিন দিন নয়. এখন যা ঘটছে, যেভাবে দিন কাটছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যি হয়ে থাকবে শুধু বাঁরমার কন্নে আসার দিনটা। বারনা এলে সব পালটে যাবে।

বহুদিন ধরে ওর মন যেন অন্ধকারে ডুবে থাকত। ছোটবেলা থেকে সালী শুনে এসেছে ও বড় সুন্দরী। ওর বিয়ে হবে, দেবতার মত জামাই আসবে। কিন্তু ডোনকার সঙ্গে আ[illegible] হয়ে মনে সুখ ছিল না। ডোনকার ততদিনে দুটো বউ মরে গেছে। একটা পট্টির মানকি ডোনকা। ডোনকার পট্টিতে এগারোটা গ্রাম।

গ্রামও তেমনি, জঙ্গুলে গ্রাম। কোনোটায় দশ ঘর লোকের বাস, কোনোটায় বিশ ঘর। যারা থাকে তাদের অবস্থাও তেমনি। ঘাটো জুটলে নুন জোটে না। তবু ডোনকার অবস্থা ওরই মধ্যে ভাল। বয়স ওর অনেক। তবে সব বলেকয়ে ও সালীকে ঘরে এনেছিল। সালীর বাবাকে বলেছিল, 'আমি কতদিন জীইব বল? সব তোমার মেয়ে পাবে।'

সালীর বাবা আর মা সেই থেকে এই গ্রামেই উঠে এল। বাবা মরেও গেল একদিন। সালীর মনে সুখ হল না; নতুন বিয়ের সুখ হল না কোনো। কিন্তু পেটে ভাত, পরনে কাপড়, মাথায় তেলের ভরসা বড় ভরসা। বুড়ো বরের দুঃখ ভুলে গেল সালী।

ক্রমে সে সুখও গেল। ডোনকা একদিন সাদা কাপড় পরে,

কপালে হলুদ মেখে ঘরে এল। সঙ্গে আরো চারটে মুণ্ডা। বলল, 'এদের ভাত রাঁধা কর্।'

—'কেন?'

—'এরা বীরসাইত। আমি বীরসাইত হয়াছি। বীরসাইতে-বীরসাইতে ভাই হয়। আমার ভাইরে আমি ভাত দিব।'

বীরসাইতদের খাওয়াতে, দান করতে, ধানের টাল ছোট হতে লাগল। যখন তখন মানুষ আসতে লাগল। কথাবার্তা ওদের গোপনে হয়। তাই সালী আর ছেলেকে ডোন্‌কা অন্য ঘরে পাঠিয়ে দিল থাকতে। সালীর মনে জ্বালা ধরল। একি সর্বনেশে বুদ্ধি ডোন্‌কার? পুজোপার্বণে ও মুণ্ডা প্রজাদের প্রণামী চাল-মুরগি ফেরত দিয়ে দিচ্ছে, চাষবাস তুলে দিচ্ছে? তখন ও গাল দিতে শুরু করল। নিজের বাপকে, ডোন্‌কাকে, ভাগ্যকে। শেষে ডোনকা একদিন পালাল। বলল, 'ভগবানের কাজে চললাম রে!'

বীরসার কাছে গিয়ে বসে রইল ডোন্‌কা। হরিণের পাল এসে সালীর কচু খেত। খেত-খামার তছনছ হয়ে গেল। রাগে জ্বলতে জ্বলতে সালী বীরসার কাছে গেল। মান্‌কির বউ! তাই চুলে তেল মেখে, খোঁপা বেঁধে, খোঁপায় ফুল গুঁজে ফর্সা কাপড় পরে গেল। মনের জ্বালা ওর চলনেবলনে ফুটে বেরোচ্ছিল।

বীরসা বলল, 'তুমি ডোন্‌কারে গাল দিও না। ও আমার কাজ করে।'

—'হা রে তোমার কাজ! সব উড়ায়ে পুড়ায়ে দিল। ছেলাটারে দেখে না, সব নাশ করে দিল যে! গাল দিব না?'

বীরসা নেমে এল উঠোনে। ওর মাথায় হাত রাখল। ওর চিবুক ধরে ওর মুখের দিকে চাইল। কি যেন মন্ত্র বলে চলল আস্তে। ওর চোখে গভীর বেদনা। ওর আঙুলে যেন মন্ত্র ছিল। সালী বুঝতে পারল ওর ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, উত্তপ্ত মন জুড়িয়ে বর্ষার পুবে বাতাস বহে যাচ্ছে।

সালী বলল, 'কি দেখ?'

—'তোমারে।'

—'আমারে?'

—'হ্যাঁ।'

বীরসা বলেছিল, 'ডোন্‌কা হতে আমার অনেক কাজ হবে। তুমি হতে আরো বেশি কাজ হবে।'

—'আমি হতে!'

—'হ্যাঁ।'

—'আমি কে, বল?'

—তুমি সালী।'

—'মেয়েছেলে হতে লড়াইয়ের কাজ হয়?'

—'হয়। আমি তোমায় বলে দিব।'

সালী আশ্চর্য হয়ে মাথা নীচু করে ঘরে ফিরে এসেছিল। ডোন্‌কাকে বলেছিল, 'তুই তো মান্‌কি আছিস। আর কি পাবি বলে ওর কাছে গিয়াছিস?'

ডোন্‌কা বিষণ্ণ হেসে বলেছিল, 'ওরে দেখলে, ওর কথা শুনলে আমার বুকে জানি বান ছুটে সালী, পাহাড় ভাঙে। ওর কাছে যেয়ে তবে আমি জানলাম মুণ্ডা নামে গরব করা।'

সালী তখন বুঝেছিল ডোনকা কেন বীরসার ভক্ত হয়েছে। মুণ্ডা মানে জংলীটা, অসভ্যটা। মুণ্ডাদের জীবন দিকুদের জন্যে। দিকুদের গোলায় ধান-সরষে-আখ উঠবে, দিকুরা এসে জঙ্গল-হাসিল জমি দখল করবে, বোঙা-বুরুর থান—বলির জায়গা পহনাই—খুটকাটি গ্রামের সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে সেখানে দিকুরা তাদের দেবদেবীর থান বসাবে, মুণ্ডাদের জীবন সে জন্যেই। মুণ্ডা কেমন করে মুণ্ডা বলে গর্ব করবে? কেমন করে আত্মবিশ্বাস অটুট রাখবে?

না, বীরসা কোনো মুণ্ডাকে খাটোর বদলে ভাত, বেঠ-বেগারীর

বদলে স্বাধীনতা, জেলকাছারি থেকে অব্যাহতি, চাষের জমি—বসতবাড়ি—অরণ্যে অধিকার দিতে পারেনি।

কিন্তু ডোন্‌কার বুকে সাহস, গর্ব দিতে পেরেছে।

সালী নিশ্বাস ফেলল। বলল, 'আমিও কাপড় হলুদ রঙ করে নিব কুসুম ফুলে। স্ত্রী-পুরুষে যেমন থাকে, থাকব না। আমিও যেয়ে চালকাড় হতে শুনে আসব ওর কথা।'

—'যাবি?'

—'নয় তো তুই একা যাবি? বুড়াটা, রাতকানাটা, রাতেভিতে দেখিস তুই?'

সবই করেছিল সালী। বীরসার জন্যে অনেক কাজ করে বীরসার চোখে প্রশংসা দেখবার জন্যে ও সব করেছিল। তারপর, ধানী যখন তীরের ফলা বিঁধেছে, তখন বীরসা ধরা পড়ল। ডোন্‌কাও জেলে গেল।

সালী দেখল গ্রামে-গ্রামে পুলিসের তাণ্ডব। দেশে আকাল। দুরন্ত খরায় জঙ্গল অবধি নিষ্পত্র হয়ে গেল। মুণ্ডারা আবার ক্রীশ্চান হতে চলে গেল দলে দলে।

দেখল এখন বীরসার শত্রুরা বলছে, 'বীরসার পাপে সব জ্বলেপুড়ে গেল হে মুণ্ডারা।'

মুণ্ডারা বলছে, 'তবে?'

—'তবে আর কি! সকল বোঙাবুঙি ছেড়ে একা বীরসাকে ভগবান বলে পুজলে দেবতা রেগে যাবে না?'

—'তবে?'

—'যেয়ে পুজো দে গা। জল নাই। চাষ নাই, কোন বোঙার শাপে হচ্ছে সব, পহান বলে দিবে।'

—'তা বাদে?'

—'সেই বোঙারে তুষগা, যা।'

আবার সিংবোঙার থানে মুরগি বলি পড়ল। আবার পহান

রক্তভরা সরা নিয়ে অন্ধকারে ছুটে গিয়ে শুকনো কুয়োয়, নদীর মরা খাতে ঢেলে দিল। আবার সুখি ডাইনি এসে তুক-তাক-মন্ত্র-তন্ত্র শুরু করল।

দেখে ভারি কান্না পেল সালীর। এমন কান্না পেয়েছিল যখন বাবা ডোন্‌কার সঙ্গে ওর বিয়ে দেয়। মনে হয়েছিল বুঝি মরে গেল ও।

জঙ্গল জ্বলে গেছে। হরিণ গ্রামে এসে টাল ভেঙে ধান খেয়ে যায়। ঘরের ভেতর কাঠের খুঁটি দিয়ে আরেকটা জায়গা ঘেরা। সেখানে মা ওর কচি ছেলেটাকে নিয়ে শুয়ে থাকে। সালী ঘরের বাইরে বলোয়া হাতে চেপে ঘুমোয়। খচমচ টাল ভাঙার শব্দ পেলেই বলোয়া ছুঁড়বে, নয় সড়কি বিঁধবে।

একদিন রাতে পায়ের শব্দ হল। সালী বুঝল বাইরে কোনো মানুষ এসেছে। ও সড়কিটা বাগিয়ে ধরল। নিচু গলায় বলল, 'কে?'

'ধানী রে, ধানী মুণ্ডা!'

সালী দরজা খুলল। ধানী ঢুকল। বলল, 'জেহেল হতে পলায়েছি।'

—'তুই একা?'

—'হ্যাঁ।'

—'হেথা এলি?'

—'যাব কোথা?'

—'তোর পিছে পুলিস আসবে।'

—'একদিন তো সময় দিবে।'

পরদিন রাত হলে, সালী ধানীকে গুহায় নিয়ে গেল। বলল, 'কেউ সুলুক জানে না। দিনেমানে সাফা করে রেখে গিয়াছি। ঝাঁপ ফেলায়ে দিয়াছি সামনে। হেথা থাক তুই। পরে আসব। না এলে জানবি গ্রামে পুলিস এসেছে বলে আসি নাই। ভুখ লাগলে এই মকাইয়ের ছাতু থাম, চকমকি, জলের মটকি রইল।'

সেই থেকে ধানী এখানে। ধানীকে এখানে পৌঁছে দিয়ে তবে সালীর মনে হল, না, সব ঠিক আছে। ধানী বলেছে বীরসা দু-বছর বাদে ফিরবে। যতদিন না ফেরে ততদিন মুণ্ডাদের জানাতে হবে সব ঠিক আছে।

বুকে সাহস নিয়ে ফিরে গেল সালী। আবার জীবন স্বাভাবিক মনে হল। মনে হল সব ঠিক আছে। পুলিস ধানীর খোঁজে এসে ওর ধান মরাই ভেঙে দিয়ে গেল। সালী মাকে বলল, 'কাঁদিস কেন? জন্মে ধানের মরাই কবে তোর উঠানে ছিল? আমারে বুড়ার ঘরে দিয়ে তবে না মরাই দেখলি?'

—'কি খাবি এখন?'

—'আগে যা খেতাম।'

সালী জঙ্গলে ঘুরতে শুরু করল। জঙ্গলে ফল হয়, কন্দ হয়, খরা-শজারু মারা চলে। জঙ্গলে মেয়েরা দল বেঁধে যায়, ছড়িয়ে পড়ে। কথা বলে-বলে, মন জেনে-জেনে সালী বুঝল—না, সবাই বীরসার নামে কাঁপে না।

মানি পাহানী ওকে বুদ্ধি দিল। বলল, 'যে হাটে দিকু আসে। সে বড় হাটে যাব না। ছোট ছোট জঙ্গলের ভিতর-ভিতর গ্রামে তীর নিব, উপরে কচু-কলা-শাক রাখব। আমার ঝুড়ি করে বেচব, তার ঝুড়ি আমি নিব। সে যেয়ে রাতেভিতে মানুষের বাড়ির দেওয়ালে তীর বিন্ধে চলে আসবে। আমার কথা শুন্।'

সালী মানির কথা শুনল। সবাই দেখল সালী, ডোন্‌কা মান্‌কির বউ, পেটে ছেলে নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। বড় অকাল, বড় খরা, জঙ্গলে ছাড়া মুণ্ডার গতি কি? দিকুরা আর ধান-টাকা ধার দেয় না। বলে, দিকুদের তো তোরা তাড়াবি। তবে দিকু তোদের দেখবে কেন?'

বড় আকাল, বড় দুর্দিন। বীরসা জেলে গেল। সেই থেকে পরপর দু-বছর বৃষ্টি নেই।

বৃষ্টি নেই। সৃষ্টি জ্বলে খাক হয়ে গেল। দ্বিতীয় বছরের বাতাসে জল ছিল না, মাটি টাটা-কাটা। শীতেও রাতে শিশির হয় না। সকালে দেখা যায় জঙ্গলে গাছের পাতা শুকনো, ঝিমন্ত। নদীর বালি আঁচড়ে গর্ত করে রাখে মেয়েরা। সারা রাতে সে গর্তে এক আঁজলা জলও ওঠে না। ১৮৯৭ সালে ছোটনাগপুরে ভাদোই ফসল জ্বলে গেল, রবিশস্যও উঠল না।

১৮৯৭ সালের নভেম্বরে বীরসা মুক্তি পেল।

সঙ্গে সঙ্গে সে খবর ছড়িয়ে গেল বাতাসের আগে। আবার মুণ্ডা গ্রামে গ্রামে মাদল বাজল। মেয়েপুরুষে নাচল, গান গাইল। যারা ক্রীশ্চান হয়েছিল তারা পলুস প্রচারককে বলে দিল, 'আর তোর গীর্জা যাব না, যা তুই। ভগবান এসে গিয়াছে।'

—'মিশনের সাহেবরা তোরাদের খাওয়ায় নাই এ আকালে?'

—'খাওয়ালে কি হয়াছে?'

—'তোরা আমারে বিপদে ফেলালি।'

—'বিপদে তুই নিজেরে ফেলাছিস যখন ভগবানরে ধরা করাতে গিয়াছিলি।'

—'এই দেখ, আবার সে কথা তুলে।'

—'যা, চলে যা তোর গীর্জায়।'

রাঁচি থেকে চালকাড় আসতে আসতে বীরসা দেখল সব জ্বলে খাক্ হয়ে গেছে। নিশ্বাস ফেলল ও। মুণ্ডাদের অনাহার, উপবাস, দারিদ্র্য সব যেন ওর মনে পাষাণ হয়ে চেপে বসল। ভগবান সে, মুণ্ডাদের ভগবান। কমিশনারকে কথা দিয়েছে আর ও মুণ্ডাদের খেপাবে না। বীরসা বুঝল কথা ও রাখতে পারবে না। এখন মনের

কোথায় যেন প্রতিধ্বনিতে শুকনো, রুক্ষ বাতাসের প্রতিধ্বনিতে ফিরে এল মার কাছে শোনা প্রাচীন গৌরবের কথা। চুটিয়া জগন্নাথপুর, নওরতনে মুণ্ডারা মন্দির গড়েছিল। সে মন্দিরের পাথরের বেদীর নিচে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সিংবোঙার সঙ্গে কথা বলা চলত। ঈশ্বর আর মুণ্ডারা সেদিন বড় কাছাকাছি ছিল। তারপর, মা বলত, 'তারপর স—ব নিয়ে নিল দিকুরা। মুণ্ডারা বেদখল হয়ে গেল।'

চালকাড় পৌঁছে গেল ওরা।

ডিসেম্বরের সাত তারিখে স্বয়ং কমিশনার ওকে চালকাড়ে এসে হুমকি দিয়ে গেলেন। বললেন, 'সরকারকে কথা দিয়েছ। কথা ভাঙলে গুরুতর শাস্তি পাবে।'

বীরসা বলল, 'মনে আছে।'

কমিশনার চলে গেলেন দুপুরে। সন্ধ্যায় বীরসার উঠোন ভরে গেল। সোমা, ধানী, গয়া, সুরাই, ভরতো, মুণ্ডা সর্দাররা এসেছে। এসেছে মুণ্ডা মরদেরা।

উঠোনে জ্বলন্ত মশাল পুঁতে দিয়ে গেল একজন। মশালের ধক্‌ধক্ আলো। বীরসার মুখ গম্ভীর। বলল, 'একে একে কথা বল। সোমা, তুমি বল।'

—'তুমি জেহেলে। এদিকে শ্রাবণ-ভাদ্র আসতে শুনলাম সরকার আকালের জন্য বেবস্থা করাছে। খয়রাত, গ্রামে গ্রামে কর্জ ধান-চাল, সব দিবে। আমরা হাঁ করে চেয়ে থাকলাম। বাদে শুনলাম সরকার সব বেবস্থা করাছে, সবাই সব পেয়ে গিয়েছে, রিপোর্ট চলে গেছে সদরে। কিন্তু ভগবান! আমরা একোজনও এক খুঁচি চাল পাই নাই। আর আমি কি বলব?'

—'গয়া, তুমি বল।'

—'আমি থানায় যেয়ে বললাম, খুনটি, সিসল, বাসিয়া থানায় একশোর বেশি মানুষ উপোসে মরল তা রিপোর্ট করে লেখ আকাল

এসেছে। তারা লিখে দিল চল্লিশ জন মরাছে। চল্লিশ জন মরলে তারে আকাল বলে না।'

—'ভয়তো কি বল?'

—'হাঁ, মিশনের সাহেবরা লঙ্গরখানা খুলে দিয়াছে। মানুষ খাওয়াছে কতক। কিন্তু জমিদাররা, ভগবান! সাহেব বলতেও না দিছে কর্জ, না বলেছে টালে কত ধান আছে। যত ধানচাল ছিল সব নিয়ে গুম করে ফেলাল। তা বাদে এক দিকু মামলা ঠুকে দিল রকুয়া আর ডুখার নামে। ওরা ওর জঙ্গল হতে বাঁশের কোঁড় ভাঙছিল।

—'আইনের কথা কে জানে?'

—ধানী এগিয়ে এল, 'আমি জানি।'

—'তুমি! জেহেল থেকে পলালে কেন?'

—'ভাত দিল না কেন? ঘরেও ঘাটো খাব, জেহেলেও ঘাটো? তা বাদে ওয়াডার আমারে শিয়াল বলল কেন?'

—'অন্যায় করেছিলে।'

—'আর করব না।'

—'আইনের কথা তুমি কি জান?'

—'সব জেনে নিয়াছি। একে একে বলি?'

—'বল!'

—'খাজনা বাড়াতে আইন হল, খাজনা কমাতে আইন হল। একই আইনে বলে দিল খাজনা বাড়াবে, আবার যখন দেখবে রায়তের ক্ষমতা নেই, তখন খাজনা মাফ করবে। খাজনা বাড়াল জমিদারের মুখ চেয়ে। জমিদার বুঝাল এখন দিনকাল মাহাঙ্গা খুব। খাজনা না বাড়ালে জমিদার মরি যায়। আইনে বলে দিল যে রায়ত বেশি খাজনা দিতে পারবে না, সে বেগারী দিবে। যার সঙ্গে বেগারীর কথা, সে বেগারী দিতে অপারক হলে টাকা দিলে রেহাই পাবে।'

—'কাজে কি হল ?'

—'তখন সোমারা পাঁচজন যেয়ে জেকবকে চিঠি লিখা করাল। জেকব এসেছিল রাঁচি। কেন, তুমি শুন নাই ?'

—'শুনেছি জেকব অনেক লিখালিখি করল সরকারকে। নিজ খরচে মুণ্ডাদের দিয়ে কেস দায়ের করাল আদালতে। যাতে আপত্তিগুলা রেকর্ড হয়, এ আইন পাস হলে মুণ্ডার সুবিধা এক আনা। জমিদারের সুবিধে পনেরো আনা। তোমরাও তো তা বুঝ হে! মুণ্ডা থাকে জঙ্গলে। বলল, সরকার, খাজনা ধরা করাছ, এ খাজনা মকুব কর। আমার সাধ্য নাই। মুণ্ডা যদি মুণ্ডারীতে চেঁচায়, সরকার জানবে ?'

—'না। শুনবে না। সরকার কানে কালা।'

—'তবে ?'

—'মামলা দায়ের করে সরকারকে বুঝাতে হবে।'

—'হ্যাঁ। মামলা দায়ের করবার সাধ্য মুণ্ডার নাই, কোনো দিন হবে না। তখন জেকব এ সকল কথাই সরকারকে জানাল। কিছুই হয় নাই। আইন পাস হয়ে গেল। তা বাদে কি হল, বলি—এই! মশাল দাও একটা নতুন।'

নতুন মশাল জ্বলে উঠল।

বীরসা বলতে লাগল, 'কমিশনার স্ট্রিট্ফিল্ড জেকবের সকল আপত্তি ফাইল করায়ে দিল। বলল, বীরসা! আমি সব রেকর্ড করছি। এ আইন আবার নতুন করে হবে। কিন্তু কলকাতা হতে জন উডবান, ছোট লাট চলে এল রাঁচি। বলে দিল বীরসা মুণ্ডা যে হাঙ্গামা করাছে তাতে মুণ্ডাচাষী খেপে আছে। এখন ওদের সুবিধা হয় এমন কোনো কথা আইনে ঢুকাবে না।'

গয়া মুণ্ডা বলল, 'তাতেই দেখ! জমিদার এখন বেঠ-বেগারী নিচ্ছে, খাজনাও নিচ্ছে। কে দিবে খাজনা ? কার ঘরে দুটো রূপার টাকা মজুত আছে ? আজ দু-বছর তুমি জেহেলে। তুমি ধরতি-আবা,

তুমি জেহেলে। ধরতি ফসল দিতে পারে? দু-বছর ধরতি জলে খাক হয়ে রাতেদিনে শাঁস কেলাচ্ছে কি! জঙ্গল জলে গেল, নদীতে জল হয় না। জমিদার বলে, তোদের তরে সরকার আইন করাছে যা, মামলা করগা যা। তাতেই মোরা চোর হলাম।'

—'চোর হলে?'

—হ্যাঁ ভগবান! তুমি জেহেলে। এদিকে দু-বছর ফসল নাই, খয়রাতি নাই, ধারকর্জ নাই, খাজনা বেড়ে গিয়াছে, বেঠ-বেগারীর হাঁকোড় খুব বেশি হয়াছে তা হতে ধানী বলল, চল্ ধান লুটিগা। জমিদারের ঘরে ধান রইতে মোরা শুকায়ে মরব? তা হতে ধান চুরি করি মোরা। সেই হতে তো সরকার পিটুনি খাজনা জারি করছে। যে গ্রামে ধান চুরি হবে, সে গ্রামে খাজনা হবে। তা মোরা এখন আগে হতে বলে রাখি টাল ভাঙি, চাল নিই, রাতেভিতে জঙ্গলে পলাই। মুণ্ডাদের জানায়ে যাই, কেও পিটুনী দিতে গ্রামে রয় না। জঙ্গলে পলায়।

ধানী বলল, 'আবার ঘরে ফিরি। আবার পলাই। এখন মুণ্ডারা জেনে গিয়েছে তুমি বিনা তাদের গতি নাই।'

বীরসা বলল, 'বোর্তোদিতে সালীর ঘরে সবারে ডাক। সেথা যেয়ে সব ঠিক করব।'

—'করবে?'

—'হ্যাঁ।'

সবাই চলে গেল একে একে। তবু বীরসার ঘুম আসে না। খাটিয়ায় শুয়ে সে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। ভগবান সে! ভগবানই তো! ভগবান না হলে সে ডাক দিলে সব মুণ্ডা এল কেন? ভগবান আসে, যখন একটা যুগ অস্ত হয়। এও তো যুগ অস্ত হবার সকল লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। 'সেঙেল-দা' হয়ে, আগুনে মুণ্ডাদের দেশ

জলে গেছে। মাঝখানে জালের মত বিছিয়ে আছে দিকুদের জগৎ। এখনই তো ভগবানের দরকার ছিল।

কিন্তু নিজের ভেতর থেকে বীরসা যে নির্দেশ পায়, সে নির্দেশ এখনো কেন পাচ্ছে না? শরীরটা কারগারে থেকে অশুচি হয়ে গেছে বলে?

ধীরে ওর পায়ের ওপর দিয়ে গা অবধি যেন রজাই বিছিয়ে দিল।

—'কে মা?'

—'হ্যাঁ রে! ঘুমাস নাই?'

—'না মা! এ রজাই কোথায় পেলে?'

—'তোর তরে বানায়েছি বাপ। তুষ ভরে দিয়াছি, তুলো পাব কোথা? কাপড় আনল তোর দি'দি। মোরা মা-মেয়েতে সিঁয়ালাম।'

—'এমন রজাই তুই কচিবেলা দিস নাই।'

—'কচি বেলা সব তুষের ভিতর ঢুকে ঘুমাতি।'

—'ওম হত কেমন!'

—'রজাই দিতে পারি নাই, আদর করতে পারি নাই, পরবে মাথায় গুঁজবি, তা নতুন কাঁকই দিতে পারি নাই।'

—'দাদা কাঁদত খুব?'

—'কাঁদত, বায়না করত। তুই আমায় কোন দুঃখ দিস নাই বাপ এখন এত দুঃখ দিবি বলে?'

—'কেন এত দুঃখ মা?'

—'হ্যাঁ রে বীরসা! জগতের দুঃখ বুঝিস, যে মা তোরে ধরতি ধরাল তার দুঃখ বুঝিস না? তুই ভগবান হয়াছিস ভাল। কিন্তু এখন যে বাপ, তুই যে পথে চলেছিস, সে পথে গেলে সরকার তোরে মারবে।'

—'সরকার রইবে না মা।'

—'রইবে না।'

—'না মা। আবার আমাদের দেশ আমাদের হবে। স—ব পেয়ে যাবি তুই। সকল মুণ্ডা দেশ জিনে নিয়ে তোরে এনে দেব। তুই দুঃখ করিস কেন?'

কর্‌মি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'কাল হতে তুই আবার সকলের হয়া যাবি। মোরে তোর কাছকে যেতে দিবে না কেউ। আজ আমার কাছকে ঘুমা টুখানি। তোরে একবার বুকে ধরি।'

বৃদ্ধা জরতী কর্‌মি পৃথিবী-দেবতাকে বুকে জাপটে শুয়ে রইল। বাইরে শীত, উত্তুরে বাতাস। কর্‌মির বোবা কান্নার মত জঙ্গলটা বিলাপ করতে লাগল বাতাসের দাপটে।

ভগবান আসবে, তার ঘরে আসবে। সালী, মানি পাহানী আর অন্য মেয়েদের নিয়ে উঠোন ঝেঁটিয়ে নিকিয়ে ঝকঝকে করল। ডোনকা ও অন্য বীরসাইত পুরুষরা উঠোনের এক কোণে নতুন ঘর বাঁধল, ভগবান থাকবে। জঙ্গলের গহীনে বোর্তোদির কুণ্ডী। সে কুণ্ডীর জল কোনো কালে শুকোয় না। গ্রামে সবাই ক্ষার সিজিয়ে কাপড় কাচল, তেল মেখে চুল আঁচড়াল। সবাই হলুদ বেটে কপালে গলায় মাখল।

এই যে ঘরে ঘরে চাল ছিল না, এখন যে যা পারল নিয়ে এল। মানকিনীর মত বসে বসে সালী সব চাল, লবণ, ডাল রাখল ডোলে-ডোলে। এখন আবার বীরসাইতরা আসবে। কি বলে ভগবান, যদি বলে এখানেও ঘাঁটি হবে একটা? তারপর মহুয়া তেলে মাথা ভিজিয়ে রিঠাফলের কাথ নিয়ে সালী কুণ্ডীতে স্নান করতে গেল। রিঠার কাথে গা সাফ করে খুব। এক বোরা রিঠা সালীর ঘরেই ছিল। ধুঁধুলের খোসায় গা-হাত মুখ ঘষে স্নান করল সালী। কুণ্ডী থেকে উঠে সাফ কাপড় পরে চেটালো একটা পাথরে বসল চুল খুলে। চুল শুকোবে, চুল বাঁধবে কাঠের কাঁকই গুঁজে।

টুপ করে কে ওর পায়ের কাছে পাথর ছুঁড়ল। বলোয়া হাতে

ছিটকে উঠল সালী। তারপর বলল, 'কে? পরমী? ধুয়াই মুণ্ডার বোন?'

—'হ্যাঁ।'

—'হেথা এলি?'

—'তোর সঙ্গে কথা বলব বলে।'

—'আমার সাথে!'

—হ্যাঁ, তুই মোরে বলে দে কি করব।'

—'কেন?'

—দেখ্, ভগবান জেহেলে যাবার আগে বাপরে বালা-খাড়ু-শাড়ি দিয়া গেল। বলে গেল, তোর মেয়ের সঙ্গে আরান্দি হবে আমার।'

—'তোর ভাগ্য।'

পরমী মুখ ফেরাল। কাঁদতে লাগল।

—'কাঁদিস কেন?'

—'এমন আরান্দি আমি চাই না রে। সে কোথা রইবে, আমি কোথা রইব। স্ত্রী-পুরুষে যেমন থাকে তেমন থাকব না। খালি বীরসাইতদের ভাত রাঁধব, হলুদ বাটব, তাদের কাজে ছুটাছুটি করব, এমন আরান্দি আমি চাই না।'

—'কনু কি বলে?'

—'আর কি বলে! সেও বীরসাইতটা হয়াছে। বাপ তাই, দাদা তাই! ভগবানরে বালা-খাড়ু ফিরা দিলে, সে কথা ফিরায়ে দিলে তবে কনু মোরে আরান্দি করবে।'

—'আমারে বলিস কেন?'

—'তোর ঘরে আসতেছে, তুই বললে, ভগবান কথাটা নিবে। তুই বল্‌গা সালী।'

—'এই কথা!'

সালীর বুক থেকে যেন পাষাণ নেমে গেল। সালী বলল, 'বলব। দেখ্, দেখ পরমী! কুণ্ডী এতদূরে বলে কেউ আসে না। তেলাকুচা

পেকেছে কত। পাখিতেও জানে নি? নে ছিঁড়ে নিয়ে যাই। কড়ুয়া তেলে মরিচে তেলাকুচা ভাজব।'

—'দাঁড়া। পাতা ছিঁড়ে ডুলি বানাই দুটো।'

দুজনে তেলাকুচো তুলতে লাগল।

সালী বীরসার পায়ে জল ঢেলে দিল, আঁচল দিয়ে জল মোছাল। বসতে নতুন পিঁড়ি দিল। অন্য মেয়েরা হাত জোড় করে বসে রইল।

—'ভগবান! একটা কথা।'

—'বল?'

—'পরমী হতে বালা-খাড়ু তুমি ফিরা নিবে। ও ঘর চায়, ছেলা চায়, পাঁচটা বিয়াতির মাথায় তেলসিঁদুর দিতে চায়।'

—'তাই হবে।'

—'তারে তুমি শাপ দিবে না।'

'—না।'

—'বাস, আর কথা নাই।'

—'তুই আমায় কিছু দিবি না?'

—'কি দিব? আমার মরদরে নিয়াছ। এই ঘর-আঙিনা-টাল দিয়ে দিয়াছি তোমার কাজে। আর তো আছে শুধু ছেলাটা।'

—'তারে দিবি না?'

—'স—ব নিবে?'

—'স—ব।'

সালী ছেলে কোলে নিল। বলল. 'নাও, তোমায় দিলাম। কচি ছেলা নিয়ে তুমি করবে কি?'

—'ও হতে মোর নাম থাকবে।'

সালীর চোখ নিচু হয়ে এল। বীরসা সালীর ছেলের কপালে হাত রাখল। বলল, 'তোমরা জানলে সালী আর ডোন্‌কির ছেলাকে

আমি গোদ নিলাম। ওর নাম দিলাম পরিবা। তোমরা ওরে মোর বলে জানবে।'

—হলুদ রাঙানো সুতো পরিবার হাতে বেঁধে দিল বীরসা। সালীর চোখ জলে ভরে এল।

—'কাঁদিস কেন।'

—'মোরে তোমার কাজ করতে দিও।'

—'তুই তো করছিস।'

—'করাছি তো।'

সালী চোখ মুছে হেসে উঠল। বলল, 'আমি, মানি, ফুল্না, মোর সবাই করাছি। আগে পুরুষরা হেসাছে কত। তোরা মেয়েছেলা! তোরা যেয়ে ভগবানের কাজ করবি? পুলিস তো দু-বছর পুরুষদের পিছনে ঘুরাছে। আমরা মেয়েরা কাজ করাছি। এখন আর কেউ হাসে না। চল, বাইরে চল, বাইরে চল, এসে গিয়াছে সবাই। সমরাই, রমাই, বুধু, বাঙ্গিয়া, সকল বুড়ো সর্দাররা এসাছে হে। বুধু জীয়ে আছে তাই জানতাম না।'

—'চল।'

নতুন ঘরের দাওয়ায় উঠে দাঁড়াল বীরসা। ওর নির্দেশ নাগরায় ঘা মেরে ডোনকা মুণ্ডা সকলকে থামিয়ে দিল। বীরসার পরনে ধবধবে কাপড়, মাথায় পাগড়ি, গায়ে পিরান, পায়ে খড়ম।

বীরসা বলতে লাগল, 'শুন হে মুণ্ডারা! বড় ভাল সময়ে এসেছ তোমরা। জেহেলে বসে-বসে আমি শুধু ভেবেছি কেমন করে তোমাদের কোন পথে নিয়ে যাব। এখন পথ পেয়ে গেছি। তোমাদের পথ দেখাব।'

—'দেখাও হে ধরতি-আবা।'

—'আগেই বলি, সে পথে গেলে শরীরটা মরবে কি বাঁচবে, তা ভাবলে চলবে না।'

—'ভাবব না।'

—'তবে শুন! আজ হতে যে আমারে পুজবে সেই বীরসাইত। তোমাদের হাতে সময় নাই। এতকাল ভেবেছি মুণ্ডার শত্রু কে। কে তার দুশমন। এই জমিদার-জোতদার-মহাজন? যারা এসে আমাদের খেতে খামারে জুড়ে বসেছে শুধু তারাই দুশমন? না যারা খুটকাট্টি গ্রামগুলা জমিদারদের হাতে তুলে দিল, সেই সরকার।'

—'তুমি বল হে কে দুশমন?'

—'দুশমন সবাই! সকলের সাথে মোদের লড়াই হে। এমন লড়াই মুণ্ডা কখনো লড়ে নাই। সকল দিকুদের সঙ্গে লড়াই, লড়াই সরকারের সঙ্গে।'

—'তা বাদে—'

—'আমাদের জঙ্গল আছে। আমরা জঙ্গলে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পাহাড়ে সাঁধাব. ঘাঁটি করব। ওদের বন্দুক আছে, কিন্তু বন্দুক চালাবে ক-জনা? আমরা হাজারে হাজারে আছি।'

—'তবে বল।'

—'তবে শুন। এখন দু-পথে কাজ চাই। আমার ধর্মের কাজ। আমার লড়াইয়ের কাজ। জলমাইয়ের সোমা মুণ্ডারে তোমরা জান। সর্দার সোমা! মুলকুই-লড়াইয়ের সময় হতে অনেক মার খেয়েছে, অনেক জেহেল খেটেছে। তারে আমি ধর্মের কাজে এক হাত রাখলাম। আমার ধর্মে কোন সন্নাসীকে দিয়ে কাজ হবার নয় হে, যে লড়েছে, তারে চাই।'

—'ভাল বলাছ হে ভগবান!'

—'লড়াইয়ের কাজে গয়া মুণ্ডা আমার আরেক হাত। গয়ার কথা আমি কি বলব বল! ওরে তোমরা জান।'

—'ভাল বলাছ হে ভগবান৭'

—'আজ হতে সকল বীরসাইতের বাড়ি এ লড়াইয়ে গড় হল। সেথা বেস্পৃতিতে-রবিতে সবে মিলবে, ধর্মের কথা, লড়াইয়ের কথা বলবে। যারা মিলবে সবে রাতে মিলবে।'

—'রাতে মিলব।'

—'আজ এ-গাঁয়ে, কাল পাঁচ কোশ দূরে অন্য গাঁয়ে, দিকে-দিকে আমাদের সভা হবে। এসব খবর পাবে তোমরা দুই কমুর কাছে, আমার ভাই কমু মুণ্ডা, শঙ্করা গ্রামের কমু মুণ্ডা।'

—'আমরা কি করব হে?'

—'একোদল, যাদের বাড়ি জঙ্গলের খুব ভিতরে, থানা হতে অনেক দূরে, তারা হল প্রচারক। তারা প্রচারক, গুরু, যা হয় বল। তাদের বাড়িতে-বাড়িতে প্রথম দিকে রবিবারে বিষ্যুতবারে বীরসাইতরা রাতে মিলবে। যে বীরসাইতের বাড়ি, সে সকলরে শুতে ঠাঁই দিবে। যারা যাবে তারা যে যা পার নিয়া যাবে, সবাই একসঙ্গে পাক করে বেটে খাবে।'

—'এ কথা ভাল হে! নয়তো কারো সাধ্য নাই দশটারে মুখে দানা দেয়।'

—'একোদল, তোমরা! সর্দাররা! যারা বুড়া হে! তোমরাই আমারে লড়াইয়ের কথা শিখায়েছ। আমি যে ভগবান, তোমরাই আগে জেনেছ। তোমরা পুরাণক। তোমরা লড়াইয়ের কথা শিখাবে। কোথায় পালাবে, কেমনভাবে ঘাঁটি করবে, কেমন করে হাতিয়ার যোগাড় করবে, এ সকলে শিখাবার সাধ্য নাই। তোমরা আসল কাজ করবে।'

—'করব ভগবান! করব!'

—'সোমা দেখবে, ডোনকা দেখবে, কাজের লোক বেছে নিবে, বীরসাইত করবে। শেষে থাকল নতুন বীরসাইতরা। তারা নানক। নানকরা রবিতে-বেস্পতিতে পঞ্চায়েতে আসবে না। তারা বীরসাইত হবে। পুরাণকদের কাছে লড়াই জেনে নিবে।'

—'খুব বলাছ ভগবান!'

—'এখন আর ধিমা-ধিমায় কাজ হবে না। আগে মোরা একোসঙ্গে সকল কাজ করব। লড়াই শিখা, নানক যোগাড়,

পঞ্চায়েত, ঘাঁটি তৈরি, রসদ যোগাড়, সকল কাজ চলবে। কিন্তু মোরা মোদের পুরানো দখল পেতে চাই। পুরানো দেবস্থান চাই। তাই! চুটিয়া আর জগন্নাথপুরের মন্দির কেড়ে নিব। মন্দির আমাদের ছিল—সে মন্দিরে আমরা ঢুকতে পারি না। দিকু রাজা, দিকু জমিদার, যেমন তাদের সামনে মোদের বড় ধুতি, পাগড়ি, জুতা পরতে দেয় না—যেমন মোদের কাঁসা পিতলে খেতে দেয় না—যেমন মোদের উঁচু আসনে বসতে দেয় না—তেমনি মোদের পিতা-পুরুষের মন্দিরেও ঢুকতে দেয় না!'

—'মন্দির কেড়ে নিব!'

—'মুণ্ডাদের আদি রাজধানী নওরতনগড়ের কেল্লা হতে জল আনব, মাটি আনব! দখল নিব।'

—'দখল নিব!'

বীরসা দু-হাত তুলল, ওদের মধ্যে নেমে এল। বলল, 'এবার আর ধিমা-ধিমা লড়াই নয়। একোসঙ্গে সকল মুণ্ডা সকল দেশ জুড়ে লড়ব। আমার এ লড়াইয়ের নাম উলগুলান! বুঝলে? উলগুলান!'

—'উলগুলান?'

—'উলগুলান!'

বীরসা নাগরাটায় দু-হাতে কাঠি নিয়ে ভীষণ জোরে ঘা দিল। শত-শত গলায় আওয়াজ উঠল, 'উলগুলান!'

॥ ১৬ ॥

উলগুলান! নতুন ছেলেদের, 'নানক'-দের দীক্ষার মন্ত্র হল এই পাঁচটি শব্দ! হাটে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, শহরে, দুজন অচেনা মুণ্ডা একসঙ্গে হলে এ বলে 'উল!'

ও বলে, 'গুলান!'

দুজনে একসঙ্গে বলে 'উলগুলান!' তারপর যে যার কাজে চলে যায়।

হাটে বাজারে বাঁশি বাজিয়ে ঘোরা ওদের চিরদিনের অভ্যাস। এবার দেখা গেল অনেক গ্রামের মুণ্ডা একসঙ্গে হলে একজন একটি গানের একটু বাজায়। আরেকজন পরের লাইনটি বাজায় আরেকজন তার লাইনটি। তারপর কোন একজন পুরো গানটি বাঁশিতে বাজায়।

পলুস প্রচারক যোহনরাম গোলদারকে বলল, 'এ কি বাঁশি বাজাবার রীত গো? এমন কখনও শুনি নাই।'

—'এ বেটাদের শহুরা রীত হয়াছে। জেহেল-থানা করতে শহরে যাচ্ছে, মেলা দেখছে, নৌটঙ্কি—গানবাজনা কোন্‌টা শুনতে বাকি আছে বল হে!'

পলুস প্রচারককে ভরত সিং দারোগা বলল, 'তুই তো মুণ্ডা। তুই কি বুঝিস কিছু?'

পলুস বলল, 'না বুঝি না।'

পলুস মনে মনে ভাবল, 'যদি বা বুঝি তোমাকে বলতে যাব না। এখন আমি একঘরা হয়া আছি। মুণ্ডারা আমারে বিশ্বাস করে না কিন্তু আমার মনে সুখ নাই কোনো। আমার আপনজনা সব এই অকালে মরল ক-জনা। সবাই তো কিরিশ্চান হতেও অন্ন পায় নাই? নতুন আইন হতে লুকাস, মেথু, কিরিশ্চান রায়তদের কষ্টও বাড়ল। আমি ভাল করতে না পারি মন্দ করতে আর যাব না।'

ভরতকে বলল, 'তুমি কার খোঁজে?'

—সুনারাটা, সুরজ সিংয়ের মুণ্ডাটা! বেটা সেবকপাট্টায় ছাপ দিয়েছিল। তবু পাজি এমন! সুরজের ঘরে আগুন দিয়া পলায়েছে। সে ঘরে ছিল না কিছুই, ক-টা ঝুড়ি ধামা। তবে চুরি তো করেছে। কেস হয়ে গেল।'

—'কি চুরি করাছে?'

—'চিনার দানা এক বোরা, এক ডেলা লবণ। বেটা বোকাটা! চিনার দানার যে ওজন, চালেরও তাই! এটা নিলি, ওটা নিলিনা কেন? কেসেও পড়লি।'

—'সে কোথা?'

—'কে জানে!'

—'ধরলে পরে?'

—'জেহেল হবে দু'মাস, আর কি!'

—'জেহেল, হবেই তাই না?'

—'হ্যাঁ। বীরসার তো কোমর ভেঙে দিয়েছে সরকার। আর মুণ্ডাদের কোমরে জোর নাই। জেহেল হলে আর পাঁচটা ডরাবে।'

পলুস প্রচারক মাথা নাড়ল বিস্ময়ে। মুণ্ডাদের হল কি? সেবকপাট্টা লিখে দিয়ে কোনো মুণ্ডা মালিকের ঘরে আগুন দিয়ে পালাতে পারে?

ভরত দারোগা বলল, 'মুণ্ডারা চোর ছিল না, চুরি জানত না। দিনে দিনে হল কি?'

—'যাও যাও। এখন বাজে বক না হে! মোরে দুটা তিনটা ঠেঙে যিশুর বাণী বলতে হবে।'

রোগোতোর এ হাটটা মস্ত হাট। হাটে ভ্রাম্যমাণ মুণ্ডাদের দেখে পলুস প্রচারকের চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। এমন অঘ্রানে ফসল বেচে টাকা নিয়ে মুণ্ডারা হাটে আসে। ফুর্তি করে চুড়ি-খেলনা-বাঁশি কেনে। সাদা গুড়, পেঁড়া কেনে। গামছা-কাপড় বেচে। এবার কারো হাতে পয়সা নেই, কেনার গরজ নেই। ছোট ছেলেরাও যেন জেনে গিয়েছে আবদার করলে সে আবদার বাবা রাখতে পারবে না। তাই তারা শীর্ণ মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে বিষণ্ণ, বুড়োটে চোখগুলো পেঁড়া জিলিপির দিকে ফেরাচ্ছে না পর্যন্ত। মুণ্ডা মেয়েদের মুখে হাসি নেই।

ঘরে ফিরতে ফিরতে পলুসের মন খারাপ হয়ে গেল। ও একটা

নিচু বুরুর ওপর উঠে বসল। পাথরে হেলান দিল। হেলান দিয়ে বসল বলে বাঁশিতে যে গানটা বাজছিল, তার কথাগুলো ও শুনতে পেল।

ও বসেছে উঁচুতে পাথরের আড়ালে। নিচে পথ। মুণ্ডারা গ্রামওয়ারী দল বেঁধে চলে যাচ্ছে। একটি গ্রামের লোকরা, পেছনের দলটির সঙ্গে কথা বলছে না। একটি কলি এরা গাইল, ওরা গাইল পরেরটি।

'বোলোপে বোলোপে হেগা মিসি হোন্ কো'…

এরা সরহুলার লোক।

'হোইও ডুডুগার হিজু তানা'…

এরা কররমদির লোক।

'ওতে রে ডুডুগার সির্মা রে কোআন্সি' ‥

এরা মাহ্‌রির লোক।

'দিস্থুম্ তাবু বুআল তানা' ‥

আমজোরার লোকরা গাইছে।

'তাইওম্ তে দো হোরা কাপে নামিআ'…

এরা জাম্‌দার লোক।

'দিস্থুম্ তাবু মুবা জানা।'…

সিকুবুয়ার মেয়েরা গাইল।

ওদের গলা নিচু, মাথা নিচু। সবাই গান গাইল, গান থামাল। ওরা চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। পলুস প্রচারকের বুকে অব্যক্ত বেদনা। ওরা সকলে সকলকে ডাকছে, কেননা এ হল মহাপ্রলয়ের সংকেতে জোট বাঁধবার গান। পলুস প্রচারক চোখ মুছল। ও দলছুট হয়ে গিয়েছে। মুণ্ডারা যখন এক হবে তখন ওরা পলুস প্রচারককে দলে নেবে না।

কিছু বুঝে, কিছু না-বুঝে ওর বুকে গর্ব ঠেলে উঠল। তবু তো মুনারা, একটা হতভাগা নিরন্ন ছেলে সেবকপাট্টার ভয়ংকর অনুশাসনে

চকমকি ঠুকে দিয়ে পালিয়েছে। সেবকপাট্টা জমিদার-মহাজন-জোতদার-বেনেগোলদার যে ভাষায় লেখে, সে ভাষা মুণ্ডারা বোঝে না। মুণ্ডারা জানে না সেবকপাট্টা বে-আইনী। তারা টিপছাপ দিয়ে জন্ম-জন্ম দাস হয়ে যায়। মুণ্ডা যদি জানেও, তাহলেও কিছু করতে পারে না। কেননা তখন মালিক সেবকপাট্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। মুণ্ডা বোকা বনে যায়।

মুণ্ডা চেঁচায়, 'তবে কি আমি মিছা বলছি?'

আদালতে সবাই হাসে।

'তবে উকিলবাবু কেন বলল, তোর জন্যে মামলা করা দিব?'

আদালতে সবাই হাসে।

'সেবকপাট্টায় কেউ দিও না হে টিপছাপ,' একথা বলেও লাভ নেই। কেননা আকাল হলে, খরা হলে, বান ডাকলে মুণ্ডারা যাবেই গ্রামে-গ্রামে। বলবে, 'সেবকপাট্টায় ছাপ দিয়া কিনা করে নেন গো! প্রাণটা বাঁচান ঘাটো দিয়ে। জন্মভোর আপনার খেতে-গোহালে-বাড়িতে খাটব।'

মুণ্ডাদের জীবনই এই! সকলেই জানে 'সেবকপাট্টা' মুণ্ডাদের জীবনে বহু নাগপাশের মধ্যে আরেকটা পাশ। দিকুরা হল শঙ্খচূড়ের মত।

তারা হাঁ করে বসে থাকে। ক্ষুধার্ত শঙ্খচূড়ের আহার খুঁজতে যেতে হয় না। অন্য সাপরা আপনা থেকেই তার মুখে গিয়ে ঢোকে।

একটা ছেলে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বেলে পালিয়ে গেছে। পলুস বুরু থেকে নামল। নিজের গ্রামের পথ ধরল।

আর সুনারা সেই ছেলেটা ততদিনে বীরসার কাছে চিনাদানার বোরা আর নুনের ডেলা নামিয়ে দিয়ে 'নানক' হয়ে গেছে। করমি বলল, 'তোরও কি কেউ নাই বাপ?'

—'কেন, ভগবান্ আছে না?'

—'ওই এক কথা খালভরাদের মুখে। বলি, বাপ নাই? মা নাই? ভাইবোন নাই?'

—'নাহ্! আমি সেবক হয়াছিলাম।'

কর্‌মি মাথা নাড়ল। সুনারা কিন্তু চালকাড় ছেড়ে গেল না। কর্‌মি একদিন বলল, 'ভগবানের পিছে না ঘুরে মোর পিছে জঙ্গলে এলি কেন?'

সুনারা কাঠ কেটে বোঝা বেঁধে টেনে আনল। বলল, 'তুমি ঘর যাও গো! কাঠ আমি নিয়া দিব।'

—'বলে দিব তোর ভগবানকে।'

—'ভগবান বলাছে।'

—'কি?'

—'মোর মাকে দেখিস।'

—'তোর মা! দেখবি তুই!'

—'দেখতে হবে বই কি! ঘর তো তোমার নয় গো! ভগবানের ঘর। ভগবান যা যা বলবে তাই করতে হবে।'

—'ঘরে থাকে না, মার কথা তার মনে থাকে?'

—'থাকে গো!'

সুনারা কাঠ টেনে আনল। জল এনে দিল ঝর্ণা থেকে। উদুখলে জোয়ার ভেঙে ছাতু করে দিল। বন থেকে আমলকী, কন্দ, বাশকোঁড়, মেটে-আলু এনে দিল। কর্‌মিকে একদিন বাতের ওষুধও এনে দিল।

—'ছেলারা দেখে না তাই তুই দেখছিস!'

—'তোমার কোম্‌তা ছেলা, কমু ছেলা, সব ভগবানের কাজ করে যে? তারা দেখবে কোথা হতে?'

—'তুই কেন দেখিস?'

—'আমি নানক বটি। যখন সময় হবে লড়াইয়ে যাব।'

—'লড়াইয়ে যাবি! থরা মারলে কাঁদতে বসিস না তুই?'

—'তাতে কি ?'

কর্মি নিশ্বাস ফেলল। বলল, 'নে, ঘরে তোল্ ছাগলগুলা। আজ বীরসা ঘরে আসবে, কাজ আছে।'

—'কাল কিন্তু আমি থাকব না।'

—'কোথা যাবি ?'

—'ভগবান যেথা বলবে।'

—'আর আসবি না ?'

—'আমি জানি ?'

—'যাবি কোথা ?'

—'ভগবান বলা দিবে।'

সন্ধ্যায় বীরসা, কোম্তা, কনু, তিন ছেলেকে একসঙ্গে দেখে কর্মি চোখ কুঁচকে চাইল। বলল, 'দাস্কির আর চম্পা, দু-বোন কোথায় ? তাদের বর কোথায় ?'

বীরসা হাসল। বলল, 'কেন ?'

—'সবাই এসে পড়াছে, তারা বা পিছে থাকে কেন ?'

—'তারাও আসবে।'

—'তুই ভগবান হয়াছিস, হ! কোম্তা কনু আরান্দি করাছে, মেয়েগুলা স্বামীর ঘর গিয়াছে, সকলরে টানিস কেন ?'

স্পষ্ট রাগের কথা। কিন্তু রাতে যখন বীরসা কাঠের মাচায় উঠে দাঁড়াল, বলতে লাগল আসন্ন অভিযানের কথা, তখন কর্মি সব কাজ ফেলে এসে পেছনে বসল অন্ধকারে। ছেলের জন্যে তার যত গর্ব, তত ভয়। অজানা ভয়ে বুকের ভেতর কেবলই নাগারা বাজে। কর্মির মনে আছে, ছোটবেলা ওদের ঘরে দিবর মুণ্ডার, ওর বাবার, একটা বিশাল নাগারা ছিল। কেউ সেটাতে হাত দিত না। ওদের বাড়িটা ছিল পাহাড়ের ঢালে। যখন জঙ্গলে আগুন লাগত, নদীতে হড়পা বান আসত, বুনো হাতির পাল বেরোত, তখন দিবর মুণ্ডা সেই নাগারায় ঘা দিত দিম্-দিম্-দিম্।

তখনি সবাই জেনে যেত বিপদ আসছে।

কর্‌মির বুকের মধ্যে যেন সেই নাগারার সঙ্কেতই বাজে নিঃশব্দে দিম্‌-দিম্‌-দিম্‌! কেন মনে হয় ভীষণ বিপদ হবে, সে-কথা কেউ জানে না? একা কর্‌মি জানে!

বীরসাইতরা দাঁড়াল। সকল বীরসাইতদের পরনে সাদা ধুতি, হাঁটু অবধি ঝুলিয়ে পরা। পায়ে ঘরে-তৈরি কাঁচা-কাঠের খড়ম। খড়মে অভ্যেস নেই বলে দড়ি জড়িয়ে বাঁধা। এ শুধু পঞ্চায়েতের সময়ে পরতে হয়। প্রত্যেকের গলায় উপবীত, কপালে তিলক।

সামনের সারিতে পুরাণকরা দাঁড়াল। পরের সারিতে প্রচারকরা। তারপর নানকরা।

পুরাণকরা বলতে লাগল, 'সবার উপরে স্বর্গের ভগবানের জয়! পৃথিবীর ভগবান বীরসার জয়! মোরা মুণ্ডারা ধরতি-আবাকে প্রার্থনা জানাই, মোদের তীর, মোদের কুড়ালে যেন ধার থাকে, শান থাকে। মোদের দুশমনদের বন্দুক-গুলি-তরোয়াল যেন নাশ হয়া যায়!'

এখন সবাই একসঙ্গে হাতজোড় করে বলতে লাগল,

'হে ধরতি-আবা, পথের যত কাঁটা
দুশমনের হিংসা-দ্বেষ-মোদের যন্ত্রণা
দুঃখের দিন, দুঃস্বপ্ন—
যত রোগ যত পাপ
আর ব্রিটিশ
সব কাঁটা দূর হোক! দূর হোক! দূর হোক!'

প্রচারকরা এবার সমস্বরে বলল,

> 'হে আবা! হে বীরসা!' তোমার ধর্মে যেমনটি বলেছ, তেমনি করে মোদের হোরোমো-রোয়া-জী-আআমন (শরীর-বিদেহ সত্তা-প্রাণ-আত্মা-মন) আকাশ ছুঁয়ে পৃথিবী ব্যেপে ছড়িয়ে যাক!'

নানকরা বলল, 'হে ধরতি-আবা! একা তুমিই মোদের ত্রাতা। মোদের শুচি কর।'

বীরসা হাত তুলল আকাশপানে। ওপর দিকে চাইল। তারপর বলতে লাগল, 'বড় শুভদিন হে! মোর যুগ শুরু হতে চলাছে! আজ জমিদাররা হাসছে মুণ্ডাদের দেখে। কিন্তু তাদের কাল শেষ হয়াছে। মোদের কাল এসে গিয়াছে।'

বীরসার গলা ভীষণ ও গম্ভীর।

'মোদের কাল এসে গিয়াছে হে! তোমাদের আমি দেশটা ফিরায়ে দিব। আমার রাজে খেতে-খেতে আল রবে না। সকল মাটি সকলের, সকল চাষ একসঙ্গে, সকল ফসল সকলের। যদি হাতে তুলে দাও তবু মোর রাজে কোনো মুণ্ডা একা মালিক হবে না। মোর রাজে যুদ্ধ রইবে না। ধর্ম রাজ হবে। মোদের পিতা-পুরুষ যেমন ধর্ম মতে রাজ করাছে, মোর রাজে মোরা তেমনি রাজ করব। লাঠি-হাতিয়ার দিয়ে রাজ চালাব না।'

কবুমির চোখ বুজে এল। বুকের ভেতর সুবাতাস বহে যাচ্ছে। জলবাহী বাতাস। খরার জ্বালা জুড়িয়ে দিচ্ছে। বুকের ভেতর বৃষ্টি পড়ছে। খেতে ধানের চারা মাথা তুলছে। বীরসা, তুই কথা বল্। সত্যিই তুই ভগবান!

'জমিদারে জমি কেড়ে দখল রাখতে চায়। যাদের হক, তারাই জমি পাবে। যাদের দেহ হতে দুখের ধারে রক্ত ছুটবে, তারাই জমি পাবে।'

'সকল দুশমনরে খেদাব হে! ব্রিটিশ, রাজা, জমিদার, এ দেশে যত শয়তান, পিশাচ আছে, সবরে খেদাব।

'মুণ্ডাদের দুশমনের মোকাবিলা করতে হবে, নয়তো তারা শতযুগেও দেশ ফিরে পাবে না। ভীষণ লড়াই হবে, তবে দুশমন-রাজ' খতম হবে, নয়তো নয়! আজ ক-জনা হাসে, হাজার জনা মুণ্ডার কেঁদে কেঁদে দিন যায়। রাজ ফিরে পেলে তবে মুণ্ডা হাসবে।

'সাবোধান হে তোমরা !'

বীরসা অল্প-অল্প দুলতে লাগল, এই মাঘের শীতেও ওর কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে, কর্‌মির মনে হল ওর চেহারা শীর্ণ, আর দুই ভ্রুর মাঝের রেখাটি চিরস্থায়ী হয়ে গেছে, আর তীক্ষ্ণ নাকের পাটার দু-দিকের রেখা ঠোঁটের কোণা বরাবর তেরছা হয়ে নেমে এসেছে। কর্‌মির মনে হল, ওর জন্মের পর চব্বিশটি 'হোলি'ও যায়নি। এখনি বীরসা, ওর বাপ-ঠাকুর্দা পরদাদা বয়সী যে-সকল মুণ্ডা তাদের চেয়েও যেন বৃদ্ধ হয়ে গেল। মনে হল, আমার জোয়ান ছেলে। নতুন আরান্দির বউ নিয়ে সংসার করবে, কিন্তু নিয়তি এমন, যে মুণ্ডাদের সকল দারিদ্র্য-বঞ্চনা-অনাহারের বোঝা ও নিজের কাঁধে টেনে নিল।

'সাবোধান হও হে তোমরা, এ ধরতি নাশ হবে মহাপ্রলয়ে। আমি ধরতি চোটায়ে পাতালের জল বহায়ে দিব। পাহাড় ভেঙে সমান করে দিব। দুশমনের সৈন্য যেথা হতে যেথা পলাক, আমি টেনে বাহির করা আনব! কোথা পলাবে তারা? · · · .

'জয় মোদের হবেই। সেদিন তোমরা বুক চিতায়ে, হাত তুলে, গোঁফ চুমরায়ে আনন্দ করবে। যারা মোরে মানবে না তারা ধূলা হয়ে যাবে। যারা মোরে মানবে আমি তাদের দেখব!'

আঁজলা ভরে জল নিয়ে বীরসা সকলের উদ্দেশ্যে ছিটিয়ে দিল। বলল, 'কাল হতে মোরা দিকে-দিকে যাব। উলগুলানের আগে পিতা-পুরুষের আশীর্বাদ চাই। কাল সবে চুটিয়া যাব হে। মোর পিতাপুরুষ, সেই পূর্তি মুণ্ডা চুটিয়া যে ঠাঁইয়ে সিং-বোঙা পুজতে বেদী করছিল, সেথা রঘুনাথ রাজা তিনশো বছর আগে মন্দির বানায়েছে। সে মন্দির বানায়াছে। সে মন্দির হতে তুলসী নিব। মন্দির হতে তুলসী নিব!'

'আর—!'

কর্‌মি উঠে দাঁড়াল।

—'কি বল হে তুমি!'

—'কনুর বাপ বলা দিক!'

সুগানা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আর সেথা আছে তামার পাটা। তামার পাটায় লিখা আছে, যারে দিকুরা ছোটনাগপুর বলাছে, রেকড করাছে, সেথা মুণ্ডাদের সকল অধিকার। সে পাটা মন্দিরে আছে, মোদের নিতে হবে। তুমি ধরতি-আবা। আমি তোমার বাপ হয়াও তোমার সেবকটা হয়াছি। সে পাটা নিতে হবে।'

—'নিব। কাল মোরা বোর্তোদি যাব। সেথা হতে চুটিয়াতে তিনো দলে ভাগ হয়া যাব। পহেলা দলের মাথা হবে বনপিরির রোকন মুণ্ডা। দোসরা দলের মাথা হবে মোর দাদা কোমতা। আমি মাথা হই তেসরা দলে। আজ সবে জেনে রাখ, ধর্মে রইলে তারে দেখে। পহানের পা ধরে মোরা বলি দিব না। রোগেভোগে ডাইন-ওঝা দেওঁরার কাছে যাব না। কিন্তু পিতাপুরুষ যা বলাছে স্বর্গে সিং-বোঙা, ধরতিতে পঞ্চকো, মাঝে রয় সরকার, এ কথা মোরা মনে রেখে চলব। সিং-বোঙারে চাই না, আমি ধরতি-আবা। সরকার মোরা গড়ে নিব। কিন্তু পাঁচজনের পঞ্চকো রইবে সমাজটা দেখবে। কাল মোরা সবে যাব। পিতাপুরুষ জানবে মুণ্ডারা শুধু ঘুমায় না, বেঁধে মার খায় না, তারা জেগে উঠাছে!

বীরসাইতরা একসঙ্গে গাইল,

সিরমারে ফিরুন রাজা জয়!

ধরতিরে পুড়োই রাজা জয়!

('জয় স্বর্গের ঈশ্বরের

জয় পৃথিবীর ভগবানের!')

এখন পুরুষরা চুপ করল। মেয়েরা গুঞ্জন করে গাইতে লাগল,

সিরমারে ফিরুন রাজা জয়।

ধরতিরে পুড়োই রাজা জয়!'

করমি যায়নি, কোনো বীরসাইত মেয়েই যায়নি। 'আগে ঘরে এসে বলা যেও বাপ,' করমি বীরসাকে বলে ছিল।

ওরা এখানে আসবে আশায়-আশায় কর্মি বাড়ি-ঘর লেপেপুঁছে ফেলল। বীরসা চালকাড়ে এলে নতুন ঘরে থাকে। উঠানের ও পাশে আরো-আরো চালাঘরে উঠেছে। অনেক বাড়িতেই ঘর উঠেছে নতুন-নতুন। আগে মুণ্ডা ছেলেমেয়ে বিয়ের আগে 'গিটিওরা'য় থাকত ইচ্ছে হলে। এখন বীরসার প্রভাবে বহু পুরনো রীতির সঙ্গে 'গিটিওরা'-বাসও উঠে গেছে তাই যার পাঁচটি ছেলে, তার ঘর দরকার।

কর্মির ঘরের চারিদিকে তাই নতুন-নতুন ঘর। বীরসার ধর্মে সকলকে পরিষ্কার থাকতে হয়। ঘরে-ঘরে কাঠের মাচা। মাচায় খড় ফেলে চাট্টি বিছানো। বীরসার ঘরের মেঝে ও দেওয়াল কর্মি একবার রাঙামাটির গোলা দিয়ে লেপল। আবার রাঙামাটি শুকোলে ছাইরঙা মাটিতে খড়ের কুচি মিশিয়ে লেপল। শুকিয়ে যেতে সব ঝলমল করতে লাগল।

বৃহস্পতিবার বীরসার জন্মবার। সেদিন কোনো জীবহত্যা করবার নয়। ফাঁদ কেটে কর্মি খরগোশ দুটো ছেড়ে দিল তারপর পলাশগাছের নিচে চাট্টির আসনে বসল। বীরসা এলে এই পথে আসবে।

কিন্তু বীরসা এল না। এল সুনারা।

—'হ্যাঁ রে, সে এল না?'

—'না গো! হেথা আসে? বোর্তোদি হতে যাত্রা করাছে, হোথাই ফিরতে হবে।'

—'হোথাই ফিরতে হবে?'

—হ্যাঁ গো! আমি খবর দিতে এলাম ভগবান পাঠায়ে দিল।'

গ্রামের অন্য মেয়েরা, বৃদ্ধরা বালক-বালিকারা এসে পড়ল। সবাই সুনারাকে ঘিরে দাঁড়াল। সুনারার খুবই গর্ব। সবাই ওকে দেখছে, ওর কথা শুনব বলে দাঁড়িয়ে আছে। ভগবান এলে ওকে

দেখত কে, কে শুনত ওর কথা? কন্নু করমির ছোট ছেলে এলেও কেউ সুনারার কথা শুনত না। কন্নু যখন কথা বলে, সব কাজ ফেলে শুনতে হয়।

—'বল রে নানক!'

—দাঁড়াও হে, টুকে জিরাই! সে কি একটা কথা?'

—জিরাস্ পরে। আগে বল।'

—'শুন তবে! মোরা তো বোর্তোদি হতে সার বেঁধে চললাম। পথ অনেক। একদিনে যাবার নয়। কোথা বোর্তোদি কোথা চুটিয়া। ভগবান বলে দিয়াছিল, সেইমত কোম্‌তা রোকন, তুজনাই যে সুধায় তারে বলল, মোরা জঙ্গল হতে আসি গো! চুটিয়া যাব, সেথা ছুঁত বাঁচায়ে বাহির হতে পূজা দিব। একথা শুনে কেউ মোদের কিছু বলল না। মোদের সাঁঝ হল হাটিয়া পৌঁছাতে। সেথা কাঁঠাল গাছের নিচে মোরা আগুন জ্বেলে পাক করলাম, খেলাম। সেথা ভগবান মোদের কথা শুনাল। কেমন কথা জান?'

—'বল্।'

—'সে পাথর-মাটির কথা। নিচে তিনটা পাথর, পাথরের 'পরে মাটির তাল, উনান হয়াছে। ভগবান মাটিতে হেলান দিয়ে শুয়েছিল। বলল, 'দেখ হে! পাথর উঁচায়, মাটি নিচায় দেখ।'

—'জয় ভগবান!'

—'সবে বারে বারে তুবার দেখল পাথর নিচায়, মাটি উচায়! ভগবানরে সে-কথা জানাল। কিন্তু ভগবান আবার বলল, দেখে এস পাথর উচায়, মাটি নিচায়। সবে গিয়ে দেখল, উনান যেমন জ্বলাছে, তেমন তাতে শুকায়ে মাটির ডেলা গড়ায়ে পাথরের নিচে পড়াছে! হ্যাঁ গো!'

—'হাই গো!'

—'তখন ভগবান সকলরে বুঝায়ে দিল, দেখ! দিকুরা আজ তোমাদের উপরে উঠ্যাছে, তোমাদের নিচে ফেলাছে। কিন্তু

উলগুলানে সকল জ্বলবে। তখন তার তাতে তোমরা উঁচায় উঠবে, ওরা নিচায় পড়বে।'

বীরসিং মুণ্ডার বউ গিরি মুণ্ডানী কেঁদে ফেলল। কর্মিকে বলল, 'হা রে! তোদের মেয়ে-পুরুষকে হেথা বসত করাল আমার মরদ। ভগবানকে এতটুকুটা নিয়ে তুই এলি। মোর কাছে রেখে বনে যেতিস কাঠ কুড়াতে। ঝর্ণা যেতিস মাছ ধরতে। তোকে বলি নাই এ আশ্চর্য ছেলা? এর মুখে চাঁদ-সূর্য খেলা করে?'

বীরসিং মুণ্ডা বলল, 'হোঃ! তুই চিনাছিলি! আমি যদি না চিনব, তবে ওদের আনা করব কেন?'

কর্মি বিরক্ত হল, কিন্তু ভগবানের মা হলে ক্ষমা করতে জানতে হয়। বিরক্তি দেখানো চলে না। সে বলল, 'তোমরা আশ্রয় দিয়াছ, প্রাণ রেখাছ, যতদিন ঘর তুলি নাই, থাকতে ঘর দিয়াছ, সে-কথা আমি সবারে বলি গো!'

বীরসিং মুণ্ডা বলল, 'এখন শুন, নানক কি বলে!. আহা, আমি গেলে, আমি পুরাণক, স্বচক্ষে দেখতাম গো, কিন্তু দেহে জ্বর, রোগ হলে দেহ অশুচি হয়, তাই ঘরে থাকলাম। তুই বল্ বাপ!'

সুনারা বলল, 'হাটিয়া হতে মোরা চুটিয়া গেলাম। রাঁচি এত কাছে, সবে মনে মনে ভাবল সাহেব জানলে কি হবে। কিন্তু ভগবানের মুখ দেখে সকল ভয় চলে গেল। চুটিয়াতে গাছের নিচে মোরা পিতাপুরুষ, আদি দেবতা, ধরতি-আবা, সবার গান গেয়ে-গেয়ে নাচলাম কত! ওঃ, বুড়া ধানী খুব নাচ করাছে, লাফ মেরাছে বুড়া পায়ে, মোরা অমন পারি না। তা বাদে মন্দিরে ঢুকে মোরা সকল ঠাকুর নাশ করে দিয়াছি, তুলসী নিয়াছি, কিন্তু তামার পাটা পাই নাই খুঁজে।'

—'পাস নাই?'

—'না।'

—'তা বাদে?'

—'তা বাদে মানুষজন এসে পড়ল। হল্লা উঠাল খুউ—ব। ভগবান বলল, মোদের পিতাপুরুষের মন্দির, মোরা দখল নিলাম। দিকুদের ঠাকুর যত, স—ব অশুচ করে দিয়াছি। মূল-তুলসী গাছ উপাড়ে নিয়া গেলাম।'

—'তা বাদে?'

—'মোরা চলে এলাম সিরুমটোলি। পথে ভগবান সকলরে বলে এল আর হেঁটনা হে। কাজ হয়া গিয়াছে। সিরুমটোলিতে মোরা ঘুমাই, তা পলুস প্রচারক বুঝি মিশনের কাজে গিয়াছিল। সে যেয়ে ভগবানরে উঠাল, জানি কি বলল। ভগবান মোদের জাগায়ে রাতের আঁধারে নিয়ে এল বোর্তোদি। বলল, চুটিয়া হতে পূজারী ঘোড় সিপাই পাঠায়ে রাঁচিতে খবর দিয়াছে। রাঁচিতে সাহেব বলাছে সকাল হতে ঢোল পড়বে—ভগবান আবার মুণ্ডাদের খেপায়, দাঙ্গা করে, তারে যে ধরাবে, ইনাম পাবে। সবে এল, শুধা, চইতা, কাশী. রমাই মুণ্ডা আসে নাই, তারা মোদের সঙ্গে ছিল না।'

—'তারা ধরা পড়াছে?'

—'হ্যাঁ গো। সব কথা জেনে এলাম, তাতেই তো একদিন দেরি হয়া গেল। কন্নু প্রচারক বলল চইতা, কাশী, রমাই বলাছে, মোরা কি করব? যা করাছি, তা ভগবানের হুকুমে। মোরা কোনো দাঙ্গা করি নাই। দারোগা নাকি হাঁকুড়ে বলাছে, মন্দিরে গিয়াছিলি কেন? ওরা বলাছে, গিয়াছি বলে তো সবে জানল এ মন্দির মুণ্ডাদের পিতাপুরুষের দেবথান।'

—'এখন ওরা?'

—'বোর্তোদি।'

—'সেথা পুলিস যাবে না?'

—'না, জানবে না। আকালের সময় হতে ওধারে কোনো দারোগা যায় না হে। সব দশ মাইল দূরে থানায় বসে রিপোর্ট

লিখা দেয়—যেয়ে দেখে এলাম সব ঠাণ্ডা আছে। ক-টা দারোগার ঘোড়া মেরে ফেলাল না থানীরা? সে হতে ওরা ডর খায়।'

কি ভেবে কর্‌মি বলল, 'পলুস প্রচারক! সে বীরসার ভাল চায় কবে হতে? এই উঠানে না সে পুলিস সাথে এসে ঘিরাছিল?'

বীরসিং মুণ্ডা ও অন্যরা মৃদু ভর্ৎসনায় বলল, 'তুমি বড় বিস্মরণ হে! মনে মনে যা বল, মুখে "বীরসা" বল কেন? এ ঠিক নয়।'

—'ভুল হয়া যায় গো! মোর মাথা ঠিক থাকে না ওর চিন্তায়। কিন্তু মোর কথার জবাব দিলা না তুমি।'

বীরসিং মুণ্ডা শুকনো গলায় বলল, 'ওর জাতির কতজনা বীর-সাইত আকালে মরল গত সনে। এখন সাহেবরা ভাবে ও মুখে দরদ দেখায়, মনে মনে মুণ্ডাদের সঙ্গে বীরসাইত হয়াছে। মুণ্ডারা ওরে একঘরা মত করে রাখে। তা বাদে পিটুনি খাজনা হতে মিশনের মুণ্ডারাও ছাড়ান পায় নাই। পলুস এখন কিছু অনিষ্ট করবে না।'

—'পরে করবে?'

—'এখন করবে না! ও হাওয়া বুঝে। হাওয়া ঘুরে গেলে কি করবে জানি না। মানে, যদি হাওয়া ঘুরত, উলটা বইত, তবে কি করত জানি না। এখন কিছু করবে না।'

কর্‌মি মাথা নাড়ল। বলল, 'তুই কি করবি সুনারা?'

—'কাল ভোরে ফিরা যাব।'

—'কেন?'

—'জগন্নাথপুর হতে চন্দন আনব, নওরতনগড় হতে মাটি।'

—'এখন ওরা আসবে না?'

—'জানি না। নানক কিছু জানে? যা হুকুম, সেইমত কাজ করে। তোমারে বুঝালাম কত!'

—'বুঝাস তো! আমি যে ভুলে যাই।'

বীরসিং মুণ্ডা বলল, 'ঠিক কাজ করাছে ভগবান। মোদের

পিতা-পুরুষের যত ঠাঁই সব হতে আশীর্বাদ নিবে। করমি, তোমার বড় ভাগ্য হে।'

—'বড় ভাগ্য।'

অস্ফুটে বলে করমি ঘরে চলে গেল। কোমতার বউ বলল, 'ভগবানের তরে মা রাতে চোরায়ে কাঁদে গো। তার ছোটবেলার কথা বলে আর কাঁদে কত। বলে শুধু ওর তরে মার বুক পুড়ে।'

—'অবুঝটা।'

সবাই একে একে চলে গেল।

জগন্নাথপুরে ওরা চলে গেল। তারপর খবর নেই, কোনো খবর নেই। বীরসিং মুণ্ডা আর অন্য পুরুষরাও চলে গেছে। করমি ঘর ছেড়ে যেতে পারে না, বীরসা তাকে বলেছে, 'মা! তুমি ঘর ধরে থাকো।' করমির শুধু মনে হয় কি জানি কি বিপদ ঘটবে।

কাঁদতে পারে না, যদি অমঙ্গল হয়। সুগানাকে গাল দিলে আগে শান্তি হত, এখন হয় না। নাতনীদের চুল বেঁধে দিতে, গল্প বলতে মন যায় না। বউ বলল, 'মা, তুই কি উপাস করে শুখাবি? খাস না কেন?'

—'দেহ ভাল নাই।'

—'বনে যাই? ওষুধ আনি? কি হয়াছে বল?'

—'কিছু না রে।'

—ঘুমাস না কেন?'

—'ঘুম নাই।'

—'তারা আসবে? ধরন্তি-আবার সঙ্গে গিয়াছে, তাতেই ভো: আমার মরদটা গিয়াছে। তবু মনে ভয় হয় না।'

সকালে উঠে করমি একটা খন্তা, একটা ঝুড়ি নিল। নাতনীদের বলল, 'চল, বন হতে কন্দ আনি। খেয়ে দেখবি রাঁধলে কেমন

হয়। চল্, ঝুড়ি নে। কুল আনি, আমলকী শুকায়ে পড়ে আছে আনি। তা বাদে ঝর্ণায় চান করা আসব।'

ওরা বনে গেল। এ বনে পলাশ, শিমুল, কেঁদ, পিয়াল, মহুয়া, পিয়াসাল, শাল গাছের মেলা। কোথাও-কোথাও পাহাড়ের ঢালে আমলকী ও বহেড়া গাছ। ফাঁকা জায়গায় বনফুলের ঝোপ।

খন্তা দিয়ে কন্দ তুলে কর্‌মি বলল, 'সবে সুলুক জানে না, তাই রয়াছে। নয়তো বন-বরা খুঁড়ে তুলত।'

ঝর্ণার জলে ওরা স্নান করল। কর্‌মি বলল, 'তোরা ঘর যা। আমি রোদে বসি খানিক। বুড়ো হাড়ে জাড় বেশি ধরে। হাড় কাঁপে।'

ওরা চলে গেল রোদের ঝিম্‌ঝিমে্ তাতে পাকা চুল শুকোল কর্‌মি। আগে মুণ্ডারা যা যা করত, এখন কিছুই তা করে না। হোলিতে 'জাপি' গান-নাচ হয় না, শিকার করতে যায় না মুণ্ডারা। পৌষ-পূর্ণিমায় 'মাগে' উৎসব বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ির বাস্তুদেবতা, পিতৃপুরুষ, সকলকে অর্ঘ্য দেওয়া বন্ধ করতে কর্‌মি ভয় পেয়েছিল কিন্তু বীরসার ধর্মে 'মাগে' পরব নেই।

শাল গাছে ফুল ফুটলে যৌবনে কর্‌মিরা 'বা-পরব' করেছে। মাথায় ফুল পরে মেয়ে-পুরুষে নেচেছে কত। বীরসা তাও তুলে দিল। যত পরবে বোঙা-বুঙির পুজো, বলিদান, হাঁড়িয়া পান, নাচ ছিল স—ব তুলে দিল বীরসা। 'করম' পুজোর নাচ, 'পাইকা' নাচ, সব বীরসা বন্ধ করে দিল। মেয়েদের ফুল পরা, পুরুষদের মাথায় কাঁকই গোঁজা, কানে গহনা পরা বন্ধ হয়ে গেল।

—'হা রে, তুই স—ব তুলে দিলি?'

বীরসা মাকে বলল, 'মুণ্ডার জীবনে শুধু দুঃখ। এত বোঙা-বুঙি পূজে, নেচে-গেয়ে সে দুঃখের আসান হয় কিছু? 'করম' তাদের পূজা নয়, হাঁড়িয়া তারা আদিতে খায় নাই। আমার নতুন ধর্ম যে অন্য রকম মা। আমি তাদের দুলাই না, ভুলাই না। তাদের বাঁচতে

শিখাব, মরতে শিখাব। আবার মারতেও শিখাব। তবে নতুন রীত-করণ হবে না মোর ধর্মে?'

—'তুই-ই বল্।'

—'ও এমন ধর্ম নয় যে! বীরসাইত হতে হলে নূতন জন্ম নিতে হবে। পুরানো রীত-করণ ছাড়তে হবে। কষ্ট করতে হবে।'

শীতের রোদে, মৃদু ঠাণ্ডা বাতাসে, পাতার ঝরঝর-সরসর শুনতে শুনতে কর্‌মির মনে হল সেই কবেকার কথা! মা ওদের কোলের কাছে নিয়ে উঠোনে বসত। ছোলাশাক বাছতে বাছতে কবেকার গল্প করত পাথর-মা'র কথা।

কর্‌মির মা বেশ গল্প বলত। গাছ-লতা-ঘর-দাওয়া-খুঁটি-ধান-ঢেঁকি-কুলো স—ব নিয়ে একেকটা গল্প বলতে পারত। পাথর-মা'র গল্প বলত, সেই কোন যুগে কোন মার কোন ছেলে বলেছিল' 'মা তুই ভাত রাঁধ, আমি ভাতের ফেন না জুড়াতে শিকার খেলে ফিরে আসব।' তখন পুরাকাল। সকল মুণ্ডা ভাত খেত।

কিন্তু তখন দেশে আড়কাঠি এসেছিল। আড়কাঠি সে-ছেলেকে নিয়ে চলে যায়। ছেলে আর আসেনি। ছেলের জন্যে বসে থেকে-থেকে মা পাথর হয়ে গিয়েছিল।

কর্‌মি নড়ে-চড়ে উঠল। সে কেন এই সব অলুক্ষণে কথা ভাবছে?…

সে কবেকার কথা? যখন কর্‌মির পিঠ সোজা ছিল, চুল কালো। মাথায় পোঁটলা নিয়ে স্বামী আর দেওরের সঙ্গে খেত-মজুরের কাজের খোঁজে কুরুম্‌দাতে এসেছিল? ক-বছরইবা ছিল। বড় ছেলে কোম্‌তা, বড় মেয়ে দাস্‌কির জন্মাল। তখন কর্‌মি ভাবত এই তো বেশ জীবন। দিন আনি, বাটো খাই, বেশ আছি।

সেখান থেকে বাম্‌বা! চম্পা হল, বীরসা হল। বাঁশের ঘর, বেড়ার দেওয়াল, চাল্ল খসে পড়ে। কর্‌মি ভাবত এই তো বেশ

জীবন। দিন আনি, ঘাটো খাই, বেশ আছি। ছেলেমেয়ে, ওদের বাপ তো কাছে আছে।

সেখান থেকে চালকাড়। কেউ পৌঁছে না। কেউ জানে না ঘরে ভগবান জন্মেছে বলে। মেলাতে বেনের ছেলের গায়ে লাল জামা দেখে কর্‌মির কত সাধ হয়েছিল অমন লাল পিরাণ ছেলেদের পরায়।

ছেলে-মেয়েদের খালি খিদে পেত। কর্‌মি কোলের ছেলে কন্নুকে পিঠে বেঁধে বলোয়া হাতে জঙ্গলে ঢুকে কুল-বেল-আমলকী-কচু-কন্দ-শাক-খরা শজারু, যা পেত তাই এনে ওদের খাওয়াত। কখনো বলেনি, 'না, ঘরে কিছু নাই।'

তখন সুখ ছিল না, এখন? এখন সবাই জানে, একডাকে চেনে। সবাই মান্য করে। গাছের ফল, তরকারি, ছাগল-গাইয়ের পয়লা দুধ, আগে করমিকে দেয়। তবে খায়। কোল-মরুনীর শাশুড়ি বউকে এনে কর্‌মিকে বলে, 'টুকে ছুঁয়ে দে গো। তোর একটা মরে নাই, 'জে'ওন্তী পোয়াতি' তায় ভগবানের মা।' বলে, 'কে জানে মা আশ্চর্য ছেলা হবে! আখারায় নাচাত, বাঁশি বাজাত। দেখ্ কেন ওর নাক উচা, কোনো অঙ্গটা মুণ্ডাদের মত নয়, তা নিয়া বলছি কত! ভাবতাম, বুঝি চুটিয়া-নাগুয়ার বংশধর, তাই! না রে! এখন বুঝি ভগবান হবে বলে অত রূপ হয়েছিল ওর!'

এখনই সুখ! কর্‌মি মাথা নাড়ল। আগে পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে একা বীরসা এমন করে বুক জুড়ে বসেনি। এখন বসেছে! চোখ মুছল ও। ভগবানের মাকে কাঁদতে নেই।

হঠাৎ কান খাড়া করল ও। নাগারা বাজছে। জয়-জয়ধ্বনি! কর্‌মি ছুটতে শুরু করল।

বীরসা এসেছে। নতুন ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়েছে, ধূলিধূসর পা। কর্‌মিকে দেখে বীরসা নেমে এল। বলল, 'কোথা গিয়েছিলি? তোকে দিই নাই, তাই চালকাড়ে আর কারেও জগন্নাথপুরের চন্দন দিই নাই। চন্দন পরবি বলে স্নান করাছিস?'

—'হ্যাঁ, তাই না। দে।'

হাত জোড় করে কর্‌মি চন্দন পরল কপালে। সকলেই কপালে ফোঁটা পরল।

বীরসা বলল, 'নূতন চাল, পয়সা নিয়ে জগন্নাথপুরে গেলাম। তিনশ' বছর আগে ঠাকুর আইনী শাহী মন্দির করাছিল মোদের দেবথানে। মুণ্ডা সে মন্দিরে কোনোদিন ঢুকে নাই, পাছে ঢুকে তাই গড়ের মত পাঁচিল ঘিরাছে। মন্দিরে ঢুকলাম, আমার হাতে যা ছিল, চারদিকে ছিটালাম। তা বাদে মন্দির হতে চন্দন নিয়ে সবারে পরালাম।'

—'এত দেরি করলি?'

—'সেথা হতে বোর্তোদি এলাম। তা বাদে ক-জনারে নিয়ে কোয়েল নদীর উপর নাগফেনী গেলাম। সেথা হতে পালকোট হয়ে এলাম। এখন বাকি নওরতনগড় হতে মাটি আনা। কিন্তু নওরতনগড় হতে মাটি আনলে পরে উলগুলান করতে আর দেরি করলে হবে না। তাই! মুণ্ডা সকল! এখন হতে কাজ শুরু হবে। সে কাজ হবে বোর্তোদি হতে! চালকাড় হতে বন্দ্‌গাঁও কাছে। এখানে সহজে আসা যায়। বোর্তোদি জঙ্গলের বুকে, পাহাড় ঘিরা। সেথা-ই আমার ঘাঁটি হবে।'

শুনে কর্‌মির বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ল।

বীরসা বলল, 'উলগুলান এসে গিয়াছে।'

কর্‌মি কানে হাত চাপা দিল। ও বুঝল চালকাড়ের জীবনে দাঁড়ি টেনে দিচ্ছে বীরসা। উলগুলানে নেমে পড়লে আর বীরসা ওর কাছে ওর ছেলে হয়ে ফির্‌বে না। যদি আসে, তবে ভগবান হয়ে, যোদ্ধা হয়ে আসবে।

কর্‌মি তবে পাথর-মা হয়ে যাবে? অপরূপ-অলৌকিক আশ্চর্য কিছু তো আর ঘটবে না। অলৌকিকের জগৎকে যে বীরসা নির্বাসন দিয়েছে মুণ্ডাদের জীবন থেকে।

কর্মি তাই নিষ্প্রাণ পাথর হবে না। কাটল-ধরা কালো পাথরের মত রেখাঙ্কিত মুখে নিথর হয়ে বসে থাকবে। সবাই ওকে দেখিয়ে বলবে, 'ওর ছেলা মানুষ ছিল, ভগবান হয়ে গিয়াছে, উলগুলান-খেপা ভগবান। তাতেই মা পাথরপারা হয়ে গিয়াছে।'

হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেল কর্মি। সকলে হাত জোড় করে গান করছে। কর্মিও হাত জোড় করল। গাইতে লাগল কান্নাভেজা গলায়,

'সিরমারে ফিরুন রাজা জয়!
ধরতির পুড়োই রাজা জয়!'

॥ ১৭ ॥

চাল্‌কাড় থেকে বোর্তোদি।

কর্মি ভয়ে ভয়ে সুগানাকে জিগ্যেস করল, 'মোদের কি দোষ হয়া গেল কোন?'

—'কেন? দোষ হবে কেন?'

সুগানা একটু অবাক হল। সুগানা আজকাল একটা আবিষ্ট আনন্দের নেশায় রাতদিন সুখে থাকে। এত সুখ হবে, তারই হবে, তা ও জীবনেও জানেনি। সে ছিল গরিব, হতভাগা। এখন ও ভগবানের বাপ, ওর ঘরে চাল থাকে, লবণ থাকে। ও পরিষ্কার কাপড় পরে, গ্রামের পাঁচজন ওকে মান্য দেয়। এত সুখ, এতে নেশা ধরে যায়। কোন মহুয়া-তাড়ি-হাঁড়িয়াতে এত নেশা হয় না। সে নেশা রাত পোহাতে কেটে যায়। এ নেশা কাটে না। কর্মি সুখে নেই দেখে সুগানা অবাক হল।

সুগানা অবাক হল। ওদের সমাজ পুরুষশাসিত নয়। ওরা স্ত্রী-পুরুষে সমান খাটে, সমান আয় করে, সমান সম্মান পায়। মায়ের

সম্মান মুণ্ডা সমাজে খুব উঁচুতে। করমি চিরকাল সে সম্মান পেয়েছে। গর্বে মাথা তুলে করমি ঘুরে ফিরে বেড়ায়।

কিন্তু করমি এত দীন ও করুণ কেন? এমন ভয়ে ভয়ে সে বীরসার কথা বলে কেন?

সুগানা আবার বলল, 'দোষের কথা কি বলিস?'

—'সে চালকাড় হতে ডেরা উঠায়ে বোর্তোদি যায় কেন? তাই শুধাই, দোষ করেছি কিছু?'

—'না না।'

—'তবে? সেথা ডোন্‌কা মুণ্ডার ঘর তার ঘাঁটি হয়া গেল কেন?'

—'তুই বুঝিস্‌ না।'

—'বুঝি। ডোন্‌কার বউ সালীকে দেখাছ?'

—'দেখাছি। দলমলা মেয়া।'

—'খু—ব দলমলা। নদীর মত মেয়া। আষাঢ়া নদী।'

—'তাই।'

—'বীরসারে দেখলে নদীতে বান ডাকে।'

—'ছিঃ!'

—'ছিঃ কি? তার মুখে বাতি জ্বলে।'

—'ছিঃ!'

—'আমার ছেলারে আমি জানি। কিন্তক—তারে ঠাঁই দিলে বিপদ। জেহেল-ফাটক হতে পারে। মোরা বাপ-মা, মোরা বিপদ মাথায় নিতে পারি। সে বিপদ নেয় কেন?'

—'তারা বীরসাইত হয়াছে।'

'তোমার ওই ছেলা আগুন জ্বালায়ে দিবে। তার মুখের হাসি দেখার তরে মুণ্ডা মেয়েরা যেয়ে আগুনে হাত পুড়াচ্ছে। আমি জানি সব।'

—'বলিস্‌ না ও কথা।'

—'সে ত পাষাণ! লয় ত আয়ান্দি কর‍ত একটা দলমলা মেয়া। ঘর কর‍ত কোম্‌তা কন্নুর মত।'

বড় ছেলে কোম্‌তা হেসে বলল, 'মা! তুই আবুঝা হলি কেন? যত চাঁদ পার কর‍লে মানুষ আবুঝা হয়, তত চাঁদ ত পার করিস নাই তুই?'

—'দেখ্‌ কোম্‌তা! রাগাস্‌ না মোরে।'

—'রাগ কর‍লি তুই?'

—'কর‍লাম।'

—'কেন?'

—'একটা কথা শুধালাম, জবাব পেলাম না। বীরসাইতের ধর্মে আছে, সকলেরে সকল কথা বুঝাতে হবে। এ দেওঁরা-পহানের ধর্ম নয়! তারা কোন কথা বুঝায় না। তারা হুকুম করে, মুণ্ডা হুকুম মানে। তোরা কেন বুঝাবি না? বল্‌ কোম্‌তা?'

—'যাঃ, আমি অত কথা জানি না।'

—'কি কাজে যাস?'

—'ঘরে ঝাঁপ বাঁধব।'

—'এখন কি?'

—'কবে যেতে হবে বোর্তোদি। তখন সময় পাব না কি? সময় দিবে ভগবান?'

কর্‌মি নাক কুঁচকে বলল, 'তোরা ঝাঁপ বাঁধবি? তুই বাঁধিস, কন্নু বাঁধে, ঝাঁপ খুলে যায়। সে ঝাঁপ বাঁধত, কোন দিন খুলে নাই।'

কোম্‌তা একটু ক্ষুণ্ণ হল। বলল, 'মা! তার দুস্কে তোর বুদ্ধি হরা গিছে। সে ঝাঁপ বেঁধাছে কবে? সংসারে কোন্‌ কাজটা করাছে? কাজ করাছি আমি, কাজ করাছে কন্নুটা।'

সুগানা বুঝল বড় দুঃখে কর্‌মি উল্‌টো-পাল্‌টা কথা বলছে। সে বলল, 'আয় হেথা, কথা শুন্‌, কাছে বস।'

—'হেই। হাত ধর না। বীরসাইত হয়াছ।'

—'না না, নিষেধ ভুলি নাই। বস্ হেথা।'

—'এই বস্‌লাম।'

—'দেখ্, চালকাড়ের নাম এখন সরকারের খাতায় উঠে গিয়াছে।'

—'কেন?'

—'তার ডেরা বলে।'

কোম্‌তার বড় মেয়ে বলল, 'গান শুনিস নাই ত। চালকাড় লয়ে কত গান।'

—'কি রকম?'

"কোন দেশেতে নূতন রাজার জন্ম হল হে?
হা তুই মুখ তুলে দেখ আকাশে ওই ধূমকেতু!
চালকাড়েতে নূতন রাজার জন্ম হে!
পশ্চিমে ওই ধূমকেতু।
মুণ্ডারাজ ফিরাবে তাই নূতন রাজার জন্ম হে!
ধরতিটারে শুদ্ধ করে দিবে যে ওই ধূমকেতু!"

—'বলিস্ কি? চালকাড় লয়ে গান?'

—'ক—ত!'

"বনের মাঝে চালকাড় গ্রামে ধরতি-আবার জন্ম হে!"—আবার, "সূর্যপারা চালকাড়েতে উদয় হলে বীরসা!"—আবার, "তোমার কথা শুনব বলে দূর হতে এসেছি হে চালকাড়ে!"—আবার "দিনে রাতে ধরতি-আবা গান করে। পাহাড়বনের কোলে—চালকাড় যাই চলে—সেথা ধরতি-আবা গান করে।"

করমি বলল, 'তার জন্ম ত হেথা নয়?'

—'তা কে জানে? বাম্বায় জন্ম, তা কে জানে? সবাই জানে হেথাই জন্ম।'

—'কি কাণ্ড, মা? তার জন্ম লয়ে এত গান, কই তা ত জানি না?'

সুগানা বলল, 'ভরে দেখ্। চালকাড়ের নাম জানাজানি হয়া

গিছে। রাঁচি হতে, বন্দগাঁও হতে খুন্‌টি হতে চালকাড়ে নিমেষে আসা চলে। পুলিস নিমেষে চলে এসে তারে ধরতে পারে।'

—'তা পারে।'

—'বোর্তোদিতে পুলিস সহজে যেতে পারে না। অনেক দূর। জঙ্গলের পথ খুব কঠিন। বোর্তোদির কাছে ডোম্‌বারি পাহাড়। ওই ডোম্‌বারি পাহাড়ের তরে বোর্তোদি ঘাঁটি করাছে। ডোম্‌বারি ত তুই দেখিস নাই।'

—'না। শুনাছি সে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘিরা।'

—'অ—নেক পাহাড়। সৈল্ রাকাব্। কেরাওরা, বিচাবুরু, তিরিলকুটি বুরু! একটা দিক একটু খুলা, সেথা দিয়া ডোম্‌বারি ইলাকায় ঢুকা যায়। সে মুখটা পাথর গড়ায়ে বন্ধ করে দিলে পুলিস ঢুকতে নারবে।'

—'তোমরা সেথা যাবে?'

'উলগুলান হবে যখন, পালায়ে থাকবার ডেরা চাই। হোথা পাহাড়ে জঙ্গলে পালাবার সুবিধা খুব। বোর্তোদি হতে সে সকল ঠাঁই কাছে হবে, তাই বোর্তোদি গিয়াছে। তোর আমার দোষে চালকাড় ছাড়ে নাই।'

—'তাই হোথা গিয়াছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'ডো—ম্—বা—রি।'

—'ডোম্‌বারি।'

দুর্গম, দুরধিগম্য পাহাড়ে পাহাড়ে আকীর্ণ ডোম্‌বারির উপত্যকা। এখানে জঙ্গল ভীষণ ও দুর্ভেদ্য। কোনদিন এ জঙ্গলে কোন ঠিকাদার গাছ কাটেনি। কোন গাছের গায়ে কুড়োলের কোপ পড়ে নি।

—প্রাচীন শাল—পিয়াসাল—কেঁদ—বহেড়া—তেঁতুল—ছাতিম—পলাশ—সিধা—শিশম্—কুসুম—শিমুল গাছের বন। বাঁশগাছের ঝাড়, কন্টিকারী ও আলকুশির ঝোপ। কোথাও গোয়ালকেঁড়ে লতায়

জালে বনপথ ঢাকা। শরতে এ বনে বনশিউলি ফুটে আলো হয়ে থাকে। বর্ষায় জন্মায় কুণ্ডীর বুকে অলনুজি লতা। সে লতার ফুলে আশ্চর্য সুবাস।

এ বনে কোনো জনবসতি নেই। গাছের নিচের মাটি পচা পাতায় উর্বর ও সরস। সে মাটির বুকে সযত্নে ধরে রাখা সুমিষ্ট কন্দ ও মূল সংগ্রহ করে না কোনো মুণ্ডা মেয়ে। আমলকী আর পাকা কুল পাখিরা খায়। বাঁশের কোঁড়গুলিও এমনি বড় হয়।

শুধু মাঝে মাঝে চোখে পড়ে পাথরের চাঁই, পরপর সাজানো। বোঝা যায়, কোনোদিন এখানে মুণ্ডাদের গ্রাম ছিল। এগুলি সমাধির ওপরের পাথর। তারপর তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়ে থাকবে।

এ জঙ্গলে বাঘ-ভালুক-চিতাবাঘ—বুনো শুওর-হরিণ-নেকড়ে—হায়েনা নির্ভয়ে ফেরে। শিকার উৎসবের দিনে কোন মুণ্ডা যুবক তাদের তীর বা বর্শায় বেঁধে না। পাহাড়ের খাদ দিয়ে নদী বয়ে যায় গম্ভীর গর্জনে। সে নদীর জলে খেলা করে রুপোলি মাছ।

এ জঙ্গলে ঢোকার পথ বলতে সুঁড়ি পথ। জানোয়ার চলার পথ দিয়ে মুণ্ডারা চলতে পারে, দিকুরা পারে না। দিকুরা খোঁজে সেই সব জায়গা, যার কাছাকাছি হাট-বাজার-থানা-ডাকঘর আছে। তারা খোঁজে সেই সব জায়গা, যেখানে কাছাকাছি ভাল রাস্তা আছে।

এ জঙ্গল আজও মুণ্ডাদের। পাহাড়ের কোলে, জঙ্গলের বুকে, জলধারার কাছাকাছি বোর্তোদির যত ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠেছে। সে সব গ্রাম পাথরের চাঁই আর ফণিমনসার বেড়ায় ঘেরা। দুর্গের মত সুরক্ষিত।

ডোমবারি পাহাড়ের নিচে জাগরী মুণ্ডার বাড়িতে বীরসাইতরা প্রথম সভা করল। ফেব্রুঅ'রি মাস। প্রচণ্ড শীত। জাগরী মুণ্ডার ঘর নিকিয়ে পরিষ্কার করা হল।

উঠোনে জ্বলল ধর্মচুলো। সকল বীরসাইত চাল-ডাল-চীনা-দানা-গোটা মসুর—ঝুংলী বরবটি-শিমের দানা—যার যেমন সাধ্য

এনেছিল। সব একটা কড়াইয়ে সেদ্ধ হল, সবাই একসঙ্গে বসে খেল।

তারপর সবাই ঘরে এসে বসল।

বীরসা বলল, 'দেখ! খুলাখুলি বলি। কি করতে চলাছি, তা সকলে জেনে নাও। চক্ষু বন্ধ করে তোমরা উল্‌গুলানে নাম, সে মোর ইচ্ছা নয়।'

'বল হে ভগবান!'

'পথ দুইটা আছে।'

'কি রকম?'

'একটা পথ, শান্তির পথ।'

তিবাই মুণ্ডা প্রাচীন দিনের সর্দার। বহুবার সে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। তিবাই লোকটা রগচটা আর খিটখিটে। ও বলল, 'শান্তির পথে তুমি মুণ্ডার হাতে মুণ্ডারীরাজ এনে দিবে?'

'পথ যখন আছে, বলতে আমাকে হবে।'

'বল তবে, শুনা যাক!'

'শান্তির পথে গেলে কতদিনে ফল পাব তা জানি না। সে পথে গেলে ইষ্ট পেতে সময় লাগে।'

'কি সে পথ?'

'তিবাই। তুমি বুড়া সর্দার, তোমাকে আমি কি বলে দিব? তোমরা, সর্দাররা, সেই পথেই যেয়েছ এতকাল। সে হল আর্জি পাঠাও, আইনের পথে লড়।'

'অনেক লড়েছি। যত কাগজে সর্দাররা আর্জি লিখায়েছে, সে কাগজ বিছায়ে দিলে ছোটনাগপুর ঢেকে যায়। যত কালি লেগাছে, সে কালি এক সাথে করলে নদীতে হড়পা বানে তত জল হয় না।

জাগরী মুণ্ডা বলল, 'শুনতে দাওনা হে! তিবাই, বড় কথা কও তুমি!'

ডোন্‌কা বলল, 'বল হে ভগবান!'

বীরসা বলল, 'বন কেটে জমি হাসিল কর না, তবে ঘরের ছামুতে সবজি আবাদ কর। আম কাঁঠাল গাছে বেড়া দেও, কলপাকড় বেচ। মহাজন ডাকলে বেঠবেগারী দাও। তীর-বলোয়া-বল্লম-বর্শা-কুড়াল উঠায়ে রাখ। আইনের পথে হকের জন্য লড়। এ হল শান্তির পথ। দিকুদের ভিতর, মিশনের সাহেবদের ভিতর, রাঁচি চাইবাসার বাবুদের ভিতর অনেকে আছে, যারা মুণ্ডাদের কথা ভাবে আর মুণ্ডাদের দুঃখ কি ভাবে ঘুচাবে তাই ভাবতে যেয়ে টেবিলে-চৌকিতে বসে চা-দুধ খেতে খেতে দুঃখ করে। তোমরা শান্তির পথে চললে তারা খুশি হবে, ভেবে দেখ।'

জাগরী মুণ্ডা বলল, 'শান্তির পথে বড় কাঁটা হে ভগবান! আইনের পথে যেয়ে আমরা ঠকে এসেছি।'

তিবাই মুণ্ডা বলল, 'অন্য পথটা কি?'

বীরসা হাসল। হাসলে ওর ভেতর থেকে আলো জ্বলে ওঠে। মুখের হাসি মুছে গেলেও চোখ দুটি অনেকক্ষণ ধরে হাসিতে ঝলমল করে। হেসে, মধুর ও প্রসন্ন গলায় বীরসা বলল, 'কেন? লড়ায়ের পথ?'

—'সে পথে কাঁটা নাই?'

—'নিশ্চয় আছে।'

—'তবে?'

বীরসা বলল, 'লড়ায়ের পথে কাঁটা অনেক, দুঃখ আরো বেশি। হয়ত বা সংসার ছাড়তে হবে, উপাসে মরতে হবে, জেহেলে রইতে হবে। কিন্তু আন পথ নাই।'

—'সত্যিই নাই।'

তিবাই বলল, 'তবে তুমি যে সে পথে নিয়া যেতে চাও?'

—'কেন নিব না?'

—'কেন নিবে ভগবান?'

'আমি যে তোমাদের ভগবান? আমি কারেও ছলাব না কোলে তুলে। ভুলাব না। আমার তরে তোমরা বসেছিলে, আমারে পেয়েছ। আমি তোমাদের কাঁদাব, দুঃখ দিব, তোমাদের হাসাব, সুখ দিব।'

—'কেমন সুখ?'

—'স্বাধীন মুণ্ডারীরাজে স্বাধীন হয়্যা বাঁচার সুখ।'

তিবাই থেমে থেমে বলল, 'স্বা—ধী—ন মু—ণ্ডা—রী—রা—জ! স্বা—ধী—ন হ—য়্যা বাঁ—চা?'

—'হাঁ হে তিবাই।'

বীরসা চুল্লীতে কাঠ ফেলল। দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। আগুনের আঁচে শরীরে ওম্ লাগে। আগুনই মুণ্ডার শীতবস্ত্র। মুণ্ডা অন্য শীতবস্ত্র জানে না।

তিবাই যেন অভিভূত হয়ে গেল। বলল, 'আমার বয়েস অ্যানেক হল। অ্যানেক চাঁদ পার করা দিলম। এমন কুন দিনের কথা মনে পড়ে না, মুণ্ডার অধিকারের জন্য লড়ি না। কিন্তুক একবারের জন্যও কুন বস্তুটা পেয়াছি বলে মনে পড়ে না। মোরে লাও ভগবান, তুমার পথে লাও।'

সকলের দিকে চাইল তিবাই, বলল, 'তুমরা কি বলবে জানি না। আমি বলি লড়ায়ের পথ। দেখ! যখন কচি গেঁদাটা, তখন হতে সবার মুখে শুনাছি একদিন মুণ্ডাদের ভগবান মুণ্ডা-ঘরে জন্ম লিবে। সি যিশু লয়, কিষ্ণ লয়, সি মুণ্ডা। বীরসা মোদের সি ভগবান! চল্ ভগবান। তুর পথে যাই। ই দেহটা অ্যানেক কষ্ট করাছে, অ্যানেক ভোগ করাছে সুখ, তুর কাজে লাগুক এবার?'

বীরসা বলল, 'তোমরা কি বল?

—'লড়ায়ের পথে যাব।'

—'হাঁ ভগবান, লড়ায়ের পথে গেলে আর সেবকপ্রাটা লিখাবে না, জন্মদাস বানাবে না, বেঠবেগারী দিতে লয়ে যাবে না?'

গোত্না মুণ্ডা বয়সে কিশোর, তিবাইয়ের নাতি। সে বলল, 'ওঃ, ভগবানের রাজ হলে হরিরাম বেনিয়াটারে মারব খুব। বেটা মোরে দাঁড় করায়ে রেখে সকলরে সওদা দেয়। বলে, তু ত মুণ্ডা! তিন পয়সার সওদা করিস!'

বীরসা বলল, 'দিকে দিকে সভা করতে হবে। দিকে দিকে সবার মত নিব। এবার সভা হবে সিম্বুয়া পাহাড়ে, হোলির দিনে।'

সিম্বুয়া পাহাড় সারোয়াডা মিশনের মুখোমুখি। হোলির রাতে সে পাহাড়ে আগুন জ্বলল। তাতে মিশনারীরা কিছু অবাক হলেন না। হোলিতে মুণ্ডারা আগুন জ্বালে, আগুন ঘিরে নাচে ও গান গায়। এবারও আগুন জ্বলল, গান হল। কিন্তু এবার আর উৎসবের গান নয়। তিনশো মুণ্ডা তীরধনুক নিয়ে হাজির হল।

এবার হোলির গান শুরু হল মুণ্ডা জাতির দুই বীর দুখন সাই, রোতন সাইয়ের গান দিয়ে।

> দুন্দিগারার দুখন সাই কারেও ডরে না হে
> রামগারার রোতন সাই কারেও ডরে না হে॥

তারপর মুণ্ডারা গাইল কোল বিদ্রোহের গান।

> খুদা পিঁপড়া যেমন যায়, তেমন সার বেঁধে
> কাঁধে হাতিয়ার নিয়ে ওরা কোথায় যায়?
> কোথায় তীর ছোঁড়ে
> বড় পিঁপড়ার মত সার বেঁধে, হাতিয়ার কাঁধে?
> আগো; ওরা লড়ে বুন্দুতে
> আগো! ওরা তীর ছোঁড়ে তামারে যেয়ে॥

বীরসা বলল, 'ইংরাজরানীর প্রতিমা ওই কলাগাছটা! হোলিতে আমরা ওই মন্দোদরীর মাথা কাটব, রাবণের রাজ খতম করব।'

জগাই মুণ্ডা এক কোপে কলাগাছ কাটল। বীরসা বলল, 'অমন করে রাজাদের আর হাকিমদের কাটতে হবে। এখন চল! নাগারা বাজায়ে নাচি।'

কিন্তু হোলির আগুনের পক্ষে বড় বেশি সময় ধরে জ্বলেছিল আগুন। পরে পুলিস এসে তদন্ত করে গেল। কিছুই বুঝল না।

তারপরের সভা হবে ডোম্‌বারি পাহাড়ে। বীরসা আবার বলল, 'দুইটা পথের কথা আবার বলছি। কোন্ পথে যাবে? তোমরা বল।'

নানকরা বলল, 'লড়াইয়ের পথে। যারা রাজ নিয়াছে, তারা ছাড়বে কেন? ছিনে নিব মোরা।'

—'এ কথাও শেষ কথা নয়। ডোমবারি পাহাড়ে সভা হবে। দিকে-দিকে সভার প্রচার দিব। তবে তার আগে নওরতনগড়ে যেয়ে মাটি আনব। ডোমবারির সভার আগে মনিহাতুতে সভা ফেল। সেথারে বীরসাইতদের সঙ্গে আমার মুখচিনা হয় নাই।'

মনিহাতুর সভায় মানি পহানী বলল, 'মোদের কথা আছে, ভগবান!'

—'বল।'

—'মোরাও তোমার ভক্ত হে! লড়াই হলে মোরাঁও লড়ব। তুমি মোদের কোনো কাজে নিলে না, যেতে দিলা না কোথাও, এতে মোদের মনে দুঃখ উঠে গিয়াছে।'

—'নওরতনে তোমরাও যাবে।'

—'যাব?'

—'সবাই যাবে। সকল বুড়া, মেয়ে-ছেলে, সবাই যাবে। আমি বলে দিব। মোর পিতাপুরুষ নওরতনে প্রথম গড় বেঁধেছিল।'

—'জানি।'

—'বাদে স—ব দিকুরা দখল নিল।

সরকার নিশ্চল হয়ে বসে ছিল না। কিন্তু এবার সরকারী চাকা এত ধীরে ঘুরছিল কেন তা অমূল্যবাবু বুঝতে পারছিল না। সাত-পাঁচ

ভেবে অমূল্যবাবু ডেপুটি মুখার্জির বাড়ি গেল। মুখার্জি বললেন, 'বদলী হয়ে যাচ্ছি বলে দেখা করতে এসেছ অমূল্যবাবু?'

—'হ্যাঁ। আপনি চক্রধরপুর চললেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আগে কলকাতা যাবেন?'

—'তাই তো ইচ্ছে।'

—'আমার একটা উপকার করবেন?'

—'বল। তুমি আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছিলে তাতে পইতে নিয়ে বলেছিলাম সাধ্যে যা থাকে, বললে করব।'

—'একটা খাম কলকাতায় গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দিতে হবে। আর—'

—'আর কি?'

—'এ কথা কাউকে বলবেন না।'

—'বেশ। তবে দেখো আমার যেন বিপদ না হয়।'

—'বিপদের কি আছে? তবে সরকারী কাজ করলে কোনো-কোনো বিষয়ে গোপনতা রেখে চলতে হয়।'

অমূল্যবাবু ওঁর চোখের দিকে চাইল। মুখার্জি চোখ নামালেন। একবার মুণ্ডাদের জরিমানার টাকা নিজে লুকিয়ে দিয়ে তিনি দুজনকে খালাস করেন। সরকারী কাজে গোপনতা রেখে চলতে তো হয়ই।

বললেন, 'ঠিক আছে, চিঠি কই?'

—'কাল এনে দেব। কথা পেলাম, এখন লিখব।'

—'জেকবকে চিঠি লিখছ?'

'—আপনি বুঝলেন কি করে?'

—'বুঝি রে ভাই, বুঝি। তোমার চেয়ে বিশ বছর বয়স বেশী। বুঝি না কি আর? আমিও অনেক ভেবেছি মুণ্ডাদের কেস নিয়ে। করবে কি। ও বেটারা আদালতে কি হয় এক বর্ণ বোঝে না।

আইন করতে হবে, যে মুণ্ডারী জানে এমন উকিল কেস হাতে নেবে। মুণ্ডারী জানে এমন লোক বিচার করবে। ওরা কি বোঝে বল?'

—'সে আইন কি কোনোদিন হবে?'

—'হওয়া উচিত। আসলে ওদের হয়ে বলবার কেউ নেই। ওদের কপাল এমন। বীরসা মুণ্ডা লেখাপড়া শিখেছিল। আরো শিখলে ওদের কথা বলবার উপযুক্ত মানুষ হত একটা। যেমন বুদ্ধি, তেমনি ঠাণ্ডা মাথা। আর ব্যবহার খুবই ভাল কিন্তু সে হয়ে বসল ভগবান!'

অমূল্যবাবু হাসল. বেরিয়ে এল। জেলে, নিজের বাসায় ফিরে এসে ও লিখল 'বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, বীরসার কোনো খোঁজ নেই। চুটিয়া ও জগন্নাথপুর দু-জায়গায় যাবার পর সে উধাও হয়ে গেছে। রাঁচি ও সিংভূমের পুলিস একজোটে বীরসাকে খুঁজছে। বন্দ্গাঁওতে পুলিস চৌকি বসছে। সিংভূমের ডি. এস. পি. বন্দ্গাঁও গিয়ে জমিদার জগমোহন সিং-এর সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। মান্‌কিদের ওপর হুকুমজারি হয়েছে বীরসাকে ধরিয়ে দিলে বখশিশ মিলবে। এ কথা তারা চাউর করে দেয়। শোনা যাচ্ছে মীআর্স বন্দ্গাঁও যাচ্ছেন। তিনিই আগেরবার বীরসাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন।'

মীআর্স বন্দ্গাঁও গেলেন। চারদিকে পুলিসও পাঠালেন। গিডিউন, মারকুস, প্রভুদয়াল, তিন-জনকে ধরে পুলিস ফিরে এল। সিংভূমের পুলিস সুপারকে মীআর্স জিগেস করলেন, 'তিনটি বুড়ো সর্দারকে ধরলেই হয়ে যাবে?'

সুপার বললেন, 'বেকার ছুটোছুটি করে কি হবে?'

—'দ্যাট্ বীরসা ইজ এ পোটেনশিয়াল ডেন্‌জার।'

সুপার বললেন, 'ওকে ধরলে বখশিশ মিলবে, সে কথা তো জানানো হয়েছে হাটে-হাটে।'

—'তাতেই কি কাজ হবে?'

—'এখন ওকে ধরাও যাবে না। এ অঞ্চলে জঙ্গল বিস্তর,

জনবসতি নেই। জঙ্গলে এ সময়ে খাবার প্রচুর মিলবে। গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চাইলে এই সময়েই তো সুবিধে।'

—'হুম্।'

মাঁআর্স ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইলেন। সুপার বললেন, 'সরকারী কাজে ঢিলেমি করেছে খুন্টি থানার দারোগা মৃত্যুঞ্জয়নাথ লাল। তাকে জিগ্যেস করুন না!'

মৃত্যুঞ্জয় দারোগা বলল, 'কি ঢিলেমি করেছি সাহেব?'

'বীরসা পাহাড়ে লোক জমায়েত করে নাচ গান করবে, খবর পাও নি? খোঁজিয়ালকে বল নি, পাহাড়ের উপর নাচছে, নাচুক। যখন আইন ভাঙবে তখন ধরব?'

দারোগা সভয়ে হাত জোড় করে বলল, 'গোস্তাকি মাপ হয় হুজুর। এই খোঁজিয়াল বলে, হেথা বীরসাকে দেখা গেছে। দৌড়লাম বুনডু। অজগর জঙ্গল হুজুর, দিনমানে বাঘ ফিরে। সেথা এক বেটা বুড়ো গাই চরাচ্ছে. তার নামও বীরসা। ও বেটারা বিষ্যুতে জন্মালে 'বীরসা' ডাকে। সেথা হতে ফিরতে বাঘের ডাক শুনে ঘোড়া ভয় খেল। জঙ্গলে মেরে ফেলে দিত আর কি। আবার ও খোঁজিয়াল বলে বীরসা য়োগোতোর হাটে ঘুরে। খুব ছুটোছুটি করেছি হুজুর। তাতেই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।'

—'জগমোহন সিংয়ের ব্যাপারটা কি?'

ভয়ে দারোগা পা ঘেল। মুখ নিচু করে বলল, 'ওরে আমি ডরাই হুজুর।'

—'তোমার ভয় কি? সরকারী নৌকর?'

'আমি কিছু জানি না। ভরত সিং বলুক। ভরত ওর জ্ঞাত হয়। তারে জগমোহন কিছু বলবে না।'

ভরত সিং বলল, 'জগমোহন ভয় পাচ্ছে বীরসা ওর ওপর সাক্ষী দেবার শোধ তুলবে। তাই, বীরসাকে ধরা করাবার জন্য বন্দগাঁওয়ে পি. ডবলু. বাংলায় টানাপাখা ছিঁড়ে ছুটা পেয়ালা পিরিচ

ভেঙে ও শোর তুলল বীরসা যেয়ে দাঙ্গা করেছে। কেস দাঁড়াল না হুজুর।'

—'হাউ সিলি।' সুপার বললেন।

মীআর্স চটে গেলেন। বললেন, 'বীরসাকে ধরার ব্যাপারটাও সিংভূম-পুলিস যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না। খবর এসেছে প্রমাণাভাবে প্রভুদয়াল মুণ্ডাদের তিনজনই খালাস পেয়ে গেছে।'

সুপার বললেন, 'রাঁচি-পুলিসই বা কি সহযোগিতা করছে?'

মীআর্স বললেন, 'খোঁজ চলুক।'

সুপার ফিরে গেলেন চক্রধরপুর। মীআর্স ফিরে এলেন রাঁচি। কয়েক দিন বাদে কন্‌স্টেব্‌লরা সবাই ফিরে এল।

মীআর্স বললেন, 'আর বলার কিছু নেই। কেন ফিরে এসেছ?'

—'শুধু কন্‌স্টেব্‌লদের অসুখ হচ্ছে। ওদের ভয়-বিশ্বাস, ওদের শাপ লেগে গেছে হুজুর। তাই অসুখ হচ্ছে।'

—'হোয়াট ডু ইউ মীন?'

—'বীরসা শাপ দিচ্ছে হুজুর।'

মীআর্স তেতে উঠলেন। বললেন, 'বীরসা পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি লম্বা একটা সাধারণ মুণ্ডা। ছিটেফোঁটা ইংরেজী শিখে ভড়ংবাজি করছে। তাকেই ভয়!'

কনস্টেব্‌লরা চুপ করে রইল।

রোমান ক্যাথলিক মিশনের রেভারেন্‌ড্‌ হফ্‌ম্যান্‌ মুণ্ডারী ভাষা জানেন, সে ভাষার অভিধান লিখেছেন রোমান হরফে। তাঁকে মুণ্ডাদের বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে করে সরকার।

হফ্‌ম্যান রিপোর্ট লিখলেন। আশ্চর্য, ভরত সিং তাঁর রিপোর্টের কথা না জেনেই সেই রিপোর্টের মর্মার্থ প্রতিধ্বনি করল। প্রবল প্রতাপশালী জমিদার জগমোহন সিং-এর কাছারিতে একদিন গেল টাট্টু চেপে। দারোগাও বটে, আত্মীয়ও বটে। ঠিক দুপুরবেলা, জগমোহন সিং জিরিয়ে যেতে বলল।

জগমোহন সিং-এর বাড়ি গড়ের মত উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। দোতলা মাটির ঘর। মোটা দেওয়াল, গজাল-উঁচানো দরজা। খাপরার চাল। দেওয়ালে পোঁচড়া টেনে অসম্ভব আকারের হাতি, ঘোড়া, রাম ও মহাবীর আঁকা। উঠোনে ধান, গম, বাজরা, অড়হরের টাল। একটা ঘরে জনাইয়ের স্তূপ। লঙ্কার পাহাড়। বাথানে অনেক মোষ। বাইরে কয়েকটা টাট্টু ঘোড়া বাঁধা। বড় বড় পেতলের জেব বোঝাই তেল ও ঘি। মাটির জালায় গুড়, ছাতুর বস্তা অনেক।

রুটি, বাথুয়ার শাক, অড়হর ডাল, টক দই ও গুড় দিয়ে তরন্ত সিং খেল। তারপর জগমোহনের কাছে এসে বসল। বলল, 'অনেক দিন কিছু হুকুম হয় নি।'

—'আর হুকুম! তোমাদের থানাকে চেনা হয়ে গেছে আমার। বীরসাকে ধরলে না। এখন আমার জানটা চলে যায়। জান, আমি ভয়ে মহলে বেরোই না?'

—'কাকে ভয়? বীরসা কোথায়?'

—'আমি জানি? সদাই মনে হয় বুঝি সব জানছে। এবার দিবে তীর মেরে।'

—'দু-বছর আকাল গেল। তোমরা কখন দুটো বাঁশকোঁড়ের জন্যে, কখন এক মুঠো ভুট্টার জন্যে মুণ্ডাদের মামলায় ঝুলাবে। ধান থাকতে সরকার খয়রা-খয়রাতি চাইলেও দিবে না এক খুঁচি! সরকারকে তোমরা দেখছ যে সরকার তোমাদের দেখবে?'

—'খয়রাতি সরকারের কাজ, আমার কাজ!'

—'খুব বদনাম তুলে দিয়েছ নিজের নামে। তোমার আড়াং করে মুণ্ডারা পুড়াচ্ছে শুনলাম?'

—'জানি। ভয়ে আমি দরজা খুলি না।'

—'ভয় আমাদের আছে। আরে বাবা, সরকারেরও ভয় আছে। নয় তো! ধরতে চাইলে সরকারকে—যে ধরত তাকে! তাহলে

রাঁচি-সিংভূমের পুলিস একসঙ্গে জোট বেঁধে কাজ করত। তা করেছে ? যার চোখ-নাক-কান আছে সে-ই বুঝবে চালকাড় তামার থানায়। তামার থানা হতে চক্রধরপুর থানা, রাঁচি আর চাইবাসা, ছয়ো জায়গায় বীরসা ঘুরছে। এ তো বোকাতেও বুঝে। আমি কে বল ? আমরা দেখলাম সায়েবে-সায়েবে বনল না। কেউ কারো কাছে রিপোর্ট নিল না, কারও রিপোর্ট দিল না। আমরা বুঝে নিলাম, হয় সরকারের ডর ধরেছে। নয় সরকার ওরে ধরতে চায় না। নয়তো সরকার কাজকর্ম করতে ভুলে গেছে। ভাবলাম, তবে আমরা কেন লাফালাফি করে মরি ?'

—'তোমরা সরকারের লোক।'

—'তা বলে তাকে ধরতে জঙ্গল পিটাই, তা বাদে দিক একটা তীর মেরে।'

—'তোমাদের বন্দুক আছে।'

—'বন্দুক তো তোমারও আছে। সেদিন বন্দগাঁওয়ে পি. ডবল্যু বাংলো নিয়ে যে কাণ্ড করেছ, সাহেব রেগে আগুন হয়ে আছে। বুঝেছ ? খুব রেগেছে।'

—'রাগলে কি হবে ? সরকার জানে এই রাঁচি-চাইবাসায় সরকারের খুঁটি হলাম আমরা—আরা, ছাপরা, দ্বারভাঙ্গা, ভাগলপুর মুঙ্গেরের জমিদাররা !'

—'বাবা ! যে গরুটা দুধ দেয়, তারে দুটো ঘাস, একটু জল দিতে হয়। তোমরা মুণ্ডাদের জমি, বেগারী, সুদের টাকা নিবে, আকালে এক মুঠি চাল দিবে না। এ কি ভাল করেছ ? এ আমায় সবে বলছে !'

জগমোহন সিং একটুও চটল না। বলল, 'কি করি বল দেখি ? ভয় ঢুকে গেল খুব।'

—'দু-দিনে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। একবার নয় তীর্থে চলে যাও। ঘুরে ফেরে এস।'

—'তা পারব না। ঘরে—'

—'কেন, রেকড করিয়েছ ধান নাই বলে?'

—'রেকড তো দশ টাকা দিলেই হয়।'

—'তবে পাহারা দাও।'

—'দিলে মুণ্ডারা মানবে?'

—'কি জানি! আগে ওদের বুঝতাম। এখন বুঝি না। আগে ওরা কথা বলত, এখন বলে না। তবে এটা বুঝি সরকার বোকামি করে ফেলল। হবে একখানা হাঙ্গামার মত হাঙ্গামা! রাঁচি হতে সাহেব এল, চক্রধরপুর হতে সাহেব এল, তারা হেরে ফিরে গেল। আমি বলে যাচ্ছি, মুখে কিছু বলব না, কিন্তু সিপাই নামিয়ে না দিলে আমরা জঙ্গল ঠেঙিয়ে বীরসাকে ধরতে যাব না। জঙ্গলে বসে ওদের সঙ্গে বিবাদ করা চলে, যদি আগেপাছে সিপাই ফিরে।'

—'তবে বুঝ। তোমরাও ভয় খেয়েছ।'

—'তোমার মত কুটুম থাকতে ভয় না খেয়ে উপায় আছে? থানার সকলে তোমার উপর খেপে আছে।'

—'কেন?'

—'কেন তা জান না? বীরসারে যাতে পুলিস ধরে তার জন্যে বাংলো হানা দিলে, কিছু হল না। এবার পুলিস চৌকি বসল। সদর হতে তিরিশটা কনস্টেবল এল। দিলে জলে গো-বহেড়া মিশায়ে। ভাবলে ওদের অসুখ হবে। সরকার ভাববে এ বীরসাইত-দের কাজ, আরো পুলিস পাঠাবে। লাভের মধ্যে সবাই ভেগে গেল। নিজের বুদ্ধিতে চল। কারেও শুধাও না। এখন সামলাও গা! থানা হতে কেউ তোমার নিমন্ত্রন নিবে না বলেছে।'

—'যা ভাবলাম তা হল না, খারাপ করে ফেললাম।'

—'মুণ্ডারা যখন জানবে তাদের নামে দোষ চাপাতে এই কাজ করেছ, তারা খুব খুশি হবে!'

জগমোহন সিংকে ভয় ধরিয়ে দিয়ে ভরত সিং খুব খুশি হয়ে

বেরিয়ে এল। আসার সময় বলে এল, 'মুণ্ডারা কি তেমন বোকা আছে? তারা শুনবে কন্‌স্টেব্‌লরা তোমার প্রচারী কথা বলছে, এ বীরসার শাপে হয়েছে।'

জগমোহন সিং বলল, 'কি আর করব বল? আরো দুটো বন্দুক আনাব সদর হতে।'

—'বাবা! সরকার সবার উপরে। তার সঙ্গে ঠকাঠকি কাজ করতে যাও! ছোটনাগপুরের রাজাও করে না।'

বীরসাকে সরকার ধরতে পারছিল না। রাঁচি ও চাইবাসায় জঙ্গলের কাছাকাছি যে-সব থানা, সে-সব জায়গার পুলিসও ধরতে চাইছিল না, ভয় পাচ্ছিল। বীরসা ওর ভক্তদের বললে, 'মনে কর না সরকার চুপ করে আছে।'

—'তবে ধরছে না কেন?'

—'সময়ে ধরতে আসবে।'

—'কখন।'

—'যখন সময় হবে।'

—'তবে?'

—'ওদের সময় দিব না।'

—'দিবে না?'

—'না! তার আগেই আগুন জ্বলে যাবে।'

নওরতনগড়ে যাবার জন্যে মেয়েরা দলে-দলে এসে এখানে রয়েছে। তারা উঠোনে গোল হয়ে বসে কথা বলছে, সালীর ছেলে পরিবা অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলা করছে। ওদের খেলা দেখতে-দেখতে বীরসা বলল, 'আগুন জ্বলে যাবে।'

পরদিন রাত হলে ওরা বেরোল। নানকরা, তরুণী মেয়েরা, প্রচারকরা, বৃদ্ধারা, সবার শেষে পুরাণকরা। মেয়েদের মাথায় ছোট-

ছোট নতুন ভাঁড়। সেই ভাঁড়ে নওরতনের ঝর্ণা থেকে পবিত্র জল 'বীর-দা' আনবে তারা।

বিশাল লম্বা মিছিল। নিঃশব্দ, সতর্ক, দ্রুত পদক্ষেপ। অন্ধকারে যেতে হবে, নইলে লোকের নজরে পড়বে। ওরা চলেছে। একদিন মুণ্ডাদের আদিপুরুষ ও তার ছেলেরা এই নওরতনগড় গড়েছিল। ভোর হয়ে গেল, তখন ওরা হাঁটছে আর হাঁটছে। সূর্য যখন বেশ ওপরে উঠে গেছে, বীরসা তখন হাত তুলল।

সামনেই 'সর্না'। জারিয়া গ্রামের 'সর্না' অতি বিখ্যাত। 'সর্না' হল পবিত্র বন। সে বনে মুণ্ডারা বিশেষ বিশেষ দিনে এসে কষ্ট দেবতার উদ্দেশে বলি দেয়। অন্য সময়ে এ বনে কেউ ঢোকে না। এখন অগ্রহায়ণ। এই ঘন ভীষণ নির্জন বনে বীরসাইতরা আশ্রয় নিল। কেউ কথা বলছে না, সবাই নিশ্চুপ। বনের ভেতরে একটি গভীর কুণ্ডী। সেখানে সবাই বিশ্রাম করল, আঁচলে বাঁধা ছাতু ও লবণ খেল।

সুনারা গাছের মাথায় উঠে নজর রাখছিল। হঠাৎ ও নেমে এল। বলল, 'লোক আসছে।'

একজন বৃদ্ধ, সঙ্গে কয়েকজন পুরুষ। বৃদ্ধটি এগিয়ে এসে বলল,

—'কোথা? বীরসা ভগবান কোথা?'

—'এই যে!'

বীরসা এগিয়ে এল।

—'কোথায়?'

—'এই যে।'

বৃদ্ধ বলল, 'কাছে এস। আমার চক্ষু নাই।'

বীরসা কাছে এগিয়ে এল।

বৃদ্ধ বলল, 'তুমি এসেছ, মোরা জারিয়া গ্রাম হতে এসেছি। আমি মানকি হে সে গ্রামে। তোমরা হেথা থাক, কোনো ভাবনা নাই। যখনি চুটিয়া গিয়াছ, জগন্নাথপুর গিয়াছ, তখনি জানি নওরতনে

আসবে। কৃষ্ণপক্ষের রাত, এখনি সুবিধা। তাই মোরা আজ কতদিন পথ চেয়ে থাকি—মাসে মাসে—কৃষ্ণপক্ষে। আজ তুমি এলে।'

—'তোমরা বীরসাইত হও নাই?'

—'না। তবে যে হয়াছে, যে হয় নাই, তুমি সকলের ভগবান হে। সকল মুণ্ডার!'

বীরসা ওর দু-হাত ধরল।

বৃদ্ধ বীরসার গায়ে হাত বোলাল। বলল, 'ফিরতে কালে জারিয়াতে বিশ্রাম করে যাবে। তুমি এমন সময়ে এলে ভগবান! উলগুলানেব কথা বললে! এখন আমার চক্ষু নাই! মুণ্ডাদের রাজ হবে, দিকু চলে যাবে। সকল জঙ্গল মোদের হবে, স—ব হবে, কিন্তু আমি কিছু দেখতে পাব না।'

বৃদ্ধ হাত তুলে পেছনে সরে গেল, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। ওর সঙ্গীরাও প্রণাম করল। তারপর বৃদ্ধ কাপড়ের খোঁট থেকে কিছু গুড়ের ডেলা, যবের ছাতুর মণ্ড বের করে পাথরের ওপর রাখল। বলল, 'মোরা যাই। জারিয়া হতে কোনো ভয় নাই। মোরা মোটে তিরিশ ঘর।'

বীরসা হাত তুলে ওদের বিদায় জানাল। ওর চোখ বিষণ্ণ. দুর্বোধ্য। যারা ওর ধর্মে দীক্ষিত, যারা দীক্ষিত নয়, সকল মুণ্ডা ওকে ভগবান বলে মানে। আজ কতদিন হল এই বিশ্বাস ওর রক্ষাকবচ হয়ে আছে। যে পহান্, যে দেওঁরাদের বীরসা অস্বীকার করেছে, তারা'ও সিম্‌বুয়া পাহাড়ের সভার পর ওকে গোপনে বলে গেছে সিং-বোঙা ও বীরসাতে পরে যদি বিরোধ হয় সে দুই দেবতায় বুঝবে। উলগুলানের কাজে পহান্ ও দেওঁরাও সামিল হতে চায়। কেননা তারা মুণ্ডা। মুণ্ডারাজ হবে, সে রাজের কাজে তারাও হাত লাগাতে চায়।

বীরসা বলেছে, 'সময়ে সকলের সাহায্য লাগ্‌বে হে!'

এখন একা পাথরের ওপর বসে জলে পা ডুবিয়ে জল নাড়তে নাড়তে বীরসা ভাবে মুণ্ডাদের সে এখনও স্বাধীনতা দিতে পারে নি। কিন্তু তাদের জীবন থেকে কতকগুলো নাগপাশ তো খুলে নিয়েছে। সেই অসুর-পুজো, দেওঁয়া ও পহানের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস. সহস্র সংস্কার, সে বন্ধনগুলো তো খুলে দিয়েছে।

একা বীরসা জানে কি কঠিন ব্রত নিয়েছে ও! প্রাচীন জড়তা, অন্ধ কুসংস্কার থেকে মুণ্ডাদের মুক্ত করে ও আজকের পৃথিবীতে, বর্তমান সময়ে নিয়ে আসতে চায়। কিন্তু এমন এক 'বর্তমান' রচনা করতে চায় সে, যে 'বর্তমানে' ইংরেজের তৈরি সমাজ বা শাসন থাকবে না। বীরসা মুণ্ডাদের লক্ষ লক্ষ বছরের অন্ধকার পেরিয়ে আধুনিক সময়ে আনতে চায়। কিন্তু এ 'আধুনিক সময়ে' পৌঁছে মুণ্ডারা যেন তাদের আদিম সরলতা, ন্যায়বোধ, সাম্যনীতি অটুট রাখতে পারে, এক নতুন মানবধর্মে আশ্রয় পায়।

বড় প্রাচীন মুণ্ডারক্ত। যেদিন ভারতে শ্বেতজাতি ঢোকে নি, সেই কৃষ্ণ ভারতের সন্তান মুণ্ডারা। বীরসা এক দুঃসাধ্য ব্রত নিয়েছে। যেন নদীর উৎসে ফিরে যেতে চাইছে ও। বহিরাগতদের কাছ থেকে নেওয়া 'করম পূজা' ও অন্যান্য রীতিনীতি, প্রাচীন 'অসুর' ধর্মের জাদুপ্রক্রিয়া ও রক্তোৎসব, সব বাদ দিতে চাইছে। ধর্মের আচার-জাদু-রীতিনীতির বোঝা বুকে চেপে থাকলে মুণ্ডারা মাথা তুলতে পারবে না। তাই এক সহজ, সুন্দর, নির্ভার ধর্ম চাই। তাই বীরসা ভগবান হয়ে ধর্মে বিপ্লব এনেছে।

মুণ্ডাদের অরণ্যে অধিকার চাই, সেই আদিম যুগের মত। খুটকাট্টি গ্রাম ব্যবস্থা চাই, বাঁচার মত করে বাঁচার উপায় চাই। অথচ এক নিরন্ন মুণ্ডা ও তার প্রার্থিত লক্ষ্যের মাঝামাঝি সারি সারি দেওয়াল—জমিদার-মহাজন-বেনে-আড়কাঠি-সাহেব। ইংরেজের প্রশ্রয়েই এই দেওয়ালগুলো ক্রমে উঁচু হয়ে উঠেছে। তাই বীরসা ভগবান হয়ে ওদের বিপ্লবে নামিয়েছে।

বীরসা ওদের বলেছে সফল ওরা হবেই। তীর-ধনুক-বর্শা-বল্লম নিয়ে বন্দুকের সঙ্গে লড়া কঠিন তা বীরসা জানে। কিন্তু এও জানে যে অস্ত্রশস্ত্রের সকল অভাব ঘুচিয়ে দিতে পারে মুণ্ডারী ঐক্য।

মুণ্ডারা নিজেরা 'মুণ্ডা' বলে গৌরব করতে ভুলে গেছে। ওদের আত্মবিশ্বাস ফেরাতে হবে। আবার নিজেদের 'মুণ্ডা' বলে পরিচয় দিতে গর্ব হবে, বীরসার কাছে সেটা একটা বিরাট, বিশাল লাভ।

বীরসা এই জন্যই ভগবান হয়েছে ;

জল থেকে উঠে এল বীরসা। পাথরে হেলান দিয়ে শুল কাত হয়ে। মেয়েরা গোল হয়ে বসেছে। কথা বলছে নিচু গলায়। ওরা এ-ওর চুল বেঁধে দিচ্ছে। কেউ শুয়ে পড়েছে আরেকজনের কোলে মাথা রেখে।

দেখতে দেখতে বীরসার চোখ কুয়াশায় ঢেকে গেল। ভগবান হতে হলে অনেক বড় দাম দিতে হয়। সে জীবনে কোন বরযাত্রা নেই, বাজনা বাজিয়ে, মেয়েরা আমপাতায় জল ছিটিয়ে বরকে নামিয়ে নিয়ে 'চুমান্' স্ত্রী-আচার করে না। বীরসাকে তেল-হলুদে স্নান করিয়ে কোনো কনের বাপ কোলে বসায় না। পাঁচ 'পঞ্চেশ' এসে বিয়ে দেয় না। কোনো বধূর সঙ্গে তিলক ও 'জনেও' বিনিময় করে না বীরসা—জল, আগুন, ধান, দুধ, তরোয়াল, তীর ও ধনুক, সাতটি জিনিসের সামনে দাঁড়িয়ে একে একে অঙ্গীকার করে না।

সে জীবনে শুধু রাতের অন্ধকারে মাইলের পর মাইল হেঁটে ঘুরে বেড়ানো। সভার পর সভা ডেকে মুণ্ডাদের উলগুলানের মন্ত্র শোনানো। 'মানুষ' বীরসার যা যা ভাল লাগত সব ভুলে থাকা। সে যে ভগবান !

বীরসা চোখ বুজল।

পরদিন সকালে নওরতনগড়ে গিয়ে পরিত্যক্ত, জংলা গড় থেকে বীরসা সেখানকার মাটি নিল। মেয়েরা নতুন ভাঁড়ে পবিত্র ঝরনার জল ভরে নিয়ে ফিরে এল। ফেরার পথে জারিয়ায় বিশ্রাম করে তবে

ওরা বোর্তোদি ফিরল। বীরসা বলল, 'কাল সকল মুণ্ডা ডোমবারি পাহাড়ে আসবে। যত জনায় পার আসবে। এখন অঘ্রান মাস। পৌষ পড়তে এখনো বিশ দিন বাকি। পৌষ না পড়তে আরো ষোল আঠারটা সভা করতে আছে।'

সোমা বলল, 'কালই ?'

—'সময় কোথা ? সময় নাই।'

কোম্‌তা মাটিতে পা ঘষে বলল, 'ঘরে মা খুব শোষাচ্ছে চিন্তায়। একবার গেলে দেখে আসতাম ?'

—'তাই যাও, আর ফির না। পিছের টান থাকলে এ কাজে এস না। আগে বলে দিয়াছি।'

বীরসার কথা শুনে কোম্‌তা খুবই আহত হল। বলল 'ভগবান ! দোষ বলে দিয়াছ।'

কোম্‌তার ক্ষুণ্ণ গলা শুনে সবাই এ ওর দিকে চাইল। বীরসা বলল, 'আমার মা বলে আমি তার তরে বেশি করে ভাবব ? না তুমি ভাববে ? যদি ভাব, তবে জানবে, ওই যে ভাবলে, ওই চিন্তায় পথে তোমার মনে 'দিমক', উইপোকা ঢুকে গেল। যেমন দিন যাবে, চিন্তার 'দিমক' তোমায় খেয়ে ঝাঁঝরা করে দিবে। তখন তোমারে দিয়ে উলগুলানের কাজ হবে না।'

ডোমবারি পাহাড়ের চূড়া বলে কিছু নেই। ওপরটি প্রশস্ত। উচু প্রায় তিনশো ফিট। পাথরের খাঁজে পা রেখে, শুকনো ঘাসের চাপড়া ধরে ওপরে উঠতে হয়।

ডোমবারির ওপরে, শতাধিক মুণ্ডার সমাবেশে বীরসা একটি সাদা নিশান তুলল। পুবদিকে পাথরের খাঁজে বসাল। একটি লাল নিশান বসাল পশ্চিম দিকে। বলল, 'ধলা নিশানটি মুণ্ডারা ! লাল নিশানটি হল দিকুদের জুলুমবাজি ! লাল নিশান আমি কেটে ফেলে দিলাম। এখন তোমরা লড়াই করতে চলাছ, ডোমবারির পাথর এমন লাল হয়ে যাবে হে রক্তে। এখন তোমরা কোন পথে চলাছ ?'

—'উলগুলান! উলগুলান!'

—'এখন জান, সকল বীরসাইতের ঘর যে গড় হবে, তা বলে দিয়াছি! আরো জান! ডোমবারির পিছনে সৈল্‌রাকাব পাহাড় তোমরা দেখাছ! সে পাহাড়ে যেমন চড়াই, তেমন খাড়াই, বাঘ তাড়লে হরিণের পা পিছলায়, কিন্তু মুণ্ডারা সে পাহাড়ে উঠে, পা পিছলায় না। সে পাহাড় কেমনে হয়াছিল?'

—'সেঙ্গেল-দা! সেঙ্গেল-দা!'

—'সেঙ্গেল-দা! আগুন বৃষ্টি নামছিল হড়হড়ায়ে, যন্ত্রণায় ধরতির গা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সেই কাঁপন হতেই এত সব পাহাড় হয়াছে। এখন সেই পাহাড়ের গুহায় তোমরা চলে যাবে। সকল বীরসাইতের ঘর গড় হবে, সে ঘরে আজ হতে, এখানে যারা আছে, তারা শুধু বলোয়া-টাঙ্গি-তীর-ধনুক জড়ো করবে। নানকরা করবে। কেন করবে?'

—'উলগুলান! উলগুলান!'

—'প্রচারকরা মেয়েদের সাহায্য নিবে। তোমরা রোগোতো, বোর্তোদি, দিকে-দিকে গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে যাবে। গহীনে, জঙ্গলের পেটে ঢুকে ঘর বানাবে। এমন ঘর হবে, মাচার উপর ঘর। চার মানুষ উঁচা মাচা, মই রবে, মাচার উপর ঘর। দরকারে সে ঘরে পলায়ে থাকতে পারবে। কেন ঘর বাঁধবে?'

—'উলগুলান! উলগুলান!'

—'পুরাণকরা গুটুহাতু, সাইকো, দউদি, আরো চারদিক হতে হাতিয়ার, কাপড়, গুবার খড়, জলের কলস, চাল-ছাতু-যব-চিনাদানা-লবণ যত পার, যা পার, সৈল্‌রাকাবের গুহায়, কাঁদোরে জমা করবে, মশাল বানাবে। কেন করবে?'

—'উলগুলান! উলগুলান!'

—তোমাদের এই কাজ! মোরে তোমরা সকল সময়ে আর দেখবে না। এখন বাসিয়া, সিসাই, কোলেরিরা, বানো, লোহার-

ডাগা, তোরপা, কয়া, খুনটি, মুরহু, তামার, বুন্‌হু, সোনা-হাতু, জোয়হাট, জিলিং-সেরেং, ক্রোন্‌তেয়া, চায়ারি, মনিসাই, বিরভা, কোটাম, সোনপুরগড়, তাউ, তিলাই-মার্‌চা, নাগফেণী, পালকোট, তির্‌লা, মনিহাতু, চাত্‌রাদি, কুসুমটোলি, দিমবুকেল, কামরা, পিপি, দোর্‌মা, গোয়াইদি, বিচাকুটি, কারিকা, কোটাগরা, যত জায়গায় মুণ্ডা আছে, স—কল ঠাঁইয়ে আমি যাব, একই কথা বলব। কেন যাব···কে হাত তুলাছ? কি বলবে?'

—'আমি! এতকেদির গয়া মুণ্ডা!'

—'কি বলবে?'

—'ভগবান! সকল মুণ্ডারা তোমার ধর্ম নেয় নাই। তারা উলগুলানে নামবে?'

—'তুমি নওরতনে যাও নাই। গেলে জারিয়া গ্রামের মান্‌কি, এক অন্ধ মুণ্ডা তোমার চোখ ফুটায় দিত। মুণ্ডারাজ যখন হবে সে একা বীরসাইত নিয়া হবে? মোদের সবার পিতাপুরুষ যখন মুণ্ডা-সমাজে মুণ্ডারাজে ছিল, তারা লবণ পেলেও ভাগ করত সমানে সমান, সোনা পেলেও ভাগ করত সমানে সমান। মুণ্ডারাজ আনতে হলে সকল মুণ্ডারে সামিল করতে হবে, বুঝাছ?'

—'সামিল হবে?'

—'হবে, হতে হবে। দিকুর হাতে সকল মুণ্ডা সমানে মরে, সমানে কষ্ট পায়। আমি সবারে ডাকব হে, সে আমার কাজ।'

—'বুঝাছি।'

—'তোমাদের যেমন ভাগে ভাগে কাজ দিয়াছি, তারাও তাই করবে হে! বুঝ তবে! রাঁচি জেলায় উলগুলান চলবে, উলগুলান চলবে চাইবাসা। কত সিপাই নামাবে তারা? কত বন্দুক ছুঁড়বে?'

—'তুমি একা কতদিকে যাবে?'

—'আমি একা! তোমরা নাই?'

—'আছি হে-এ-এ-এ-এ-এ-এ ভগবান!'

—'তবে শুন! আজ অঘ্রানের দশ তারিখে বলি। পৌষের দশ তারিখে সাহেবদের বড়দিন! সেদিন হতে উলগুলান শুরু হবে। সাত তারিখ হতে দিকে-দিকে পাহাড়ে বনে আগুন জ্বলবে, সেই হবে নিশানা! আর!'

—'বল হে!'

—'সকল মুণ্ডা-এলাকা ঘুরে এসে উলগুলানের আগে আমি আবার ডোমবারিতে তোমাদের সাথে মিলব! কেন মিলব?'

—'উলগুলান! উলগুলান! উলগুলান!'

—'সে বোলোপে-বোলোপে গান গাও হে! রাত দেখ না তোমার-আমার গায়ের পারা কালো, তারাগুলা গান শুনবে বলে নামুতে এসে দেখতেছে, জঙ্গলে বাতাস বহে যায়, জঙ্গল জেগে উঠাছে, ঝিমঝিমা পাতার শব্দ শুন!'

—'বোলোপে বোলোপে হেগা মিসি হোন্ কো'—কালো রাত কালো পাথর, কালো শরীর। কালো কালো হাত হাতে-ধরে তিনটি দল বীরসাকে ঘিরে গান গাইতে লাগল, ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল। মন্ত্রের মত গান রক্ত থেকে উঠে আসতে লাগল। রাত বাড়ছে। আকাশে তারা ধীরে সরে যেতে থাকল। বাতাসে হিম। জঙ্গলের কালো গা দিয়ে কুয়াশা ভেসে যাচ্ছে।

চুটিয়া ও জগন্নাথপুরের মন্দির দখল করে দখল না রেখেই চলে গেছে বীরসা। না গেল তাকে ধরা, না পাওয়া গেল তার সাড়া শব্দ। চিরুনি দিয়ে চুল যেমন করে আঁচড়ায়, তেমনি করে জঙ্গল আর পাহাড় খুঁজল পুলিস।

এই যে কোনো খবর মিলছে না, এতে মীআর্স উদ্বিগ্ন হলেন। যত উদ্বেগ সব তাঁর, ওপরঅলাকে বোঝাতে পারেন না কিছু। কেন তাঁর মনে হচ্ছে মুণ্ডা-অঞ্চল এখন অগ্নিগর্ভ। যে কোনোদিন, যে কোনো সময়ে আগুন জ্বলবে।

—কিন্তু মুণ্ডারা কোথায়?

মুণ্ডারা জঙ্গলে ও পাহাড়ে লুকিয়ে থাকছিল। পুলিসের ঘোরাফেরা দেখে ওরা নিঃশব্দ হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছিল। পুলিস চলে গেলে ওরা গান করছিল। ওদের রক্তে নেশা ধরে গিয়েছিল। এমন নেশা কোনো মদে হয় না। উলগুলান বা সমগ্র বিদ্রোহের নেশায় মুণ্ডারী খেপে উঠেছিল।

সব জায়গায় বীরসা শরীরে হাজির নেই। তবু সব গানই বীরসাকে নিয়ে।

ওরা গাইছিল—

বীরসা ভগবান ডাকল, ও ভাই চল যাই
চুটিয়া মন্দিরে
সে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে বলল
চল যাই জগন্নাথপুরের মন্দিরে
আমরা গেলাম, তিন রাত থাকলাম
দেবতাকে জানালাম প্রণাম
চুটিয়া উঠল কেঁপে
রাঁচি আর ডুরাণ্ডা দেখ, কাঁপছে॥

কোথা থেকে যেন অসম্ভব জোর পেয়েছিল ওরা মনের ভেতর। খুব বিশ্বাস জ্বলে উঠেছিল রক্তে।

ওরা গাইছিল—

জমিদারের অত্যাচারের যন্ত্রণায়
মানুষের দুঃখে দেশ আজ উত্তাল
চল, তুলে নাও ধনুক, তীর ও বলোয়া
আজ বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভাল
বীরসা ভগবান আমাদের নেতা
আমাদের জন্যেই সে এসেছে এখানে
আজ বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভাল
চল তৈরি হই তূণ, তীর ও তরোয়াল নিয়ে
ডোমবারি পাহাড়ে জড়ো হব সবাই
ধরতি-আবা কথা কইবে সেখানে
বাঁদরের কিচকিচিকে ভয় পাই না আমরা
কিছুতে ছেড়ে দেব না জমিদার, মহাজন, বেনে—বিদেশীদের
তারাই ত ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের দেশ
খুটকাট্টি অধিকার ছেড়ে দেব না
চিতাবাঘের দাঁত, সাপের ছোবল থেকে হাসিল করেছিলাম দেশটা
এই সুন্দর দেশ কেড়ে নিয়েছে ওরা ॥

গানটা শুনে বীরসার বুকও কেঁপে উঠেছিল বারবার। এ কি বলছে মুণ্ডারা? বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভাল? কে বাঁধল এ গান? কে সুর দিল?

কেউ বলতে পারেনি। বীরসা বুঝেছিল এ গানের রচয়িতা হল সময়, সুরও সময়ের দেওয়া।

কেন না সময় বড় বিস্ফোরক, অস্থির ব্যগ্র। সময়ের হাতে

তীর, হৃদয়ে জ্বালা, চোখে একাগ্র লক্ষ্য। বীরসা বুঝতে পারছিল সুগানা বা করমি উপলক্ষ্য মাত্র, ওকে সৃষ্টি করেছে সময়। মুণ্ডাদের জীবনে হোলির আগুন বছর বছর জ্বলে। উলগুলানের আগুন বীরসা ছাড়া কেউ জ্বালতে পারত না। এখন দরকার বহ্ন্যুৎসব, সময় তাই বীরসাকে এনেছে।

বীরসা ভাবছিল, পাঁচ বছর হতে চলল, ১৮৯৫ সাল অব্দি মুণ্ডারা ভেবেছে—যা সর্দাররা তাদের ভাবিয়েছে, তাই ভেবেছে।

মুণ্ডারা ভেবেছে লড়ব ত নিশ্চয়। কিন্তু লড়াই মানে কি? কি তার মানে?

—না, জমিদারকে খাজনা দিব নাই।

—নিষ্কর জমি চাই।

—জঙ্গলে আদি-অধিকার চাই আবার।

হ্যাঁ, বীরসা বড় কৃতজ্ঞ সর্দারদের কাছে। আন্দোলনকে তারা জাইয়ে রেখেছিল বলে মুণ্ডাদের রক্তে এ কথাগুলো চেনা হয়ে গেয়েছিল, অচেনা ছিল না। বীরসার কাজ তাতে অনেক সহজ হয়।

বীরসা নিজেকে প্রশ্ন করছিল। বীরসা ত ভগবান হতে চেয়েছে। তার কাছে এসে তাকে মেনে নিয়েছে মুণ্ডারা।

সর্দাররা তাকে কেন চেয়েছে? তাদের লড়াই করবার মন আছে, নেতা নেই বলে?

তাদের পথ আইনের পথ, বীরসার পথ যুদ্ধের পথ। দুটো পথ মিলল কেমন করে?

আজ ত বীরসা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে চলেছে মুণ্ডা জাতিকে নিয়ে। সর্দাররা তবু তার সঙ্গে সামিল আছে কেন?

বীরসা কি চাইছিল? কেন গেল প্রাচীন মন্দিরে? বীরসা জানে, কেন গিয়েছিল। আদিম মুণ্ডা ধর্ম আদিম সরলতা হারিয়েছে। মুণ্ডাদের মনে নিজেদের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনা দরকার ছিল।

মুণ্ডাদের জীবন থেকে সব বাইরের আগাছা উপড়ে ফেলা

দরকার। জাতির যারা শত্রু, কি অর্থনীতিতে, কি ধর্মে, তাদের বহিষ্কার দরকার।

আর কোনো পথ নেই। কেন না বীরসার আদিম অরণ্যকা জননী ধর্ষিতা, অশুদ্ধ, অশুচি, 'মোরে শুচি কর্ বাপ' সে কাঁদছিল। মুণ্ডাদের সংগঠিত করে, হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে প্রতি মুহূর্তে বীরসা বুঝতে পারছিল ওর দেহটা ছোটনাগপুরের মাটি, ওর রক্ত তাজ্‌নে ও কাঞ্চী নদীর স্রোত, সে নদীর তীরে ওর অরণ্যকা জননী কাঁদছিল।

সেইজন্যেই ত চার পাঁচ বছরেই বীরসা নিজে বুঝেছে, মুণ্ডাদের বিশ্বাস করাতে পেরেছে, ওরা যা চায় তা হল—

যারা আদিবাসী নয় তারা জবর দখলদার, তাদের উৎখাত—

মুণ্ডারা জমির আসল মালিক—

আর এই স্বর্গকে হাতের মুঠোয় পেতে হলে চাই এক মুণ্ডা অধিকৃত মুণ্ডারী দেশ, যে দেশে সাহেব-সরকারী কর্মচারী ও মিশনরী নেই। মুণ্ডার কাছে সবচেয়ে প্রার্থিত ধন হল বীরসার রাজ। বীরসার রাজ মানে বীরসার ধর্ম। বীরসার ধর্ম মানে বীরসার রাজ। এই স্বর্গ পেতে হলে রক্ত নিতে হবে, রক্ত দিতে হবে।

প্রতিটি সভায় ত বীরসা একই কথা বলেছে। ডোমবারিতে অঘ্রান মাসে যে সভাটা হল?

ভীষণ ঠাণ্ডা ছিল, হিমহিম রাতে, চাঁদ উঠেছিল রাত বারটার পরে। ডোমবারি পাহাড়ের ওপরে চ্যাটাল পাথরে বসেছিলাম আমি। একে একে সত্তর-আশিজন জমেছিল, কুড়া গ্রামের রতন মুণ্ডারা এল সবার পরে।

আমি শুধালাম, 'বল, তোমাদের বলার কি আছে?'

কুড্ডার জগাইরা তিন চারজনে একসঙ্গে বলল, 'জমিদার-জাগীরদার-ঠিকাদারের অত্যাচার।'

আমি বললাম, 'তবে তীর-ধনুক-বলোয়া তৈরি রাখ।'

ওরা বলল, 'রাখব।'

আমি বললাম, 'হাতিয়ার কি কাজে লাগাবে?'

ওরা বলল, 'তুমি বলে দাও।'

আমি বললাম, 'হাতিয়ার দিয়া তোমরা ঠিকাদার-জাগীরদার-রাজা-হাকিম-ক্রীশ্চানদের মারবে হে।'

ওরা বলল, 'রাজা-হাকিম-ক্রীশ্চানরা বন্দুক দিয়া আমাদেরকে মারে যদি?'

আমি বললাম, 'ওদের বন্দুক-গুলি জল হয়া যাবে। দেখ, চৌদ্দ দিন বাদে আমি আবার তোমাদের সঙ্গে মিলব। সেদিন ক্রীশ্চানদের বড়দিন। তোমরা হাতিয়ার মজুদ রেখ।'

কথা বলতে বলতে ভোর হয়ে গেল।

সভা-সভা-সভা! সভার পর সভা! কত পথ হেঁটেছিল বীরসা? ১৮৯৯ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রাঁচি আর চাইবাসার কত জায়গা গিয়েছিল বীরসা?

চালকাড়ে বসে কর্‌মি কাঁদত, 'বীরসা! বীরসা! বীরসা!'

কর্‌মি জানত না বীরসা মানে ছোটনাগপুর, বীরসার রক্ত ছোটনাগপুরের বর্ষার নদী। কর্‌মি জানত না, বীরসার রক্তে বসে কাঁদে এক নগ্নিকা জননী অরণ্যকা। সে কর্‌মির মত নয়, সালীর মত নয়, সকলকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে সে সম্পূর্ণ। সেই জননীর কান্না শুনত বলে বীরসা অত পথ হাঁটতে পেরেছিল।

সেই জননীর কান্না শুনত বলে বীরসা মুণ্ডাদের বিশ্বাস করাতে পেরেছিল বীরসাইত মুণ্ডারা এক আলাদা জাতি।

তারা সকল মুণ্ডাদের জন্যে মরতে পারে। তাদের কাছে এখন বাঁচার চেয়ে মরা অনেক প্রিয়। তাদের পথ রক্তের পথ।

কিন্তু বীরসাইত মুণ্ডা, বীরসাইত না হলে বাপ-মা-ভাই-বোন কারো হাতে খায় না, কারো ঘরে থাকে না।

বীরসা তাদের মনে এই গর্ব এনে দিয়েছে। এখন বীরসাইত

হলে পরে সেই অহংকারে মাথা উঁচু করে চলা যায়। ধানী মুণ্ডা, বুড়োটা, পাগল খ্যাপাটা, সব চেয়ে বেসুর গলায় গান গাইত আর হাত তুলে নেচে নেচে বলত, 'মুণ্ডা হয়া জন্মেছি, সেজন্য এত গরব রক্তে গর্জাবে তা আগে জানি নাই। এই যে জানালি ভগবান, এই আমি হাতে চাঁদ পেয়াছি। আর কিছু না পেলেও তোরে কব না কিছু।'

রাতে পাহাড় ও জঙ্গল দিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হাঁটতে বীরসা বলত, 'আর কেন্দ্যে না মা মোর! তু মোর রক্তে ছিলি তাই টুইলা-বাঁশি বাজায়ে আখারায় নেচে মন উঠে নাই। সর্বদা মনে হত আমার আরো কিছু করার আছে। ই কাজ করতে আমি ভোবনে আসি নাই।

মন উঠল না মা আমার, মিশনে যেয়্যে, বন্দ্‌গাঁওয়ে থেকে। মন উঠল না মা—নয় ত সালীর মত, পরমির মত কুন মেয়ারে আরান্দি করে্য—গাঁও পহানের শাসন মেন্যে—কর্‌মি-সুগানার বংশ রেখে জীবন কাটাতে পারতাম। কিসে মোরে দংশাত তখন জানি নাই। শুধা মনে হত আন কাজ করতে ভোবনে এসাঁছি। এখন জানি তোর দুঃখ মোর রক্তে আগুন ছিটাত।

খুটকাট্টি গ্রাম হতে উচ্ছেদ হতে হতে, সকল অধিকার হতে বঞ্চিত হতে হতে, মুণ্ডাদের শিরদাঁড়ায় জোর ছিল না কুন।

তাই আমি এত কঠোর হয়াছি মা! যা নিয়া মুণ্ডারা সব ভুলা থাকত, সব বাদ দিয়া দিছি। হাঁ আমি তোদের ভগবান।

আর নাচ-গান—করম-হোলি-সোহ্‌রাই পরবে মাতামাতি নয়।

মাথায় ফুল—চুলে ফুল—হাঁড়িয়া তাড়ির মাতন আর নয়।

সব ভুলে এক মন, এক লক্ষ্য হও।

এমনি করে মুণ্ডাদের এক বিশ্বাসের বাঁধনে বেঁধেছি। তাদের মরতে শিখায়েছি।

যা শিখায়েছি তা তারা শিখল কিনা তার পরীক্ষা নিব ২৪শে ডিসেম্বর।

২৪শে ডিসেম্বর—২৪শে ডিসেম্বর—২৪শে ডিসেম্বর—মুণ্ডারা মনে মনে জপছিল।

—সাহেবরা কিছু জানে নি।

—সাহেবরা কি করছিল?

রাঁচির ইউরোপীয়ান ক্লাবে বিলিআর্ড টেবিলটি অসামান্য। যেমন পালিশ, তেমনি নিখুঁত কারিগরি তার। ডেপুটি কমিশনারের বিলিআর্ড খেলাটি বড় পছন্দ। বিলিআর্ডের কিউ হাতে নিয়ে সাদা বলগুলি গড়িয়ে পকেটে পাঠালে তাঁর উত্তেজিত নার্ভ ঠাণ্ডা হয়। রাঁচির শ্বেতাঙ্গসমাজ ডি. সি.-র আড়ালে তাঁর বিলিআর্ড প্রীতির একটা ব্যাখ্যা বের করেছে।

রাঁচির মত একটা জংলী জায়গায় পড়ে থাকতে মিসেস ডি. সি. খুশি নন। কি আছে এখানে? পাহাড়? জঙ্গল? সুন্দর আবহাওয়া? কেন তিনি সেজন্যে এখানে পড়ে থাকবেন? ডি. সি. পুরুষমানুষ। তিনি শিকার করে-টরে খুশি থাকতে পারেন। মিসেসের ভাল লাগবে কেন?

ডি. সি. মেমসায়েবকে বোঝাতে পারেন না, প্রমোশন না হলে তাঁর পক্ষে রাঁচি থেকে বদলী হওয়া অসম্ভব। ভারতে থাকার মত শহর, এই পূর্বভারতে, কলকাতা। কলকাতা যেতে কে না চায়? কিন্তু লালফিতের ফাঁস বড় ভীষণ। কেটে বেরোনো দায়।

মেমসায়েবের সঙ্গে নিয়ত তর্কে তর্কে ডি.-সি.র নার্ভ অশান্ত হয়। তখনি তিনি বিলিআর্ড খেলতে শুরু করেন আর খেলে চলেন।

এবারও তিনি খেলছিলেন, যেমন খেলেন। পুলিস সুপার দেখছিলেন, যেমন দেখেন। ভীষণ শীত, রাঁচিতে যেমন পড়ে। বেয়ারা পানীয় দিয়ে যাচ্ছিল ঠিকমত।

ডি. সি. সুপারকে বললেন, 'হ্বাট বোগিম্যান, হ্বাট বীরসা? মরে গেল না কি?'

—'মরার সামিল।'

—'কেন?'

—'একেবারে চুপচাপ। শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছি ত? বুঝেছে আর ট্যাঁ ফোঁ করে লাভ নেই।'

—'মীআর্স কি বলে?'

—'মীআর্স? বীরসার বিষয়ে যত গুজব ছড়ায় সব বিশ্বাস করাই ওর কাজ।'

—'মীআর্স ফালতু লোক নয় হে।'

—'সেবারে, আহা, ১৮৯৮ সালের মে মাসে সিংভূম পুলিসের সঙ্গে কি খিটিমিটি বাধাল না মীআর্স?'

—'সেও ত বীরসাকে ধরা নিয়েই। সিংভূম পুলিস খেপে গেল বীরসা রাঁচিতে লুকিয়ে আছে, গিডিয়ুন আর প্রভুদয়ালকে ধরার জন্যে রাঁচির সরকার পুরস্কার দিল না বলে। রাঁচি পুলিসকে তাতিয়ে দিল রেভারেণ্ড হফ্ম্যান। বলল, বীরসা তামার থানার চালকাড় ছেড়ে চক্রধরপুর থানার উত্তর দিকের পাহাড়ে ঘাটি করেছে, অথচ সিংভূম পুলিস কিছু করছে না।'

'আচ্ছা, এমনও ত হতে পারে বীরসা রাঁচি আর সিংভূম, দু জায়গায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে? তা যদি হয়?'

—'সুপারম্যান ত নয়?'

—'মুণ্ডারা ওকে সুপারম্যানই ভাবে।'

—'হফ্ম্যান কি বলছে?'

—'বললে ত বাঁচা যেত। লিখছে, সমানে চিঠি লিখছে। ওর মাথায় চেপেছে বীরসার ভূত। চারদিকে ও বীরসার প্রভাব দেখছে! মিশনের যত মুণ্ডা, সব নাকি বীরসাইত হয়ে চলে যাচ্ছে।'

—'যাচ্ছে না কি, খোঁজ নিয়েছ?'

—'কি জানি। মুণ্ডারা এবার বেজায় চুপচাপ। হোলির পর শিকার অব্দি খেলে নি।'

—'লক্ষণ ভাল নয়।'

—'শীতের সময়। এ সময়ে ওদের কষ্ট বাড়ে খুব। মিশনে যায় দলে দলে।'

—'মিশনে মিশনে বলেছি এবার বড়দিনে বেশি করে কম্বল আর জামা দিও।'

—'তা দিক গে। মিশন কি করছে তা দেখতে গেলে পুলিসের চলে? ধর্ম নিয়ে খোঁচাতে যাবে কে? তুমিও যাবে না নিশ্চয়। ছোটনাগপুর রেন্ট্-ল নিয়েই মাথা খারাপ হবার জোগাড়। তাতে হফ্ম্যানের এই চিঠির পর চিঠি!'

—'হফম্যানও ফালতু লোক নয়।'

—'সে তোমাদের কাছে। ও 'এন্সাইক্লোপিডিআ মুণ্ডারিকা' লিখেছে বলে সব জানে না। কি?'

—'হফ্ম্যান মুণ্ডাদের সমাজ, অবস্থা, সব খুব ভালই বোঝে, বুঝেছে? ও যদি ভয় পায়, তাহলে অবস্থা সিরিয়াস। ছুটো দুর্ভিক্ষ হয়ে গেল, দেশের অবস্থা এমনিতেই খুব খারাপ হয়ে আছে।'

—'না খেয়ে মুণ্ডারা মরবে না। খেতে পার কবে, যে না খেয়ে মরবে? জন্মায়ও ত শুওরের মত পালে পালে। দেখনি?'

—'না। বীরসা একটা কাজের মত কাজ করেছে। মুণ্ডাদের কি বুঝিয়েছে কে জানে! সন্তান ওদের ঘরে কিন্তু তেমন জন্মাচ্ছে না।'

—'আরে বাবা! বড়দিন সামনে। ডিনার-নাচ-ফ্যেট-শিকার, এ সব কথা ভাবতে পার না? তুমিও যে হফ্ম্যানের মত কথা বলছ?'

হফ্ম্যান, ক্যাথলিক মিশনের রেভারেনড হফ্ম্যান মিশন হাউসে বসে হাত মোচড়ালেন, কপাল ঘষলেন। একটা দুর্যোগের আভাস পাচ্ছেন তিনি। কিন্তু ডি.সি.কে বোঝাতে পারছেন না। হফ্ম্যান্ ডি.সি.কে লিখছেন, 'মুণ্ডাদের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ

নেই। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ইংরেজ বা অন্য হিন্দু, বিদেশীদের ওপর ওদের অন্ধ রাগ। দুবছর ধরে ওদের বোঝাচ্ছি। এ সরকার তোমরা বদলাতে পারবে না। টাকা দিয়ে সামু মুণ্ডা ও অন্য বীরসাইতদের সাহায্য করেছি। এখন শুনছি, সাহেব বলে ওরা আমাকে ও ফাদার কারবেরিকে খুন করবে। যারা জেলে গিয়েছিল তাদের কজনের পরিবারকেও সাহায্য করে দেখেছি, কোনো লাভ হয় নি······'

হফ্‌ম্যান্ জানেন, রাঁচিতে সবাই তাঁকে পাগল ভাবে। তবু তিনি চিঠি লিখলেন, ডি.সি.কে।

আশ্চর্য ডি.সি. এবার হফ্‌ম্যানকে একেবারে উড়িয়ে দিলেন না। মুণ্ডারী জানে এমন একটি দারোগা ও কনস্টেব্‌লকে তদন্ত করতে পাঠালেন। নিজেও টুরে বেরোলেন।

কিছুই জানা গেল না। শুধু ঘোরাই সার হল। রাঁচি ফিরে ডি.সি. সুপারকে বললেন, 'আলেয়া! আলেয়ার পেছনে ছুটে বেড়ানো অসম্ভব।'

—'কি শুনে এলে?'

—'শুনলাম বীরসা এতদিন নির্জনে বসে তপস্যা করেছে। এবার নাকি আত্মপ্রকাশ করবে।'

—'কবে?'

—'কবে জানি না। তবে শুনলাম বীরসাকে না'ক শতশত মাইল এলাকা জুড়ে দেখা যাবে।'

—'তার মানে?'

—'জানি না।'

ডি.সি. ও সুপার যখন কথা বলছেন, তখন, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯ সাল—বীরসা মুণ্ডাদের জানিয়ে দিল, উলগুলানের দুটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে আগুন জালিয়ে তীর ছুঁড়ে ক্রীশ্চানদের ভয় দেখাতে হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুরু হবে সশস্ত্র সংগ্রাম।

২৪শে ডিসেম্বর ক্রিসমাস ঈভ্। ইউরোপীয়ান ক্লাব আলোয়

ঝলমল করছে। সাহেব ও মেমরা নাচছে, ব্যাণ্ড বাজছে। কাচের গেলাস ও বোতল ট্রে-তে সাজিয়ে বেয়ারারা ঘুরছে। রঙিন কাগজের শেকল ঝুলছে, মালা দুলছে। সুসজ্জিত ক্রিস্‌মাস্‌-ট্রি ঘিরে দাঁড়িয়ে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা গল্প করছেন।

হঠাৎ বাইরে হট্টগোল শোনা গেল।

নাচ থেমে গেল। বাজনাও। সবাই এ-ওর দিকে তাকালেন। ছুটতে ছুটতে, হাঁকাতে হাঁকাতে ভেতরে এল খানসামা। ডি.সি.কে বলল, 'আমরা চলে যাচ্ছি হুজুর! বীরসাইতরা শহরে তীর চালাচ্ছে, সাহেবদিগের খুঁজছে।'

সুপার ধমকে বললেন, 'মিথ্যে কথা। শহরে বীরসাইত নেই।'

—'হুজুর, খাবার নিতে যারা এসেছিল, এখানে-ওখানে বসেছিল তারাই তো বীরসাইত! জার্মান মিশনে তীর ছুঁড়ল। ছেদী মিস্ত্রিটা তীর লেগে মরে গেল হুজুর।'

—'মিথ্যে কথা!'

—'আপনার বাংলার সামনে তীর চলছে। আপনার গার্ড জখম হয়েছে। আমরা পালাব হুজুর। এখন এখানে থাকলে ওরা মেরে ফেলবে।'

হঠাৎ জেলে পাগলাঘন্টি বাজতে শুরু করল। কি হল সেখানে?

ডি.সি. বললেন, 'সুপার জেলে যান। আমি পুলিস ব্যারাকে যাচ্ছি। সেখান থেকে অফিস।'

ডি.সি.র হাত কামড়াতে ইচ্ছে হল। বড়দিন! সমস্ত আপিসের লোকজনের ছুটি। সরকারী দপ্তর বন্ধ। কেমন করে খবর পাবেন, ব্যবস্থা করবেন?

—'ঘোড়া আনতে বল!'

তাঁর ডেপুটি বললেন, 'কাকে বলবে? নেটিভ্‌রা সবাই পালিয়েছে।'

—'রিয়ালি! ফুল্‌স্‌! কোনো মানে হয়?'

ডি.সি. বেরোলেন। পুলিস-ব্যারাকে এলেন। বললেন, 'শহরে রাউনড্ দাও। অবস্থা দেখ। গণ্ডগোল দেখলে, বাধ্য না হলে গুলি করবে না। আমি দপ্তরে যাচ্ছি।'

বাড়ির লাগাও দপ্তর। ডি.সি.-র স্ত্রী কলকাতায়। দেখলেন, বাড়ির আলো নিবিয়ে চাকর-খানসামা-বেয়ারা-ভিস্তি-জমাদার-মালী-সহিস-বাবুর্চি সবাই বসবার ঘরে বসে আছে। বললেন, 'কাছারি ঘরে বিছানা দিয়ে যাও। দরজা খোলা থাক। আমি বন্ধ করব।'

—'হুজুর!'

—'কি?'

—'আমরা…'

—'ভয়ের কিছু নেই।'

—'কিন্তু…'

—'চব্বিশ ঘণ্টায় সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

রাত কাটল। সকাল থেকে খবর আসতে লাগল — না, শহরে গুলি চালাবার কোনো দরকারই হয় নি। কেন না কোনো তীর-সন্ধানী মুণ্ডাকে দেখা যায় নি। বীরসার নাম যেমন আলেয়ার মত জ্বলে, বিভ্রান্ত করে, মিলিয়ে যায়, মুণ্ডাদের ভাবলেশহীন মুখের অন্ধকার নিরুত্তরে, বীরসাইতরা তেমনি করেই মিলিয়ে গেছে, নিরুত্তর অন্ধকার হয়ে গেছে আবার। রাঁচি শহরে কোথাও তারা নেই।

ডেপুটি জেলসুপার অমূল্যবাবু দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে, দেখল হাটিয়ারের পথ ধরে নিচু হয়ে, শরীর দুমড়ে চলে যাচ্ছে মুণ্ডারা। দেখে সে জেলে ফিরে এল। আজ রাতে জেল কর্তৃপক্ষের তৈরি থাকার হুকুম ছিল। জেলে বন্দী আসতে পারে। সুপার বললেন, 'না, আজ কোআর্টারে ফিরব না।'

সকাল থেকে খবর আসতে লাগল। সারাদিন ধরে রাঁচিতে ঘোড়সওয়ার এল আর এল। ডি.সি. ও পুলিসসুপার খবর নিতে

লাগলেন। সিংভূম জেলার চক্রধরপুরের অধীন প্রতিটি থানায় খবর এসেছে তীর ছুটছে, আগুন জ্বলছে।

মীআর্স বললেন, 'আমি জানতাম!'

—'কি জানতে? ক্রিসমাস ঈভে মুণ্ডারা বিদ্রোহ করবে?'

—'না, জানতাম যেটাকে আমরা শান্ত অবস্থা মনে করছি, সেটা প্রলয় ঝড়ের আগের নিস্তব্ধতা।'

ডি.সি. জানেন, তাঁকে সবাই—শ্বেতাঙ্গ অফিসাররা, মিশনারীরা, জমিদাররা, মুণ্ডাদের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করার দোষে দোষী করে মনে মনে

তিনি বললেন, 'কি করতে পারতাম আমি?'

—'আমি সে কথা বলার অধিকারী নই।'

—পিটনি ট্যাক্স ধার নি, গার্ডওয়ারী?'

—'প্রত্যাহারও করেছিলেন।'

—'সরকারী চাকে কতকগুলো নিয়মকানুন মানতে হয়। পিটনি ট্যাক্স অনির্দিষ্ট কাল চাপিয়ে রাখা চলে না।'

—'তখন থেকেই অবস্থা কিন্তু বিস্ফোরক হয়ে আছে।'

ডি.সি. আঙুল দিয়ে চুল টানলেন। রুক্ষ গলায় বললেন, 'হ্যাঁ। দু-বছরের খরা-দুর্ভিক্ষ-শস্যহানি-জমিদার ও মহাজনের দুবার লোভ —ছোটনাগপুর টেনেন্সি ল—সর্বকিছুই ইন্ধন যুগিয়েছে।'

—'কিন্তু এখন···?'

—'বীরসা কথা দিয়েছিল।'

ডি সি কিছুতে বলতে পারলেন না এখন তিনি দরকার হলে মিলিটারি নামিয়ে দিয়ে, বিদ্রোহ দমন করবেন। তবু, তবু বীরসার ওপর তাঁর শ্রদ্ধা হচ্ছে। ছেলেটা গরিব মুণ্ডা হয়ে আশ্চর্য ধোঁকা দিয়েছে একটা বিশাল প্রতিপত্তিশালী পরাক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে। হ্যাঁ, শ্রদ্ধা হচ্ছে। দিনান্তে এক খুঁচি চিনাঘাসের দানার ঘাটো যার খাদ্য, পরনে যার লেংটি, হাতিয়ার যার তীর ও

ধনুক, কাঁধে যার চক্রবৃদ্ধি সুদের ভার, সেই মুণ্ডাজাতিকে বীরসা ব্রিটিশসিংহের উদ্যত থাবার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। অথচ কি শান্ত, নম্র, নিরীহ মনে হয়েছিল ওকে···

মনে পড়ল চালকাড় থেকে চলে আসার আগে ঘোড়ার পিঠে বসে উনি বলছেন, 'সরকারকে কথা দিয়েছ গণ্ডগোল করবে না, মনে রেখ। কথা ভাঙলে শাস্তি পাবে।'

ডিসেম্বর মাস। ফসল ঘরে উঠেছে জমিদারের। মুণ্ডাদের উঠোনে পোকা-খাওয়া ধান, যব, বাজরা। মেয়েরা গোল হয়ে বসে শস্য বাছছে। শীতের বাতাস রুক্ষ, তীব্র। বীরসার গায়ে চাদর, পা খালি। বীরসা ওঁর ঘোড়ার গায়ে হাত বোলাচ্ছে।

উনি বললেন, 'মনে রেখ।'

বীরসা চোখ তুলল। হাসিতে ঝলমল করছে দু'চোখ। বলল, 'মনে আছে।' তারপর, ওঁর সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে ও গ্রামের সীমান্ত অব্দি এল। ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বুড়ি সবাই দাঁড়িয়ে ওঁকে দেখছে। বীরসা দাঁড়িয়ে রইল, উনি চলে এলেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, তেঁতুল গাছের নিচে ও দাঁড়িয়ে আছে হাত তুলে। আর ওকে দেখেন নি। আর দেখবেন বলেও ভাবেন নি।

মীআর্স বলেছিল, 'জেলেও বীরসার দাঁড়ানো, কথা বলা, সব-কিছুর মধ্যে একটা ড্যাম্ড্ আত্মপ্রত্যয়ের ভাব দেখা যেত। যেন রাজা, এমনি ভাবখানা।'

কিন্তু রাজার মত সহজ, স্বাভাবিক আভিজাত্য, চলাফেরায়, কথাবার্তায়, বীরসার কেন, ভরমি, সোনা, ডোন্‌কা, অনেকের মধ্যেই দেখেছেন স্ট্রীট্‌ফিল্ড্। প্রত্যেকবার তাঁর নতুন করে অবাক লেগেছে। নিঃস্ব, দীন, হতভাগ্য মুণ্ডার ভেতরে এই সহজ, স্বাভাবিক আভিজাত্য কোথা থেকে আসে? প্রাচীন সভ্যতার ধারাবাহী ওরা? সেইজন্যে? কিন্তু ওদের আবার, সভ্যতা কি! ওরা তো বর্বর অসভ্য······

ডি.সি. আবার মাথা নাড়লেন। যেন এখনি বুঝতে পারবেন সব, বীরসার বিষয়ে বুঝে ফেলবেন সব, কেন ওকে মানে মুণ্ডারা—কেন ও বিদ্রোহ ঘটাচ্ছে—কিন্তু কিছুতেই জানা যাচ্ছে না। পারা যেমন পিছলে বেরিয়ে যায়, তেমনি করে ওঁর হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে আসল সত্য…

কিন্তু তিনি ডি.সি.। বীরসা বিদ্রোহী। সাক্ষ্যপ্রমাণ পেলে, কেস দাঁড় করাতে পারলে ওকে উনি চরম শাস্তি নিশ্চয় দেবেন। ছোটনাগপুর রেন্ট্-ল-তে মুণ্ডাদের কোনো স্বার্থই সংরক্ষিত হয় নি। সে আইন সংশোধন করতে তো উনিও চেষ্টা করছেন। আইন সংশোধন করতে দু-পাঁচ বছর লাগে? দু-পাঁচ বছর অপেক্ষা করলে কি হত? জমিদারকে সহায়তা করছে সরকার? জমিদার-সরকার দু-পক্ষই মুণ্ডাদের শোষণ করছে? তাতে ধৈর্য হারাবার কি আছে? কবে মুণ্ডাদের শোষণ করা হয় নি? কবে তারা ভরপেট খেয়েছে? সুবিচার পেয়েছে?…

ডি.সি. শুকনো গলায় বললেন, 'রিপোর্ট পড়।'

—'তামার থানায় দু'-জায়গায় ক্রিশ্চানদের ওপর আক্রমণ ঘটেছে। বীরসার আদিবসতি উলিহাতুতে গ্রামের চার্চে তীর ছোঁড়া হয়েছে। তোরপাতে ক্রিশ্চানদের ওপর তীর ছোঁড়া হয়েছে। মারচা গ্রামে জন পহান অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচেছে। বাসিয়াতে জার্মান মিশন চার্চে তীর চলেছে, কাজারাতেও। রামটোলিয়াতে একটি ক্রিশ্চান ছেলে জখম হয়েছে।'

—'আরো আছে?'

—'খুনটি থানায় বহু গ্রামে আগুন দেওয়া হয়েছে।'

—'মুণ্ডারী গ্রাম?'

—'না। মুরহুতে অ্যাংলিকান্ স্কুলে রেভারেন্ড লাস্টিকে তীর ছোঁড়া হয়। জখম হন নি।'

. —'লাস্টি বীরসাকে প্রথমবার গ্রেপ্তার করার সময়ে চালকাড় গিয়েছিল।…জখম হয় নি!'

—'না। দিস্ আই ডোণ্ট্ কোয়াইট্ আন্ডারস্ট্যান্ড্।'

—'আই ডু।'

—'কি ?'

—'মেরে ফেলা বা গুরুতর জখম করা এখন ওদের প্রোগ্রাম নয়। সেরকমটা ঘটে যেতে পারে। কিন্তু সমস্ত প্রোগ্রামটা এখন, এই অবস্থায়, এখনো অন্যরকম।'

—'তাহলে ?'

—'দেআর ইজ মোর টু কলো। রিপোর্ট পড।'

—'সরোয়াড়া মিশনের গুদামঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়, রেভারেন্ড্ হফ্‌ম্যান ও রেভারেন্ড্ ক্যাব্‌বেরিকে লক্ষ্য করে তীর ছোড়া হয়। দ্বিতীয় জন বুকে আঘাত পেয়েছেন। চন্দাগুটুর প্রচারকও তীরের আঘাতে জখম হয়েছেন। হফ্‌ম্যান্, ক্যার্‌বেরি ও অন্যরা মিশনে ইট ও পাথর জড়ো করে বিদ্রোহীদের বাধা দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন।'

—'প্রত্যেক জায়গায় পুলিস পাঠাও।...তারপর ?'

—'সিংভূমের ঘটনাগুলি আরো গুরুত্বপূর্ণ। কুনজুগুটুর জার্মান মিশন চার্চ জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। লাগরাতে একজন কন্‌স্টব্‌ল নিহত হয়েছে। চক্রধরপুরে জার্মান চার্চে একজন চৌকিদার নিহত হয়েছে। সোমপুর অঞ্চলে একজন জার্মান ব্যবসায়ী নিহত। বীরসাইতরা স্লোগান দিচ্ছে, "হেন্দে রান্‌রা কেচে কেচে! পুন্ডি রান্‌রা কেচে কেচে।" এর মানে কি ?'

—'কালো ক্রিশ্চানদের কেটে ফেল। সাদা ক্রিশ্চানদের কেটে ফেল। তারপর ?'

—'এখন পর্যন্ত এই খবর।'

—'ডুরান্ডায় খবর দাও।'

—'কোথায় ?'

—'আমি অফিসে। কমান্ডিং অফিসারকে বল, ছোটনাগপুরের

ডি.সি.র স্পেশাল রিকুইজিশান্...হ্যাঁ মুখেই রিকুইজিশান করছি, লিখে করছি না...ক্যাপ্টেন রোশ্‌কে ছুটি থেকে ডেকে পাঠানো হোক। আমি রোশ্‌কে নিয়ে সিক্‌স্থ্ জাঠ রাইফেলস্ নিয়ে উপদ্রুত অঞ্চলে যাব।'

—'হ্যাঁ সার। কিন্তু...'

—'মুখে আর্মির সাহায্য তলব করা ইরেগুলার, এই তো! কিন্তু আর্মি ছোটনাগপুরে যাচ্ছে কেন। বিদ্রোহ ঘটলে দমন করবার জন্যেই তো? আমি মনে করি এটা মুণ্ডা বিদ্রোহ, বীরসা এর নেতা। কমান্ডিং অফিসার আর্মি-দপ্তরের সঙ্গে বুঝে নেবেন। এখন তাঁকে জানাও, আমি সিক্‌স্থ্ জাঠ রাইফেলস্ চাই।'

—'ইয়েস স্যর।'

এইসব কথাবার্তা হল ২৫শে ডিসেম্বর, '৮৯৯।

২৯শে ডিসেম্বর একটি ডেসপ্যাচ* গেল ডুরান্ডার কমান্ডিং অফিসারের কাছ থেকে অ্যাডজুটেন্ট্ জেনেরাল ইন ইণ্ডিয়া/হোম ডিপার্টমেন্টে:

"ছোটনাগপুরের কমিশনারের মৌখিক তলবে ডুরান্ডার কমান্ডিং অফিসার আজ সকালে (২৯।১২।১৮৯৯) ক্যাপ্টেন রোশ-এর নেতৃত্বে সিক্‌স্থ্ জাঠ রাইফেলস্-এর আশি জন সৈন্যকে ডুরান্ডা হইতে আনুমানিক কুড়ি মাইল দক্ষিণে চাইবাসা রোডে অবস্থিত খুন্টিতে প্রেরণ করিয়াছেন, কেননা উক্ত অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে বিক্ষোভ আশঙ্কা করা যাইতেছে। রেগুলেশন মতে পার্টি গোলা-বারুদ লইয়াছে..."

২৯শে ডিসেম্বর স্ট্রীটফিল্ড ও ক্যাপ্টেন রোশ্ সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। উদ্দেশ্য উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন, বিদ্রোহের বিস্তার দমন।

*টেলিগ্রাম নং ৩৫০ তারিখ—২৯।১২।১৮৯৯ প্রোগ্রেস নং ৩২৬। দ্রষ্টব্য হোম ডিপার্টমেন্ট মেমো নং ৪৫৩—ক্যাম্প। তারিখ—৩০।১২।১৮৯৯

এই মর্মে স্ট্রীট্‌ফিল্ড্‌ লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের উদ্দেশ্যে একটি নোট পাঠান। তার খসড়ায় লেখেন—"বন্দ্‌গাঁও এবং সিংভূম জেলায় অন্যত্র তদন্তে প্রকাশ, বীরসাইত সংগঠন এতদঞ্চলে অতীব শক্তিশালী। সিংভূম জেলার ১৫০ বর্গমাইল এলাকা, খুন্‌টি ও তামার থানার ৩০০ বর্গমাইল এলাকা এবং রাঁচি জেলার বাসিয়া থানার ১০০ বর্গমাইল এলাকায় অবিলম্বে পুলিসবাহিনী মোতায়েন করা হইবে। পুলিস উল্লিখিত এলাকাগুলির সকল গ্রামে টহল দিবে ও গ্রামবাসিগণ এই বিশাল পুলিসবাহিনীর অবস্থিতিজনিত ব্যয়ভার বহনে বাধ্য থাকিবে। দুই জেলার মধ্য সীমান্তে অবস্থিত বন্দ্‌গাঁও এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কেন্দ্র হইবে। খবরে জানা গেল, দুমকা ও চুঁচুড়া হইতে মিলিটারি-পুলিসবাহিনী রাঁচির উদ্দেশ্যে রওনা হইয়াছে।"

এই সময়ে রাঁচির জনৈক বাসিন্দা উকিল লছমনপ্রসাদের উদ্দেশ্যে এস. আই. হাজারীপ্রসাদ একটি চিঠি দেন: "যথাবিহিত সম্মান নিবেদনান্তে ও হাজার প্রণাম জ্ঞাপনান্তে কাকাজী!. আমাকে বদলীর জন্য আপনি দপ্তরে যেভাবে পারেন চেষ্টা করিবেন। আমার প্রাণ চলিয়া গেলে চাকুরি লইয়া কি করিব। আপনার যে টাকা লইয়াছি, শ্বশুরের জমি বেচিয়া তাহা শোধ করিব। যে বিপদে পড়িয়াছি মহাবীরজীও তাহা হইতে উদ্ধার করেন এমন আশা দেখি না।

কাকাজী! কমিশনার সাহেব খেপিয়া গিয়াছেন, বীরসাকে ধরিবেন। আমার সকল জমিজমা, শ্বশুর যাহা দিয়াছেন, সব আপনার কৃপায় খুটকাট্টি গ্রাম উচ্ছেদ করিয়া লব্ধ। বীরসাইতরা আগেই আমার আড়াং পুড়াইয়াছে। এখন আমার আড়াংয়ে তীর ফুঁড়িয়া শ্বশুরের কাছারিতে রাখিয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় এই অঞ্চলে টহল কার্য করা মানে আত্মহত্যা করা। বড় বিপদে সকল কথা বলিতেছি।

চৌঠা হইতে ছউই জানুয়ারী অবধি বীরসার খোঁজে আমরা

যমকোপাই, রোগোতো এবং সঙ্করা গ্রাম ঘুরিলাম। যমকোপাই হইতে রাতের আঁধারে রিজার্ভ ফরেস্টএর নালার কিনার ধরিয়া কিছুদূর গিয়া গাইডরা পলাইল। বীরসার ভয়ে উহারা ইচ্ছা করিয়া পথ ভুলাইয়াছে। সঙ্করা গ্রামে গিয়া দেখি সকল বাড়ি জনশূন্য, খাঁখাঁ করিতেছে। বুঝা গেল, গাইডরা খবর দিয়াছে তল্লাসী হইবে। সবাই পলাইয়াছে। গাছের উপরে বসিয়া বালক বীরসাইতরা দেখিয়াছে, সাবধান করিয়াছে। বড় বাহিনী লইয়া আলো জ্বালিয়া সোর তুলিয়া তল্লাসী করিলে বীরসাকে ধরা যাইবে না, বুঝা গেল। আমি কি করি! রোগোতো গ্রামও জনশূন্য। মালগো মুণ্ডার ঘর হইতে বীরসার ব্যবহৃত তিনটি চারপাই ও একটি ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করিয়া আনিয়াছি। কিন্তু মুণ্ডারা মারিবে ভয়ে আমি মরিতেছি। অধিক কি! জমাদার ঈশ্বর সিং রাঁচিতে ডাক লইয়া যাইতেছে, তাহার হস্তে এই চিঠি দিলাম।"

ক্যাপ্টেন রোশের ডায়েরির একটি পাতা :

'যেখানে মুণ্ডাদের ধরা গেছে, সেখানে জেরা করে যা জানা যাচ্ছে, তা অবিশ্বাস্য।' জেরার অবিকল বর্ণনা দিলাম।

ডি.সি., 'কেন তুমি মিশনে আগুন দিতে চেয়েছিলে?'

—'বীরসা বলেছিল, ভগবান বলেছিল।'

—'বীরসা ভয় দেখিয়ে বলেছিল?'

—'না। ভয় দেখাবে কেন?'

—'তুমি নিজে শুনেছ, নিজ কানে?'

—'না। আমি তাকে চোখে দেখি নি। আমার বাড়ি অনে—ক দূর'

—'খোঁড়া পা নিয়ে জঙ্গলের পথে আসছিলে কেন?'

—'মিশনে আগুন দেব বলে। আমি কি জানি সব হয়া চুকে গিয়াছে?'

এই সময়ে স্ট্রীটফিল্ড্ লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উদ্দেশ্যে একটি

চিঠিতে লেখেন—'শুধু সন্ত্রাসমূলক কাজ দিয়ে ভয় দেখিয়েই যদি বীরসা জনসাধারণের বৃহত্তর অংশকে স্বপক্ষে টেনে আনতে সক্ষম হত, তবে আক্রমণমূলক কাজকর্ম বেড়েই চলত, এই আন্দোলন এক ব্যাপক বিদ্রোহে পরিণত হওয়া পর্যন্ত বেড়েই চলত, তাতে আমার নিজের কোনো সন্দেহ নেই।'

পোরাহাটের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে স্ট্রীট্‌ফিল্ড বীরসার খোঁজে ফিরতেই লাগলেন। বীরসা এখন একটা চ্যালেঞ্জ, একটা বিরাট অপমান তাঁর প্রতি। স্ট্রীট্‌ফিল্ড-এর এখন মনে হতে লাগল, বীরসা সব জানছে, মুখ লুকিয়ে হাসছে।

রোশ্‌ একটু গরম হয়েই বললেন, 'যদি গুলিই চালাতে না দেন, হোয়াই কল দি আর্মি? হোয়াই?'

স্ট্রীটফিল্ড বললেন, 'না।'

—'কেন?'

—'গুলি চালাবেন কার ওপর? বুড়ী, বুড়ো, বাচ্চাদের ওপর?'

—'বাট্‌ দিস্‌ ইজ রেবেলিয়ন।'

—'ইজ্‌ ইট্‌? আপনি ডিকশনারি পড়েন?'

—'না।'

—'ডিকশনারিতে বলছে, প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ সশস্ত্র বিরোধিতার নাম রেবেলিয়ন। এখনো সে রকম কিছু ঘটে নি। ব্যাপকভাবে আক্রমণমূলক, অগ্নিসংযোগমূলক কাজ হয়েছে। কিন্তু তা ক্রিশ্চান ও সাহেবদের বিরুদ্ধে। প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতা তাকে বলে না।'

—'তার কি দেরি আছে?'

—'না। আমি যতটুকু বুঝছি, দেরি নেই।'

—'খবর পেয়েছেন কোনো?'

—'না। দুয়ে দুয়ে যোগ করে দেখছি চার হচ্ছে।'

রোশ্ মাথা নাড়লেন। সিভিল প্রশাসন তিনি বোঝেন না। ছোটনাগপুরের পক্ষে বর্তমান ডি.সি. বোধহয় খুব যোগ্য নন।

কিন্তু ডি সি. বুঝতে খুব ভুল করেন নি। পাঁচই জানুয়ারি পর্যন্ত ডি.সি. ঘুরতে লাগলেন, ডি.সি.র শতশত পুলিস ও গোয়েন্দার এক বৃহৎ অংশ খুনটিতে অহোরাত্র বীরসাকে খুঁজতে লাগল।

সেই খুন্টি থেকেই ২৭শে ডিসেম্বর বীরসার আহ্বান ছড়িয়ে পড়ল,

—'বড়দিনের পর দু-দিন কেটেছে। সরকার এখনি মুণ্ডাদের, বিদ্রোহী মুণ্ডাদের দমনে তৎপর হয়ে উঠেছে। এবার আমরা ক্রিশ্চান মুণ্ডাদের ওপর তীর ছুঁড়েছি বটে, কিন্তু এখন থেকে বীরসাইতরা আর কোনো মুণ্ডার ক্ষতি করবে না। তাদের শত্রু দিকুরা এবং সরকার, বিশেষ করে সরকার। সাহেব ও সরকার আমাদের শত্রু। মুণ্ডা, সে ক্রিশ্চান হোক বা না হোক, তার কোনো ভয় নেই।'

বুরজু মিশনের রেভারেন্ড পাট্রসিং ডি.সি.কে বললেন, ডি সি. মুণ্ডাদের টিকিও দেখতে পাচ্ছেন না, এ বড় আশ্চর্য। তিনি খবর পেয়েছেন, জঙ্গলে মুণ্ডারা জমায়েত হচ্ছে। উদ্দেশ্য পুলিস ও মিলিটারির সঙ্গে যুদ্ধ। ছউই জানুআরি বুরজু মিশনের কাছে জঙ্গলে কাঠের কন্ট্রাক্টর জিয়েস্ সাহেব ও তাঁর চাকরের তীরবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

জিউরার দুর্ভেদ্য জঙ্গলে দিনেমানে মুণ্ডারা ঢুকত না। জিউরার জঙ্গলে আশ্চর্য, মাইলের পর মাইল প্রতিটি গাছ প্রায় সমোচ্চ। সব গাছই দেখতে এক রকম। কোনো জলাশয় নেই, তাই জীবজন্তু বেশি দেখা যায় না। তাছাড়া, লোকে বলে এ জঙ্গল অরণ্যরক্ষয়িত্রী পরীদের লীলাভূমি। জীবিত মানুষ দেখলেই তারা হাতছানি দিয়ে জঙ্গলের ভেতরে নিয়ে গিয়ে চুলের ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলে।

রাতে জিউরার জঙ্গলে বীরসাইতরা সমবেত হল। চাঁদের আলো জঙ্গলে ঢোকে নি। তবে অন্ধকার সামান্য স্বচ্ছ হয়েছে মাত্র।

বীরসা বলল, 'এরপর সাহেব, সাদা চামড়ার সাহেব ও সরকারের সঙ্গে লড়াই। যত কথা আগে বলাছি, সব স্মরণ রেখাছ হে তোমরা, সরকার ধরতে পারে নাই কারেও। মোদের হাতিয়ার হতে ওদের হাতিয়ার অনেক সেরা। ওরা তারে খবর পাঠায়, রেলে সিপাই আনায়, অনে—ক বন্দুক, অ—নেক টাকা, অনে—ক সিপাই ওদের! কিন্তু মোদের জাহান চলে যায়! ওদের জাহানের কথা নাই। সিপাই মাইনা নিয়ে লড়ে! হাঁ! সরকার সহজে ছাড়বে না ছোটনাগপুর মোদের হাতে। কিন্তু মোরা কখনো ভাবি নাই, আমি তোমাদের বলি নাই, এ সহজ লড়াই হবে! উলগুলান সহজে হবার নয়।'

মুণ্ডারা নিশ্চুপ।

—'এতকেদিতে গয়া মুণ্ডার ঘরে ষাট জন বীরসাইত যাবে। সেখান হতে সভা করে লড়াইয়ের কথা প্রচার দিবে ষাট জন ষাট দিকে যেয়ে।'

—'ভগবান!'

—'বল গয়া!'

—'আমি পুরানা সর্দার, তায় বীরসাইত হয়াছি—মোরা সভা করতে না করতে যেমন সিপাই আসে যদি?'

—'যেমন অবস্থায় পড়বে, তেমন নিজের জ্ঞানে লড়বে হে গয়া! সকল বীরসাইতের সঙ্গে আমি সকল সময়ে শরীরে হাজির নাই, মনে হাজির আছি। বাস্, সভা খতম্! যেমন নিশ্চুপে এসাছ, তেমন নিশ্চুপে চলা যাও।'

গয়া বলল, 'যারা সভা করে না, মোদের সাথে কথা বলে কাজ করে না, তারা, সে-সকল মুণ্ডাও, 'মোরা ভগবানের পথে উলগুলান করি' বলে চেতে উঠে পুলিসের নজরটা এতকেদি পানে ফিরাতেছে। মোদের তীর ছুঁড়া, আগুন দিবার কাজ হল একদিনে। মোরা থামলাম। কিন্তু হেথা সেথা, সাইকোতে কতকগুলা মুণ্ডা অধিক চেতে বিপদ ঘটায়েছে তীর ছুঁড়ে, আগুন জ্বেলে, যখন-তখন!'

বীরসা বলল, 'উপায় নাই। এ রকমটা হবে হে!'

খুনটির হেড কনস্টব্‌ল এতকেদিতে পৌছয় চৌঠা জানুয়ারী। এতকেদি থেকে কিছু দূরে তাঁবু ফেলল। সামনে তাজ্‌না নদী। নদীর জল বড়-বড় পাথরের বাঁধে আটকে সুন্দর একটি কুণ্ড হয়েছে। সাইকো ও এতকেদি গ্রামের লোকের এই নদীই বছরভোর ভরসা।

সন্ধ্যায় মেয়েরা নদীতে জল নিতে এল। বলল, 'ঘোড়া সরাও হে, ঘোড়া লাথ মেরে কলসি ভেঙে দিবে।'

—'ঘোড়া কোথায়, তোরা কোথা?'

—'মোরা ডর খাই। কানাত ফেলাছ কেন?'

—'খেলা দেখাব। কাল দেখবি।'

দান্‌তু মুণ্ডার বুড়ী-মা চিরকাল কটুভাষী, বেপরোয়া, বদরাগী। সে বলল, 'দু-বছরে তোদের খেলা দেখে-দেখে মোদের আর মন নাই রে! খেলা দেখালে খেলা দেখবি।'

—'কি করবি?'

—'তোদের কানাতে বোলতার চাক ভেঙে দিব। গাছের ডালে চাক ঝুলে, ডাল কেটে আনব।'

—'আরে! মোরা সরকারী কাজে এসেছি।'

রাত না হতে গয়া মুণ্ডা সব জানল। বীরসাইতরা ততক্ষণে এসে গিয়েছে। গয়া বলল, 'ভগবান বলাছে যেমন অবস্থা, তেমন বেবস্থা করবে। দেখি সকালে কি অবস্থা হয়! তখন বুঝা যাবে!'

গোপী বলল, 'মোরা আছি, দেখা যাবে।'

সকালে খবর এল, হেড কনস্টব্‌ল তাঁবুতে বসে আছে। দুজন কন্‌স্টব্‌ল ও তিন জন চৌকিদার গ্রামে আসবে বলে নদীর চড়ায় নেমেছে।

চড়ার বালি ও পাথর ভাঙতে ভাঙতে কনস্টব্‌লরা মুখ তুলল। ওরা নিচে। ওপরে, পাড়ের উঁচুতে, পাথরের ওপর সারি-সারি মুণ্ডা। হাতে বলোয়া, তীর-ধনুক।

গয়া হাত তুলে বলল, 'সামারে হিজুলেনাকো মার গোয়েকোপে। সম্বর হরিণ এসেছে, মার ওদের।'

কন্স্টেব্ল ও চৌকিদাররা দু-দিকে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করল। কন্স্টব্লদের হাতে বন্দুক। ওপর থেকে জলোচ্ছ্বাসের মত নেমে এল মুণ্ডারা। গয়া বলল, 'জয়রামকে আমি মারব হে! ও আমার ধানের টাল ভেঙে জমিদারের হাতি ঢুকায়ে খাওয়ায়ে দিয়াছিল!'

—'মোরে মারিস না গয়া'—জয়রামের কথা শেষ হতে পেল না। বলোয়ায় রোদ ঝলকাচ্ছে···ইস্পাত জ্বলছে···জ্বলন্ত ইস্পাত নেমে এল···উঠল···আবার নেমে এল···উঠল···

তারপর মুণ্ডারা ফিরে গেল। কন্স্টব্লদের দেহ পড়ে রইল। দুপুরে হেডকন্স্টবল দেখল সমস্ত নির্জন। 'কিছু রাখে নাই হে!' বিতৃষ্ণায় বলে, জয়রাম ও বুধুর দেহ বস্তায় পুরে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ওরা ঘুরপথে রাঁচি রওনা হল। সিধে পথে বারসাইতরা ছিল।

মুণ্ডারা গ্রামে ফিরে এল। ওদের রক্তে নাগারা বাজছে, ঢোল, মাদল। এ সেই হোলির পর শিকারের সুখ। প্রাচীন ধর্মের রক্তোৎসবের আনন্দ।

মেয়েরা পুরুষদের পায়ে জল ঢেলে দিল। গান গাইতে লাগল মেয়ে ও পুরুষ।

বন্দগাঁওতে তাঁবুতে বশে রোশ্ স্ট্রীট্ফিল্ড্কে বললেন, 'এখন?'

ডি সি. বললেন, 'রেবেলিয়ন।'

—'তবে?'

—'হ্যাজ্ টু বি ক্রাশ্ড্।'

—'কে যাবে?'

—'আমি।'

—'কমিশনার ফর্ব্স?'

—'আমি যাব।'

হাজার হলেও, সরকারী প্রশাসনে এই নিয়মই চলে। বিপদের মুখে আগে যায় কন্‌স্টব্‌ল, তারপর হেড-কন্‌স্টব্‌ল, তারপর ছোট দারোগা, তারপর বড় দারোগা, তারপর ক্রমে-ক্রমে ওপর মহলের অফিসার। এই সিঁড়িভাঙা অঙ্কে আগে ডি.সি. পরে কমিশনার।

ওদিকে এতকেদিতে গয়া মুণ্ডার বউ মাকি কোমরে হাত দিয়ে গয়াকে বকে তুলো ধুনে দিতে লাগল।

—'হা রে! তোর কোনোদিন বুদ্ধি নাই, আছে শুধু গোঁ। পুলিস মারা করলি। সাহেব তোরে ছাড়বে? ঘরে বসে বলোয়া শাণ দিয়ে উলগুলান করছিস কি রে! জঙ্গলে পলা।'

—'হা তোর পলানের মাথায় ঝাড়ু। ভগবান মোরে এতকেদি ধরে থাকতে বলাছে।'

—'আরে বোকাটা। গিধ্‌ধড়টা! আরে গোঁয়ার! ভগবান বলে নাই অবস্থা বুঝে বেবস্থা? এখন কখন তারা এসে পড়ে। তবু এতকেদি ধরে থাকবি? পুরুষগুলোকে মারা করবি?'

—'তোদের ছেড়ে যাব?'

মাকি বলল, 'পাথর ছুঁড়ে পা ভেঙে দিব! মোদের ছেড়ে যাবি না! কতদিন ঘরে থাকতিস তুই? মুলকি লড়াই হতে আজ অবধি ঘর কার উপর থাকত? আমার উপর। আমার উপর এখন ভরসা নাই?'

গয়া মুণ্ডা অবিচল। বাইরে গিয়ে ওর ছেলে সাম্‌রেকে বলল, 'তোর মা খেপে গিয়াছে খুব!'

—'তুমিও খেপাও। মার কথার জবাব করতে নাই। কাল মোরে জঙ্গলে যাবার তরে মারতে উঠাছিল।'

—'তেজ খুব রে! নয়তো বাঘ মোর পা ধরাছিল, তুই ওর পিঠে বাঁধা গেঁদাটা! বলোয়া দিয়ে বাঘের মুখ কোপায়ে মোরে টেনে আনছিল।'

ডি. সি. বন্দগাঁও-ক্যাম্প থেকে চলে এলেন। মুণ্ডাদের ডেকে বললেন, 'তোমরা আত্মসমর্পণ কর। আমি, ডেপুটি কমিশনার বলছি।'

ভেতর থেকে গয়া হেঁকে বলল, ডি. সি. আছ, 'ডি. সি. থাকগা! মোর বাড়িতে ঢুকবার কোনো অধিকার নাই হে তোমার, কোনো অধিকার নাই!'

—'আত্মসমর্পণ কর!'

—'সকাল এখন! কাজ আছে মোদের, তুমি যাও।'

এই ঘটনার* যে রিপোর্ট ডি. সি. কমিশনারকে দিয়েছিলেন, তা হল :

'যথাসাধ্য বোঝালাম আমি, বললাম, আমি কে, কোনো ফল হল না। অবশেষে সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর ইল্‌তাক হুসেন, ঘরের ভেতর যারা ছিল তাদের বুঝিয়ে বলবার জন্যে ঘর ও বারান্দার মাঝের মাটির দেওয়ালের কাছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারি কুড়োল ইলতাকের মাথা লক্ষ্য করে ছুটে এল। কাঠের বরগায় ঘা খেয়ে কুড়োলটার আঘাতটা সরে গেল, নইলে ইলতাক মরত। ইলতাকের পাগড়িতে চোট লাগল, ও বারান্দায় ছিটকে পড়ল…'

ইল্‌তাক চেঁচাল, 'সাহেব, গুলি মারুন!'

'গড! ঘর বোঝাই মেয়েছেলে যে!'

ডি. সি. ছাতের বরগায় গুলি ছুঁড়লেন। মাকি চেঁচিয়ে বলল, 'মোরা বারাব না, তুই এলে মেরে দিব!'

গয়ার হাতে তরোয়াল। গয়া বলল, 'আয়, কেমন সাহেব দেখি। মার্‌ গুলি।'

ডি. সি. গয়ার হাত লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন! ও যদি তরোয়ালটা ফেলে দেয়! গুলি ফসকে গেল।

—'ঘর জ্বালিয়ে দেব গয়া!' ডি. সি. দেশলাই দেখালেন।

* (কমিশনারের উদ্দেশ্যে ডি. সি. স্ট্রীটফিল্‌ড/তাং বন্দ্‌গাঁও/৭।১।১৯০০/পত্র-সহ—পত্র নং ওয়ান-টি-বি তাং ক্যাম্‌প সাইকো/১০।১।১৯০০/এ. ফর্বস্‌-এর নিকট হইতে সি. এস. গভরমেন্‌ট অফ বেঙ্গলের উদ্দেশ্যে। প্রোগ্রেস নং/৩৩৫/আগস্ট ১৯০০/হোম ডিপার্টমেন্‌ট/এন—এ—ওয়ান।)

—'দে! দুশো বীরসাইত চলা আসবে।'

ডি. সি. দেশলাই জ্বালালেন, ঘরের চালে ছুঁড়লেন। হু-হু করে জ্বলে উঠল খর। পশ্চিমের বাতাস।

ঘর থেকে শোনা গেল, 'হা তোর সাহেব মরদ রে!—কাদের ডরাছিলি দেখ্!'

ওরা বেরিয়ে এল। গয়ার হাতে তরোয়াল, মাকির হাতে বড় লাঠি, ওদের ছোট ছেলের হাতে বলোয়া, চৌদ্দ বছরের নাতি রামুর হাতে তীর ধনুক, দুই পুত্রবধূর হাতে দাউলি ও টাঙি, তিন মেয়ে থিগি, নাগি ও লেম্বুর হাতে লাঠি, তরোয়াল ও টাঙি। গয়া বলল, 'চলে আয় সামনে!'

ডি. সি. রিভলবার ছুঁড়লেন। গয়ার ডান কাঁধে গুলি বিঁধল ডি. সি. জানেন এবার গয়া পড়ে যাবে, টলে পড়বে। কিন্তু না, গয়া ছুটে তরোয়াল ফেলে ওঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পেছন থেকে গয়ার স্ত্রী মাকি ডি. সি.'র মাথায় লাঠি মারতে লাগল। এখন পুলিশ উন্মত্ত আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েদের, বালকদের উপর। গয়ার পুত্রবধূদের পিঠে কচি ছেলে বাঁধা। ওদের হাতে লাঠি, টাঙি, তরোয়াল। পুলিসের হাতে সঙিন ছিল। ধু-ধু করে ঘর জ্বলছিল। পশ্চিম থেকে বাতাস বইছিল।

এখন গ্রাম থেকে যে নিরস্ত্র মুণ্ডারা ছুটে এল, তারা কেউ বীরসাইত নয়। আরো পুলিস ছুটে এল। সঙিন চলছে। দু-ঘণ্টা লড়াই চলবার পর তবে সঙিনের খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত গয়া, মাকি, মেয়েদের, বউদের, বালকদের বন্দী করা গেল। অন্য মুণ্ডাদেরও।

চার মাস পরে, মে মাসে, রাঁচি আদালতে ব্যারিস্টার জেকব প্রশ্ন করেছিলেন, 'মেয়ে ও শিশুরা আছে জেনেও দুটি গুলি ছোঁড়ার সপক্ষে ডি. সি.'র কি বলবার আছে? কোন্ যুক্তিতে তিনি নিজেকে সমর্থন করেন?'

ডি. সি. বললেন, 'গয়াকে হত্যাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সবচেয়ে কম রক্তপাত ঘটিয়ে অবস্থাটি আয়ত্তে আনবার জন্যেই আমি গুলি ছুঁড়ি।'

বাংলা প্রদেশের শাসক লেফটেনান্ট গভর্নর ছোটলাট, ডি.সি.কে সমর্থন করেন। জেকবের সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা নিষ্ফল করে দেন।

রাঁচি ফিরে এসে ডি. সি. জানালেন, গয়ার সাহস ও যুদ্ধ, মেয়েদের প্রতিরোধ, সবই তাঁর কাছে বিস্ময়ের মত বোধ হচ্ছে। বীরসাইতরা এবার নিশ্চয় মিশন আক্রমণ করবে।

কিন্তু বীরসার সৈন্যরা খুন্টি থানার দিকে সাতই জানুআরিই এগিয়েছিল। ডি. সি. তা জানতেন না। গয়া মেঝেতে থুথু ফেলে বলেছিল, 'ডি.সি.-রে আটকা রাখা করাছি। ভগবান তাই বলাছিল। নয়তো খুন্টিতে লড়াই হত?'

বীরসাইতদের পরনে ধপ্ধপে ধুতি, হেঁটো ধুতি, মাথায় পাগড়ি। তীর ও ধনুক, ঢাল ও তরোয়াল, বর্শা ও বলোয়া সূর্যের দিকে তুলে ধরে ওরা নেচে-নেচে আসছিল, মাঝে-মাঝে লাফিয়ে উঠছিল। ডোন্কা ও মাঝিয়া মুণ্ডা ছিল সামনে ও পেছনে। ওরা গাইছিল,

'জিলিবা জিলিবা
জোলোবা জোলোবা
পানতিয়াকানালে বীরসা হো!
তিরোদা সেন্দেরা
লেংগা তিরিয়া
জোম তিরেসার
পানতিয়াকানালে বীরসা হো!

(মোদের হাতিয়ার জ্বলছে হাতে
ও বীরসা!   আমরা চলেছি সার বেঁধে!
বাঁ হাতে ধনুক ডান হাতে তীর
মোদের হাতিয়ার জ্বলছে হাতে
ও বীরসা!   আমরা চলেছি সার বেঁধে!')

মাঝে-মাঝে ডোন্‌কা গানের ফাঁকে-ফাঁকে বলছিল, 'মুণ্ডা এলাকায় এ খুন্‌টি থানাটা সরকার হয়ে বসা আছে হে!'

বলছিল, চেঁচিয়ে, 'চল হে মুণ্ডারা! হাতিয়ার নিয়া চল! খুন্‌টিতে অড়হর পেকেছে, কাটবে চল হে! মোরা তামার থানা হাগাদা থানা হতে এসেছি, চল হে!'

হুটুবদাগ, পাতরা, গৌরমারা সব জায়গা থেকে মুণ্ডারা এসে সামিল হচ্ছিল, মুণ্ডাদের মিছিল লম্বা হচ্ছিল, আকাশে সূর্য জ্বলছিল, ওদের হাতে হাতিয়ার।

খুন্‌টিতে মাত্র পাঁচজন কন্‌স্টব্‌ল ছিল, দুজন সহিস, দুটো বন্দুক। খুন্‌টির লোকরা বলছিল, 'কেউ নাই হে! সবাই বীরসাইতদের ধরতে দিকে-দিকে গিয়াছে!' এ-কথা শুনে মুণ্ডারা যুদ্ধের ডাক 'কুলকুলি' দিচ্ছিল, সূর্যের দিকে হাতিয়ার তুলে ধরে লাফ মারছিল। ওদের চিৎকার শুনেই কন্‌স্টব্‌ল ও সহিসরা থানা ছেড়ে পালায়, কিন্তু কন্‌স্টব্‌ল রঘুনিরাম পালাতে পারে নি, পড়ে গিয়ে ও প্রাণভিক্ষা চাইছিল। ডোন্‌কা বলে, 'তুই কবে মুণ্ডাদের উপর দয়া দেখাছিস রে? দয়া গাছে ফলে যে পেড়ে এনে দিব?' ডোন্‌কা ও মাঝিয়ার হাত উঠছিল, নামছিল, উঠছিল, নামছিল। তারপর রঘুনিরামের রক্তমাংস পথে বিছিয়ে গেলে বীরসাইতরা উল্লাসে নেচে, 'এই সেই থানা! এখান হতে মুণ্ডা মারতে পুলিস বারায়!' বলে খড়ের নুটি তীরের আগায় বেঁধে তাতে আগুন জ্বেলে থানার চালে ছুঁড়ছিল। আগুন জ্বলে উঠল হুহু করে।

থানায় মাইনের টাকা ছিল। অনেক টাকা। বীরসাইতরা সে

টাকা ছোঁয় নি। আবার ওরা ফিরে চলছিল মহুয়াটলির দিকে। গ্রামের একটি বাড়িতেও ওরা ঢোকেনি, জিনিস লুঠ করে নি, ওরা গান গাইছিল, মাঝে-মাঝে সূর্যের দিকে হাতিয়ার তুলে লাফিয়ে উঠছিল।

১২ই জানুআরি সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়াকে বড়লাট টেলিগ্রাম করলেন—'গণ বিদ্রোহ ব্যাপ্তি লাভ করিতেছে।'

॥ ১৯ ॥

সব কিছু ঘটে যাবার অনেক, অনেক পরে—রেভারেণ্ড হফ্ম্যানের কথায় যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়ার জন্যে সুপার হাত কামড়ে ছিলেন।

২৪শে ডিসেম্বরের ঘটনা ঘটে গেলে পরে হফ্ম্যান লিখেছিলেন, 'সিমবুয়া গ্রামের এক নতুন বীরসাইতকে তার ভাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করেছে। তার কাছে শুনলাম, ২৪শে ডিসেম্বরের আগে পরপর তিন রবিবারে তিনটি পঞ্চায়েতে ক্রীশ্চানদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা বলা হয়। প্রথম পঞ্চায়েতে হাজির ছিল শুধু পুরাণকরা।

সেখানেই তারিখ ঠিক করা হয়। তিন বা চারজন বীরসাইতের বিভিন্ন দল বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ২৪শে ডিসেম্বর ক্রীশ্চানদের ঘরে আগুন দিতে ও তীর ছুঁড়তে নির্দেশ দেয় তারা। শেষ পঞ্চায়েতে নানক বা নব-দীক্ষিত বীরসাইতরা এ কথা জানে। আমি যার কথা বলছি, সে সেদিনই তার ভাইয়ের কাছে যায় ও বলে আজ থেকে তাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন হল।'

কিন্তু হফ্ম্যানকে কোন সময়েই রাঁচি-সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি।

ছোটনাগপুরের ইভানজেলিকাল মিশনের পাক্ষিক পত্রিকা

'ঘরবন্ধু'। তার ১৫ই জানুআরি, ১৯০০ সংখ্যায় এক সংবাদ প্রকাশিত হল, আটই জানুআরি বীরসাইতরা রাঁচি আক্রমণ করবে ভেবে শহরে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। স্বেচ্ছাসেবী, পুলিস-কন্স্টব্ল ও অফিসাররা বন্দুক কাঁধে চব্বিশ ঘণ্টা শহরে ঢুকবার পথগুলি পাহারা দিচ্ছেন।

খুন্টি থানা আক্রমণের খবর জানা যেতেই রাঁচির নিরাপত্তার জন্যে চারশো সৈন্য আনা হয়। অন্ধকার না হতে পথ নির্জন। 'দ্য ইংলিশম্যান' লিখল, নাগরিকদের ভয়, ঝোপের আড়াল থেকে বীরসাইতরা বিষাক্ত তীর ছুঁড়বে। ১৬ই জানুআরির মধ্যে প্রতি ব্রিটিশ অফিসারের বাংলোর সামনে সশস্ত্র পাহারা বসল। রাঁচিতে পুলিস ও সিপাই রোঁদ দিতে থাকল। সিক্স্থ্ জাঠ ডুরান্ডা সেনাছাউনি পাহারা দিতে থাকল…

বীরসা কিন্তু অন্য কথা ভাবছিল।

ডুরান্ডার কমান্ডিং অফিসার সিক্স্থ্ জাঠ-এর দেড়শো রাইফেলধারী সৈন্য নিয়ে খুন্টি চলে এলেন। কমিশনার ফর্ব্স স্বয়ং এলেন রাঁচি থেকে। পথে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন সেনাবিভাগের কর্নেল ওয়েস্ট্মোরল্যান্ড। খুন্টিতে 'ঝটিকা তদন্ত' হল। এস. আই. রামবৃক্ষ্ সিং দশজন সিপাই নিয়ে বিদ্রোহীদের খোঁজে বেরিয়ে গেল। ফর্ব্স ও কর্নেল চলে এলেন বুরজু, স্ট্রীটফিল্ডের সঙ্গে যোগ দিলেন।

ফর্ব্স বললেন, 'ডক্টর নট্রট আগেই বলেছিলেন…হ্যাঁ, মিশনের নট্রট্…মুণ্ডারা গণবিদ্রোহ করবেই। বুরজু থেকে ছ-মাইল দূরে সাইকোতে ওরা জমায়েত হবে বলে ওঁর ধারণা।'

—'কিন্তু—'

—'না ডি. সি.! প্রত্যেকের ধারণা নস্যাৎ করে নিজের ধারণামত চলার ফল খুব ভালো হয়নি।'

—'হুম্'

—'এখন আমি চার্জে। দিনকালের অবস্থা ভালো নয়। দেখ,

প্লেগ হল যখন দু'বছর আগে, কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেল। যদিও দূরে, তবু মহারাষ্ট্রে টেররিজ্‌ম্‌ চলছে। চাপেকার ব্রাদার্সের ফাঁসি অব্দি হল। গভর্নর জেনারেল কার্জন সিরিয়াসলি প্রদেশগুলো ভেঙে ছোট করার কথা ভাবছেন। কলকাতায় নেটিভ প্রেসেও প্রচুর বিক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে।'

—'সে তো শিক্ষিত লোকের প্রতিবাদ।'

'ডিয়ার ডি. সি.। শিক্ষিত লোক হাজারটি প্রতিবাদ করুক, কিন্তু তার চেয়েও ডেস্‌পারেট অবস্থা জানবে যখন কয়েকটা বর্বর আদিবাসী স্থায়ী সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানায়।'

—'তবে?'

—পাঞ্চের কার্টুনটা মনে আছে? বারুদের পিপের ওপর বসে দুটো ব্রিটিশ অফিসার পাইপ টানছে, আগুন ঝেড়ে ফেলছে, পিপে থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।'

—'হ্যাঁ, কিন্তু…'

—'তুমি আর আমি সেই লোক দুটো। ছোটনাগপুর হল বারুদের পিপে। এখন লীভ এভরিথিং টু মি। হাজার হলেও লেফটেনান্‌ট গভর্নরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাকেই, তোমাকে নয়।'

—'বেশ।'

—'রাঁচি রিজার্ভ পুলিস সাইকোতে চলে যাক। আমি বন্দগাঁও যাচ্ছি। সেখানে সিংভূমের ডি. সি. টমসন আসছে। সিংভূমের বন্দগাঁও, বেরিং, কুনক্রুগুটু, লাগরা, সাংরা, গিরগা ও ভোরকা গ্রাম থেকে বীরসাইতদের উচ্ছেদ করতে হবে। আর্মির আটটা ডিটাচমেন্‌ট গ্রামে গ্রামে মোতায়েন থাকবে। বাকি সিপাই নিয়ে এস.পি. ঘুরে-ঘুরে ডিটাচমেন্টের কাছ থেকে খবর নেবে, সদরে পাঠাবে, হাতিয়ার বাজেয়াপ্ত করবে তারপর দেখা যাবে।'

—'আমি কি রাঁচি ফিরে যাব?'

—'তুমি, ক্যাপটেন ঘোশের সঙ্গে রিজার্ভ পুলিস আর জাঠ-রাইফেলসের চল্লিশজনকে নিয়ে সাইকো চলে যাও।'

—'আচ্ছা। তাহলে এখন থেকে…'

—'জাস্ট ওবে মি!'

স্ট্রীটফিল্ড সন্ধ্যা সাতটায় সাইকো পৌঁছলেন। পরদিন, ৯ই জানুআরি সকাল আটটায় এস. আই. রামবৃক্ষ্ সিং ক্যাম্পে এল। শুকনো গলায় বলল, 'হুজুর সৈলরাকাব পাহাড় বীরসাইতে ভরে গেছে।'

—'নিজে দেখেছ?'

—'রাতে গাছে চড়ে বসেছিলাম হুজুর। সারা রাত ওরা গিয়েছে, পাতার ওপর পায়ের শব্দ পেয়েছি। মেয়েরা বুঝি আছে হুজুর! দূর থেকে ছোটছেলের কান্না আসছিল!'

—'কমিশনারকে জানাতে হবে।'

—'জানেন। আসছেন।'

স্ট্রীটফিল্ড রোশ্‌কে বললেন, 'সাইকোর পর দার্উদি, ডানদিকে ডোমবারি-বুরু।'

—'হোআট?'

—'বুরু। ছোট পাহাড়। ডোমবারি-বুরুর উত্তর-পুবে বোর্তোদি, একটা গ্রাম। সৈলরাকাবের দক্ষিণ-পুবে বিচা-বুরু, উত্তরে কুকম্বা-বুরু, গুটুহাটু গ্রাম, পশ্চিমে তিরিলকুটি-বুরু, কেরাওরা-বুরু।'

—'হোআই টেল্ মি অল্ দিস্?'

—'সৈলরাকাবের চারদিকে পাহাড়, বিদ্রোহীদের গ্রাম, জঙ্গল।'

—'সো?'

—'এবার গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পাবে।'

—'তোমার মত বন্ধ ঘরে মেয়েদের ওপর ছুঁড়ব না।'

—'দেখা যাক।'

পশ্চিমে খুন্টি থেকে সৈন্যরা এল, দক্ষিণে সাইকো থেকে পুলিস-

বাহিনী। মাথায় ইস্পাতের জাল দেওয়া টুপি, কাঁধে বেয়নেট, বন্দুক। কমিশনার, ডি. সি. পুলিস-সুপার, আর্মি কর্নেল, ক্যাপ্টেন, সবাই এক সঙ্গে পা মিলিয়ে চললেন। আধ মাইল এগোতেই দূরে, সৈলরাকাবের গায়ে মানুষের নড়াচড়া বোঝা গেল।

সরকার-বাহিনী জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। নালা ধরে এগোতে থাকল। জোজোহাটুর মাগন মুণ্ডা শালগাছের মাথায় বসে ওদের দেখতে-দেখতে নিচু শিস দিল। কিছু দূরে আরেকটি শালগাছের মাথা থেকে আরেকজন নানক সে শিস শুনে শিস দিল। গাছের মাথায়-মাথায় শিসের সংকেত চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। সৈলরাকাব থেকে শিসের আওয়াজ এল। তারপর সব চুপ।

পাহাড়ের দক্ষিণে। গায়ে বিরাট ফাটল। সেই ফাটলে দাঁড়িয়ে বীরসা দেখতে লাগল, এগোচ্ছে ওরা, এগোচ্ছে। পুলিসবাহিনী এগিয়ে এসে পাহাড় ঘিরে ফেলছে। পালাবার পথ বন্ধ করছে।

—'কি বুঝ?' ধানী জিগ্যেস করল।

—'আসল দল রুথা খাড়ায়ে গিয়াছে। পুলিসরে ঘিরা করতে সময় দেয়।'

—'আগালে বলবে।'

—'এখন আগায়। কোনোদিকে ওঠার পথ নাই। ওই কমিশনার পশ্চিমে তিরিলকুটি-বুরুতে উঠে। গুলি ছুঁড়বে।'

—'মাঝে নালা আছে।'

—'ওদের বন্দুক আছে।'

—'এর আগে ওরা গুলি ছুঁড়াছে ক—ত। তোমার নামে সে গুলি জল হয়া গিয়াছে। কে—উ মরে নাই।'

—'এখন আমি নিজে হাজির আছি···ডোন্‌কা কোথা?'

—'ডোন্‌কা, গুটুহাটুর হাথিরাম, হরি, সামনে।'

—'বরতোলীর বীরসাইতরা?'

—'সবাই পুবে আছে।'

—'জিউরির মুণ্ডানীরা কোথা ?'

—'হেথা !'

জিউরির বস্কান মুণ্ডা, মনঝিয়া মুণ্ডা, ডুডাং মুণ্ডার বউরা বলল, 'হেথা !' ওদের কাজ পাথর গড়িয়ে ফেলা। ওদের কেউ নিরস্ত করতে পারে নি। 'হা তোমাদের কোলে ছেলা আছে।' এ-কথা বলেও ওদের কেউ নিরস্ত করতে পারে নি।

—'মোরা বীরসাইত হয়াছি শুধা ছেলা দেখব বলে ? ভগবান সঙ্গে রবে, মরলে মোরা স্বর্গে যাব।'

বীরসা কপাল ও চোখ মুছল। শরীরে রক্তের কানায়-কানায় চঞ্চলতা। ২৫শে ডিসেম্বর থেকে সৈলরাকাবে বীরসাইতরা আসছে আর আসছে, গুহায়-গুহায় ঢুকে যাচ্ছে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে। পাহাড় ঘিরে মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট বুরুজ গড়তে হয়েছে পাথর টেনে এনে। বুরুজের পেছনে ভারি পাথর জড়ো করা হয়েছে। বলোয়া-তীরধনুক-গুলতি। স—ব করতে হয়েছে।

বীরসা জানে বন্দুক কি ক্ষমতা ধরে। কিন্তু সে তো ভগবান ! তার কথাতেই মুণ্ডারা মরতে অথবা জিততে এসেছে। তারা জানে বীরসা ওদের কুচিলা-তীরকে জিতিয়ে দিয়ে শত্রুর গুলি ব্যর্থ করে দেবে। কিন্তু বীরসা জানে, কুচিলা তীরের চেয়ে বন্দুকের গুলির ক্ষমতা অনেক বেশি ! কিন্তু বীরসা এও জানে, শুধু উন্নত হাতিয়ার নিয়ে সব যুদ্ধ জেতা যায় না। বীরসা জানে, হারজিত সফলতা ব্যর্থতা দিয়ে সব যুদ্ধের বিচার করা যায় না। সাঁওতালরা জেতে নি হুলে। কোলরা জেতে নি সাতান্ন বছর আগে। সর্দাররা জেতে নি। খেরোয়াররা জেতে নি। সব সময়ে সাহেবরা জিতেছে। সব সময়ে, সব যুদ্ধে।

সাহেবরা জেতে নি, সব সময়ে, সব যুদ্ধে।

সাঁওতাল-কোল-খেরোয়ার-সর্দাররা জিতেছে, কেন না প্রতিটি পরাজয় প্রমাণ করে দিয়েছে বিজেতার নাম রেকর্ডে থাকে,

বিজিতের নাম মানুষের রক্তে-বঞ্চনায়-খিদেয়-দারিদ্র্যে-শোষণে থান-চাপার মত বোনা থাকে, সে নাম বেঁচে থাকে কালো মানুষের গানে-গানে, স্মৃতিতে, ঘাটোর বিস্বাদে, উলঙ্গ মুণ্ডা শিশুর বিবর্ণ চামড়ায়, মুণ্ডা জননীর স্ফীত উদর ও মহাজনের ধান-বস্তা একসঙ্গে বইবার পরিশ্রমে···

বীরসা চোখ মুছল। চোখে আলোর বিন্দু নাচছে, বেয়নেটের ফলায় সূর্য চমকাচ্ছে। কে ওকে বলল, 'দুজন সাহেব আগায় কেন ?'

বীরসা পাশ ফিরে দেখল, সুনারা—সেই কিশোর ছেলেটি। ওর ঠোঁট সাদা। চোখে বিস্ময়।

ছেলেটা মুরগি কাটতে দেখলে ভয় পেত। ওকে দিয়ে একটা সেবকপাট্টা লিখিয়ে নিয়েছিল এক দিকু। সেই দিকু ওর মহাজন। ওর ইহজীবন, পরজীবনের মালিক। মুণ্ডাকে দিয়ে সেবকপাট্টা লেখানো বড় সোজা। বুড়ো আঙুলের টিপছাপ দিলেই সে মহাজন বা জমিদার বা জোতদারের দাস হয়ে গেল। দাসব্যবসায় চলে না, বলে লাভ নেই। কোর্টে কোনো মুণ্ডা কেস করতে যাবে না। কেন না পাট্টার মালিক সব অস্বীকার করবে। মুণ্ডারা জানে, দিকুর থাবা বাঘের থাবার চেয়েও ভয়ঙ্কর। সে থাবা মুণ্ডার ইহকাল-পরকালের ওপর উদ্যত।

এ ছেলেটা সেইসব তুচ্ছ করে এসেছে। সৈলরাকাব পাহাড়ে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে, বীরসার দিকে চেয়ে বলছে, 'দুজন সাহেব আগায় কেন !'

বীরসা জানল, সে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। সে ঈশ্বর। এখন, এক অণু মুহূর্তে ওর মনে হল—আমি ভগবান হে! মিশনে জেনাছি যিশু একখান রুটি হতে অগণন মানুষরে খাওয়ায়ছিল, আনন্দ পাঁড়ে শিখায়েছে প্রহ্লাদের ভক্তিতে থাম ফেটে নরসিংহ হয়ে বিষ্ণু বার হয়াছিল। হা দেখ, আমি তাদের তুল্য হে, আমি ভগবান!

লেংটাপারা, দাসের দাস, হতদরিদ্র মুণ্ডাদের হাতে বাঁশের ধনুক, কুচিলা তীর দিয়া আমি আধাজগতের মালিকের সৈন্যের সামনে দাঁড় করায়েছি। ভয় মুছা দিয়াছি ওদের মন হতে। হা আমি ভগবান হে! আমি ভগবান……

…মুণ্ডাটা হে আমি! মিশনে শিখাল ইংরাজীর মত ভাষা নাই, সে ভাষায় হাজার-লক্ষ শব্দ! দিকুদের ভাষায় হাজার-লক্ষ শব্দ! আমার মুণ্ডারীতে অত শব্দ নাই হে! লিখবার অক্ষর নাই! যত শব্দ দেখ, সব মোদের আঁত ছিঁড়া, রক্তে ভিজায়ে সির্জানো! মোরা লিখিনা, গান সির্জাই! লিখার অক্ষর যার নাই, সে নাকি বর্বর, অসভ্যটা। তেমন বর্বর-অসভ্য মুণ্ডারে আমি সাহেবদের সামনে দাঁড় করায়েছি গুলতি-নুড়ি হাতে। আমি ভগবান……

…ভগবান হে আমি! যারা ওই গুঁড়ি মেরে আগায়, তাদের দেশে, হেথা মুণ্ডা দেশে তাদের ঘরে কত গালিচা-পাখা-খাট-বিছানা-কোচ-কেদারা—কাচের বাতি—রূপার থালা—মদের বোতল-গাড়ি-জুড়ি-ঘোড়া-চাকর শতে-শতে! আমার মুণ্ডা ঘরে কিছু নাই, কিছু থাকে না! আকাল আসে, সকল জ্বলে যায় খরায়। মোর বাবা বলাছে, রেকডে মুণ্ডাদের 'চোর-বদমাশ' ভিন্ন অন্য নামে লিখা নাই। মুণ্ডাদের প্রাণ মন নাই, তারা ঘর পুড়লে আগুন নিবায় না, চলা যায় ঘর ত্যেজে। যখন ঘর পুড়ে মুণ্ডার, তখন কি পুড়ে হে? হেথা মুণ্ডা দেশে মুণ্ডার ঘর বনের কাঠ-পাতা-লতা, ভুঁয়ের পাথর-মাটিতে তৈয়ার। সে ঘরে থাকে ঘাসে বুনা চাটি, মাটির হাঁড়ি, আর কি থাকে হে? যারা গুঁড়ি মেরে আগায়, আসল বড় দুশমন, দিকুগুলা ওদের নখের সামিল, মুণ্ডাদের রক্তে এ-কথা ঢুকায়ে দিয়াছি, আমি ভগবান হে! ভগবান!

বীরসা মুখ ফেরাল। সুনারার মাথায় হাত রাখল। বলল, 'ওরা কমিশনার, ডি. সি.। কথা বলবে।'

—'কেন?'

বীরসা হাসল। বলল, 'ওরা সাহেব যে। গয়াকে ধরা দিতে বলাছে, মোকেও বলবে। এ ওদের আশ্চর্য নিয়ম। আগে ছুটা কথা বলে দোষ খণ্ডায়ে নিবে।'

—'তা বাদে?'

—'গুলি ছুঁড়বে। ছুঁড়বে, মোদের মারবে। কিন্তু রেকড়ে লিখাবে আগে মোরা ধর্মমতো মুণ্ডাদের ধরা দিতে বলাছিলাম। ধরা দেয় নাই, তাই গুলি করাছি।'

—'ধরা দিলে গুলি করবে না?'

—'করবে। তখন বলবে মোরা বলতে মুণ্ডারা রুখে তেড়ে এসাছিল, তাই গুলি করাছি। তখন সেই কথা রেকড লিখাবে।'

—'ওটা কে?'

—'দুভাষী। সাহেবরা মুণ্ডারী জানে না।'

—'জানে না? দিকু বলে, সাহেব সকল জানে?'

—'না রে! মুণ্ডারী জানে না। মুণ্ডাদের বিচার করে। দুভাষী যা বুঝায়, তাই বুঝে।'

স্ট্রীটফিল্ড দাঁড়ালেন। হাত তুললেন। এখন ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন উনি। চোখে আলোর বিন্দু নাচছে। ওদের বলোয়ার ফলায় সূর্য জ্বলছে। ওরা হাত তুলে বলোয়া উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে। দুভাষীকে ইশারা করলেন, কি বললেন। দুভাষী ওঁর হয়ে বলতে লাগল।

—'তোমরা ধরা দাও, হাতিয়ার দিয়া দাও।'

বীরসাইতরা বলোয়া সূর্যের দিকে তুলল, চেঁচিয়ে বলল, 'হাতিয়ার রেখে তোমরা চলা যাও হে!'

—'যারা সর্দার হয়াছ এ লড়াইয়ে, এস। কথা বল।'

—'মোরা সক—ল মুণ্ডা এ লড়াইয়ে সর্দার!'

—'বীরসাকে আমাদের হাতে দাও।'

এবার নরসিংহ মুণ্ডা এগিয়ে এল, 'রাজটা কাদের ? সাহেবদের ? মোদের রাজ ! মোরা তাদের দেশে গিয়াছি রাজ করতে, না তারা এসাছে হেথা ? তবে হাতিয়ারটা কে দিবে ? মোরা ? সাহেবরা হাতিয়ার নামায়ে রেখে চলা যাও। মোরা হাতিয়ার দিব বলে হেথা এসাছি ? রাজ নিব বলে এসাছি।'

কথা বলার আর কিছু ছিল না। কিছুই না। ফর্ব্স বললেন, 'পাহাড় ঘিরে ফেলেছি। এখন উত্তরদিক থেকে চড়াও হলে বিদ্রোহীরা ভয়ে নিরস্ত হতে পারে। তাহলে গুলি করার দরকার হয় না।' কিন্তু ক্যাপ্টেন রোশ্ বললেন, 'অত কাছে গেলে সিপাহীদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। পশ্চিমে তিরিলকুটি বুরু থেকে গুলি ছোঁড়া যাক।' তখনি তিনবার গুলি ছোঁড়া হল। কারো গায়ে লাগল না। মুণ্ডারা চেঁচিয়ে বলল, 'ভগবান! দুশমনের বন্দুক কাঠ করে দিয়াছ তুমি। গুলি জল হয়ে গিয়াছে। হা দেখ, সকল গুলি মিছা গেল। কেও পড়ে নাই, মরে নাই!'

কিন্তু মিলিটারী রেজিমেণ্টের হাতে রাইফেল থাকলে কিছুক্ষণ হাত রাইফেল চালায় তারপর রাইফেল হাত চালায়। হাতকে বাধ্য করে গুলির পর গুলি চেম্বারে ভরতে। আঙুলকে বাধ্য করে ট্রিগার টিপতে—ক্যাপ্টেন রোশের চোখের প্রশংসা, গলায়—'বাক-আপ-বয়েজ!' চীৎকার নিষ্প্রাণ রাইফেলে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। তখন হৃদয় যদি বা বলে মুণ্ডারা প্রায় নিরস্ত্র, বুদ্ধি বলে রাইফেলের কথা শুনলে প্রোমোশন অনিবার্য।

তাই আবার গুলি ছুটে এল। বাতাসে বারুদের গন্ধ এখন। অসম্ভব শুকনো খট্-খট্-খট্-খট্ শব্দ! গুটুহাতুর হাথিরাম, বরতোলির সিংরাই পাথরের ওপর ঘুরে পড়ল। বীরসাকে বীরসাইতরা টেনে সরিয়ে নিচ্ছে পেছনে। লাল রক্ত কালো শরীর থেকে বেরিয়ে কালো পাথরে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

—'মাংগাল মুণ্ডার হাথিরাম ছাড়াও ছেলা আছে হে।' লেংটি পরে ধনুক তুলে হাথিরামের ভাই হরি এগিয়ে এল। আরেক কিশোর বালক, 'হা তুই কে বটিস?' 'নানক বটি হে।' 'বয়স কত?' 'বারো হয়াছে।' 'তবে আয়, মুণ্ডা সকল বয়সে মরতে পারে।'…'হা ওরা মরল কেন?'…'পাথরের উপর উঠ্, গুলতি উঠা।' 'গুলতির পাথর দূরে চলে না যেন। ওরা মরল কেন?'…'জানি না।'…'মোর কাছে থাক হে, একা মরতে বড় ভয়।'…'কাছে আছি।'

গুলির শব্দ। বারুদের গন্ধ। গুলির শব্দ। বালকটি ধনুকের মত বেঁকে ছিটকে নিচে পড়্ল…হরি পাথরের ওপর।

পুলিস ও সেনাবাহিনী এগোচ্ছে। ফর্ব্সের গলা, 'স্টপ ফায়ারিং। এখন চারদিক থেকে পাহাড়ে ওঠো। গুলি করবে না, না, অর্ডার না-দেয়া অবধি কেউ গুলি করবে না। নো মোর কিলিং।'

সঙিন এগিয়ে বন্দুক বাগিয়ে সৈন্য উঠছে, পুলিস্। গৌরী মুণ্ডানীর পিঠে ছেলে, হাতে পাথর। 'মনঝিয়ার মুণ্ডানী কোথা হে! বঙ্কনের মুণ্ডানী!' এখন গৌরী মুণ্ডানী ওর বাইশ বছরের নিটোল যৌবনের সবটুকু শক্তি ঢেলে দিয়ে দুহাতে মুখ তুলে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'জিউড়ি গাঁয়ের কে আছ হে! আগাও।' পাশে ফিরল, 'তুমি কে? বুড়াটা?' 'নামে কি হয় রে, আমি পুরাণক। ধর্, পাথর তুলা দিই হাতে।'

পাথর পড়ছে গড়গড় করে। সঙিন-বন্দুক এগোচ্ছে। রেজি-মেন্টের চীৎকার, 'ক্যাপ্টান সাহাব! অর্ডার কি?' ক্যাপ্টেন রোশের জবাব, 'বাক্-আপ-বয়েজ!' 'ক্যাপ্টান সাহাব! অর্ডার কি?' ফর্ব্সের চীৎকার, 'ডোন্ট শুট!' ক্যাপ্টেন রোশের জবাব, 'ফায়ার!' সিপাহীর চীৎকার, 'ওরা মেয়েছেলে! পিঠে ছেলে বাঁধা।' কিন্তু রাইফেল বলল, 'শুট!' কে বলল, 'ছোট ছেলে কাঁদছে!' কিন্তু রাইফেল বলল, 'শুট!' এখন গুলির পর গুলি! এখন সিপাহী-

পুলিস, বীরসাইত মেয়ে-পুরুষ একেবারে সামনা-সামনি। ডোনকা মুণ্ডার চীৎকার, 'পলাও হে!' সোমা মুণ্ডার চীৎকার, 'মেয়েছেলা। পিঠে ছেলা বান্ধা আছে!' কিন্তু রাইফেল বলল, 'শুট্!' গুলি-বেয়নেট। বেয়নেট-গুলি। গৌরী বুঝল সঙিনের ফলা ওর ছেলেকে বিঁধে ওর পিঠ দিয়ে ঢুকেছে, বুকে গুলি বিঁধতে তবে গৌরী নিশ্চিন্ত হল। তারপর বেয়নেট-গুলি-চীৎকার-আর্তনাদ-উল্লাস-বুটের শব্দে—বারুদের গন্ধ—কক্নী গালাগালি—'মা রে!' কোন বালক চেঁচাল—আবার গুলি—

অপারেশন সৈল্‌রাকাব ওভার। ইয়েস···ওভার! ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার-ওভার···

পরে, অনেক পরে, মুণ্ডারী মেয়েদের হত্যার জন্য ফর্ব্‌স, রোশ্‌ ও স্ট্রীটফিল্‌ডকে মৃদু ভর্ৎসনা করা হয়। কিন্তু তিনজনেই বলেন, গুলি না-করার হুকুম ঠিকমত বোঝা যায় নি। মুণ্ডা পুরুষ ও মেয়েরা লম্বা চুল্‌ রাখে, ওদের রং অত্যন্ত কালো, তাই মেয়ে-পুরুষে পার্থক্য করা যায় নি, না, ছোটছেলের কান্না শুনেও পার্থক্য করা যায় নি। কিন্তু সামরিক ও অসামরিক দপ্তর তিনজনকেই নির্দোষ সাব্যস্ত করেন। প্রত্যেককে সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্য প্রশংসা করেন। স্বয়ং গভর্নর জেনারেল।

ঠিক এইরকম মতান্তরই দেখা দেয় হতাহতের সংখ্যা নিয়ে। ২০ জানুআরির 'দ্য ইংলিশম্যান' কাগজ বলেন, 'সরকারী মুখপাত্ররা হতাহতের সংখ্যা সম্বন্ধে নীরব। গুজব, পনেরো থেকে কুড়িজন নিহত হয়েছে। এই সংখ্যা বেশি হওয়া স্বাভাবিক, যেহেতু মুণ্ডারা জঙ্গলে পালায়, সেখানেও মরে, এবং রাতের অন্ধকারে পাহাড় থেকে সঙ্গীদের মৃতদেহ টেনে নিয়ে গিয়ে গোপনে সমাধি দেয়।'

২৫শে মার্চ 'দ্য স্টেটসম্যান' কাগজ বলেন, 'অন্তত চারশো মুণ্ডা নিহত হয়েছে। উপযুক্ত তদন্ত করা হোক।' ব্যারিস্টার জেকব এই সংখ্যা সঠিক বলে মনে করেন।

১৬ই ফেব্রুআরি 'বেঙ্গল পুলিস ইন্‌টেলিজেন্‌স' লেখেন, 'সর্দাররা বলছে, সাতশো মুণ্ডা নিহত।'

'দ্য স্টেটসম্যান' আবার লেখেন, চল্লিশজন নিহত। রেভারেণ্ড হফ্‌ম্যান বলেন, শুধু কুড়িজন নিহত। তখন সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়, সৈলরাকাবে দশজন নিহত ও সাতজন আহত হয়। সরকারী বিবৃতির প্রতিবাদে জনৈক পাঠক ইংলিশম্যান সম্পাদককে চিঠি লেখেন, 'আমার সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়, এমন সব বিশিষ্ট লোক বলেছেন, জঙ্গলে গেলে গোপনে কোথায় মুণ্ডাদের সমাধি দেওয়া হয়েছে, তা দেখাবেন। বিষয়টি একান্ত জরুরি। এখনি এর বিশদ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।' 'জনৈক পাঠক'-এর চিঠিটি বেরোয় ১৯০০ সালের ১৭ই এপ্রিল। তারপর জানা যায়, সরকারী বিবৃতিই চূড়ান্ত। এ প্রসঙ্গে আর কোনো চিঠি কোনো কাগজে প্রকাশ করা হবে না।

সন্ধ্যার মধ্যে সিপাহীরা ফিরে গিয়েছিল। পুলিস্ সৈলরাকাব পাহারা দিচ্ছিল। সন্ধ্যা অবধি ওরা সৈলরাকাবের গুহা থেকে মেয়ে. শিশু, অস্ত্র, ধান, চিনাদানা, ঘাসের চাটি, মাটির হাঁড়ি টেনে বের করছিল। সন্ধ্যা অবধি বন্দী বীরসাইতরা কাঠ কেটে ডুলি তৈরি করেছিল। সন্ধ্যার মধ্যে ডুলিতে বয়ে আহতদের নিয়ে যাওয়ার কাজও হয়ে গেল।

তারপর অন্ধকার নামল, শীতের রাত। তারপর বাতাস বইতে শুরু করল। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, ঝিরঝিরে বৃষ্টি, জঙ্গলের গাছের পাতায় বৃষ্টি, মৃদু শ্বাস, জঙ্গল নিশ্বাস ফেলল।

জঙ্গলের গভীরে, অন্ধকারে, মাটি থেকে মুখ তুলে নরসিং মুণ্ডা বলল, 'কে মাটি খুদে রে গোমি?'

—'আমাদের লড়াকারা খুঁজে রে দাদা'

—'কেন?'

—'যারা হেথা মরাছে, গোর গাড়বে।'

—'মোরেও হেথা গোর গাড়িস।'

—'জায়ুমপিরিতে নিব না?'

—'না। যেথা বীরসাইতের গোর সেথা রাখিস। মোরে টেনে এনেছিলি তুই? না আর কে?'

—'টেনে এনাছি আমি। এখনো আনতেছে ওরা। সৈলরাকাব হতে জঙ্গল অবধি কতজনা পড়ে আছে! অগণন!'

—'কে—ও যেন জানে না কোথা গোর গাড়েছিস রে গোমি। গোরার রাগ বিস্তর। যার লাহাশ দেখবে তার গ্রাম জ্বালায়ে দিবে, পরিবার উৎখাত করা দিবে।'

—'কেও জানবে না।'

—'তোরা?'

— 'পলাব।'

—'পলাস। মোরে মুখে হাত চাপা দে।'

—'কেন! দাদা?'

—'ভিতর হতে গোঙানি উঠে রে গোমি, রাতে অনে—ক দূর আওয়াজ যাবেন গোরা শুনবে।'

—'দেই।'

নরসিং মুণ্ডার মুখে গোমি হাত চাপা দিল, ডান হাত। নিজের রক্তাক্ত বাঁ-হাত নিজের মুখে চাপা দিল। ওর বুকের ভেতর থেকেও হাহাকার উঠে আসছে···

মাটি খোঁড়ার, লাশ টানার শব্দ। পাতায় বৃষ্টির মর্মর। গোমির হাত সরিয়ে দিয়ে নরসিং বলল, 'হেথা জঙ্গল গজায়ে যাবে, কোনো চিহ্ন রবে না। গাছ দেখে মুণ্ডা জানবে হেথা কাদের লাহাশ আছে?'

১১ই জানুআরি ফর্ব্‌স খুন্‌টিতে মুণ্ডাদের, মানকিদের ডাকলেন। কথা বললেন।

স্ট্রীটফিল্ড বললেন, 'রেভারেন্ড হফ্‌ম্যান যা বলবেন, আমারও সেই মত। রেভারেন্ড হফ্‌ম্যান মুণ্ডারী জানেন। মুণ্ডাদের জানেন। উনি মিশনের লোক। ওঁর দৃষ্টিভঙ্গী উদার, মন করুণাপূর্ণ।'

হফ্‌ম্যান বললেন, 'ওদের দয়া দেখালে বালিতে বীজ ছেটানো হবে। বীরসার ভক্ত পুরুষদের কথা কি বলছেন? ওদের মেয়েরা কি একবাট্টা তা জানেন? না, কড়া শাস্তি দিন।'

—'কি শাস্তি?'

—'বীরসাইতদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করুন। মেয়েরা গ্রামবন্দী থাকুক। যাদের ধরতে পারবেন মেরে ফেলুন। প্রথম দলটা যদি মারা পড়ে, নাইস দৃষ্টান্ত হবে।'

—'নাইস!'

—'যতক্ষণ না প্রত্যেকটি সশস্ত্র বীরসাইতকে ধরা হচ্ছে, ততক্ষণ অন্য বীরসাইতদের বন্দী রাখুন। মানকিরা মুচলেকা লিখে দিক বীরসাকে, তার দলকে, এখন বা ভবিষ্যতে আশ্রয় দেবে না।'

—'ডি.সি.রও সেই মত?'

—'হ্যাঁ।'

—'চমৎকার! একজন মিশনারী, আরেকজন ডি.সি.! উপযুক্ত প্রস্তাব বটে। শুনুন, নির্বিচার অত্যাচার চালানো হবে না, কেননা তাহলে বীরসাইতদের আবার বিদ্রোহের পথে ঠেলে দেওয়া হবে। আইনভঙ্গ করবার সকল চেষ্টাতে অবশ্যই বাধা দেওয়া হবে। তবে, বীরসা প্রচারিত ধর্মের ওপর সরকারের কোনো আক্রোশ নেই। এখন কাজ হবে নতুন নীতিতে।'

—'যথা—'

ফর্বস একটি কাগজ এগিয়ে দিলেন তাতে লেখা আছে:

'বিক্ষোভকারীদের দল, দরকার হলে বলপ্রয়োগে ভেঙে দেওয়া হবে। যারা দাঙ্গা বা অন্য দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে, তাদের বন্দী করে শাস্তি দেওয়া হবে।

'হত্যা, হত্যার চেষ্টা ও অন্য পুলিসগ্রাহ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও বিচার করা হবে।

'বর্তমান ঘটনার সময়ে স্ব-গ্রামে অনুপস্থিত ছিল বলে যে বীর-সাইতদের বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদের কাছে উল্লিখিত অনুপস্থিতির জন্য সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তলব করা হবে। "কেন তারা শান্তিপূর্ণ আচরণ করবার জন্য জামিন দেবে না" সেজন্য তাদের কারণ প্রদর্শন করতে হবে।

'যে সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন, বাড়তি পুলিস রাখতে হবে যাতে ভবিষ্যতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে।'

হফ্‌ম্যান বললেন, 'এ তো আরো পাকা ব্যবস্থা।'

ফর্ব্‌স বললেন, 'নিশ্চয়। আপনারা যা চেয়েছেন তার চেয়েও বেশি শাস্তিই দেওয়া হল, শুধু গুলি করে মেরে ফেলাটা করা যাবে না।'

—'পুলিস যদি গ্রামে ঘুরতেই থাকে তবে তো স্লো ডেথ!'

—'নিশ্চয়। পুলিস থাকা মানে কি! পুলিস থাকবে, আর্মি থাকবে, তারা খাবে, তাদের ঘোড়া ঘাস খাবে, তাদের জল-কাঠ-খাবার লাগবে। মুণ্ডাদের পক্ষে তা' তিলে-তিলে মৃত্যু বইকি।'

—'বিদ্রোহীদের ধরার আগে থানা ও মিশন পাহারার ব্যবস্থা?'

—'সব হয়ে গেছে।'

ফর্ব্‌স হাসলেন। বীরসা! বীরসা দাউদ! বীরসা ভগবান! বীরসা তাঁর জীবনে ভগবান হয়ে এসেছে বইকি। ছোটনাগপুরের মত একটা হতভাগ্য জায়গার কমিশনার হয়ে আসার পর এমন সৌভাগ্য হবে কে ভেবেছিল? রাজদ্রোহিতা দমনের সুযোগ পাওয়া কি একটা সোজা কথা?

বললেন, 'রাঁচি ও সিংভূমের সমস্ত উপদ্রুত অঞ্চলে প্রতি থানায়, প্রতি গ্রামে, প্রতি মিশনে রাইফেলধারী পুলিস, মিলিটারী থাকছে। ডুমকা ও অন্যত্র থেকে মিলিটারী, পুলিস আসছে। ব্যাপারটা কি দরের দাঁড়াচ্ছে বুঝলেন কিছু?'

—'বিশাল ব্যাপার।'

ফর্ব্‌স আবার হাসলেন। বীরসা! বীরসা দাউদ। বীরসা ভগবান! বললেন, 'ডি.সি.। নেভার ইগনোর দ্য ব্রিটিশ ল। ব্রিটিশ আইনকে কখনো তুচ্ছ ক'র না। আইনের প্যাঁচে ফেললে মুণ্ডাদের যে শাস্তি হবে, অন্য কোনো প্যাঁচেই ত হবে না। প্রথম সুবিধে হল, জজ মুণ্ডারী বোঝে না। দ্বিতীয় সুবিধে হল, মুণ্ডারা আইন-ইংরিজী বোঝে না। তৃতীয় সুবিধে হল, প্রথমে গ্রেপ্তার করে ওদের জেলে রেখে দাও। কেস দাঁড় করাবার জন্যে তদন্ত চলতে থাকুক। মাসের পর মাস জেলে থাকলে মুণ্ডাদের শিরদাঁড়া আপনি ভাঙবে।'

ফর্ব্‌স হাসলেন। মনের চোখে দেখতে পেলেন রাজদ্রোহিতা দমনের জন্যে পুরস্কার পাচ্ছেন। না, মিউটিনির সুদিন আর আসবে না। তখন এদিকে প্রোমোশন হয়েছিল, ওদিকে রাজা-জমিদারের বাড়ি লুটে সাহেবরা রাজা হয়ে গিয়েছিল। মুণ্ডাদের বাড়ি লুটে রাজা হওয়া যাবে না। কিন্তু প্রোমোশন তো হবে। প্রোমোশন হবেই। ফর্ব্‌স বোর্ড অব রেভিনিউর মেম্বার হবেন, কে আটকায়!

—'একটা নোটিস দিলে হত?'

—'ডি.সি.! সব ব্যবস্থা করেছি। নোটিসটা পড়ুন। এটা প্রতি গ্রাম-মান্‌কি, হাটসরকার ও অন্যত্র যাবে। সিরগুজা, উদয়পুর, যাশপুর, রামগড়, বানাই, এই সব নেটিভ স্টেটে যাবে। সেরাইকেলা ও পোরাহাটের রাজারা সিপাই পাঠাবেন, নিজেরা বীরসার তল্লাস করবেন নোটিসটা হচ্ছে সরকারী অর্ডারের হিন্দী ও মুণ্ডারী অনুবাদ। জোরে পড়ুন।'

স্ট্রীটফিল্ড পড়তে লাগলেন, 'বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ থাকে যে বীরসাইতদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অন্যায়ের জন্য সরকার বাহাদুর বীরসা ও তাহার মুখ্য অনুচরদের জরুরি গ্রেপ্তার পরোয়ানা জাহির করিয়াছেন এবং উক্ত উদ্দেশ্যে বন্দগাঁও, খুন্‌টি এবং সিংভূম ও রাঁচির অন্যত্র সরকারী সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। তোমাকে আদেশ দেওয়া

যাইতেছে এ বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদিগকে তুমি সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে। বীরসা ও তাহার প্রধান গুরুরা যদি তোমার গ্রামের নিকটে আসে; অথবা নিকটস্থ জঙ্গলে লুকায় তৎক্ষণাৎ তুমি রাঁচি বা সিংভূমের ডি.সি.'কে অথবা সিপাহী/পুলিসে ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীকে সংবাদ দিবে; এবং তুমি ও তোমার গ্রামবাসীরা যখনি দরকার, তখনি বীরসা ও তাহার অনুচরদের তল্লাস ও গ্রেপ্তার করিবার জন্য সরকারী কর্মচারীর সহিত যাইবে। যদি উক্ত কর্তব্যে অবহেলা কর, তবে তুমি দায়িক হইবে ও তোমার বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে; তোমার গ্রামসমূহে বাড়তি পুলিস মোতায়েন করা হইবে; তুমিসহ গ্রামবাসিগণ পুলিসের ব্যয় বহনে বাধ্য থাকিবে। যদি তুমি ও তোমার গ্রামবাসিগণ সক্ষম হও, তবে বীরসাকে নিজেরা গ্রেপ্তার করিবে ও বন্দী অবস্থায় তাহাকে ডি.সি.'র নিকট লইয়া যাইবে।

'কোনো ব্যক্তি বীরসা অথবা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের যে কোনো-জনকে গ্রেপ্তার করিলে, অথবা গ্রেপ্তারীর সহায়ক কোনো সংবাদ দিলে নিম্নে উদ্ধৃত হারে পুরস্কার পাইবে:

বীরসার গ্রেপ্তারের জন্য	৫০০ টাকা
ডোন্‌কা মুণ্ডা:	
গ্রাম বোর্তোদি: থানা খুন্‌টি	১০০ টাকা
মাঝিয়া মুণ্ডা:	
গ্রাম সেরাংদি: থানা তামার	১০০ টাকা
বুধু মুণ্ডা: গ্রাম সিতিদি	১০০ টাকা
পরান পাহান: গ্রাম কাটিংকেল	১০০ টাকা

১২।১।১৯০০। স্বাঃ এ. ফর্ব্‌স।

ছোটনাগপুরের কমিশনার।'[১]

স্ট্রীটফিল্ড্ নোটিসটি ফিরিয়ে দিলেন ফর্ব্সের হাতে। ফর্ব্স বললেন, 'সিংভূমের কমিশনার ও ডি.সি.; সিক্স্থ্ বেঙ্গল ইন্ফ্যান্ট্রির একটি কম্পানী নিয়ে ক্যাপ্টেন রোশ, বন্দগাঁও ও সিংভূমের অন্যত্র ঘুরবেন। ডি. সি., তুমি ও কর্নেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড পূবদিকে খুন্টি ও তামার থানাভুক্ত এলাকায় ঘুরবে। অ্যাসিস্টান্ট এস. পি. স্টিভেন্স ও লেফ্টেনান্ট মিড্লম্যান তোরপা ও বাসিয়া থানাভুক্ত এলাকায় ঘুরবে। প্রত্যেকটি বীরসাইত গ্রাম তন্ন-তন্ন করে তল্লাসী করা হবে। মিলিটারি ফৌজ আহত ও অন্য বীরসাইতদের ধরবে। ফেরারী বীরসাইতদের ধান-গম-ডাল-বাজরা ও অন্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে। বিদ্রোহীরা যেন একদানা খাবার না পায়। প্রদেশ-সরকারের ইচ্ছে মুণ্ডাদেশে সরকারী-ক্ষমতা বেশ খানিকটা জাহির করা হোক। বীরসা ও তার প্রধান চেলাদের ধরার ব্যাপারে কোনোমতে ঢিলে দেওয়া চলবে না।'

স্ট্রীটফিল্ড মৃদু ও দুর্বোধ্য হাসলেন।

—'ডি. সি. কি মনে করেন, অপারেশন ফেল করবে?'

—'না, তা মনে করি না।'

—'তবে?'

—'কিছু না।'

বীরসাকে দেখলে ডি. সি. গ্রেপ্তার করবেন, গ্রেপ্তারীতে বাধা দিলে গুলি করবেন। ফর্ব্সের চেয়েও নির্মম হবেন ডি. সি. মুণ্ডাদের ওপর, আবার, সেই সঙ্গে ডি. সি. এও জানেন, বীরসাকে ধরা না গেলে বোধহয় তিনি অখুশি হবেন না। হাজার হলেও অপারেশন-বীরসা থেকে লাভবান হবেন ফর্ব্স, তিনি নন।

সব কিছুই হল। ইস্তাহার পড়া হল ঢোল বাজিয়ে, লটকে দেওয়া হল সর্বত্র। মিলিটারি, পুলিস, ইংরেজ অফিসাররা, দেশীয় রাজারা, সবাই চষে ফেলতে লাগলেন শত-শত গ্রাম। বীরসাইতদের গ্রাম লুঠে ধানের শেষ কণা নিয়ে যাওয়া হল, উপোস করতে লাগল

বীরসাইতরা। বহুজন ধরা পড়ল, বহুজনকে নির্মমভাবে মারা হল, কিন্তু বীরসাকে পাওয়া গেল না। জিউরি গ্রামের বৃদ্ধ, অন্ধ মান্‌কি বলল, 'বীরসার উপর নজর রাখতে আমি টাকা পাই? তোমরা পাও, তোমরা ধর।' তখন ওর পিঠে মেরে চামড়াতে লোহা বসানো চাবুক বউনি করা হল। কলকাতার বড় দোকানে তৈরি করানো স্পেশাল চাবুক। নীলকর সাহেবরা এর নাম দিয়েছিল 'শ্যামচাঁদ'। চল্লিশ বছর বাদে দোকানটিতে শ্যামচাঁদের অর্ডার গেল।

বুড়ো মান্‌কি চাবুক খেতে-খেতে বলল, 'জঙ্গল তারে লুকায়ে রেখেছে, তোরা জঙ্গল হতে বড়?'

বীরসাকে পাওয়া গেল না। অপারেশন-বীরসা চলতে লাগল। ফর্ব্‌স বললেন, 'চলছে, চলবে, আরো চলবে।'

সৈলরাকাব থেকে বোর্তোদি, বোর্তোদি থেকে আয়ুভাতু, আয়ুভাতু থেকে মারাংহাড়া, ঘুরছিল বীরসা। সঙ্গে ডোনকা, মাঝিয়া, সুনারা অন্যরা। দিনে থাকছিল জঙ্গলে, জঙ্গলের গহীনে। গাছের মগডালে বসে নজর রাখছিল কোনো নানক। আস্তে শিস দিচ্ছিল, গ্রাম থেকে যারা গরু চরাতে আসছিল তারা চোখ তুলে ওপরপানে না চেয়ে শিস দিয়ে সংকেত জানিয়ে চলে যাচ্ছিল। দিনেরাতে গ্রামে পুলিস পাহারা। রাতের আঁধারে মেয়েরা 'বাইরে যেছি গো', বলে বেরিয়ে আসছিল তিনজন। 'হয়া গেছা গো' বলে ফিরে যাচ্ছিল দুজন। বাকি একজন, কখনো বালিকা, কখনো যুবতী, কখনো বৃদ্ধা, সাদা কাপড় খুলে বিবস্ত্র হয়ে কালো শরীর আঁধারের কালোয় সমর্পণ করে জঙ্গলে এসে খাবার ও জল রেখে চলে যাচ্ছিল। বলে যাচ্ছিল, 'হেথা হতে উ গ্রামে ভয় কম। পুলিস এখনো পৌছায় নাই। হোথা দিয়া হাতির প্যাল গিয়াছে, তাই সিপাইরা ভয়ে মরে। পরশু যাবে।'

ওরা ঠিকই চলে যাচ্ছিল। বীরসাও যেত, উনিশ দিন ধরে ওরা পুলিস ও মিলিটারির চোখে ধোঁকা দিয়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু

সুনারাকে বীরসা কাঁধে ফেলে হাঁটছিল বলে উনিশ দিনের দিন ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ওরা যেতে পারল না। তিলাডুবুর জঙ্গলে থেকে গেল। সুনারা বলল, 'আমি আর যাব না, ভগবান। মোরে রেখে চলে যাও। বুকে পাথর বাজল সৈলরাকাবে, আজ কতদিন মোরে টেনে লয়ে চলাছ, কিন্তু মোর মনে জেনাছি আর বাঁচব না হে!'

বীরসার অস্বস্তি হল। জঙ্গল এখানে তেমন নিবিড় নয়। তাছাড়া জঙ্গলটা বড়-বড় ছুটো হাটের যাওয়া-আসার পথে পড়ে। সুনারাকে টেনে নিয়ে চলা সত্যই কষ্টকর। সুনারাকে ও বলল, 'এ পাথরটায় শুয়ে থাক্। আমি শুনি তিলাডুবু হতে মুরু মুণ্ডা কি বলে, খবর দিয়াছে আসবে।'

—'হেথা এলাম কেন? এ জঙ্গল পাতলা।'

—'মুরু তোরে ঔষধ এনে দিবে।'

—ঔষধে কি হবে? তুমি হেথা এস।'

—'এই তো আমি।'

—'ভগবান!' সুনারা বিবর্ণ ঠোঁটে যন্ত্রণা চেপে হাসল, 'মনে পড়ে সে—ই বন্দগাওঁতে আমি তোমারে গান শুনায়েছিলাম?'

—'ভাল হ সুনারা। আমি তোরে সে গান শুনাব, এখন আমি ভাল শিখে নিয়াছি।'

বীরসা নিচু গলায় বলল, উঠে এল। ডোনকা ও মাঝিয়া মাথায় হাত রেখে বসে আছে, সামনে সালী, পরমী।

—'তোমরা?'

—'মুরু আসবে না হে, তারে ধরে নিয়াছে ভোরে। মান্‌কির ভাই তারে ধরায়ে দিল ভগবান!'

পরমীর দিকে তাকাতে কষ্ট হল বীরসার। বীরসা পরমীর বাবার অনুরোধে কবে যেন বলেছিল ওকে আরান্দি করবে কিন্তু পরমীর মন অনেকদিন ধরে বাঁধা ছিল বীরসাইত কমু, রোগোতোর কমু মুণ্ডার কাছে। কমু সৈলরাকাবের যুদ্ধে মরে গেল।

ডোন্‌কা বলল, 'পরিবা কোথা ?'

—'মায় কাছে।'

—'খবর কি ?' বীরসা বলল।

সালী বলল, 'তোমার ধর্মে যার বিশ্বাস, সকল মান্‌কির পাট্টা কেড়ে নিয়াছে সরকার, নূতন মানকিরে মুচলেকা লিখায়ে পাট্টা দিতাছে। গুইপাই, রোগোতো, কোটাগারা, সঙ্করা, বারোটা গ্রামের মান্‌কির পাট্টা চলা গিছে। যে তোমাদের ধরায়ে দিবে সে নূতন পাট্টা পাবে, মান্‌কি হবে।'

—'আরো বল্‌।' ডোন্‌কা বলল।

—'সক—ল ধান, যব, ডাল, লবণ, আমার ঘর হতে, সবার ঘর হতে নিয়া গিয়াছে। শুনলাম এমন দেড়শত গ্রাম হতে নিয়াছে, মুণ্ডাদের উপাসে শুকাবে, আর—'

—'কি ?'

—'কোড়া মেরে জাহান বের করে দিতাছে। আর—'

—'যেমন তোমাদের পায় নাই তেমন কোড়া মেরে, ধান-চাল কেড়ে, জেহেলবন্দী করে ঘরে-ঘরে কান্না তুলে দিয়াছে। আর মেয়াছেলাদের ইজ্জত—' সালীর গলা বন্ধ হয়ে এল।

খানিক পর সালী চোখ তুলে বলল, 'বোর্তোদিতে মোর মুণ্ডার জন্য, সেরাংদিতে মাঝিয়ার জন্য সকল ঘর পোরাহাটের রাজার হাতি দিয়া ভেঙে দিয়াছে। মোরা আর যাব না হে! গেলে ইজ্জত রবে না।'

বীরসা ডোন্‌কা ও মাঝিয়ার দিকে তাকাল। ওর চোখে বেদনা, প্রশ্ন, দুঃখ, লজ্জা। ডোন্‌কা ও মাঝিয়া এ-ওর দিকে তাকাল। ডোন্‌কা বলল, 'যত মুণ্ডা ধরা পড়্যাছে, তার অধিক পলায়ে আছে। তুমি বাহিরে থাকলে উলগুলানের কাজ হবে। মোরা ধরা দিলে গ্রাম বাঁচে, মুণ্ডা বাঁচে।'

—'আমি একা ?'

ডোন্‌কা হার্তের কাঠটা মাটিতে ফেলল। বলল, 'মোরা এ কাঠটার মত ছিলাম হে ভগবান, তুমি মোদের আগে প্রচারক, পরে লড়কা বানায়েছ। মোরা ধরা দিলে কোনো ক্ষতি নাই।'

সালীকে বলল, 'তোরে ভগবানের হাতে থুয়া গেলাম।'

ডোন্‌কা ও মাঝিয়া সুনারাকে কাঁধে নিয়ে সেদিন রাতে তিলা-ডুবুর জঙ্গল ছেড়ে চলে গেল। রাতভোর হেঁটে সেখান থেকে ন-মাইল দূরে তোরপা-আউটপোস্টে গিয়ে ধরা দিল। বলল, 'বীরসা হোই তুরাবু জঙ্গলে লুকায়ে আছে।' তুরাবু তিলাডুবুর উলটো দিকে, বাইশ মাইল উত্তরে, যমকোপাই অঞ্চলে।

যমকোপাই ও কাছাকাছি গ্রাম ঠেঙাতে পোরাহাটের রাজকুমার, কমিশনার, ডি. সি., টমসন, বক্‌সওয়েল, পুলিস-মিলিটারি ও এক হাজার গ্রামবাসী নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ডোন্‌কা বলল, 'মোদের ধরা দিতে বলাছে মানী পহানী, বোর্তোদির মানি পহানী। বলাছে, ধরা না দিলে ধরায়ে দিবে। তারে কিছু দিও হে, সবারে যেমন টাকা দিতাছ।'

মানি পহানীকে ডাকা হল। সে কোনো কথা না বলে কুড়ি টাকা নিল। ডোন্‌কা বলল, 'সেনত্রাতে তোর দাদার কাছে যেয়ে থাক্‌গা! বীরসাইত ধরায়েছিস, বোর্তোদিতে থাকলে মানুষ থুথু দিবে।'

—'কেন! তোর ভগবান কোথা? ধরতি-আবা?'

মানি চলে গেল।

॥ ২০ ॥

সরকারের খাতায় যে-সব মুণ্ডাগ্রাম বিশেষভাবে বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত, রোগোতো তাদের মধ্যে অন্যতম। এ গ্রামে অন্তত দশবার পুলিস ও মিলিটারি ঘুরে গেছে। সেই সেঙ্গেলদার অগ্নিবৃষ্টির পর পৃথিবী যন্ত্রণায় কুঁচকে গিয়ে কাঁপছিল, তারপর, সেই অনাদি অতীতে সিংবোঙা জঙ্গলের আঁচল দিয়ে ব্যথার জায়গাগুলি ঢেকে দেন। ভূ-স্তরের উঁচুনিচু অনুযায়ী জঙ্গল কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। রোগোতো গ্রামের কাছের জঙ্গলে শালগাছের খুঁটির মাচা, মাচার ওপর ঘর। সালী এখানে থাকতে চায়নি কিন্তু বীরসা প্রথমটা যন্ত্রণার্ত গলায় বলেছিল, 'পলায়ে বেঁচে থাকব ?' তারপর বলেছিল, 'হেথাই থাক্। সরকার চিন্তাও করবে না, যারে ধরতে মণ্ডাদেশ চষে ফেলাছে, সে হেথা রয়াছে।'

মই বেয়ে উঠে এল মানী পহানী। বলল, 'ডোন্‌কা আর মাঝিয়ারে ধরা দিতে বলাছি তাতেই বিশ টাকা। চাল এনাছি সালী, তবে চিবায়ে জল খাস, রাঁধিস না! ধুমা উঠবে! সবে জানবে।' বীরসাকে প্রণাম করল মানি।

—'খবর কি ?'

—'খুব মন্দ। দেওঁরা, পহান, জমিদার, বেনে, সবে মুণ্ডাদের তরসাতেছে, পুলিস কোড়া পিটতেছে। সাহেবের কোড়ায় ধার কি! ডরে সবে ক্রীশ্চান হতাছে।'

—'আবার!' সালী বলল।

—'তাতে কি? মুণ্ডারা অমন ক্রীশ্চান হয়, আবার মিশন ছাড়ে। যখন আবার উলগুলান হবে, আবার চলা আসবে, হবে তো উলগুলান, না কি, বল ভগবান!'

মানি পহানীর বৃদ্ধ, জরাবলয়িত, কুঞ্চিত মুখে নিশ্চিন্ত হাসি দেখে বীরসার বুক ফেটে গেল। মুণ্ডাদেশের বুকে সৈন্য-পুলিস-রাজার হাতির মদমত্ত অভিযান। হোলির পর যেমন করে মুণ্ডারা ধর্মমতো শিকারে যেত, সরকার তেমনি করে মুণ্ডা গ্রাম ও ধানের টাল জ্বালিয়ে হোলির আগুন জ্বেলেছে। বীরসা ও বীরসাইতদের বন খুঁচিয়ে বের করতে উৎসবের খেলায় মেতেছে। শুধু এবার সব উৎসবের নাম রক্তোৎসব।

মুণ্ডাদের বুকে সঙিনের ফলা, বন্দুকের গুলি। জঙ্গলে গোপনে যে মুণ্ডাদের সমাধি হল, কেউ জানবে না বীরসার উলগুলানের ডাকে তারা নেংটি পরে, কুচিলা তীর হাতে একদিন সসাগরা পৃথিবীর মালিকের ফৌজের সঙ্গে লড়তে গিয়েছিল। শুধু ভবিষ্যতের মানুষ দেখে দেখে অবাক হবে। শ্যামা অরণ্যানীর বুকে কোথাও-কোথাও কোনো কোনো শাল-পিয়াল-কেঁদ গাছের মাথা যেন বড় বেশি উঁচু। তারা জানবে না উলগুলান খেপা মুণ্ডার শরীরের রক্ত-মাংস-মজ্জা-হাড় গাছগুলির ধাত্রী মাটিকে পুষ্ট করেছে বলে গাছের মাথা এত উঁচু।

তবু মানি পহানী হাসছে, বলছে আবার উলগুলান হবে। বীরসা তবে নিশ্চয় ভগবান, ধরতি-আবা।

মানি বলল, 'সাহেব আর পোরাহাটের রাজা দশটা হাতি, হাজারটা মানুষ, সিপাই লয়ে বন ঠেঙাতে-ঠেঙাতে এদিকে আসতেছে। ডোন্‌কা বলা দিল তুমি সেনত্রার জঙ্গলে চলা যাও। যারা পলায়ে আছে, তারাও যাবে ধীরে ধীরে। হা দেখ ভগবান! সেরাইকেলা, করাইকেলা, রাজারা ডরে কেন? তাদের দেশে মুণ্ডা আছে? তারা কেন সরকারের হাতে হাত মিলাল?'

—'সব এক টোপী যে?'

মানি চলে গেল। পাথরে চাল গুঁড়োতে লাগল পরমী। গুঁড়ো চিবিয়ে জল খাবে। আশ্চর্য, রোগোতোর কমু মুণ্ডা মরে যাবার পর

থেকে পরমী ভগবানের সঙ্গে ফেরে, কমুর কথায়। বীরসার কোনো কথা অমান্য করে না ও। কিন্তু চাল দেখলে ওর মনে হয় বীরসাকে অমান্য করে এখনি কাঠ জ্বেলে ভাত রাঁধে, ভাত খায়। বীরসা ওকে ভাত রাঁধতে দেয় না বলে মাঝে-মাঝে মনে হয় রাঁধি, ভাত খাই, তাতে ভগবান ধরা পড়ে তো পড়ুক। রোগোতোর কমু মুণ্ডা তো ভাত খেতে পাবে মুণ্ডারাজ হলে, এই ভেবেই উলগুলান করতে গিয়েছিল। পরমীও ভেবেছিল সব মুণ্ডা মুণ্ডারাজে দু-বেলা ভাত খাবে। কিন্তু এখন ও নিশ্বাস ফেলে পাথরে চাল ভাঙতে থাকল।

পরমীকে দেখতে-দেখতে নিশ্বাস ফেলে বীরসা বিষণ্ণ হেসে বলল, 'কত জনের কত সাধে আগুন জ্বালায়ে দিয়াছি সালী, কিন্তু উলগুলানের রীত আলাদা। তোর ছেলা, মরদ, ধান, ঘর, সব নিলাম। পরমীরও সব!'

—'দুঃখ কর?'

—'না। কতজন নাই কতজন রবে না, বুঝি আমিও এ শরীরে রব না। কিন্তু উলগুলান সকল না হলে উলগুলানের শেষ নাই। মোর মরণ নাই। তুই একথা সবারে বলিস সালী।'

রাতে ওরা রোগোতোর জঙ্গল ছেড়ে সেনত্রার জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

পরে, অনেক পরে ব্যারিস্টার জেকব অমূল্যবাবুকে জিগ্যেস করেছিল। 'বীরসার অন্তিম পরিণতি কি হবে বলে তুমি ভেবেছিলে? তুমি যা ভেবেছিলে, সেই পরিণতিই কি ওর হল? কি হল, যে জন্যে ওর নাম করতে তোমার মুখ দীপ্ত হয়ে ওঠে?'

—'একটা কথার জবাব দিন আগে।'

—'বল।'

—'আপনি কি বিশ্বাস করেন ও ভগবান?'

—'না। আমি মনে করি বীরসা নিপীড়িত মুণ্ডাদের উপযুক্ত নেতা, যোগ্য মুখপাত্র।'

—'আমি এখন মনে করি ও ঈশ্বর।'

—'কোন্ যুক্তিতে?'

—'কেন? বিট্রেয়ালের, বিশ্বাসঘাতকতার যুক্তিতে? মানুষ যখন ভগবান হয়, তখন কোনো-না-কোনো বেইমান তার পতন ঘটায়। তখন সে ভগবানই হয়ে দাঁড়ায়। শেষ অবধি বিশ্বাস-ঘাতকরাই ওকে ধরাল, তাই না?'

—'বলতে পার...আশ্চর্য!'

—'কি?'

—'যখন মুণ্ডারা মরছিল, শোষিত হচ্ছিল, বেঠবেগারী দিচ্ছিল, সেবকপাট্টা লিখছিল, খুটকাট্টি গ্রাম হারাচ্ছিল, জমিদার-মহাজন-সরকার, তিন হাতে মার খাচ্ছিল, তখন কেউ ওদের কথা ভাবেনি।'

'যখন ওরা লড়ছিল, তখনো ভাবেনি।'

—'এখন, বীরসার আন্দোলন ভেঙে যাবার পর মুণ্ডাদের বিষয়ে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে, সহানুভূতিও।'

—'অথচ কি অসম্ভব সব কাণ্ড ঘটল। ধরা পড়ল চারশো বিরাশি জন। একবছর ধরে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের অছিলায় ওদের জেলে রাখা হল। সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে কেস দাঁড় করাতে করাতে চোদ্দজন জেলে বিচারাধীন অবস্থায় জখম থেকে ঘা বিষিয়ে মরেই গেল, বীরসা বাদে। কেস দাঁড়াল মাত্র আশিজনের নামে।'

—'সেও লঘুপাপে গুরুদণ্ড হল বহু কেসে। মিশনারীদের তীর মারার জন্যে পরান মুণ্ডার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। গয়ার স্ত্রী, ছেলের বউ, আট বছরের নাতিরও জেল হল।'

—'এও যে হল, তাও তো 'বেঙ্গলী' কাগজে সুরেন ব্যানার্জি, ওদিকে 'স্টেট্সম্যান' কাগজ এত হইচই করল বলে। শেষে দেখা গেল, যারা সরকারী গাফিলতির জন্যে জেলে পচে মরল, তারা

অনেকেই বেকসুর খালাস পেল। সুরেন ব্যানার্জিকে জান তো? ও রকম বলতে তো কেউ পারবে না? বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে দাঁড়িয়ে যখন একে একে জিগ্যেস করলেন :

—'এ কথা কি সত্যি যে মুণ্ডাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনের ১০৭ ধারায় যে কেস চলছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে?

'যদি হয়ে থাকে, তবে কেস তুলে নেবার আগে মুণ্ডারা কত দিন, কত মাস বন্দী ছিল হাজতে?

'হাজতাধীন অবস্থায় কতজন মুণ্ডা মারা গেছে?

'কাগজে যা বেরিয়েছে, তা কি সত্যি, যে বহু মুণ্ডাকে আবার নতুন অভিযোগক্রমে ধরা হয়েছে?

'যদি হয়ে থাকে, তবে সরকার কি তদন্ত করবেন এবং জানাবেন, কেন জেলে পাঁচমাস পচার আগে সে অভিযোগ তাদের নামে দায়ের করা গেল না?'

যারা সেদিন সুরেন ব্যানার্জির বক্তৃতা শুনেছে, তারা বলল, 'বাইজোভ! বুড়ো আবার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে!'

—'লাভ কি হল? হ্যাঁ, কেস তারপর হল বটে। কিন্তু তার আগে বিচারাধীন অবস্থায় বন্দীরা মরে গেল। জানুআরিতে খুন্‌টি থানা আক্রমণ থেকে গ্রেপ্তার শুরু হয়। কেসের রায় বেরুল ডিসেম্বরে। যে কমিশনার ডি.সি. পুলিস ওদের জেলে বিনা বিচারে পচাল, এই চূড়ান্ত অন্যায় করল, লেফটেন্যান্ট গভরনর জন উডবার্ন স্বয়ং রাঁচি এসে তাদের প্রশংসা করে গেলেন। গভরনর জেনেরাল কার্জনও কিছু বললেন না।'

—'সবাই ইংরেজ যে? বীরসা কি বলেছিল চাইবাসার ইশকুলে?'

—'সে তো আমার সামনে। বলে বসল, 'জানি জানি। সাহেব-সাহেব এক টোপী হ্যায়' ব্যস্‌। অমনি তাড়িয়ে দিল ওকে।'

—'আমি আইনের পথেই লড়লাম বটে, কিন্তু মুণ্ডা-ট্রায়ালের

পর তথাকথিত ব্রিটিশ জাস্টিসের স্বরূপ যেরকম জানা গেল, এমন আর হয়নি। বলতে বাধ্য হচ্ছি।'

—'আপনিও ইংরেজ।'

—'ইংরেজরা আমায় পছন্দ করে না।'

—'মুণ্ডাদের স—ব চেষ্টা ব্যর্থ হল।'

—'না অমূল্যবাবু।'

জেকব সস্নেহে অমূল্যবাবুর হাতে হাত রাখলেন। বললেন, 'কখনো তা ভেব না। আমি সেই সর্দার-আন্দোলন থেকে মুণ্ডাদের হয়ে লড়ছি। তা বলে কি কেস জিতেছি? না, জিতি নি। তবু জেনো, সব যুদ্ধ, সব আন্দোলন কখন ব্যর্থ হল, কখন সার্থক, তা এক অঙ্কের নিয়মে হিসেব করা যায় না।'

—'জানি আপনি বলবেন, ব্যর্থ হয়েও এ আন্দোলন ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু আমার যে বড্ড বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশ জাস্টিসের ওপরে? আমি যখন দেখলাম কিছুই হচ্ছে না কমিশনার-ডি.সি.-এস.পি. মজা দেখছে? যখন দেখলাম মুণ্ডারা কিছু জানে না কেন ওদের বন্দী করা হয়েছে, কোন্ অভিযোগে, তখন অনেক চেষ্টায় একজন 'বেঙ্গলী'র রিপোর্টার আনানো গেল। তিনি লিখলেন, মুণ্ডাদের হাতে হাতকড়া, পায়ে ও কোমরে শেকল। সে ভার টেনে-টেনে তারা জেল থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের আপিসে যেতে আসতে কষ্টে, ক্লান্তিতে পড়ে যায় মুখ থুবড়ে। অথচ তারা বিচারাধীন। কেস তৈরি হয়নি বলে তাদের এইভাবেই যেতে হচ্ছে মাসের পর মাস।'

—'জানি।'

—'লিখলেন, সবাই ছি-ছি করল। কিন্তু শেকল তো খোলা গেল না! বীরসাও তো…বীরসাকেও তো…!'

—'যারা ধরিয়েছিল, তাদের ওপর অত নির্মম হয়ো না। মুণ্ডার কাছে পাঁচশো টাকা অনেক টাকা! ভেবে দেখো, শত-শত মুণ্ডা বন্দী অবস্থাতেও বীরসাকে ধরাতে যায়নি। ধরালে বেঁচে যেত।'

কিন্তু শশিভূষণ রাই আর ছ-জন মুণ্ডা ধরিয়ে দিল বীরসাকে, ওদের ভগবানকে। কেননা পাঁচশো টাকা অনেক টাকা। ধরিয়ে দিল পরমী, কেননা ভাতের লোভ বড় লোভ।

দু-দিন, দু-রাত হেঁটেছিল বীরসা। সেন্‌ত্রার জঙ্গলে আশ্রয় নেবার পর সালী ও পরমীকে ঘুমোতে বলে বীরসা জেগে বসেছিল। এখন ওর হাতে দুটো তরোয়াল। সময় এলে ও একটাও চালাতে পারবে কিনা জানে না। কেননা শরীর ঢেলে ঘুম আসছে, কেবলই ঘুম আসছে।

—'ঘুম এস না ভগবান!' সালী বলল।

—'তুই জাগা আছিস?'

—'ঘুম আসে না।'

—'জাগা থাক, বিহানে ঘুমাস।'

—'পরমী ঘুমায়।'

—'ঘুমাক।'

বীরসা আর কোনো কথা বলেনি। অরণ্যের কথা শুনছিল। পাতার মর্মরে, হাওয়ার কান্নায়, বাঘের ক্ষিপ্র চলাফেরায় অরণ্য ওর সঙ্গে কথা বলছিল। বলছিল সব জানে ও, সব বোঝে। ও জানে বীরসা সকল মুণ্ডাদের ওর কোলে ফিরে দিতে চেয়েছিল। ও বোঝে, বীরসা তা পারল না।

কর্‌মির মত, অবোধ মুণ্ডা মায়ের মত, অরণ্যভূমি বীরসাকে গুনগুন করে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। 'তুমি তো চেয়াছিলে বাপ! তুমি তো জানতে না সকল তোমার হাতে নাই। আমি, এই বনভূঁইটা কি আমার আছি? যখন তোমার পিতাপুরুষ আচোটা জঙ্গলে গাছ কেটে আবাদ করে, তখন আমি আমার ছিলাম। তা বাদে, মুণ্ডার হাত হতে দিকুর হাতে, দিকুর হাত হতে সরকারের হাতে কিনা-বিচা, বিচা-কিনা হতে-হতে আমি, তোমার আদি জননী, অশুচি হয়া গিয়াছি বীরসা। তোমার কোনও দোষ নাই বাপ!'

আদি জননীর নিঃশব্দ কণ্ঠস্বর বীরসার অন্তরে বৃষ্টির মত পড়ছিল আর পড়ছিল। তাই শুনতে-শুনতে ভোর হল। বীরসা আরক্ত চোখে বলল, 'সালী, তুই ঘুমা। আমিও ঘুমাই রে! কালঘুম ধরাছে মোরে, ঘুমের বিষে অঙ্গ অবশ! পরমী, তুই জেগা আছিস। আগুন জ্বালিস না রে!'

কিন্তু পরমী আগুন জ্বেলেছিল। ধোঁয়া উঠছিল বাতাসে। ভাত রাঁধছিল পরমী। ভাতের গন্ধ শুঁকছিল।

ওরা ধোঁয়া দেখে-দেখে কাছে এসেছিল। পাঁচশো টাকা অনেক টাকা। দেখেছিল বীরসা ঘুমোচ্ছে, শীর্ণ, ক্লান্ত। দূরে মাটিতে সালী ঘুমোচ্ছে। ওরা বীরসাকে চেপে ধরেছিল। পাঁচশো টাকা! সালী ঝটাপটির শব্দে, পরমীর আর্ত, ভয়ার্ত চীৎকারে জেগে উঠেছিল। প্রথমেই ও চেঁচিয়ে ওঠে, কেন না ও দেখেছিল শশীভূষণ রাই আর মাঝি তামারিয়াকে, সঙ্গে আরো পাঁচজন। শশীভূষণ ও মাঝি এ মরশুমে দু-হাতে টাকা পিটছিল বীরসা ছাড়া অন্য মুণ্ডাদের ধরিয়ে ছশো পঁচানব্বই টাকা পেয়েছিল। ওরা, বীরসার দাম পাঁচশো টাকা। সালী চেঁচিয়ে ওঠে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত জেগে বীরসা হাতিয়ার খোঁজে, উঠতে চেষ্টা করে, কিন্তু বীরসা ওকে পালাতে বলে, 'মোর হুকুম!' সালী পালায়, কেন না বীরসা ওর চোখে চোখে চেয়ে হাসে। চেঁচিয়ে বলে, 'তোরা বড়লোক হয়া গেলি মাঝি, পাঁচশো টাকা, জমির পাট্টা! কোথা নিয়া যাবি?'

—'বন্দগাঁও।'

সালী এটুকু শুনে যায়। তাই চেয়েছিল বীরসা। তারপর সালী এতদিনের সতর্কতা ভুলে সেনত্রা গ্রামের পথ ধরে চেঁচিয়ে চলে যায়, 'ভগবানেরে ধরাছে শশীভূষণ রাই, মাঝি তামারিয়া! বন্দগাঁওতে নিয়া যায় হে! মুণ্ডারা মরে গিয়াছ, না জীন্দা আছ? হা দেখ, পাঁচশত টাকার তরে উরা ভগবানরে ধরে লয়ে গেল'! আর্ত চীৎকারে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সালী চলে গেল গ্রামের পথ ধরে। মুণ্ডারা

যতজন অবশিষ্ট ছিল, বেরিয়ে আসছিল। সেনত্রা থেকে বন্দগাঁওয়ের পথে গ্রাম থেকে গ্রামে হেসাদি-কারিকা-সোংরা-জালমাইয়ে খবর ছড়িয়ে পড়ছিল।

বন্দগাঁও থেকে খুনটি, খুনটি থেকে রাঁচি, পথের দু-ধারে মানুষ আর মানুষ। পুলিস জানত না এত অত্যাচারের পরও এত মুণ্ডা গ্রামে-গ্রামে ছিল। রাইফেলধারী পুলিস ও মিলিটারি বীরসাকে রাজসম্মানে সামনে-পেছনে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বীরসার মাথায় পাগড়ি, গায়ে চাদর, হাতে শেকল, মাথা উন্নত, মুখে হাসি, চোখের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। একা ও জানছিল রাঁচি থেকে খুনটি, খুনটি থেকে বন্দগাঁও হয়ে চালকাড়ের পথ ধরে ও কোনোদিন ঘরে ফিরবে না।

আর ফিরবে না চালকাড়ে, মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে না। আর দাঁড়াবে না ভক্তদের সামনে। শ্যাম অরণ্য, রক্তমৃত্তিকা, নাতিউচ্চ পর্বতমালা সব দেখিয়ে বলবে না, 'সব ফিরে নিব মোরা।' আর হেঁটে-হেঁটে রাতের অন্ধকারে গ্রাম থেকে গ্রাম চলে যাবে না জঙ্গল ভেঙে।

বীরসাকে আনা হচ্ছে, একটি আলাদা সেল খালি করা হোক, অর্ডারটা অমূল্যবাবু প্রথমে বিশ্বাস করে নি। তারপর মাগুরাম ওয়ার্ডার ওকে গোপনে বলে গেল, ভরমি ও ধানী ওকে দেখা করতে বলেছে। ধানীর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, ধানী বলল, 'একদিন মোদের সঙ্গে রাখো তারে।' অমূল্যবাবু বলল, 'স্নান করার জন্যে তাকে বাইরে আনা হবে, তখন কথা ব'লো।' বিষণ্ন হেসে ধানী বলল, 'আমার সঙ্গে তো সে কথা বলবে না, নইলে আমিই বলতে পারতাম।'

সেল রেডি করতে অমূল্যবাবু কুড়ি মিনিট সময় নিল। কুড়ি মিনিট বীরসা ভরমিদের সেলে ছিল। বীরসা নিচু গলায় বলল, 'কাঁদবে পরে, কথা বলবে পরে, এখন সময় নাই। যা বলি শুন।

ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যেয়ে জেরা হবে যখন, তোমরা চারশত মুণ্ডাই বলবে মোরে জান না, আমি কি বলাছি তোমরা বুঝ নাই, না বুঝে উলগুলান করাছ।'

—'ভগবান—!'

—'মোরে ঠক বল, জুয়াচোর, সকল গাল দাও ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমরা বাঁচ। তাতে মোর শান্তি।'

—'তুমি—'

—'মোরে এরা জীয়ন্তে জেহেল থেকে বেরাতে দিবে না।'

—'একা ঘরে রাখবে ভগবান।'

—'রাখুক। আমি ভগবান, তাই তোমাদের সাথে সাথী হয়াছি, হেথা এসাছি ভরমি। তোমাদের ছাড়ি নাই। মরাছে ক-জনা?'

—'করার হুনা মুণ্ডা, লোহাজিমির সুখরাম।'

—'কেউ ওষুধ দিয়াছিল?'

—'যা দিয়াছে ওই বাঙালীবাবু।'

বীরসা মৃদু হাসল।

পরে, সলিটারি সেলে কামার এসে বীরসার কোমরে ও পায়ে শেকল পরাল, নিচু গলায় বলল, 'শাপ দিও না মোরে!' বীরসা বুঝল, এবার ও জীয়ন্ত বেরোবে না জেল থেকে। হাতে হাতকড়া, কোমরে ও পায়ে শেকল, ছোট কুঠরির দেওয়াল পাথরের। সামনে গারদের দরজা। দরজার সামনে চব্বিশ ঘণ্টা সশস্ত্র সান্ত্রী। দরজার সামনে ঢাকা বারান্দা, বাইরের আলো বাতাসের পথ বন্ধ। দেওয়ালের উঁচুতে একটি ঘুলঘুলি। সরকারী সিদ্ধান্ত, ওকে সাধারণ ফৌজদারী আসামী হিসেবে বিচার করা হবে। অপরাধ, বহুদিন ধরে নরহত্যা ও অগ্নিসংযোগে সহায়তা করা। সরকারী সিদ্ধান্ত, ওকে মুণ্ডাদের সামনে একটা সাধারণ ফৌজদারী আসামী বলে প্রতিপন্ন করা। অথচ সাবধানতা ও সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে একটা গুরুতর রাজনৈতিক আসামীর মত। বীরসা বুঝল ব্রিটিশ তাকে ক্ষমা করবে না।

কেন না স্বয়ং ডি.সি. তাকে বলে গেলেন, তিনি পুলিস-অফিসারদের সহায়তায় সরজমিনে তদন্ত করে সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করবেন বলে উপক্রুত এলাকায় চলে যাচ্ছেন। বীরসা বুঝল, এখন ডি.সি. সময় নেবেন। বীরসা শুনল জেকব এসেছেন। তারপর, যেদিন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ওকে হাজির করা হল সেদিন ও জেকবকে দেখতে পেল। কিন্তু জেকবের সঙ্গে ওকে কোনো কথা বলতে দেওয়া হল না। জেকব বারবার বললেন, 'বিনাবিচারে বন্দীদের আটক রাখা হয়েছে জানুআরি থেকে এপ্রিল অবধি, আজও কেস তৈরি হল না। ব্রিটিশ জাস্টিসের নামে মুণ্ডাদের ওপর চূড়ান্ত অবিচার চলেছে। তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো ব্যবস্থা সরকার করেন নি। জেকব আপনা হতে এসেছেন। যে সব অপরাধ মুণ্ডারা করেনি, তার দোষে তাদের অভিযুক্ত করা হবে বলে চার মাস ধরে প্রমাণ জোগাড় চলেছে। আসলে, কনস্টব্ল হত্যার জন্য পুলিস খেপে গিয়েছে। বিনাবিচারে আটক রেখে মুণ্ডাদের হয়রানি করা হচ্ছে। বিনাবিচারে আটক থাকার মধ্যে একে-একে আটজন মারা গিয়েছে। এখনি কেস শুরু করা উচিত।'

বীরসা শুনল ম্যাজিস্ট্রেট বলছেন, 'পুলিস কেস ফাইল না করলে তিনি কিছু করতে পারবেন না।'

এমনিই চলতে লাগল মাসের পর মাস। এ এক অদ্ভুত খেলা যেন। 'বেঙ্গলী' ও 'স্টেট্সম্যান' কাগজে মুণ্ডা-কেস নিয়ে লিখে-লিখে সরকারের বিবেক জাগাবার চেষ্টা চলতেই থাকল। মুণ্ডারা হাতে-পায়ে-কোমরে শেকল টেনে মে মাসের দুরন্ত গরমে কাছারিতে হাজিরা দিতেই লাগল। একের পর এক বন্দী জেলে মারা যেতেই থাকল মাঝে-মধ্যে।

সেলে হাঁটতেই থাকল বীরসা পা ও কোমরের শেকল টেনে-টেনে। পাশের ঘরে শেকলবাঁধা অবস্থায় অন্ধকারে বসে ধানী ও ভরমি, গয়া ও সোমা, ডোন্‌কা ও মাঝিয়া মুণ্ডারা শুনতেই থাকল

ঝন-ঝন-ঝন, লোহা ও পাথরে ঘষটানির শব্দ। পাথর শেকল টেনে চলার শব্দ, বীরসা জানে ওর পায়ে এত শক্তি নেই যে টেনে চলতে পারে। ভারি শেকল। কিন্তু বীরসা এও জানে ভয়ার্ত, সন্ত্রস্ত, বন্দী মুণ্ডারা পাশের সেল থেকে এই শেকলের শব্দটা শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছে। ও যাদের বিস্তৃত অরণ্য, সীমাহীন পার্বত্যভূমি দিতে চেয়েছিল, তাদের দিতে পেরেছে জেলগারদ। এখন আর কিছু দেবার নেই ওর, শুধু এই শেকলের শব্দে জানাবার আছে, ও মরেনি।

একা, নির্জন ঘরে একা, নিঃশব্দ নির্বাক। সকালে দরজা খুলে যায়। বেরিয়ে এসে আকাশের নিচ দিয়ে শেকল টেনে-টেনে কোর্টে যায় বীরসা। মুণ্ডারা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের দুরন্ত গরমে শেকল টেনে বেলা বারোটায় যখন ফেরে, তখন মূর্ছিত হয়ে পড়ে গরমে, মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

যাবার সময়ে কারো সঙ্গে কথা হতে পায় না, আসার সময়েও নয়। বীরসা বোঝে মুণ্ডাদের অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখা প্রাণদণ্ডের মতই নির্মম শাস্তি। মনে হতে লাগল ওর, কেবলি মনে হতে লাগল, আর শেকল খুলে ফেলে বাইরে যেতে পারবে না ও, এবারকার মত এই শেষ। তাই, গুলির ক্ষত পচে যেদিন ডেম-খানেলের মনদেও মুণ্ডা মরে গেল, মরে যাবার আগে চেঁচিয়ে কেঁদে বলে উঠল, 'গুলির ঘায়ে মরি না হে, শশী দারোগা কোড়া মেরা মেরা ভগবানের নামে মোরে দিয়া মিছা বলাল হাকিমের সামনে, সেই পাপে মরি!'

সেদিন গারদের গায়ে হাতকড়া ঠুকে বীরসা চেঁচিয়ে বলল, 'মনদেও শুন। শুন হে মুণ্ডারা। 'ধরতি-আবা আমি, মাটি দিয়ে রচনা এ দেহ ভেগে না গেলে তোমাদের উদ্ধার নাই। সাহস ছেড় না হে, ব'ল না ভগবান মোদের জেহেলে ঢুকায়ে চলে গেল! সকল হাতিয়ার তোমাদের দিয়াছি, বুকে সাহস দিয়াছি, চিনায়ে দিয়াছি

কে তোমাদের দুশমন। সে হাতিয়ার তোমরা সঁপে দিও না, একদিন তোমরাই জিতবে।'

মাগুরাম ওয়ার্ডার ছুটে এল, বলল, 'চুপ কর্ বীরসা।'

—'কি দিয়াছে মোরে, মোর কণ্ঠ জ্বলে, গলা শুকায়ে যায়, নাড়ি হতে রক্ত নেমে যায়?'

—'চুপ কর্।'

—'চুপ আমি করব না! একদিন ফিরা আসব। হোলির আগুন জ্বালায়ে দিব থানায় থানায়, সোমপুরে আঁধি তুলা দিব।'

ঘণ্টা বাজতে শুরু করল জেলখানায়, সান্ত্রী ছুটে এল, দরজা খুলে ঢুকল। বীরসা যন্ত্রণার্ত, বিভ্রান্ত চোখে তার দিকে চাইল। বলল, 'মোরে পাহারা দাও? একদিন তুমিও দেখো হে, এ মুণ্ডাদেশ লয়ে দেশের মাটি লয়ে আমি ছিনামিনা করব। দুশমনরে আমি ছোটনাগপুরের বাহার পরগনা হতে খেদাব। কি দিয়াছে মোরে, মোর কণ্ঠ জ্বলে যায়? কি দিয়াছে?'

—'সাহেবরে ডাকি?'

—'সাহেব ওষুধ দিলে আমি খাব। মোর গলা শুখায়ে যায় কেন?'

—'কাছারি যেতে হবে যে?'

—'যাব, এখুনি যাব। মাঘ মাসের দশ তারিখ হতে আজ। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হয়, কাছারি যেতেছি, যাব! কিন্তু সাহেব যা ভেবাছে, তা হবে না হে! মোর বিনাশ নাই!'

অমূল্যবাবু বলল, 'ওকে কোর্টে না নিলে হয় না?'

সুপার বললেন, 'কেন?'

—'ও অসুস্থ।'

—'আমি মনে করি ও সম্পূর্ণ সুস্থ।'

জুন মাসের গরম। শেকলের গরম, ভার। নির্মম সূর্য। বৃষ্টি নেই। শোনা গেল কোর্টে বীরসা মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

সকালে সুপার মনে করেছিলেন ও সম্পূর্ণ সুস্থ। বিকেলে জেকব প্রচণ্ড চেঁচামেচি করলেন। ছুটে এলেন ডি. সি.। তখন সুপারকে ডাকতে হল অমূল্যবাবুকে। অমূল্যবাবু বলল, ওর নাড়ি ক্ষীণ, চোখ কোটরে বসে গেছে, তেষ্টা পাচ্ছে ওর।'

'সুপার ডি.সি.কে জানালেন, বীরসার কলেরা হয়েছে, 'ওর বাঁচার আশা কম।'

অমূল্যবাবু সে কথা জানল। জেনে ওর ভেতরে ভয়ে কাঁপন ধরে গেল। বমি নেই, দাস্ত নেই, কলেরার কোনো লক্ষণ নেই। কলেরা হতে পারে তার কোনো কারণ নেই। সুপারের নির্দেশ ছাড়া একদানা ভাত, এক গেলাস জল খায় নি বীরসা। কেন ডাক্তার হয়েও সুপার বলছেন, ওর কলেরা হয়েছে? কেন বলছেন ওর বাঁচার আশা কম?

সরকারী প্রশাসন উপেক্ষা করে অমূল্যবাবু ডি.সি.কে বলল, 'আমি ওকে দেখতে পারি?'

'ইয়েস ডু।'

অমূল্যবাবু দরজা খুলে ঢুকল। বীরসার মুখের ওপর নিচু হয়ে বলল, 'তুই আমার সঙ্গে কথা বলবি না, বলিস না। কিন্তু মাগুরাম ওয়ার্ডার যা দেবে, তা ছাড়া কোনো ওষুধ, খাবার, খাস না বীরসা, জলও খাস না। আজ পয়লা জুন। তোদের কেস নিয়ে খুব হইচই উঠে গেছে। এবার বোধহয় ফয়সালা হবে।'

ক্ষীণ হাসল বীরসা। আস্তে আস্তে বলল, 'এবার কথা বলি নাই, সে রাগের বশে নয়। মোর সঙ্গে কথা বললে তুমি বিপদে পড়বে। আমি জানি তুমি মুণ্ডাদের দুশমন নও। কিন্তু বেরথা চেষ্টা।'

—'কেন?'

—'আমার হায়জা হয় নাই! সে কথা সাহেব সুপার হতে কেও ভাল জানে না। বুঝ না, মোরে জীয়ন্ত বারাতে দিবে না?'

—'আমি যাই।'

—'যাও। বেরথা চেষ্টা! মোর কথা ফলে কি না দেখা নিও।'

—'বহু মুণ্ডা ভেঙে পড়েছে।'

—'ওদের কি দোষ? সাহেবরা কি, তা কি ওরা জানত?'

ছ-দিনেই বীরসার শরীরের উন্নতি হল। মুণ্ডারা জানল এবার ওদের ভগবান বেঁচে গেল।

কিন্তু আট-ই জুন আবার ডি.সি. এলেন। সুপার ও ডি.সি.র মধ্যে গোপনে কথা হল। সুপার বললেন, 'এখন থেকে বীরসার ঘরে আমি ছাড়া কেউ ঢুকবে না।'

অমূল্যবাবু দেখল, গারদের গায়ে কালো কম্বলের পর্দা টানা। মাথা নেড়ে চলে গেল ও।

নয়-ই জুন ভোরে শোনা গেল গত রাতে বীরসার তিনবার দাস্ত হয়েছে।

সকাল আটটার সময় বীরসা রক্তবমি করে, অজ্ঞান হয়ে যায়। সুপার ওর নাড়ি দেখলেন, ঘড়ি হাতে করে দাঁড়ালেন। এখন রাঁচি জেলের ঘরে ঘরে কান্না শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সুপার তাতে কান দিলেন না। এখন নিশ্চিত জানা যাচ্ছে বীরসা মারা যাবে।

সুপার মনে মনে সব রিহার্সাল দিয়ে নিলেন। মৃত্যুর কারণ বলতে হবে কলেরা। পোস্টমর্টেম করতে হবে বিকেলে। সন্ধ্যার পর লাশ জ্বালিয়ে দিতে হবে। পোস্টমর্টেমে লিখতে হবে, বীরসার বুক ওঠানামা দেখতে দেখতে ভেবে নিলেন সুপার, লিখতে হবে 'পাকস্থলী জায়গায়-জায়গায় কুঁচকে দলা পাকিয়ে গিয়েছে, ক্ষুদ্রান্ত্র সরু হয়ে গিয়েছে ক্ষয় হতে হতে। বহু পরীক্ষাতেও পাকস্থলীতে বিষ পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর কারণ কলেরা।'

তারপর লাশ জ্বালাতে হবে। মুণ্ডারা কবর দেয়, দাহ করে না। বীরসার লাশ জ্বালালে ওদের ধর্মবিশ্বাসে ঘা লাগবে। ওরা বুঝবে

বীরসা ভগবান নয়, সামান্ত আসামী, নশ্বর মানুষ। যে কোন মানুষের মতই ওর দেহ বিনশ্বর।

লাশ জ্বালালে জেকব ও অন্ত হল্লাবাজরা দেহ আবার চেরাফাঁড়া করার দাবি জানাতে পারবে না।

·

সকাল ন-টা বাজল। সুপার নিচু হলেন। বীরসার নাড়ি, বুক, চোখের মণি দেখলেন। উঠে দাঁড়ালেন।

জেলারকে বললেন, 'এখনি লেখ, বীরসা মুণ্ডা, সুগানা মুণ্ডার ছেলে, জন্ম ১৮৭৫। বয়স পঁচিশ। ডায়েড অফ এশিয়াটিক কলেরা। তারিখ—৯ জুন, ১৯০০ সাল।

ওয়ার্ডারকে বললেন, 'মেথরকে ডাক। লাশ ঢেকে দাও।'

৯ই জুন, ১৯০০ সাল। রাঁচি জেল। সকাল ন-টা দশ।

উপসংহার

অমূল্যর নোটবই থেকে :—'আজ ১৯০১ সাল শেষ হল। নোটবইটা আমাকে শেষ করতেই হবে। আমার জীবনকালে বীরসা, যদি কেউ তোমার আশ্চর্য, অপরূপ কথা জানতে চায়, তাকে খাতাটা দেব। যদি না চায়, তাহলে এমন ব্যবস্থা করে যাব যাতে ভবিষ্যতে যদি কেউ তোমার কথা জানতে চায়, সে আমার নোটবই থেকে সব কথা জানতে পারে।

ব্যারিস্টার জেকবকে ধন্যবাদ। তাঁর সহায়তায় আমি কিছু কিছু কাগজ পেয়েছি।

আমার সামনে আছে "প্রসিডিংস্ অফ দ্য হোম ডিপার্টমেন্ট। অগাস্ট, ১৯০০. প্রোগ নং ৩৩০, রাঁচি জেলায় মুণ্ডাদের বিদ্রোহ।" তাতে দেখতে পাচ্ছি রাঁচিতে ১৮৯৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর, রাত ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে রাঁচি থানার একুশটি গ্রামে, বাসিয়া থানার চারটি গ্রামে, খুন্টি থানার দুটি গ্রামে, তামার থানার দুটি গ্রামে, তোরপা, বুন্দু ও রাঁচির একটি করে গ্রামে বীরসাইতরা ক্রীশ্চানদের ওপর তীর চালায়, আগুন জ্বালায়, হত্যা করে দুজনকে, গুরুতর জখম করে পনেরজনকে।

সিংভূম জেলায় ২৪শে থেকে ২৮শে ডিসেম্বরের মধ্যে আটটি থানার ৩৪টি গ্রামে আগুন জ্বলে, ৩৬ জন আহত হয়। দুজন নিহত। নিহতদের মধ্যে একজন পুলিস কনস্টেবল। সিংভূম জেলায় সবই ঘটে চক্রধরপুর থানায়।

পড়তে পড়তে ভাবছি বীরসা, তোমার সন্তানরা যদি তীরই ছুঁড়ল, তবে এমন তীর ছুঁড়ল না কেন, যাতে প্রতিবার শিকার মরে?

আমি জানি তুমি কি বলছ। বলছ, শালো অমূল্যবাবু, দিকু তুমি, ও হাতে শুধা কলম ধরাছ, ধনুক ধর নাই। বলছ ২৪শে

ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখানো। তা ভয় আমরা দেখায়েছিলাম। ব্লাডি সৈল্ রাকাব—মনে নাই?

মনে আছে, খুব মনে আছে। যেমন মনে আছে তোমার আশ্চর্য চোখ, আশ্চর্য হাসি। চোখ দুটো এত হাসত, যে কথা কইতে পারতে না তুমি।

আর মনে আছে জেলে তোমার চেহারা।

জান বোধহয়, তোমার মৃত্যুকে এখনো মনে করা হয় রহস্য? আমি ত জানি কি ঘটেছিল। বিচারাধীন অবস্থায় তোমার মৃত্যুই ছিল অভিপ্রেত। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেও তোমাকে জীয়ন্ত রাখতে হত। তুমি বেঁচে থাকলে মুণ্ডারা বল পেত। তোমার মৃত্যুই অভিপ্রেত ছিল। বিচারাধীন অবস্থায়।

তোমার সন্তানদের বিচারের কথাটা লিখি।

সৈলরাকাবে যে গুলি চলেছিল, তাতেই সমাপ্তি সূচিত হয়। সৈল্‌রাকাব গুলিচালনার পর ১০ই জানুআরি কমিশনার নিজেই গ্রামে গ্রামে ঘোরেন ও বিদ্রোহী মুণ্ডাদের ধরিয়ে দিতে বলেন।

তারপর যা যা ঘটে তা তুমি জান।

যা জান না তা হল, আহত বন্দীদের হাঁটিয়ে আনা হতে থাকে, তারা কেউ কেউ মারা যেতে থাকে।

গভর্মেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার সেক্রেটারি জানান, রাঁচির ডি. সি. যেন আরো সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের জন্যে ফিরে যান বিদ্রোহী অঞ্চলে।

গভর্মেন্ট বলে দেন, তিনি নিজে যেন কেসগুলি বিচার না করেন। তা করলেই কোর্ট অফ আপীল বলবে, ডি. সি.-র ত ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। ডি. সি.-র কাছে বিচার হলে আসামীদের উক্ত কোর্ট প্রেজুডিস্‌ড বলে মনে করবে।

বীরসা, এদের শাসনের বনেদ এত কড়া, কঠোর, জটিল, তোমার সাধ্য কি মুণ্ডাদের ভগবান, মুণ্ডাদের ভাগ্য পণ রেখে যোদ্ধা ভগবান হয়ে এদের বনেদ টলাও? তুমি পঁচিশ বছরের এক মুণ্ডা

যুবক। তোমার বিরুদ্ধে সেদিন বড়লাটের দপ্তর সর্বশক্তি সংহত করেছিল।

ঠিকমত বিচার হোক, তাড়াতাড়ি ফয়সালা হোক, এ সরকার চায় নি। সরকার চেয়েছিল, সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড়ের নামে তোমাদের অনাদি অনন্তকাল বিচারাধীন অবস্থায় রেখে শিরদাঁড়া ভেঙে দিতে। বিচারাধীন অবস্থায় বিদ্রোহীদের রেখে দেওয়া, তরুণ ও কিশোরদের চার দেওয়ালে বন্দী করে রাখা বড় কাজ দেয় সরকারকে। আকাশ দেখতে না দিয়ে, অন্ধকারে নির্বাসনে থাকতে বাধ্য করলে মুণ্ডাদের মনের ভেতরে অন্ধকার নামবে, তা সরকার বুঝেছিল।

সবচেয়ে বেশি যা বুঝেছিল, তা হল, মুণ্ডারা জানে না তারা কোন অপরাধ করেছে।

জেরায় তারা বলছিল, ভগবান ডেকাছে, মোরা সামিল হয়াছি। মোদের আদি অধিকার চেয়াছি। মোরা কুন দুষে দুষী নয় হে! তোমরা কি বল, কি লিখ অত? বুঝি না মোরা।

সরকার বুঝেছিল, মুণ্ডাদের জীবনেও বোঝানো যাবে না স্ব-ভূমিতে স্বাধিকার ফিরে চাওয়া ভীষণ, অমোঘ, দণ্ডনীয় অপরাধ।

তাই, ওরা যে বিচার-ব্যবস্থার কিছুই বোঝে না, তার ফাঁদে ও জালে ওদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে মনের বল ভেঙে দেওয়া হল সবচেয়ে ভাল।

অতএব গভর্মেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার সেক্রেটারির হাত দিয়ে যে নির্দেশ এল, তাই বহাল রইল।

১৯০০ সালের ফেব্রুআরি ও মার্চে দুজন স্পেশাল পুলিস এস. আই. গেল সাক্ষ্য প্রমাণ তৈরি করে ঝটপট কেস শেষ করার কাজে ডি. সি.-কে সাহায্য করতে।

যাঁকে সাহায্য করতে গেল, তিনি ক্যাম্প ফেললেন ৯ই এপ্রিল। ১৪ই মে অব্দি তিনি ট্যুর করলেন। আমরা শুনলাম, যে সব মুণ্ডারা জেলে আছে, তাদের বিরুদ্ধে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় শেষ।

বড়লাটের আদেশে লীগাল রিমেম্ব্রান্সার ২২শে মে রাঁচিতে এসে বীরসাইতদের বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় হয়েছে, তা পরীক্ষা করে দেখে সাজিয়ে ফেলেন। বীরসাইতদের বিচার কিভাবে করা হবে তাও বলে যান। তিনি বলেন, (১) তদন্ত সম্পূর্ণ করতে হবে। (২) কাউকে মিছেমিছি সাজা দেওয়া চলবে না বটে, কিন্তু (৩) সরকারের অসাবধানতায় দোষী যেন খালাস না পায়।

ব্যাপারখানা বোঝ বীরসা। ধরা পড়লে ফেব্রুআরিতে। লীগাল রিমেম্ব্রান্সার চলে এলেন বড়লাটের হুকুমে। মে মাসে তিনি জেনে গেলেন সাক্ষ্যজোগাড় শেষ। তুমি কি জানতে তুমি এত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ? সিমলায় বড়লাটের দপ্তরকে কাঁপিয়ে দিয়েছ? তখন তুমি সলিটারি সেলে। তুমি শেকল টেনে হাঁটতে, আমি শুনতাম।

তুমি শেকল টেনে হাঁটতে। একদিন ৯ই জুন এল, তুমি মারা গেলে।

জুন গেল, জুলাই গেল, অগাস্ট যায় যায়, ২২শে অগাস্ট লীগাল রিমেম্ব্রান্সার আবার রাঁচি এলেন। আবার তিনি দেখে খুশি হলেন, সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় শেষ। ফাইলের পাঁজা এখন পর্বত-প্রমাণ।

কিন্তু কি ভাবে সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় হয়েছিল? স্ট্রীটফিল্ড কি জানতেন না, পুলিসের অত্যাচারের ভয়ে অন্তত একশোজন, যা বলানো হল, তাই বলে যায়?

তাদের আদালতে দাঁড় করালে আসল কথা বেরিয়ে পড়বে। সেই ভয়েই কি তিনি মে-জুন মাসে বেশ কিছু বন্দীকে বিনাশর্তে ছেড়ে দেন নি?

তিনি ডি. সি.। কিন্তু যে কেস স্বয়ং বড়লাটের নির্দেশে চালিত হচ্ছে, সে কেসের আসামী ছেড়ে দেবার সময়ে তিনি তাঁর সরাসরি ওপরওয়ালা কমিশনারকেও কিছু জানান নি। যুক্তি দেখিয়েছিলেন, "এদের বড় তাড়াহুড়োয় ধরা হয়েছিল, তাই খালাস দিয়েছি।"

কমিশনার খেপে গেলেন। তিনি জানালেন ছোটলাটকে। ছোটলাট বললেন, "তাড়াহুড়োয় ধরা হয়নি। খালাস করা হল তাড়াহুড়োয়।" গভর্মেন্ট অফ ইণ্ডিয়াও খেপে গেল। জানাল, "ওদের বিচার করা হবে কি না তা ছেড়ে দেবার আগে বিবেচনা করা উচিত ছিল।"

বীরসা, বীরসা, তোমাকে আর তোমার সন্তানদের নিয়ে সরকারী মহলে এইরকম রোমাঞ্চকর উপন্যাস ঘটছিল।

অবশ্যই কলকাতার প্রেসে হইচই হয়। শেষে কি দাঁড়ায় ব্যাপারটা ? চারশো বিরাশি জনের মধ্যে মাত্র আটানব্বই জনের বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করানো যায়।

তখন বড়লাটের দপ্তরই রাঁচি সরকারকে দোষ দেন। বল্লেন, 'আঞ্চলিক অফিসারদের কার্যকলাপ বেঠিক হয়েছে। দেখা যাচ্ছে প্রতিহিংসাপরায়ণতা থেকেই এতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সাক্ষ্যপ্রমাণ পড়ে দেখার সময়েই আঞ্চলিক অফিসারদের বোঝা উচিত ছিল, যাদের বিরুদ্ধে সাতমাস চেষ্টা করেও কোন কেস দাঁড় করানো যায়নি তাদের কয়েদ রাখা অনুচিত হচ্ছে।

অবশ্য একটা কথা আগেই ঠিক করা হয়েছিল, গভর্মণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার সিদ্ধান্ত, "বীরসাকে রাজনীতিক বন্দী হিসাবে বিচার করা হবে না। দীর্ঘকালব্যাপী খুন ও অগ্নিসংযোগে সহায়তা করার জন্য সাধারণ অপরাধী হিসাবে বিচার করা হবে।"

তারপর অবশ্য তোমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত পালটায়। কেন পালটায় জান ? চুপে চুপে বলি—ফেব্রুআরি থেকে মে অব্দি জেলে পুরে রেখে, পিঠে কোড়া মেরে, তৃষ্ণায় জল না দিয়ে, তবু মুণ্ডাদের মনোবল ভাঙা যায় নি। তোমার ওপর বিশ্বাস টলানো যায়নি।

আমি রাতে গিয়ে ওদের ঘরের দেওয়ালে কান পেতে শুনতাম। কোড়ার ঘায়ে রক্তাক্ত শরীরে—কালো শরীরে রক্ত বড় লাল দেখায় —রক্তাক্ত শরীরে ওরা বিড়বিড় করে মন্ত্রাবিষ্টের মত বলে চলত,

"ভগবান বলাছে যতক্ষণ না ই মাটির দেহ ছেড়ে যাই, তুরা কাঁচবি না। ভেঙে পড়িস না রে। মনেও ভাবিস না তোরাদের অকূলে ভাসায়ে চলে গেলাম। তোদের ত সকল হাতিয়ার, হাতিয়ারের ব্যবহার শিখায়ে দিয়েছি? তোরা তাই লয়ে লড়বি? হাঁ, ভগবান বলাছে। মার্ কোড়া, শালোরা, আরো কি আছে লয়ে আয়, মরতে বীরসাইত ডরায় না। যারা বীরসাইত নয়, তারা মরতে ডরায়। যেদিন ধরতি-আবা হুম্বা বন হতে বেরাল, সেদিনই বলাছে, তোরাদের কোলে উঠা'য়ে ঢুলাব না, ভুলাব না, মরতে শিখাব। মাব্ কোড়া।"

শুনতে শুনতে আমি শুদ্ধশুচি হয়ে যেতাম বীরসা! বীরসা! আমার অনাথাশ্রমের জীবনে ভালবাসিনি কাউকে। তুমি আমার প্রথম ও শেষ মানুষকে ভালবাসা। তুমি আমার বন্ধু, ভাই, সাথী। তুমি জেলে, মুণ্ডারা জেলে, তুমি আমাকে চিনতে চাইতে না আমাকে বিপদে জড়াবে না বলে। মাগুরাম একদিন একটা কথা বলল।

বলল, "ডাক্তারবাবু, আজ মনটা দুখাল।"

আমি বললাম, "কেন?"

ও বলল, "কাল ঝড় হল। একটা চড়াই পাখি বীরসার ঘরে এসে পড়েছিল। ও তার সঙ্গে কথা ব'ল্ছিল। বলছিল, সনা মোর, ডর নাই। আজ সকালে দেখি পাখিটা উড়ে গেছে। বললাম, পাখিটা উড়ে গেল? বীরসা হাসল। বলল ও কেন হেথা রবে বল? আমার সেলে রোদ ঢুকে না, বাতাস বয় না? মনটা আমার দুখাল খুব।"

বীরসা, তুমি জেলে, তোমার সন্তানরা জেলে, আমি যেন অশুচি হয়ে থাকতাম।

তাই ছুটে গিয়ে রাতে মুণ্ডাদের সেলের দেওয়ালে কান পেতে শুনতাম। কোড়ার ঘায়ে রক্তাক্ত শরীরে—কালো শরীরে রক্ত বড় বেশ লাল দেখায়—রক্তাক্ত শরীরে ওরা মন্ত্রাবিষ্টের মত বলে চলত,

"ভগবান বলাছে, একদিন আমি ফিরে জন্ম নিব হে। হোলির আগুন জ্বালায়ে আগুনে-আগুন করা দিব বুন্দু, তামার, সিংভূম, কেওনঝাড়, গাংপুর আর বাসিয়া। সোনপুরে ধুলার আঁধি উঠাব। বানো থানার কারকোটা গ্রামের পাহাড়ের উপরে রেশমপোকা ডিম দিয়াছে। আমার কথা ছড়ায়ে যাবে। মার্ কোড়া শালো! মেরা মেরা লৌ ঝরায়ে দে। আমরা বীরসাইত। মরণে মোরা ডরাই না। যারা বীরসাইত নয় তারা মরতে ডরায়। হা দেখ, শালো? বীরসা যেদিন ঝড়বাদলের রাতে বন হতে ধরতি-আবা হয়া বেরাল, সেদিনই বলাছিল—হাঁ আমি তোরাদের ভগবান। কিন্তু কোলে তুলা দুলাব ভুলাব তেমন ভগবান লইরে। আমি তোদের মরতে শিখাব। হাঁ রে শালোরা, বলাছিল সে! মার, তোদের কোড়া। মেরা মারো্য ফেলা।"

শুনতে শুনতে আমি শুদ্ধশুচি হয়ে যেতাম। ওরা বলত, "কত মারতে পারিস? জানিস না? সেদিনই ভগবান গার্ডরে বলাছে, আজ তুমি মোরে পাহারা দাও, একদিন দেখবা দেশের মাটি লয়ে আমি কি করি? জাঁতায় যেমন বাজরা পিষে, তেমন করে মাটিরে পিষব। গোঁড়ালি যেমন ভাজে, তেমন করা আগুনে ভাজব। দেশ খান্‌খান্ হয়া যাক, আমি দখল ছাড়ব না। আমার বাহারা কিল্লার ছোটনাগপুরের দুশমনদের আমি তাড়ায়ে ফিরব, নাশ করব। কারেও ছাড়ব না আমি। কাঁপায়ে দিব দেশ। হাঁ রে শালো! ভগবান বলাছে। তবে মার্ মোদের, কত মারবি?

বীরসা! মুণ্ডাদের এই মনের জোর, এই তোমাতে বিশ্বাস, এই দেখে, এই জেনে তোমার বিসয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টায়। তখন কারা ঠিক করেছিল তোমার যদি বিচারহীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাই সবচেয়ে ভাল—তা আমি জানি না।

জানতে ভয় করে বীরসা। যখন তুমি সলিটারি সেলে ঘুরছ শেকল টেনে টেনে, তখনি কোথাও ঠিক হয়ে যাচ্ছে, কিছু মুণ্ডাকে

খালাস করা হোক কেননা ওদের সাক্ষ্য জেরার মুখে উড়ে যাবে—তখনি কোথাও ঠিক হয়ে যাচ্ছে তুমি এশিয়াটিক কলেরায় হঠাৎ মারা গেলে সরকারের সবদিক বজায় থাকে—ভাবতে ভয় করে। কেননা মনে হয় তাহলে পৃথিবী-চাঁদ-সূর্য-সব মিথ্যে। ভাবতে ভয় করে, যখন তুমি জীবিত, ৯ই জুন সকালে, তখনি কোথাও ঠিক হয়ে গিয়েছিল তোমার ডেথ-রিপোর্ট কিভাবে লেখা হবে।

তোমার মৃত্যুর রহস্য নিয়ে প্রশ্ন জাগুক, প্রতিবাদ উঠুক, তাই চেয়ে চেয়ে আমি অনেক পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকেছিলাম।

শুনেছিলাম, কমিশনার—ডি. সি.—পুলিস সুপার—জেল সুপার সবাই খুব খুশি। ইউরোপীয়ান ক্লাবে নাকি প্রচুর মদ খাওয়া হয়েছে। ডি. সি. বলেছেন, তাঁর সর্বদা ভয় ছিল, বীরসার মুখোমুখি দাঁড় করালে মুণ্ডারা ওর বিরুদ্ধে যে-যা বলেছে সব ফিরিয়ে নেবে।

সে বিচারের জন্যে কত যে আয়োজন!

রাঁচিতে বীরসাইতদের বিচার করার জন্যে জে. এ. প্ল্যাটেলকে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়।

রাঁচির ডি. সি.-র বেলা বলা হয়েছিল তিনি যেন বিচার না করেন। তাহলে কোর্ট অফ আপীল আপত্তি জানাবে। ডি. সি, ত নিজে জড়িত—তিনি বিচার করলে তা আইনসম্মত হয় না।

অথচ সিংভূমের বেলা কানুন উলটে গেল। রাঁচির ডি. সি. স্ট্রীটফিল্ড যদি নিজে জড়িত থেকে থাকেন, সিংভূমের ডি. সি. ডব্লু. বি. টমসনও বিদ্রোহীদের ধরেছেন। অথচ সিংভূমে বিচারের ভার পেলেন তিনি।

১৮৯৯-এর ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ১৯০০ সালের ৭ই জানুআরি অব্দি যা যা ঘটে তা নিয়ে গোটা পানেরো কেস দাঁড় করানো হয়। এতকেদিতে বেআইনী সমাবেশ ও কনস্টেবলদের হত্যা—জামরিতে জয়পাল সিং নাগের বাড়ি জ্বালানো,—সারোয়াডাড়ায় দুটি মিশন-বাড়ি আক্রমণ,—ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড ও খুনজখম ঘটিয়ে বর্তমান সরকারকে

উচ্ছেদ করে বীরসা-রাজ কায়েম করার উদ্দেশ্যে বীরসার প্রধান শিষ্যদের বেআইনী সমাবেশ,—এইগুলি ছিল তার মধ্যে প্রধান।

সিংভূমে দুটি কেসকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। একটি হল চক্রধরপুরে কনস্টেবল হত্যা,—আরেকটি হল কুন্দ্রু গুটুর জার্মান মিশন জ্বালানো। সৈলরাকাবে বেআইনী সমাবেশের জন্য কোন কেস হয়নি। মুণ্ডাদের কাছে সৈলরাকাব যত গুরুত্বপূর্ণ হোক, সরকারের বিচারবুদ্ধি অন্যরকম। সরকারের কাছে খুনটি থানা আক্রমণ সৈলরাকাবের চেয়ে বড় ঘটনা। সৈলরাকাবকে কেসে টেনে আনলে সেখানকার "রক্তস্নান" বড় বেশি লোকের চোখে পড়বে।

তাছাড়া, দেখা যাচ্ছিল, আদালতে বীরসা ও বীরসাইতদের রাজদ্রোহিতার অপরাধ দাঁড় করানো কঠিন। সাক্ষ্যপ্রমাণের নথি পাহাড়প্রমাণ, কিন্তু তাতে আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণযোগ্য তথ্য তেমন নেই।

মে মাস থেকেই তোমরা আদালতে যেতে আসতে থাক বীরসা। জেকব তোমাদের হয়ে লড়তে থাকেন, কিন্তু সমানে সরকার বলতে থাকে—সময় দেয়া হোক। এখনো প্রমাণ জোগাড় শেষ হয়নি। তাই তোমাদের যাওয়া-আসাই সার হয়। আর বিচারাধীন অবস্থায় মুণ্ডারা মরতে থাকে, মরতেই থাকে। কিন্তু বিচারাধীন মুণ্ডাদের মাঝে মাঝে মৃত্যু এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, যে সে-জন্য সরকার মুণ্ডাদের "নাকাল ও হয়রানি করে মনোবল ভেঙে দেবার নীতি" পাল্টাবে।

বিচারের সময়ে রাঁচিতে এক কম্পানী মিলিটারি পুলিস মোতায়েন রাখা হয়। "যতদিন না জেলহাজতভুক্ত বন্দীদের বিরুদ্ধে দায়েরীকৃত বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তি হইতেছে, বিদ্রোহের মনোভাব সম্পূর্ণ শান্ত হইতেছে, ততদিন তাহারা মোতায়েন থাকিবেক।"

বীরসা, বীরসা, নিজেকে তুমি যত গুরুত্ব দিয়েছিলে, ভারত সরকারও সমান গুরুত্বই দিয়েছিল তোমাকে। বুঝতে পারছ?

রাঁচিতে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস সরগরম করেন জেকব। তিনি তোমাদের কাউন্সেল। সর্দারদের পুরনো বন্ধু তিনি। কলকাতায় ব্যারিস্টারী করে পয়সা কামান, আর মুণ্ডাদের পক্ষ হয়ে লড়ে যান বিনে পয়সায়।

ওঁর নির্ভীক ডিফেন্স আর অসামান্য জেরার মুখে সরকারের সাক্ষীরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

কলকাতার "দি বেঙ্গলী" আর "দি স্টেট্সম্যান" কাগজ জেকব বিষয়ে সম্পাদকীয় লিখতে থাকে—তাঁর সহানুভূতি পক্ষপাতী, আর সে জন্য যখন লড়েন, তখন মরণ পণ করে লড়েন। সৎ ও বিবেকী তিনি, লক্ষ্যে স্থির। ওঁর মত লোককে পেয়েছে এ মুণ্ডাদের সৌভাগ্য।

"হ্যাঁ বীরসা, আমি রিপোর্ট পাঠাতাম জেকবকে, লুকিয়ে। উনি সে খবর চাউর করতেন। সুরেন ব্যানার্জির আগ্রহ ছিল। "দি বেঙ্গলী" তোমাদের খবর ছাপত।

সুবিচার হোক, মুণ্ডারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাক, এ নিয়ে প্রবল জনমতের চাপ এসেছিল।

বলা হয়েছিল, মানে খবর বেরিয়ে পড়েছিল, কেসের টাকা তোলার জন্যে সমদরদী মুণ্ডাদের জমায়েত ভেঙে দেয় পুলিস, টাকা কেড়ে নেয়।

খবর বেরোয়, জেল অথরিটির প্রতি দরদ দেখিয়ে সরকার আইনবিরোধীভাবে জেলেই বিচার সেরে দিতে চাইছেন।

আসামীদের কথা বলতে কেউ নেই। স্থানীয় উকিলদের সাহায্য তারা পাচ্ছে না। আত্মপক্ষ সমর্থনের "অবাধ অধিকার" তাদের ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

যে অপরাধ তারা করেনি, তার জন্য তারা দীর্ঘদিন হাজতবন্দী এ চিন্তা ভয়াবহ।

একজন কন্স্টেবল হত্যার প্রতিশোধ দিতে বদ্ধপরিকর পুলিস

আসামীদের ডিফেন্সে বাধা সৃষ্টি করছে। এগুলো "স্টেট্সম্যানের" খবর।

ডি.সি. স্ট্রীটফিল্ড, এর জবাবে 'দি স্টেট্সম্যান' কাগজে সম্পাদককে চিঠি লেখেন, "মহাশয়, আপনার সংবাদদাতার খবরগুলি মিথ্যা। প্রতিটি অভিযোগ আমি অস্বীকার করছি। আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ আসামীদের দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই সে কথা আমি মানছি। ওদের জেলে রাখা হয়েছে সাবধানতামূলক ব্যবস্থার জন্য। কেননা গোলমাল তো লেগেই আছে। কর্তৃপক্ষ জমিদারদের সঙ্গে এককাট্টা, এ হল নীতিজ্ঞানহীন হল্লাবাজদের অভিসন্ধিপূর্ণ কথা।"

"দি স্টেট্সম্যান" কাগজে চিঠির তারিখ ছিল ৩রা এপ্রিল ১৯০০ সাল। সেদিনই "আমাদের সংবাদদাতার উত্তর" সহ চিঠি বেরোয়। "দি স্টেট্সম্যান"-এর সংবাদদাতা লেখেন, এঁর কোন কথাই মানা চলে না। আত্মপক্ষ সমর্থনের সব সুযোগ মুণ্ডাদের দেওয়া হয়েছে, এ কথা "চূড়ান্ত মিথ্যা।"

বিচার যে কিভাবে চলতে থাকে বীরসা! কেস চলতে চলতেই পরের দিকে প্ল্যাটেলকে পাঠানো হয় ফরিদপুরে। স্ট্র্যাচেন কুলি শেষ অব্দি বিচার চালান।

সেই একদিনের কথা মনে পড়ে বীরসা?

১৯০০ সালের ষোলই মে। ১১৭ জনের মধ্যে তিনজনের জামিনের জন্য জেকব দাবী জানান।

বলেন, "ওদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আছে শুধু ডি.সি. স্ট্রীটফিল্ডের একটি রিপোর্ট, যে ওরা বিদ্রোহে জড়িত বলে অনুমান। ওদের বিরুদ্ধে কোনো একদিন কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাবে বলে ওদের দীর্ঘদিন হাজতে রাখা হয়েছে। বহু বিচারাধীন বন্দী জেলে মারা গেছে।"

জেকবের কথার উত্তরে চলে বাক্যুদ্ধ।

জেকব : আমি জানতে চাই ১১২নং ফৌজদারী কার্যবিধি আইন মতে আমার মক্কেলরা কোনদিন কোর্টে আসার নোটিস পেয়েছিল কি ? ··এ ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এদের মধ্যে বহুজন মারা গেছে। এরা জানে না পাঁচমাস এদের কোন্ অপরাধে, নির্বান্ধবে, উকিল-ছাড়া অবস্থায় কয়েদ করে রাখা হয়েছে। ওদের প্রতিনিধি হিসাবে আমার সে কথা জানতে চাওয়ার অধিকার আছে। সম্মানিত হুজুরকে আমি সে কথা জানাতে বলছি।

ম্যাজিস্ট্রেট : আপনাকে সে কথা জানাবার জন্যে আমি এখানে আসি নি।

জেকব : সে কি ! আমার মক্কেলদের কোন্ অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাও বলবেন না ? যাতে, আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি ওদের সাহায্য করতে পারি ?

ম্যাজিস্ট্রেট : মক্কেলদের কাছেই সে কথা জানুন।

জেকব : তারা ত সে কথা জানেই না। কেন ওদের ধরে রেখেছেন তা যদি আমাকে না বলেন তাহলে বিচারের স্বার্থে আমাকে অন্যত্র আপীল করতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট যা ইচ্ছে, করতে পারেন।

জেকব. এই দীর্ঘমেয়াদী কারাবাসের আগে বন্দীদের আদালতে একজামিন করা হয়েছিল কি না তা জানবার অধিকার আমার আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট : সেটা কোন প্রশ্নই নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট : আপনার মক্কেল কারা ?

জেকব : এই যে তাদের নামের তালিকা।

ম্যাজিস্ট্রেট : আচ্ছা বেশ ! প্রথম আসামী চাঁদ মুণ্ডার বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই।

জেকব : তাহলে তাকে জামিনে খালাস করতে পারি।

ম্যাজিস্ট্রেট : রেকর্ডে দেখছি আমার পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেট ৭ই এপ্রিল একটি অর্ডার দেন তাতে একশো টাকা দিলে ওর জামিনে অধিকার মঞ্জুর করেন, ওর এবং সকলেরি।

জেকব : সে কি ! অপরাধের গুরুত্ব যার যাই হোক, সকলের একই শর্তে জামিন মঞ্জুর ?

ম্যাজিস্ট্রেট : ঠিক তাই।

জেকব : এ অর্ডারের কথা ওদের জানানো হয় কিনা জিগ্যেস করতে পারি ?

ম্যাজিস্ট্রেট : তা আমি জানি না।

জেকব : রেকর্ডে সে কথা লেখা ত থাকবে ?

ম্যাজিস্ট্রেট : না।

জেকব : এ যে তাজ্জব কথা হল।

ম্যাজিস্ট্রেট : এ যে তাজ্জব কেস !

জেকব : খুবই তাজ্জব। হুজুর কি জামিনের অর্ডার কনফার্ম করছেন ?

ইন্‌স্পেক্‌টর অফ পুলিস : হুজুর, আমার একটা আর্জি দাখিল করছি। আমার আবেদন, বন্দীদের ৬৭ জনের বিরুদ্ধে খুন, খুনে সাহায্য ও অন্যান্য চার্জ আনা হোক।

জেকব : সে কি ? এখন ? এ যে ঘোর অন্যায়। ৭ই এপ্রিল আমার মক্কেলরা যদি জানতে পেত তারা জামিন পেতে পারে, তারা আজ জেলে থাকত না। তা ছাড়াও এদের বিরুদ্ধে চার্জ আনতে পুলিসের পাঁচমাস লেগে গেল এ গর্হিত অন্যায়।

ইন্‌স্পেক্‌টর : হুজুর যদি কাল অব্দি সময় দেন, আরো ক'জনের বিরুদ্ধে হয়ত একই চার্জ আনতে পারব।

ম্যাজিস্ট্রেট : কি বলেন, মিঃ জেকব ?

জেকব : আমি শুধু এই বলব, এ সব কাণ্ড আমাকে অবাক করে দিচ্ছে। যারা হয়তো একেবারে নিরপরাধ, তাদের বিরুদ্ধে

চার্জ আনতে পাঁচ মাস! তারাই জেলে পচছে। আরো অবাক কাণ্ড হল, এখন পুলিস আর্জি দিচ্ছে অন্যদের বিরুদ্ধে চার্জ বানাতে একটা দিন চাই। বানাতে—আমি বলছি 'বানাতে'। তাহলে কি আপনি মিঃ প্ল্যাটেলের অর্ডার সংশোধন করবেন? আপনি তা পারেন না।

ম্যাজিস্ট্রেট: কেন? আপনিই ত সে অর্ডারের রিভিউ চাইলেন।

জেকব: কখনোই না। আমি তা বলিনি। ৭ই এপ্রিলই আমার মক্কেলরা জামিনে খালাস পেতে পারত তা জানতাম না। তাই বলেছি এখন ওদের জামিন চাই, সেই অর্ডার কার্যকরী করা হোক।

ম্যাজিস্ট্রেট: ও ৬৭ জন তো জামিন কোনমতেই পাবে না। অন্যদের বিষয়ে ইন্‌স্পেক্টর কি বললেন তা ত শুনেছেন।

জেকব: তাদের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে কোন চার্জ নেই। তবে কেন তাদের ধরে রাখা হবে? আমি বলছি, ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত অবমাননা করা হয়েছে। চূড়ান্ত অবমাননা। এখানে ২১৭ জন বন্দী আছে প্রায় পাঁচমাস যাবৎ। কি অপরাধে তা তাদের জানানো হয়নি। এই মাত্র, আজই, হঠাৎ একটা পুলিস-আর্জির ভিত্তিতে তাদের জামিন-অযোগ্য অপরাধে দোষী করা হল।

এই হতভাগ্যদের মধ্যে ৯৩ জন আমার মক্কেল। কিন্তু কি ঘোর অন্যায়! তাদের মধ্যে ৬৭ জনকে আজ যে অপরাধে অভিযুক্ত করা হল তা মেনেও নিই যদি, তবু দাবী জানাচ্ছি—ওদের বিরুদ্ধে কি কি সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে তা আমাকে জানানো হোক। যাতে ওদের জামিনে খালাস করার জন্যে আপীল করতে পারি।

ম্যাজিস্ট্রেট: পুলিসের আর্জি পেয়েই আমি হুকুম দিয়ে দিয়েছি। ওই যে ৬৭ জন অভিযুক্ত, তারা জামিন পাবে না। বাকি রইল যারা, তাদের নাম, তাদের গ্রামের নাম, সব দিলে পরে শুধু তাদের জামিনের কথা বিবেচনা করব।

জেকব : কিন্তু সম্মানিত হুজুর, ওই ৬৭ জনের মুক্তির বিষয়ে আমার বক্তব্য আপনাকে শুনতে হবেই। যদিও ওদের এখন জামিনের অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত করা হল।

ম্যাজিস্ট্রেট : আরে! বললাম না ওদের বিষয়ে হুকুমজারী করে দিয়েছি? অন্য লোকগুলোর নাম, গ্রামের নাম দিন আমাকে। ওদের আবার এক রকম নামই সব!

জেকব : গ্রামগুলোর নাম পেতে কিছু সময় লাগবে। সে কাজ চলতে থাকুক; কিন্তু আমি আবারও বলছি—যে ৬৭ জনকে পুলিস এখনি চার্জ করল, তাদের জামিনের বিষয়ে আমার বক্তব্য আপনাকে শুনতেই হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট : ও বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে।

জেকব : কিন্তু ফৌজদারী কার্যবিধি আইন ৪৯৭ ধারা মতে আমি, "আমার বক্তব্য আদালত শুনুন," এ দাবী জানাচ্ছি। সেই ধারায়, আমি পড়ছি, আপনি শুনুন—"কোন ব্যক্তি জামিন-অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক বিনা ওয়ারেন্টে আটক বা আদালতে নীত হইলে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যাইবে। যে অপরাধে সে অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সে অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসাধ্য কারণ থাকিলে তবে সে জামিন পাইবে না।"

পরের প্যারায় বলা হচ্ছে,—"এইরূপ অফিসার বা আদালতের নিকট তদন্ত বা বিচার চলিবার কালে যদি মনে হয় যে আসামী জামিন-অযোগ্য অপরাধ করিয়াছে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই কিন্তু তাহার অপরাধ সম্বন্ধে আরও তদন্ত করা প্রযোজন, তবে এইরূপ তদন্ত সাপেক্ষে আসামীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যাইবে।"

'অতএব হুজুর, পুলিস এখন যে ৬৭ জনকে চার্জ করল, তাদের বিরুদ্ধে আনীত অপরাধগুলি যদিও জামিন-অযোগ্য, তবু তাদের

জামিনে খালাসপ্রাপ্তি বিষয়ে আমার বক্তব্য শোনা হোক এ দাবী আমি জানাচ্ছি।"

কথাবার্তা যখন এতদূর এগিয়েছে, তখন ডি. সি. স্ট্রীটফিল্ড (যিনি শুনানী-চলা কালে এক সংলগ্ন কামরায় বসেছিলেন) হঠাৎ এজলাসে ঢুকে পড়লেন, ও ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে কথা কইলেন। তাঁর কথা শেষ হলে এজলাসের উদ্দেশে মিঃ জেকব কথা বললেন।

জেকব: আইনের যে ধারাটি পড়ে শোনালাম, তা অনুযায়ী আমার কথা শুনবেন কি?

ম্যাজিস্ট্রেট: সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত ত নিয়ে নিয়েছি।

জেকব: কিন্তু কোন্ যুক্তিসংগত কারণে আপনি আমার কথা শুনতে অস্বীকার করছেন?

ম্যাজিস্ট্রেট: যুক্তিসংগত কারণ না থাকলে ত ওরা অভিযুক্তই হত না।

জেকব: শুধু সেইজন্যে আমার কথা শুনবেন না? এই একমাত্র যুক্তিতে?

ম্যাজিস্ট্রেট: পুলিসের আর্জিও আছে। পড়ে দেখতে পারেন।

জেকব: ধন্যবাদ। আমার কথা শুনতে আপনার নারাজ হবার মত কোন যুক্তিসংগত কারণ দর্শায় এমন কিছু এ আর্জিতে নেই। এতে শুধ বলা হয়েছে বন্দীদের ৬৭ জনের নামকে যেন জামিন-অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। আমি আরো আবেদন জানাচ্ছি, ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১০৭-১০৮-১০৯-১১০ ধারা মতে এদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নাকচ করা হোক (ওই চারটি ধারা মতে আসামীকে যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৎভাবে থাকার অঙ্গীকারযুক্ত জামিন মুচলেকা দানের আদেশ দিতে পারেন—পুলিস হ্যাণ্ডবুক ৮৩-৮৪ পৃঃ)। আমি জানি না কখন ওদের অভিযুক্ত করা হল, জানি না এই নতুন অভিযোগে

ওদের কারাবন্দী রাখা চলে কি না। পুলিস খুব চালাকি দেখাল বটে, কিন্তু তা ভেস্তে গেল। এদেশে কোথাও না কোথাও আইন আছে, বিচার আছে। এই ৬৭ জনের অপরাধে বিশ্বাস করার কি যুক্তিসংগত কারণ আছে, মহামান্য হুজুর তা আমাকে বলবেন কি?

ম্যাজিস্ট্রেট: আমি ত আপনাকে বলেছি, যুক্তিসংগত কারণ না থাকলে পুলিস ওদের সোপর্দ করত না।

জেকব: এই কি আপনার একমাত্র কারণ? অভিযুক্ত ৬৭ জনের অপরাধে বিশ্বাস জন্মায় এমন একটি কথাও পুলিসের এ আর্জিতে নেই। কতকগুলো অপরাধে ওদের দায়ী করা হয়েছে ও ওদের আরো হাজতে রাখার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। কোথায় সেই যুক্তিসংগত কারণ যাতে আপনি আমার কথা শুনবেন না বলে প্রভাবিত হলেন? ওদের বিরুদ্ধে তিলমাত্র সাক্ষ্য কি রেকর্ডে আছে?

ম্যাজিস্ট্রেট: হ্যাঁ।

জেকব: কার সাক্ষ্য?

ম্যাজিস্ট্রেট: তা আপনাকে এখনি বলতে আমি বাধ্য নই।

জেকব: কিন্তু আমি বলছি, আপনি বাধ্য। ওদের মুক্তির ব্যাপার নিয়ে সওয়াল করি কি করে? যদি না জানি ওদের অপরাধের গুরুত্ব বিষয়ে কি কি "যুক্তিসংগত কারণ" রেকর্ড করা হয়েছে?

ম্যাজিস্ট্রেট: অন্যদের বিষয়ে আপনার কিছু বলার আছে কি?

জেকব: তা হলে এই ৬৭ জনের অপরাধে আপনার বিশ্বাসের যুক্তিসংগত কারণ কি, তা আমাকে বলবেন না?

ম্যাজিস্ট্রেট: সাক্ষ্যের রেকর্ড আছে।

জেকব: এ এক নতুন খবর জানলাম। আসামীরা কেউ এর অস্তিত্ব জানে কি? কি সে সাক্ষ্য? জানার অধিকার আছে আমার।

ম্যাজিস্ট্রেট: আইন মতে দরখাস্ত দিন। সাক্ষ্য আছে।

জেকব : আমি বলছি, সে সাক্ষ্যের মোদ্দা কথা জানার অধিকার আমার আছে। এখনি আমি সার্টিফায়েড কপি চেয়ে দরখাস্ত দিচ্ছি।

ম্যাজিস্ট্রেট : দিন দরখাস্ত। এক মিনিট দাঁড়ান। (ক মিনিট বাদে আদালতের পিয়নের হাতে তিনি একটি চিরকুট পাঠালেন মিঃ স্ট্রীটফিল্ডকে) হ্যাঁ, বলুন মিঃ জেকব!

জেকব : যে ৬৭ জনকে এখন অভিযুক্ত করা হল, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের বক্তব্যটা আমাকে জানতে দেবেন মশাই? (আবার বাধা পড়ল। কোর্টপিওন ফিরে এল একটি চিরকুট নিয়ে। ম্যাজিস্ট্রেট সেটি পড়তে থাকলেন।)

ম্যাজিস্ট্রেট : শেষে কি বললেন, শুনতে পাইনি।

জেকব : বলছিলাম, যে সব যুক্তিসংগত কারণে আপনার বিশ্বাস জন্মেছে ওই ৬৭ জন দোষী, তার সারমর্মটা আমায় জানান্।

ম্যাজিস্ট্রেট : ডেপুটি কমিশনার মিঃ স্ট্রীটফিল্ড হলফ করে এক জবানবন্দী দিয়েছেন, সেটি আছে।

জেকব : কখন দিলেন?

ম্যাজিস্ট্রেট : যখন কপি পাবেন তখন জানবেন।

জেকব : বেশ! উকিলবাবু, দরখাস্ত তৈরি করুন।

ম্যাজিস্ট্রেট : ও ৬৭ জনের বিষয়ে আর কিছু শুনতে আমি নারাজ। আপনার তালিকা তৈরি?

জেকব : তাহলে আমি কি এই ধরে নেব, যে ২১৭ জন হতভাগা গত পাঁচ মাস জেলে আছে তারা ডেপুটি কমিশনারের হলফ করা জবানবন্দীর ভিত্তিতেই কয়েদ হয়েছে? আমার ৯৩ জন মক্কেলের গ্রামের নাম জানতে চেয়েছেন আপনি। গ্রাম অসংখ্য, এবং দূরে দূরে অবস্থিত। যে অপরাধ ওরা করেছে বলে ধরা হচ্ছে, যে জন্য ওরা পাঁচ মাস জেলে আছে, ডেপুটি কমিশনার কি ২১৭ জনকে সে অপরাধ করতে দেখেছেন? জবানবন্দীতে তাই বলেছেন হলফ করে?

ম্যাজিস্ট্রেট : আমি পুলিসের আর্জির ওপর অর্ডার দিয়েছি। ও ৬৭ জন জামিন পাবে না।

(এখন ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হল যে কেসগুলি তাঁর ফাইলেই নেই।

ডেপুটি কমিশনার ত পাশের ঘরেই বসেছিলেন। তাই এ ত্রুটি নিমেষে শুধরে নেওয়া হল।)

জেকব : তাহলে আমি কি ধরে নেব, পুলিস আজ যে ৬৭ জনকে চার্জ করল তারা বাদে অন্য সবাই, (সবাই আবার আমার মক্কেলও নয়) জামিন পেতে পারে ?

ম্যাজিস্ট্রেট . আমি পুলিসের কাছে জেনে নিই ওদের বিরুদ্ধে কোন চার্জ আছে কি না।

মিঃ জেকবের লিস্টে যাদের নাম আছে, আজ যাদের নতুন চার্জ দেওয়া হল, সকলের নাম ম্যাজিস্ট্রেট ও ইন্‌স্পেক্টর খুঁটিয়ে দেখলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট . (মিঃ জেকবকে) যারা জামিন পেতে পারে এই যে তাদের নামের লিস্ট। ওদের প্রত্যেককে একশো টাকার মুচলেকা দিতে হবে।

জেকব : প্রত্যেকের আর্জির গুরুত্ব তুচ্ছ করে ?

ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক বলেছেন।

জেকব : জামিনের টাকা কমানোর ব্যাপারে আমার বক্তব্য আপনি শুনবেন না ?

ম্যাজিস্ট্রেট : আমার পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেট জামিনের টাকা ঠিক করে গেছেন।

জেকব : তাহলে আমি বলব হুজুর, আমার মক্কেলদের বিরুদ্ধে এজলাসের কার্যকলাপ একেবারে বেআইনী হয়েছে। ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১১২ ধারা পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, "১০৭-১০৮-১০৯-১১০ ধারায় কার্যকারী কোন ম্যাজিস্ট্রেট যখন উক্ত ধারা মতে

কোন ব্যক্তিকে জামিন দেওয়া দরকার মনে করেন, তিনি এক লিখিত অর্ডার দেবেন ('দেবেন' শব্দটি লক্ষ্য করুন)। তাতে বিশদ লিখবেন প্রাপ্ত খবরের সারমর্ম, কত টাকার জামিন, কতদিন এ জামিন কার্যকরী থাকছে, জামিননামার সংখ্যা-ধরণ-শ্রেণী কি।" আমার মক্কেলদের পাঁচ মাস হাজতবাস কালে কারো বিষয়ে কখনো এ অর্ডার দেওয়া হয়েছে কি ?

ম্যাজিস্ট্রেট : রেকর্ডে কিছু নেই।

জেকব : তাহলে কি ধরে নেব সরকার নির্দেশিত কার্যবিধি এ কেসে অবলম্বন করা হয়নি ?

ম্যাজিস্ট্রেট : আমার পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেট কি করেছেন, কি করেন নি, সে বিষয়ে আমি অনবহিত। আপনি যে সব নিয়মের কথা বলেছেন, তা মানা হয়েছে কিনা তার কোন রেকর্ড নেই। ধরে নিচ্ছি, মানা হয়েছে।

জেকব : কিন্তু নিয়মানুযায়ী কাজ হয়ে থাকলে তার কিছু রেকর্ড থাকত ?

ম্যাজিস্ট্রেট : কোন রেকর্ড নেই।

জেকব : অত্যাশ্চর্য ! মিঃ প্ল্যাটেলের মত একজন ম্যাজিস্ট্রেট। এ কেসের পক্ষে তাঁর বদলী হওয়া খুব দুর্ভাগ্যের হয়েছে। তাহলে কি ধরে নেব নিয়মমাফিক কাজ হয়নি ?

ম্যাজিস্ট্রেট আমি জানি না।

জেকব : তাহলে আমার অবস্থা কি দাঁড়াল ?

ম্যাজিস্ট্রেট : আমি জানি না। হয়ত কোন ভুল হয়ে থাকতে পারে, অবশ্য আমি বলছি না ভুলই হয়েছে।

জেকব : ভুল ? পুলিস ওদের বিরুদ্ধে মিথ্যে কেস খাড়া করবে বলে আমার মক্কেলরা হাজতে ? ঘটনাপরম্পরার যোগাযোগ বেজায় আজব। পাঁচ মাস ওরা জেলে পচল। তারপর ওদের পক্ষ সমর্থনে আমি আজ এসেছি বলে কি জন্যে বেচারারা জেলে পচছে পুলিস

তা আজই আবিষ্কার করতে পারল। দেখছি ডেপুটি কমিশনারও এখন শহর থেকে ফিরে এসেছেন!

ম্যাজিস্ট্রেট: দয়া করে নিজের কেসের কথাই বলুন।

জেকব: আমি বলব, ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১১৭ ধারা মতে ওই ৬৭ জনকে এজলাসে হাজির করা হোক। তাদের অপরাধ কি, তা বুঝিয়ে দেওয়া হোক।

ম্যাজিস্ট্রেট: ওহ্!

জেকব: ওদের বিরুদ্ধে যে চার্জ আনা হয়েছে তার সত্যতা যাচাই করার জন্য ওদের এজলাসে আনবার হুকুম অব্দি আপনি দেবেন না?

ম্যাজিস্ট্রেট: ঠিক বলেছেন।

জেকব: কোন আইনের কোন ধারা মতে?

ম্যাজিস্ট্রেট: আপনার বাকি মক্কেলদের কথা বলুন। আমার আরো আরো কেস বিচার করতে হবে।

জেকব: জামিনের টাকা কমানো বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই।

ম্যাজিস্ট্রেট: সে বিষয়ে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি।

জেকব: আপনি বলছেন, জামিন ধার্য করেন মিঃ প্ল্যাটেল?

ম্যাজিস্ট্রেট: হ্যাঁ।

জেকব: কিন্তু কোন ধারা মতে? বন্দীদের কোন অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল?

ম্যাজিস্ট্রেট: আমি শুধু এই জানি। রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে আদালতই জামিন ধার্য করেছিল।

জেকব: ১১২ এবং ১১৫ ধারা মতে ওদের ওপর কোন নোটিস জারি করা হয়েছিল কি?

ম্যাজিস্ট্রেট: আমি তা জানি না।

জেকব: আমাকে দয়া করে রেকর্ড দেখতে দেবেন কি? কি সাক্ষ্য আছে?

ম্যাজিস্ট্রেট: কোন সাক্ষ্য নেই।

জেকব : ওদের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যতিরেকেই ওদের টানা পাঁচমাস হাজতে রাখা হয়েছে ? বলুন, তাই হয়েছে ?

ম্যাজিস্ট্রেট : ওদের বিরুদ্ধে কেস ওঠেনি এখনো।

জেকব : ওঠেনি ? ওদের কি এর আগে একবারও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছে ?

ম্যাজিস্ট্রেট : সে আমি বলতে পারি না।

জেকব : রেকর্ড দেখে নিশ্চয় তা জানা যাবে ?

ম্যাজিস্ট্রেট : না, যাবে না। তবে ধরে নিচ্ছি হাজির করা হয়েছিল। কেননা জামিন দেবার হুকুম আছে।

জেকব : কে জামিন ধার্য করে ? আদালত, না পুলিস ?

ম্যাজিস্ট্রেট : ওটা মিঃ প্ল্যাটেলের অর্ডার।

জেকব : শুধু ওই কথাটুকুই আছে রেকর্ডে ?

ম্যাজিস্ট্রেট : আপনাকে ত বলেছি, কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ রেকর্ড করা হয়নি ?

জেকব : এখন পুলিস যাদের অভিযুক্ত করল, সেই ৬৭ জনের জামিন বিষয়ে আদালত তবে আমার বক্তব্য শুনবে না ?

ম্যাজিস্ট্রেট : সে বিষয়ে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি আমি।

জেকব : কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, যে সংবাদের ভিত্তিতে অ্যাকশন নেওয়া হল, সে সংবাদের সত্যতা নিরূপণ করতে ১১৭ ধারা মতে আপনি বাধ্য। পাঁচমাস ওদের জেলে রাখা হবে, ওদের বিরুদ্ধে আনীত সংবাদ সত্যি কি মিথ্যে তা যাচাই অব্দি করা হবে না, এ ঘোর অন্যায়। কেন, গতকালই ত পাঁচ মাস বাদে ৪৫ জনকে হাজত থেকে খালাস দেওয়া হল ? এরাও ত নির্দোষ প্রমাণিত হতে পারে ? তবু পাঁচমাস ওদের জেলে পুরে রাখা হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট : বুঝতে পারছিনা কি বলতে চাইছেন।

জেকব : ওই ৬৭ জনের জামিন বিষয়ে আমার বক্তব্য আপনাকে শুনতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট : ওহ্!

জেকব : এরা যতদিন ধরে জেলে আছে তারমধ্যে ওদের ওপর ১০৭—১১২—১১৫—১১৭ ধারা মতে কোন নোটিস জারি করা হয়েছে কখনো ?

ম্যাজিস্ট্রেট : তা বলতে পারি না।

জেকব : ১০৭ ধারা মতে "নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য" রেকর্ড করা হয়েছে, রেকর্ডে তার কোন নজীর আছে কি ? তা না হয়ে থাকলে এদের ধরে রাখা সম্পূর্ণ বেআইনী হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট : ওহ্!

জেকব : এ এক অত্যাশ্চর্য কেস!

ম্যাজিস্ট্রেট : হ্যাঁ।

জেকব : যে কার্যবিধি অবলম্বন করা হয়েছে তাও অত্যাশ্চর্য।

ম্যাজিস্ট্রেট : ওহ্!

জেকব : যে ৬৭ জনকে এখনি, এই প্রথম অভিযুক্ত করা হল, তাদের কথা শুনতে ত আপনি নারাজ। যাদের জামিননামা রেখে ছেড়ে দিতে রাজী আছেন, তাদের ধার্য জামিন হ্রাসের বিষয়ে আমার বক্তব্য শুনবেন ? মাথা পিছু ১০০ টাকা মানে ৩৩০০ টাকা। এ টাকা জোগাড় করা অসম্ভব। এ অর্ডারের মানে দাঁড়ায়, কাউকেই ছাড়া হবে না। এ একেবারে সাধ্যাতীত জামিন। জামিন হ্রাস বিষয়ে আদালত আমার কথা শুনবেন কি ? জামিনের ব্যাপারটি পুরোপুরিই আদালতের বিবেচনাসাপেক্ষ। এটি এত বেশি হতে পারে না।

ম্যাজিস্ট্রেট : যে অর্ডারের রেকর্ড আছে তাতে হস্তক্ষেপ করতে আমি নারাজ।

জেকব : অতীব অদ্ভুত কাণ্ড।

ম্যাজিস্ট্রেট : অদ্ভুত না অত্যদ্ভুত, তা আমি দেখতে যাচ্ছি না।

জেকব : জামিন বেজায় বেশি। আপনি কি ওদের আদালতে

আনতে পারেন না? ওদের সাধ্য কি, তা জেনে নিয়ে প্রত্যেকের জামিন ধার্য করতে পারেন না? ওই ৬৭ জনের বেলা পুলিস যা করতে পাঁচ মাস সময় নিল, তাই ওদের বেলাও করবে—এই আশাতেই ওদের জেলে পুরে রেখেছে বলে মুণ্ডাদের সন্দেহ।

ম্যাজিস্ট্রেট: ওই ৩৩ জনের জামিনের ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত আছেন?

জেকব: জামিনের টাকা হ্রাস বিষয়ে আমার বক্তব্য কি আপনি শুনবেন না?

ম্যাজিস্ট্রেট: আমি অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। (অর্ডারটি পড়েন ও ইন্‌স্‌পেক্টরকে বলেন) এই ৩৩ জনের বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগ আছে?

ইন্‌স্‌পেক্টর: এখনো নেই বটে, তবে হুজুর যদি আমাকে কাল অব্দি সময় দেন, আমি সেই সময়ই চেয়েছি,—যদি সময় দেন, আমি রেকর্ড ঘেঁটেঘুঁটে দেখব ওদের কোন্ অপরাধে অভিযুক্ত করা যায়।

জেকব: ঘোর অন্যায়! পৈশাচিক কাণ্ড! ৬৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জ তৈরি করতে চারমাস লেগে গেল। আর বাকি কজনের বিরুদ্ধে যা-হয়-কিছু দাঁড় করাবার জন্যে একদিন চাইছেন? (ম্যাজিস্ট্রেটকে) আমি হুজুরকে বলছি। এ দরখাস্ত না-মঞ্জুর করুন। এমনিতেই ত নির্দোষ মানুষগুলো জেলের ভেতর মরছে।

ম্যাজিস্ট্রেট: (ইন্‌স্‌পেক্টরকে) মিঃ জেকবের লিস্‌টের সঙ্গে নিজের লিস্‌ট চেক করুন। আমাকে জানান, এখন যাদের চার্জ করা হল, সেই ৬৭ জন কারা?

জেকব: এ কি হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না।

ম্যাজিস্ট্রেট: বুঝতে পারছেন না? ভারি দুঃখিত হলাম। তা, আপনার পথ ত খোলা রইল।

জেকব: ডেপুটি কমিশনার কি বলেছেন, আমি দেখতে চাই।

দয়া করে আমাকে রেকর্ড দেখতে দেবেন? তার আসল কথা কি তা জানার অধিকার আমার আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট: সদাসর্বদা যা করা হয়, তা ছাড়া অন্যমতে আপনাকে কিছু জানতে দেবার জন্যে আদালত বসেনি। দরখাস্ত করুন, সময়মত তা বিবেচনা করা হবে।

জেকব: কথা দিয়েছি, দরখাস্ত দিচ্ছিও। কিন্তু সময় বাঁচাবার জন্যে দয়া করে ডেপুটি কমিশনারের হলফ-করা জবানবন্দীটা আমাকে এক নজর দেখতে দিন।

ম্যাজিস্ট্রেট: দরখাস্ত দিন। আদালত এখন মুলতবী থাকল।

জেকব: জামিন হ্রাস বিষয়ে আমার বক্তব্য শুনবেন না?

ম্যাজিস্ট্রেট: সে বিষয়েও একটা দরখাস্ত দিন। ব্যাপারটা বিবেচনা করতে সময় লাগবে। আমার সিদ্ধান্ত ২২শে জানাব।

বীরসা, "বেঙ্গলী" কাগজ থেকে একদিনের ঘটনা তুলে দিলাম।

বীরসা; বীরসা, জেকবের মর্মযন্ত্রণা আমি দেখেছি। দেখেছি উনি ডাকবাংলোয় থাকেন, কোন সায়েব ওঁর সঙ্গে কথা কয় না।

দেখেছি উনি মাঝে মাঝে কলকাতা চলে যাচ্ছেন। আইনের বই আর ফাইল নিয়ে ফিরে আসছেন। ভীষণ জেদে লড়ে চলছেন।

আমাকে বলতেন, 'অলরাইট, অলরাইট, বীরসা তোমার বন্ধু, তুমি খুব বিচলিত। কিন্তু ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যাণ্ড দিস্, মাই বয়!'

আমি বলতাম, 'কি?'

'বীরসা ভগবান, মুণ্ডাদের মুক্তিদাতা, বীরসা যোদ্ধা, বীরসাকে নিয়ে হাজারটা লোকগীতি, বীরসাকে মনে রেখে মুণ্ডারা জেলে অত্যাচার সইছে।'

'হ্যাঁ।'

'ও যতদিন ছাড়া ছিল, তদ্দিন ব্রিটিশ বুরোক্রাসী ওকে ভয় পেয়েছে। কিন্তু জেলে ঢোকবার পর বীরসা ওদের কাছে কি?'

'বীরসা ত মারা গেছে।'

'না না, ওর শরীর মারা গেছে কিন্তু ওর আদর্শ মুণ্ডাদের মনের মধ্যে ভেরি মাচ বেঁচে আছে।'

'আপনি মুণ্ডাদের মত কথা বলছেন।'

'চামড়ার নিচে ত হাফ মুণ্ডা হয়ে গেছি। কবে থেকে ওদের হয়ে লড়ছি।'

'তাতে মুণ্ডাদের মানে, জেলের ভেতরে ও বাইরে যারা আছে, তাদের মনোবল অনেকটা ফিরেছে।'

'কিন্তু আমি যে কিচ্ছু করতে পারছি না? মাই বয়, ডোণ্ট্ মেক ওআন মিস্টেক।'

'কেন এ কথা বলছেন?'

'বীরসা মাস্ট্ হ্যাভ বীন্ এ ফোর্স্। কেন না, একটা কথা বলি, যতবার মুণ্ডাদের হয়ে লড়েছি, জেনেছি আমার অসুবিধে কোথায়। মুণ্ডাদের কোন লিখিত ভাষা নেই। ওরা আদিবাসী। চিরকাল ওদের ওপর অন্যায় করা হয়। বদমাশ উকিলগুলো ওদের কেসে ফাঁসিয়ে নিঃস্ব করত। কোর্ট-আইন—কীর্তিত-মহিমা ব্রিটিশ জুডিশিয়ারির সততা—ওরা কিছুই বুঝত না।'

'না।'

'সে সব হ্যাণ্ডিক্যাপ মেনে নিয়েই কেস লড়তাম। কিন্তু কোনবার এ রকম সুপরিকল্পিত ভাবে আইনের অবমাননা দেখিনি। আমি লড়ছি বটে, কিন্তু "দি বেঙ্গলী"র রিপোর্ট পড়ে দেখ? যেন বাতাসে তরোয়াল ঘোরাচ্ছি।'

'তাই মনে হয়।'

'এই ডেলিবারেট মিস্ক্যারেজ অফ জাস্টিস্ কেন? কেন সব নিয়ম অমান্য করে ওদের হাজতে রাখা? সিংভূমের লোককে রাঁচির কেসে, রাঁচির লোককে সিংভূমের কেসে ফাঁসানো? কেন বিচারাধীন বন্দীদের মৃত্যু ঘটে চলেছে? না, এতেই বুঝছি বীরসা ওয়াজ এ

ফোর্স। সে বেসিক হিউম্যান রাইটগুলো চেয়ে ইংরেজকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে, বুঝলে?'

'বুঝলাম।'

'দেখ, শাসক ব্রিটিশ তোমাদের এডুকেশন-প্রেস-য়ুনিভার্সিটি-রেলওয়ে দিতে পারে। তাতে তাদের স্বার্থও সিদ্ধ হয়। কিন্তু তারা তোমাদের, শাসক তোমাদের, বেসিক হিউম্যান রাইট দিতে চায় না। দিতে চাইলে তাদের যারা পিলার ছোটনাগপুরে, সেই মহাজন-বেনে-জমিদার-রাজাদের স্বার্থে ঘা পড়ে।'

'আপনি কি হতাশ হয়ে পড়েছেন?'

'মোটেই না। তা ছাড়া এতদিন। সরকার চটে যাবে বলে বাঙালী উকিলরা চুপ করেছিল। আমার সৌভাগ্য, কলকাতার হইচইয়ে তাদের টনক নড়েছে। লোকাল বারের অনেকেই আমাকে সাহায্য করেছেন। অবশ্য আদালতে দাঁড়াচ্ছেন না এসে। তা আমিও চাই না। দেখছ ত সরকার রাঁচি শহরে একটা সন্ত্রাসের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে? "দি বেঙ্গলী"র নিজস্ব-সংবাদদাতার রিপোর্ট পড়?'

আমি পড়লাম।

তাতে লেখা ছিল, "আজ সকালে রাঁচি পৌঁছেছি। এখন রাত ৮-৩০টা বাজে। এ পর্যন্ত মুণ্ডা'জ রায়ট প্রসিকিউশন নিয়ে যত লোকের সঙ্গে কথা বলেছি, সবাই মুখ বুজে বোবা হয়ে থেকেছে। এখানে চলেছে "রেইন অফ টেরর।" এতজনকে এত মাস ধরে নিষ্ঠুর ভাবে বন্দী করে রাখার পর দায়রা আদালতে তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে, তাদের কয়েদ করে রাখা ভুল হয়েছে। সে বিষয়েও কেউ একটি কথা বলছে না। জেলে এখনো ২১৭ জন বন্দী বিচারাধীন অবস্থায় আছে। তাদের যে কি জঘন্য অপরাধ ঘটেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করা হচ্ছে মাত্র। কিন্তু কি সে অপরাধ, তা এখনো আবিষ্কার করা যায়নি, সে বিষয়ে কেউ কিছু জানেও না। রিপোর্টার হিসেবে

ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ত্রিশ বছর ধরে ঘুরছি। নির্ভয়ে, প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করে বলব, মুণ্ডা রায়ট কেসগুলিতে যে বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, ব্রিটিশ জাস্টিসের আইডিয়ার সঙ্গে তার যেমন বিরোধ, তেমনটি আর কিছু আমার চোখে পড়েনি।

কেসগুলোর ফয়সালা হলে হাইকোর্টে আপীলের জন্যে যাবে। মফঃস্বলে বিচারের নামে কি চলে, জেলার প্রভুর কাছে আইনকে. কি ভাবে মাথা নোয়াতে হয়, তা আপনারা তখন জানতে পাবেন।

আপনারা বলেন, বেচারী বন্দীরা পচছে। গোড়ায় যাদের ধরা হয়, তাদের কতজন বন্দী অবস্থায় মারা গেছে জানতে ইচ্ছে করে। তথাকথিত রায়টে কতজনকে নির্মমভাবে-গুলি করে মারা হয়েছে, জানতে পারলে আরো ভাল হত। ভগবান জানেন, কোথায় ডেপুটি কমিশনার কি রায়ট দেখেছিল। হয়ত দু-এক দিন বাদে আমি বলতে পারব কতজনকে মারা হয়েছে।

জনসাধারণ হয়ত চমকে যাবেন।

নির্দোষ, বোঝাই যাচ্ছে তারা নির্দোষ। ডেপুটি কমিশনার চার্জ করেছে তাদেরই। তাও করেছে, বহু মাইল দূরে বসে যে খবর পেয়েছে, তার ভিত্তিতে। এদের হাতে হাতকড়া দিয়ে, পায়ে ও কোমরে ভারি শেকল পরিয়ে দিনের পর দিন আদালতে আনা হয়, অথচ বিচার করা হয় না, এ সভ্যতার কলঙ্ক।

জেল থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস তিনশো গজের কিছু বেশি দূরে। শেকলগুলো এত ভারি, যে এটুকু যেতেই বেচারীরা থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে। জেল থেকে ওরা বেরোয়। এজলাস বসে সকাল সাতটায়। জানি না সকালে তার আগে ওরা কিছু খেতে পায় কি না! তবে ডাকবাংলোয় বসে বসে দেখি, জেলে ফেরার সময়ে ওরা অবসন্ন হয়ে পড়ে যাচ্ছে পথে।"

"দি বেঙ্গলী" খুব লড়েছিল বীরসা। রাঁচিতে ম্যাজিস্ট্রেট, ডি. সি. ও পুলিসের অশুভ মৈত্রী নিয়ে চোখা ইংরিজীতে শ্লেষ করেছিল।

সুরেন ব্যানার্জি শুধু "দি বেঙ্গলী"তে সম্পাদকীয় লিখছিলেন, রিপোর্টার রাঁচিতে বসিয়ে রেখেছিলেন, তাই নয়—লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভাষণ দিয়েছিলেন।

জার্মান মিশনের ডাঃ এ. নয়কোট মিশনারী, প্রেম ও দয়ার ধর্মে দীক্ষিত। একা তিনি ডেপুটি কমিশনার স্ট্রীটফিল্ডকে অভিনন্দন জানান। বন্দী মুণ্ডাদের কোর্টমার্শাল করা হোক, বলে দাবী তোলেন।

সে তিনি একাই।

"দি স্টেট্সম্যান" ও "দি বেঙ্গলী" কাগজে মুণ্ডাদের বিচারের প্রহসন নিয়ে যুদ্ধ চলেছিল। তাতেই কি ভারত সরকারের টনক নড়ল?

ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত ও বিচার চলল ১৯০০ সালের অক্টোবরের শেষ অবধি।

সুরেন ব্যানার্জি মুণ্ডা ট্রায়ালের কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। তুমি জান বীরসা, তিনি কত বড়, কত নামী ও দামী লোক?

তুমি ত টুইলা বাজাতে, বাঁশি বাজাতে একদিন। আখারায় তোমার মত নাচতে কেউ পারে নি। চাইবাসায় মিশনে মাঝে মাঝে জামা হাতে আমার কাছে চলে আসতে। বলতে, 'বল্ তো? কুথা দিয়া মাথা ঢুকাই, কুথা দিয়া হাত ঢুকাই?'

তুমি বলতে, 'একদিন দেখিস বাজার হতে সকল লবণ কিনা মোর মাকে দিব।'

"বেসিক হিউম্যান রাইট" কথাগুলোর মানে তোমার কাছে কি ছিল, তাই ভাবি।

লবণ—ঘাটোর সঙ্গে, জঙ্গল-আবাদী জমিতে ফসল ফলিয়ে নিজের গোলায় ফসল তোলা, বেঠ-বেগারী না-দেওয়া, নিজেদের অরণ্য-জীবনে শান্তিতে থাকা।

এ কি আকাশ থেকে সূর্যটাকে চাওয়া ?

তেমনি স্পর্ধিত, উদ্ধত চাওয়া ?

হয়তো তাই।

নইলে কেন বিচারের নামে সভ্যতার মুখে কালি লেপে দিয়ে বিচারাধীন বন্দীদের ওপর এত নির্যাতন ?

কেন সুরেন ব্যানার্জি কাউন্সিলে গর্জে উঠেছিলেন, ফৌজদারী কার্যবিধি আইন ১০৭ ধারা মতে মুণ্ডাদের বিরুদ্ধে যে কেস, তা তুলে নেওয়া হয়েছে ?

যদি তা হয়ে থাকে, তবে উক্ত ধারায় বিচার চলাকালে কতদিন মুণ্ডারা বন্দী ছিল ?

হাজতে কতজন বিচারাধীন মুণ্ডা মারা গেছে ?

কাগজে যে বেরিয়েছে নতুন চার্জে খালাসপ্রাপ্ত মুণ্ডাদের আবার ধরা হচ্ছে। এ সংবাদ কি সত্য ?

যদি নতুন চার্জে তাদের ধরা হতে থাকে, তবে কি সরকার তদন্ত করবেন, ওরা জেলে পাঁচমাস ছিল যখন, তখন কেন সে চার্জ আনা সম্ভব হয়নি ?

"দি স্টেট্‌সম্যান" বলেছিল, সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি হল নির্দোষীদের কয়েদে রাখা। লর্ড কার্জনের কাছে সুবিচার, সত্বর বিচার চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল।

কিন্তু শাসনের চাকা কি সহজে নড়ে ?

সবই হচ্ছিল বীরসা। কিন্তু জেলে গিয়ে যখন মুণ্ডাদের সামনে দাঁড়াতাম, আমার বুক ফেটে যেত।

ওরা সব বুঝত।

কত স্নেহে ধানী মুণ্ডা, ভরমি মুণ্ডা বলত, 'বাবু? তু কি করবি বল্? তুর কুন দোষ নাই। ওরা মোদের বিরুদ্ধে কুন দোষ পাচ্ছে না। তাই জেহেলে যন্ত্রণা দিয়া সবারে মারতে চায়। ওরা বুঝে না, ভগবান যেথা মরল, সেথা মরব, বীরসাইত এই চায়।'

শাসনের চাকা নড়ত না বীরসা, আমি তখন মিরাক্‌ল চাইতাম। হ্যাঁ, অলৌকিক কিছু ঘটুক। মুণ্ডা রায়ট ট্রায়ালের কলঙ্কিত দুঃস্বপ্ন শেষ হোক।

বড়লাট চাপ দিতেন ছোটলাটকে। ছোটলাট চাপ দিতেন স্ট্রীটফিল্‌ডকে। স্ট্রীটফিল্‌ড আর কুট্‌সের তখন ধারণা হয়ে গিয়েছিল, ওরা ভগবান। ওরা সব কিছুর উপরে এবং বাইরে।

অদ্ভুত ভাবে চাকাটা ঘুরছিল।

গভর্নর-জেনারেল-ইন্‌-কাউন্‌সিল লক্ষ্য করছিলেন "আদালতের কাজ শুরু হবার সময় থেকেই মিস্‌ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে"—"কেস দাঁড় করিয়ে ফয়সালা করতে তারপর লজ্জাস্কর দেরি হয়"—খালাসপ্রাপ্ত মুণ্ডাদের মধ্যে ষাট জনকে "বিচার শুরু করার আগে প্রায় একবছর আটক রাখা হয়।"

বুঝতে পারছিলেন, "বিচারটি তড়িঘড়ি ঠিকমত শেষ হওয়া উচিত ছিল"—"ট্র্যাজিডি হল, কেস ঝুলিয়ে রাখার সময়ে চোদ্দজন মারা গেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের দীর্ঘসূত্রিতার শহীদ তারা। তাদের মধ্যে বহুজন নির্দোষ, খালাস হুকুমও হয়েছিল।"—এই "বিলম্বের ফল অশুভ হয়েছে। সরল আদিবাসীদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা বিষয়ে এতে কোন ভাল ধারণা জন্মাচ্ছে না।"

গভর্মেণ্ট অফ ইন্‌ডিয়া বলেন, "কেস তৈরি করার সময়ে এত বিলম্বের কারণ হল প্রয়োজনীয় অফিসার নিয়োগ না করা, সমস্ত কার্যভার আঞ্চলিক শাসনযন্ত্রের ওপর ফেলে রাখা।"

আঞ্চলিক প্রশাসন এ মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন বটে, কিন্তু বিচার চলাকালে কর্মদক্ষ প্ল্যাটেলকে সরিয়ে ছোকরা ও অনভিজ্ঞ কুট্‌সকে নিয়োগের কোন সন্তোষজনক কারণ দেখাতে পারেন না।

গভর্মেণ্ট অফ ইন্‌ডিয়া এ ব্যবস্থাপনা "যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত" মনে করেন না এবং বলেন, "অতর্কিতে, অপ্রত্যাশায় প্ল্যাটেলকে বদলী করার ফলে কেস নিষ্পত্তি হতে দেরি হয়েছে"—"ডেপুটি কমিশনার

স্ট্রীটফিল্ড কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখিয়েছেন। কেস চলার সময়ে এজলাসে ঢুকে পড়ে ম্যাজিস্ট্রেট কুট্‌সের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিজেকে সমালোচনার সম্মুখীন করেছেন।”

ছোটলাট “বিচারকার্যে বিলম্বের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিলেন” এবং দাবী জানালেন “বিদ্রোহ দমনে স্থানীয় প্রশাসন দ্রুততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সাফল্য দেখিয়েছেন”—“খুঁতখুঁতে বিচারককে খুশি করার মত যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে গিয়ে এক বিদ্বিষ্ট অঞ্চলে তাদের খুব অসুবিধে হয়েছে, তাতেই এত দেরি। এই বিলম্ব এমন দোষনীয় নয়, তাতে আগেকার সাফল্য ম্লান হয় না।” লর্ড কার্জন বললেন, আঞ্চলিক প্রশাসন যে কাণ্ড করেছে, তাতে “এ সব ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মোটেই মেলে না।”

অবশেষে কি হয়েছিল জান বীরসা? স্ট্রীটফিল্ড আর কুট্‌স পুলিসকে সর্বতোভাবে সাহায্য করছিল বলে জেলকর্তৃপক্ষ মজা পেয়ে গিয়েছিল।

ওরা বন্দীদের আত্মীয়স্বজনদের বলত, ‘টাকা আন্, খাবার আন্, শুধা হাতে কেউ আসামী দেখতে আসে?”

মুণ্ডাদের মা-বাপ-বউ-ছেলে-ভাই-বোনের দেবার ক্ষমতা কত তা ত তুমি জান।

ওরা যথাসাধ্য এনে এনে দিত। আর চোখ মুছতে মুছতে ফিরে যেত। জেকবকে ডেকে বলে যেত, ‘সাহেব গো, আজও দেখতে দিল না।’

জেলের ভেতরে গিয়ে পুলিস মুণ্ডাদের বলত, ‘কেও দেখতে আসে না তোদের। কেও খোঁজ লেয় না। নিজেদের বীরসাইত বলিস? তোদের আপনজন সব বীরসার ধর্ম ছেড়া দিছে।’

বলত, ‘জেহেলে থাকিস, সরকারের ভাঁত খাস। উ দিকে আকালে তোদের সব মরতাছে। মিশন-মহাজন-দিকু-জমিদার সবারে মারতে চেয়াছিলি না? এখন তারা কেউ সাহায্য করে না।

করবে কেন ? বাঁচায়ে রাখত তারা, বেইমানি করিস নাই তোরা ?
বেইমানী করার কালে মনে ছিল না ?'

আমি যে ওদের কাছে যাব, সান্ত্বনার কথা বলব, সে পথও ছিল না। আমার মুণ্ডাদের সঙ্গে দেখা করার, কথা বলার হুকুম ছিল না।

ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস থেকে দায়রা আদালত। অবশেষে ১৯০০ সালের মাঝামাঝি দায়রা আদালতে জুডিশিয়াল কমিশনার এফ. আর. টেইলরকে সাহায্য করতে একজন অতিরিক্ত দায়রা জজ নিয়োগ করা হয়।

ষড়যন্ত্রের অপরাধে অভিযুক্ত সকলকে টেইলর খালাস করে দেন। তিনি ষড়যন্ত্র আইনের এক নতুন ব্যাখ্যা তৈরি করেন। বলেন, "অপরাধ সংঘটনের সময় অবধি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে না পারলে, কাউকে ষড়যন্ত্রের অপরাধে সাজা দেওয়া যাবে না।"

দলে দলে মুণ্ডা খালাস পেতে থাকে। তাতে গভর্মেন্ট অফ ইণ্ডিয়া আঞ্চলিক প্রশাসনের ওপর আরো খেপে যান। "দি স্টেট্‌সম্যান" আর "দি বেংগলী" যা বলে চেঁচাচ্ছিল, তাই তো প্রমাণ হল ? কাগজ দুটি তো বরাবর বলে আসছে, "অধিকাংশ মুণ্ডা নিরপরাধ। কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই তবু ওদের বেআইনে জেলে রাখা হয়েছে বছরখানেক।"

'লীগাল রিমাম্‌ব্রান্‌সারের ওপর এবার ছোটলাটও চটে যান। তিনি না বলেছিলেন, "প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রচুর সন্তোষজনক সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করা হয়েছে ?" তিনি বলেছিলেন, "পুরো দলটাই সাজা পাবে।"

জেকব, "দি বেংগলী" ও "দি স্টেট্‌সম্যান" একজোটে যুদ্ধ করার ফলে ১৯০০ সালের নভেম্বরে একদিন মুণ্ডা রায়ট কেস শেষ হল। সেদিন দেখা গেল রাঁচি ও সিংভূমে ৪৮২ জন মুণ্ডার বিচার হয়। শুধু আটানব্বই জন সাজা পায়, আটষট্টি জনকে শান্তিরক্ষা করে চলতে

বলা হয়, ছশো ছিয়ানব্বই জন খালাস পায়। ৪৬২ জনের হিসেব পেলে ত? বিচারাধীন অবস্থায় মৃতের সংখ্যা, তোমাকে নিয়ে এতদিনে কুড়িতে এসে দাঁড়িয়েছিল যে?

এতকেদিতে কন্‌স্টেব্‌লকে মারার জন্যে গয়া মুণ্ডা, তার ছেলে সান্‌রে মুণ্ডা, আর চক্রধরপুরে কন্‌স্টেব্‌ল হত্যার জন্য সুখরাম মুণ্ডার ফাঁসির হুকুম হয়।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় ৪০ জনের। সাত বা ততোধিক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় পাঁচজনের। পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় ২৪ জনের। তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয় ছয়জনের। তিন বছরের কম সশ্রম কারাদণ্ড হয় চারজনের—গয়া মুণ্ডার মেয়ে, বউ, ছেলের বউ, একটি একবছরের শিশুর। মেয়ে, ছেলের বউ, ও শিশুটিকে শেষ অবধি টেইলর একদিনের কারাদণ্ড দিয়ে ছেড়ে দেন।

শুধু বিরাশি জনের কথা লিখতে পারলাম। বাকি ষোলজনের কথা জানি না।

গয়া, সান্‌রে ও সুখরামের ফাঁসির হুকুম রদ করতে জেকব বড়লাটের কাছেও আপীল করেছিলেন। বড়লাট সে কথা রাখেন নি।

সব হয়ে যাবার পর আমার সঙ্গে গয়া, সান্‌রে ও সুখরামের কথা হয়। তখন আর আমার সঙ্গে কথা কইতে ওদের নিষেধ ছিল না কোন।

গয়া হঠাৎ আমাকে বলেছিল, 'যতদিন আমরা আছি, ততদিন তু থাকিস বাবু।'

কেন বলেছিল বীরসা? ও কি বুঝেছিল, ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরে, আমার মূল্যবোধে, আমার বিবেকে কোথাও একটা অধ্যায়ের মৃত্যু ঘটবে?

ও কি বুঝেছিল, আমি কাজ ছেড়ে দেব? নইলে কেন পিতার মত, স্নেহময় পিতার মত, ও বলল, 'তু থাকি কি? তু কি মুণ্ডাটা যি না খেয়া অভ্যাস আছে?'

পিতার মত—! অথচ পিতা কি, মাতা কি, জানি না আমি। অনাথাশ্রমের দোরগোড়ায় ফেলে যাওয়া আঁতুড়ে শিশু।

আমার চোখ ছাপিয়ে জল পড়েছিল। ফাঁসির হুকুম শুনে, আপীল-আর্জি বিফল হয়েছে জেনে এক নিরন্ন, গরিব, বৃদ্ধ মুণ্ডা, আমি কি খাব তাই ভাবছে।

ধানী মুণ্ডা বলেছিল, 'ছেলাটা কান্‌ল কেনে?'

গয়া মুণ্ডা বলেছিল, 'মোর সান্‌রে, মোর জইমাসির মত ছেলা ত! মোদের দুঃখে কানে।'

আমাকে বলেছিল, 'কানিস না রে! মরতে মোর সত্যিই ডর নাই। মরতে বীরসাইত ডরে? তারে মরতে দেখাছিস, সে ডরাছিল?'

গয়া ও সুখরামের আগে ফাঁসি হয়। তারপর সান্‌রের ফাঁসি হয়ে গেল। মরার আগে ও অনেক জলে স্নান করতে চেয়েছিল, নতুন ও অখণ্ড বস্ত্র পরতে চেয়েছিল, কিছু খেতে চায় নি।

ওরা তিনজনের কেউই পহানের মন্ত্রোচ্চার শুনতে চায় নি। ওরা তোমার নাম করেছিল।

তারপর আমি কাজে ইস্তফা দিলাম।

জেকব বললেন, 'কেন?'

কেন, তা কি ছাই নিজেই জানি? কিছুই ত নেই আমার। আমি এই শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থার মানুষ। এই ব্যবস্থা আমাকে না দেয় বেসিক হিউম্যান রাইট, না শেখায় বিবেক বোধ। মুণ্ডা রায়ট কেসে বাঙালী ক্রীশ্চান অমূল্য আব্রাহাম কষ্ট পায় কেন, কেন কেসের সমাপ্তিতে চাকরি ছাড়ে?

আমার যে আর কিছু ছাড়ার নেই? আমি যে আর কিছু করতে পারি না? আমার আঙুলগুলো কি পাতলা, চামড়া কি নরম, আমি না পারি তীর ছুঁড়তে, না জানি বলোয়া চালাতে। আমি শুধু এইটুকুই পারি। বাকি জীবনটা ধরে বুঝতে চেষ্টা করতে।

তোমাকে। তুমি কে? তুমি কি সময়ের আগে জন্মেছিলে, না সময়ই তোমাকে সৃষ্টি করে?

তোমার আন্দোলন কি? মুণ্ডারা কি অরণ্যের অধিকার পাবে? খুটকাট্টি গ্রামে তাদের জন্মাধিকার স্বীকৃত হবে? তাদের জীবন থেকে মহাজন-বেনে-জোতদার-জমিদার-হাকিম-আমলা-থানা-বেঠ-বেগারীর পাষাণভার নেমে যাবে?

যতদিন না যাবে, ততদিন কি তুমি মরতে পার? শরীর মরে গেলে অমূল্য আব্রাহামের মত মানুষরা মরে যায়। শরীর মরলে বীরসাও মরে?

আমি চালকাড় গিয়েছিলাম। আগে গিয়েছিলাম বোর্তোদি। ডোন্‌কা মুণ্ডার আগে হল ফাঁসির হুকুম, তারপর আপীলের ফলে হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

সেই ছাতিম গাছটা দেখলাম বীরসা। এখন ১৯০১ সালের নভেম্বর। এখনো সে গাছে ফুল রয়েছে।

গাছের নিচে সালী বসেছিল। আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ধানী। ধানীর সঙ্গে আমাকে দেখেই ও বুঝে নিল আমি ওর শত্রু নই।

আমাকে দাওয়ায় বসাল। খুদ সিদ্ধ করে খেতে দিল। পরিবা ধুলো মেখে খেলছিল। সালী বলল, 'কথা শুনে না। খালি খেলা করে।'

চলে আসার সময়ে সালী আর ধানী গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। আমি বলেছিলাম, 'ডোনকা নেই। এখন তোমাদের চলবে কি করে?'

সালীর চোখ হেসে উঠল। বলল, 'কেন? কষ্ট করা? ভগবান শিখায়ে দিয়া গিছে উলগুলানের শেষ নাই। ভগবানের মরণ নাই। মুণ্ডার জীবনে কষ্ট ফুরালে ত ভগবানের মরণ, উলগুলানের শেষ মেনা নিতে হয়। বল?'

কিছু বলতে পারিনি আমি। তারপর এসেছি চালকাড়ে।

আমি যেখানে বসে নোটবই লিখছি বীরসা, এটা একটা চ্যাটাল পাথর। পাথরটার নিচ দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীটার নাম জানি না, কোন একদিন জেনে নেব।

লিখছি, আর মাঝে মাঝে মাথা তুলে দেখছি। সামনে, নদীর দিকে চেয়ে বসে আছে এক জরতী মুণ্ডা মা। তোমার মা। করমি।

রোজ সকালে কোমতার মেয়ে ওকে হাত ধরে নিয়ে আসে, এখানে বসিয়ে দিয়ে যায়। দুপুরে কোমতার বউ ওকে এখানে খাবার এনে খাইয়ে যায়। রোজ বিকেলে, নদীতে বাঘ জলখাবার সময় হলে আমি, নয়ত সুগানা—তোমার বাপ, ওর হাত ধরে তুলে নিয়ে যায়।

ওর স্থির বিশ্বাস, একদিন তুমি ফিরে আসবে বলে অপেক্ষা করতে করতে ও পাথর হয়ে যাবে। সেদিন ওকে ঘরে ফিরতে হবে না।

ও বলে, 'তোমরা আমাকে ঘরে তুল কেন? এই নদী-গাছ-পাহাড়-মাটি দেখতে দেখতে আমি তারে ফিরা পাই।'

এখন ওকে দেখলে পাথরের মূর্তি বলেই মনে হচ্ছে। ওর রুক্ষ সাদা চুল জড়িয়ে বাঁধা, শরীরের চামড়ায় ও মুখে অজস্র রেখা, নিরশ্রু চোখ বহুদূরে তোমাকে দেখতে পাচ্ছে।

আমি লিখছি। আমার ঠিক নিচ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। আমি ভেতরে তার কথা শুনতে পাচ্ছি। পাথুরে মাটি, নিষ্ফলা গাছের জংলা বন, দিগন্ত অবধি ঢেউ খেলানো উদ্ধত পাহাড়। আমার গায়ে লাগছে হিমেল বাতাস। ওরা সবাই আমাকে বলে চলেছে, 'আমরা যেমন চিরকালের, সংগ্রাম, বীরসার সংগ্রামও তাই। কিছুই ফুরোয় না পৃথিবীতে—মুণ্ডারী দেশ-মাটি-পাথর-পাহাড়-বন-নদী-ঋতুর পর ঋতুর আগমন—সংগ্রামও ফুরোয় না, শেষ হতে পারে না। পরাজয়ে সংগ্রাম শেষ হয় না। থেকে যায়, কেননা মানুষ থাকে, আমরা থাকি।'

আমি শুনছি। বিশ্বাস করতে এখনো পারছি না। তবে শুনতে শুনতে, তোমার মাকে দেখতে দেখতে, একদিন বিশ্বাস করতে পারব তাও জানি বীরসা। এখন শুধু শুনি তবে? উলগুলানের শেষ নাই! বীরসার মরণ নাই! উলগুলানের শেষ নাই! বীরসার মরণ নাই! উলগুলানের শেষ নাই! বীরসার মরণ……!

আমাকে শুনতে দাও। শুনতে না শিখলে আমি বিশ্বাস করব কেমন করে?